

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব।

Sri Sri Rama Krishna Paramahamsa.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—কথিত)

চতুর্থ ভাগ।



"তব কথামৃতম্ তপ্তজীবনম্, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥"
শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা।

প্রথম সংস্করণ।

Calcutta.
PUBLISHED BY
PROVAS CHANDRA GUPTA,
13-2, Goorooprasad Chowdhury's Lane,

১০ই আশ্বিন, সন ১৩১৭।

বাঁধান ১।/০ আনা।]

চতুর্থভাগ—সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীপাদপদ্মভরসা।

পূজা ও নিবেদন।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

মা,

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা আবার উপস্থিত। আজ নবম্যাদি কল্পারম্ভ। আমাদের নৈবেদ্য গ্রহণ কর। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত চতুর্থভাগ, এবারের নৈবেদ্য।

মা, তোমার ও বাবার আশীর্ব্বাদে শ্রীকথামৃত আবার প্রকাশিত হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত চরিত্রের তেত্রিশ খানি চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। ভগবৎ ভক্তগণ ধ্যান করিবেন।

ভক্তদের জন্য এবারে একটি বিশেষ শুভসম্বাদ আছে। ঠাকুর বলিতেছেন * 'মা, এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে তারা যেন সিদ্ধ হয়'। এই শুভ অঙ্গীকারবাণী ভক্তদের যেন সদা স্মরণ থাকে।

এবার ভক্তসমাগমকথা অনেক আছে। ছোট নরেন, পূর্ণ, নারা'ণ প্রভৃতি শেষের ছোকরা ভক্ত দিগের জন্য ব্যাকুলতা; নরেন্দ্রের প্রতি পুনঃ পুনঃ সন্ন্যাসের উপদেশ; অধরকে চাকুরী হইতে নিবৃত্তির উপদেশ; ৺জন্মাষ্টমী দিবসে গিরীশের স্তব ও তাঁহার প্রতি ঠাকুরের উৎসাহবাণী—এই সকল চিত্র ভক্তেরা ধ্যান করিবেন, সন্দেহ নাই।

ঠাকুরের নানাবিধ ঈশ্বরীয় অবস্থা বর্ণনা করা মানুষের অসাধ্য। তাঁহার বালকাবস্থা বা পরমহংস অবস্থার কএক খানি চিত্র সন্নিবেশিত হইল। আর সিদ্ধিলাভের পর সাধনাবস্থায় যে সকল অমানুষিক ভাব ও অদ্ভুতদর্শন হইত তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস এই ভাগে পাওয়া যাইবে।

সমগ্র চার ভাগের চিত্রগুলি পরে পরে সাজাইয়া সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওয়া হইল। দিন স্থান ও তিথি, সেই ক্ষেত্রের ও দিনের ভক্তগণের নামও উল্লিখিত আছে। তিথি ধরিয়া সেই স্থানে ভক্তেরা মনে করিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ধ্যান, চিন্তা, করিতে পারিবেন। দৈনিক চরিত্র †।

* ২১০ পৃষ্ঠা।   † দৈনিক চরিত্র, ৩২৭ পৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রীমার আশীর্ব্বাদ। ত্রয়োদশবর্ষ পূর্ব্বে।

এই গ্রন্থে বিবৃত শ্রীমুখকথিতচরিতামৃত ও ঠাকুরের নানাবিধ অবস্থা ও একস্থানে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে;—আমরা তাঁহার নিজের মুখে যাহা শুনিয়াছি ও নিজের চক্ষে যাহা দেখিয়াছি।

মা, ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ব্বে যখন শ্রীশ্রীকথামৃত প্রণয়ন এই দুরূহ ব্রত তোমার অকৃতী সন্তান গ্রহণ করে, তুমি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলে ও অভয় প্রদান করিয়াছিলে। শ্রীশ্রীনরেন্দ্র প্রভৃতি গুরুভায়েরাও যার পর নাই উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। এখনও শ্রীযুক্ত বাবুরাম, শশী, গিরীশ প্রভৃতি ভায়েরা সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেছেন।

মা, তোমার আশীর্ব্বাদ ও অভয়বাণী এ দাসানুদাসের একমাত্র অবলম্বন। এক্ষণে করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ কর যেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত একমাত্র বাবার সেবা, তোমার সেবা, ও তোমাদের সন্তানদের ও ভক্তদের আনন্দবর্দ্ধনে, উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে। ইতি

নবম্যাদি কল্পারম্ভ ও দেবীর বোধন।	একান্ত শরণাগত, দাসানুদাস,
কলিকাতা, ২৭এ সেপ্টেম্বর ১৯১০।	মা, তোমার অকৃতী সন্তান,
১০ই আশ্বিন, ১৩১৭।	শ্রীম—

শ্রীশ্রীমার আশীর্ব্বাদ। ত্রয়োদশবর্ষ পূর্ব্বে

বাবাজীবন,— * *

তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে আবশ্যকমত তিনি প্রকাশ করাইতেছেন। ঐ সকল কথা ব্যক্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। এক দিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন। * * ২১ আষাঢ়, ১৩০৪।

...তচরিতামৃত।

ঠাকুরের জন্মাবধি ঘটনাগুলি লইয়া তাঁহার চরিতামৃত ধারাবাহিকরূপে বিবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার অনেক দিন ইচ্ছা আছে। শ্রীশ্রীকথামৃত অন্ততঃ ছয় সাত ভাগ সম্পূর্ণ হইলে শ্রীমুখকথিতচরিতামৃত অবলম্বন করিয়া এইটী লিখিবার উপকরণ পাওয়া যাইবে।

এ সম্বন্ধে তিন প্রকার উপকরণ (materials) পাওয়া যায়।

১ম (Direct and Recorded on the same day)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখে বাল্য, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অথবা ভক্তদের সম্বন্ধে নিজ চরিত যাহা বলিয়াছেন,—আর যাহা ভক্তেরা সেই দিনই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকথামৃতে প্রকাশিত শ্রীমুখকথিতচরিতামৃত এই জাতীয় উপকরণ। শ্রীম নিজে যে দিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন, ও তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি সেই দিন রাত্রেই (বা দিবাভাগে) সেইগুলি স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে Diaryতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (Direct) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত। বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি সমেত।

২য় (Direct but unrecorded at the time of the Master)

ঠাকুরের শ্রীমুখে ভক্তেরা নিজে যাহা শুনিয়াছিলেন আর এক্ষণে স্মরণ করিয়া বলেন। এ জাতীয় উপকরণও খুব ভাল। আর অন্যান্য অবতারে প্রায় এইরূপই হইয়াছে। তবে চব্বিশ বৎসর হইয়া গিয়াছে। লিপিবদ্ধ থাকাতে যে ভুলের সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অধিক ভুলের সম্ভাবনা।

৩য় (Hearsay and unrecorded at the time of the Master)

ঠাকুরের সমসাময়িক ৺হৃদয় মুখোপাধ্যায়, ৺রামচাটুয্যে, প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তগণের নিকট হইতে ঠাকুরের বাল্য ও সাধনাবস্থা সম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি,—অথবা ৺কামারপুকুর, জয়রামবাটী, শ্যামবাজার নিবাসী বা ঠাকুরগোষ্ঠীর ভক্তদের মুখ হইতে তাঁহার চরিত সম্বন্ধে যাহা শুনিতে পাই,—সে গুলি তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ।

শ্রীশ্রীকথামৃত প্রণয়ন কালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহার ধারাবাহিক চরিতামৃত যদি ভিন্ন আকারে শ্রীম—প্রকাশ করেন সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেণীর উপকরণের উপর, অর্থাৎ শ্রীমুখকথিতচরিতামৃতের উপর, নির্ভর করিয়া লেখা হইবে।

শ্রীমুখকথিতচরিতামৃত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, চতুর্থ ভাগ।

বাল্য।

সিদ্ধিলাভের পর সাধনাবস্থা।

(ক) পঞ্চবটী, বেলতলা, কালীঘর, কুঠী।

(খ) শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন।

(গ) প্রথমাবস্থার ভক্তগণ।

জন্য আলাদা ভাঁড়ার করেন ১৭৮। ব্রাহ্মণী বলতো, 'প্রতাপরুদ্র' ৩১১। পাঁচ-জনের মধ্যে একজন—রসদ্দার ৩১০।

হলধারী—হলধারীকে বল্লাম, 'মা বলেছেন তুই ভাবেই থাক'; ৩। অধ্যাত্ম, বেদান্ত, পড়তো,—আবার বলে 'ছেলেদের বিয়ে কেমন করে হবে' ৬০। অসুখের সময় সর্ব্বাধিকারী ডাক্তারকে হাত দেখালে ৮৫। জ্ঞানী পাগলের কথা বল্লে ও আমার বুক গুর গুর করতে লাগলো ১১৬। কালীঘরে অধ্যাত্মরামায়ণ পড়া শুনে আমার রাম লক্ষ্মণ দর্শন ২৫৫। যখন মা বল্লে, 'তুই কি অক্ষর হতে চাস?' তখন 'অক্ষর' মানে হলধারীকে জিজ্ঞাসা করলাম; তখন ২২।২৩ বছর বয়স ৩১০।

হৃদয় মুখোপাধ্যায়—প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে জ্ঞানী পাগলের কথা শুনে হৃদয়কে জড়িয়ে ধরলুম ১১৬। হৃদুকে বল্লাম, আমি কৃষ্ণকিশোরের একাদশী, লুচি ছক্কা দিয়ে, করবো ৯৪। হৃদুর বাড়ীতে শিহোড়ে দুর্গাপূজা ১১৫। কেশবকে দেখতে হৃদেকে সঙ্গে করে বেলঘরের বাগানে গেলাম ১১৭। হৃদের বাড়ীতে মল্লিকরা খেলে না; ঘোষপাড়ার মত ১৪৫। আমাকে তালুক লিখে দেবার জন্য সেজোবাবু হৃদের সঙ্গে পরামর্শ করছিল ১৫৪। লক্ষ্মীনারায়ণ হৃদের কাছে (আমার জন্য) টাকা দিতে চাইলে ২০৫। মার (জগন্মাতার) কাছে ব্যামোর কথা হৃদু বলতে বল্লে ২৮৭।

'ন্যাঙটা' তোতাপুরী—পঞ্চবটীতে আমার গান শুনে ন্যাঙটার কান্না ৪৬। বাঘ আর ছাগলের পালের গল্প বলেছিল ৫০। বল্লে সোণার থালা, সোণার গেলাস, দিয়ে এক ধনী সাধুদের খাওয়ালে ১৫৬। ন্যাঙটা আর হলধারী কালীঘরে অধ্যাত্ম পড়ছে, দেখলাম রাম লক্ষ্মণ ২৫৫। ন্যাঙটা বেদান্তের উপদেশ দিলে তিন দিনই সমাধি ২৬৪। ন্যাঙটা বোলতো, গভীর রাত্রে অনাহত শব্দ শোনা যায় ২৬৬। বোলতো, 'মনেই জগৎ আবার মনে-তেই লয় হয়'।

ব্রাহ্মণী—'বামণী' বেলতলায় তন্ত্রের সাধনের জোগাড় করতো ২৫৬। বোলতো 'বাবা, বেদান্ত শুনোনা,—ভক্তির হানি হবে' ২৬৫। সেজোবাবুকে বোলতো, 'প্রতাপ রুদ্র' ২১১।

বৈষ্ণবচরণ—বোলতো নরলীলায় বিশ্বাস হলে পূর্ণ জ্ঞান হবে ৮৩। বোলতো, যে যাকে ভালবাসে তাকে ইষ্ট বলে জান্‌লে ভগবানে শীঘ্র মন হয় ৮৭। সেজো বাবুর কাছে শাক্তের নিন্দা করেছিল ১১৩। রতির মা, বৈষ্ণবচরণের দলের লোক ১১৪।

কৃষ্ণকিশোর—বলেছিল,ঋষিরা দিয়েছিল বলে 'মরা''মরা', শুদ্ধ মন্ত্র ৬১। কৃষ্ণকিশোরের ছেলে, রামপ্রসন্ন ৮৯। একাদশীতে কৃষ্ণকিশোর লুচি ছক্কা খেলে ৯৪। ভবনাথের মত দুই ছেলে মারা গেল,—অত বড় জ্ঞানী, কিন্তু প্রথম প্রথম শোক সামলাতে পাল্লে না।

পদ্মলোচন—আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কাঁদ্‌তে লাগলো ৪৬। বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে কৈবর্ত্তের বাড়ীতে সভায় যাবো তার আর কি—হাড়ীর বাড়ীতে গিয়ে খেতে পারি' ৬১। বলেছিল, তোমার অবস্থা সভা করে লোকদের বল্‌বো।

জয়নারাণ পণ্ডিত—খুব উদার; বল্লে, কাশী যাবো ৮১। পণ্ডিত ব'লে অহঙ্কার ছিল না ২২১।

গৌরী পণ্ডিত—'কালী আর গৌরাঙ্গ এক বোধ হ'লে তবে ঠিক জ্ঞান হয়' ৬৮। স্ত্রীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজো কর্‌তো ৮২। স্তব কর্‌তো, 'হা রে রে নিরালম্ব লম্বোদর'!—পণ্ডিতেরা কেঁচো হ'য়ে যেত।

নারায়ণ শাস্ত্রী—সাত বছর ন্যায়শাস্ত্র প'ড়েছিল; 'হর হর' বল্‌তে বল্‌তে ভাব হোতো; বশিষ্ঠাশ্রমে তপস্যা কর্‌তে চ'লে গেল ১১৭। মাইকেলকে বল্লে,—যে পেটের জন্য নিজের ধর্ম্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কথা কি কইবো? ১৮৮।

মাইকেল মধুসূদন—মেগেজিনের সাহেবদের সঙ্গে মোকদ্দমার জন্য দ্বারিক বাবুর সঙ্গে এসেছিল; দপ্তরখানার বড় ঘরে দেখা হ'ল; প্রথমে নারায়ণ শাস্ত্রীর সঙ্গে কথা; আমি বল্লাম, 'আমার মুখ কে যেন চেপে ধর্‌ছে' ১১৮।

শম্ভু মল্লিক—এক দিন বোল্‌ছে—ওহে তুমি তাই ন্যাঙ্‌টো হয়ে বেড়াও—বেশ আরাম! ৯৯। শম্ভুর নাকটি টেপা ছিল—তাই অত ভাল থেকেও তত সরল ছিল না ২২৬। রাঙ্গা মুখ ক'রে বলেছিল, 'সরল ভাবে ঈশ্বরকে ডাক্‌লে তিনি শুন্‌বেনই শুন্‌বেন' ২৮৯। শম্ভু একজন রসদ্দার—তাকে আগে থাক্‌তে ভাবে দেখেছিলাম ৩১১। ব্যারামের সময় বোলতো, হৃদু পোঁট্‌লা বেঁধে বসে আছি ১৯৪। যখন ঘোর বিকার ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী দেখে বলে, ঔষধের গরম! ৮৫। শম্ভুর আফিম কাপড়ে বাঁধিয়া আনিতে ঠাকুর অক্ষম—২৮২।

উলোর বামনদাস—বিশ্বাসদের বাড়ীতে দেখা; আমায় দেখে বলেছিল, 'বাবা! বাঘ যেমন মানুষকে ধরে তেমনি ঈশ্বরই এঁকে ধরে রয়েছেন!' ২২০।

গোবিন্দ পাল ও গোপাল সেন—বরাহনগরের ছেলে। ছেলে বেলা থেকেই ঈশ্বরে মন। গোপালের ভাবসমাধি হ'ত; পঞ্চবটীতে বিদায় লয়ে গেল ২০৭। সেই বোধ হয় নিত্যগোপাল ২৬৩।

পঞ্চবটীর সন্ন্যাসী (গুরুপাদুকা ও শালগ্রাম পূজা) ১৯১।

সন্ন্যাসী—নয় হাত লম্বা চুল বিশিষ্ট, দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে দর্শন। ৩০০

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী—ঠাকুরের নামে টাকা লিখে দিতে তাঁহাকে নিষেধ ২০৫।

কেশব সেনের তিন জন শিষ্য—ঠাকুরকে পরীক্ষা করিতে আগমন করেন (দক্ষিণেশ্বরে) ১১৭।

ঠাকুরের নানাবিধ সাধ—লুচি হুকা খেয়ে কৃষ্ণকিশোরের একাদশী ৯৪, সোনার গোট পরবার ১৭৭, জরির সাজ পরবার ১৭৮, শ্বশুর বাড়ী যাবার ২২০, আলোয়ানের সাধ ২৩৫।

রাধাবাজারে ছবি তোলানো (৺রাজেন্দ্র মিত্রের বাটীতে যাবার দিন) ৮৪

সমাধিস্থ নরেন্দ্রকে লাল জ্যোতি মধ্যে দর্শন,—ও নিকটে কেদার ও ও চুণীকে দর্শন—২৬৪।

তীর্থ।

৺ কাশীধামে সন্ন্যাসীর মঠ দর্শন ১৫৬; চিণ্ময় শিব দর্শন ২৪১; সোনার অন্নপূর্ণা দর্শন—২৪১।

শ্রীবৃন্দাবন দর্শন ৫৩ (ভেক গ্রহণ) ১৮৩; যমুনাপুলিনে রাখালকৃষ্ণ দর্শন; ধ্রুবঘাটে বসুদেবক্রোড়ে বালগোপাল দর্শন। ৫৩; মথুরায় রাখালকৃষ্ণকে স্বপ্নে দর্শন ৫৪।

কামারপুকুর, শিওড়, শ্যামবাজার।

১০।১১ বৎসরের সময় আনুড়ের মাঠে প্রথম ঈশ্বর দর্শন ও সমাধি—৩১০।

কর্ত্তাভজা ৮৮; ঘোষ পাড়ার মত (সরী পাথর) ১৪৫; তাঁতীরা ১১৩; শিবরাম ১১৫। ৺হেমাঙ্গিনী দেবী, হৃদয়ের মা, ঠাকুরের শ্রীচরণ পূজা করেন ৪৯। রঘুবীরের জমী রেজেষ্ট্রী ৬৩।

গৌরাঙ্গের ভাব—শ্যামবাজারে দর্শন, ৫০, (মহাসংকীর্ত্তন) ১৮০, ১৮১।

সঞ্চয়ে অক্ষম—"আম পেড়ে নিয়ে চলতে পাল্লেম না"—২৮২

ঠাকুরের নানাবিধ ঈশ্বরীয় অবস্থা।

ঠাকুর ও বিবিধ তত্ত্ব। সাধনা ও সিদ্ধি।

সংসার।

দর্শক ভক্তগণ।

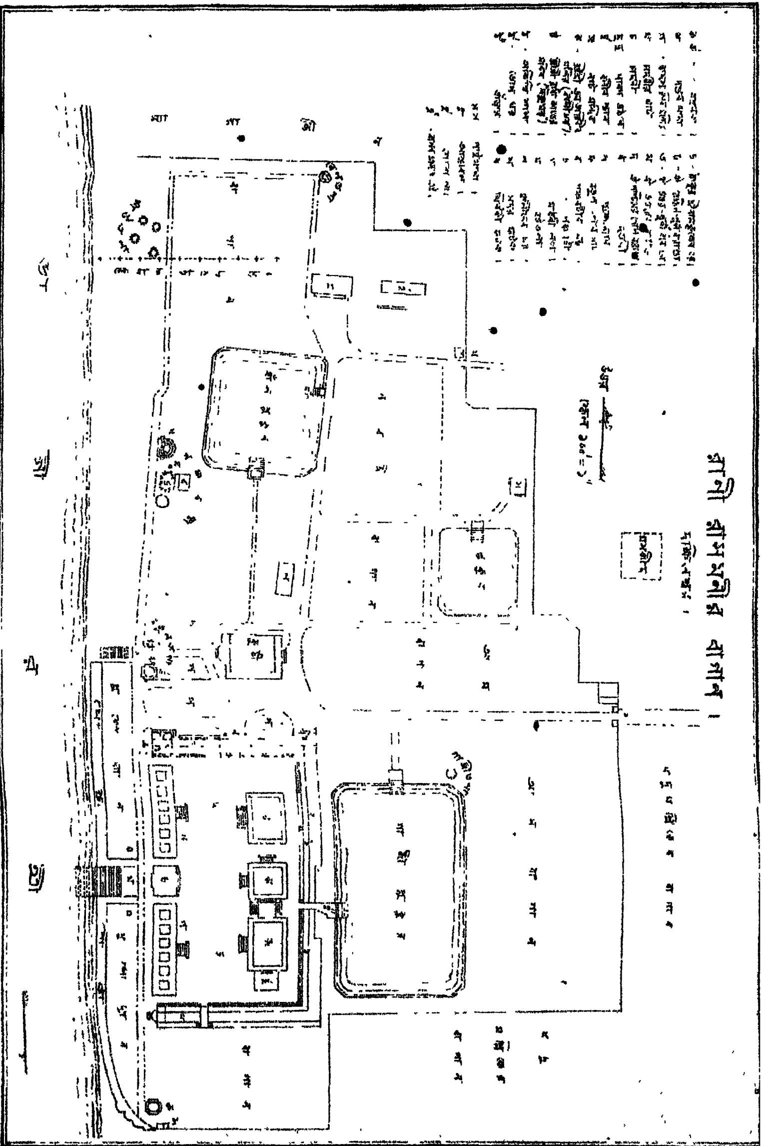
শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লিখিত পৌরাণিক ভক্তগণ

* ছাপার ভুল ৩০১ পৃষ্ঠা, হরিবল্লভ ঘোষ, হরিবল্লভ বসু হইবে

উল্লিখিত শাস্ত্রাদিগ্রন্থ ও গ্রন্থকার।

শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লিখিত দেব-দেবী ও অবতারাদি।

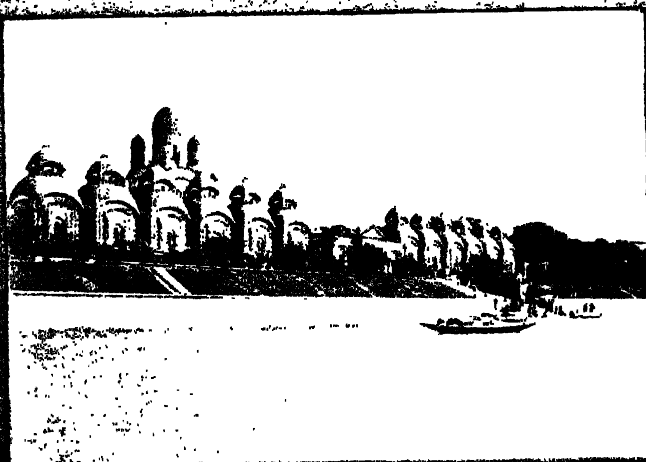
কলিকাতা :
৬৪।১ ও ৬৪।২ সুকীয়া ষ্ট্রীট্, লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



দক্ষিণেশ্বর—রাসমণীর কালীবাড়ী।



প্রাঙ্গণে দৃশ্য



ভাগীরথী বক্ষে দৃশ্য।

১ম চিত্র—মা কালীর মন্দিরের দক্ষিণে নাটমন্দির, উত্তরে ৺ রাধাকান্তের মন্দির।

২য় চিত্র—চাঁদণীর উভয় পার্শ্বে ছয়টী করিয়া শিবমন্দির। উত্তরের শেষ মন্দিরের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘর। চাঁদণী ও শিবমন্দিরের পশ্চিমে পুষ্পোদ্যান। চাঁদণীর সম্মুখে বাঁধাঘাট।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—প্রথম খণ্ড।



ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে শ্রীযুক্ত রাখাল, প্রাণকৃষ্ণ, কেদার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

1st January 1883.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[আফিসওয়ালা ও বেদান্তচর্চ্চা।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে ভক্ত সঙ্গে বসিয়া আছেন। নিশিদিন হরিপ্রেমে—মার প্রেমে—মাতোয়ারা!

মেজেতে মাদুর পাতা; তিনি সেই মাদুরে আসিয়া বসিয়াছেন। সম্মুখে প্রাণকৃষ্ণ ও মাষ্টার। শ্রীযুক্ত রাখালও ঘরে আছেন। হাজরা মহাশয় ঘরের বাহিরে দক্ষিণপূর্ব্ব বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন।

শীতকাল—পৌষ মাস; ঠাকুরের গায়ে মোল্স্কিনের র‍্যাপার। আজ সোমবার, বেলা ৮টা হইবে। অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা অষ্টমী।

এখন অন্তরঙ্গ ভক্তগণ অনেকেই আসিয়া ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ন্যূনাধিক এক বৎসর কাল নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, বলরাম, মাষ্টার, বাবুরাম, লাটু প্রভৃতি সর্ব্বদা আসা যাওয়া করিতেছেন। তাঁহাদের বৎসরাধিক পূর্ব্ব হইতে রাম, মনোমোহন, সুরেন্দ্র, কেদার আসিতেছেন।

প্রায় পাঁচ মাস হইল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। দুই মাস হইল শ্রীযুক্ত কেশবসেনের

সহিত বিজয়াদিব্রাহ্মভক্তসঙ্গে নৌযানে (steamer) আনন্দ করিতে করিতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় শ্যামপুকুরপল্লীতে বাস করেন। তাঁহার আদি নিবাস জনাই গ্রামে। Exchangeএর বড় বাবু। নিলামের কাজ তদারক করেন। প্রথম পরিবারের সন্তান না হওয়াতে, তাঁহার মত লইয়া দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারই একমাত্র পুত্র সন্তান হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রাণকৃষ্ণ বড় ভক্তি করেন। একটু স্থূলকায়, তাই ঠাকুর মাঝে মাঝে 'মোটাবামুন' বলিতেন। অতি সজ্জন ব্যক্তি। প্রায় নয়মাস হইল ঠাকুর তাঁহার বাটীতে ভক্তসঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাণকৃষ্ণ নানা ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি করিয়া অন্নভোগ দিয়াছিলেন।

ঠাকুর মেজেতে বসিয়া আছেন। কাছে এক চ্যাঙড়া জিলিপী,—কোন ভক্ত আনিয়াছেন। তিনি একটু জিলিপি ভাঙ্গিয়া খাইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণাদির প্রতি, সহাস্যে)। দেখ্‌ছো আমি মায়ের নাম করি বলে—এই সব জিনিস খেতে পাচ্ছি! (সকলের হাস্য)।

"কিন্তু তিনি লাউ কুমড়ো ফল দেন না,—তিনি অমৃত ফল দেন—জ্ঞান, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য!—"

ঘরে একটী ছয় সাত বছরের ছেলে প্রবেশ করিল, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বালকাবস্থা। একজন ছেলে যেমন আর একজন ছেলের কাছ থেকে খাবার লুকিয়ে রাখে— পাছে সে খাইয়া ফেলে. ঠাকুরেরও ঠিক সেই অপূর্ব্ব বালকবৎ অবস্থা হইতেছে। তিনি জিলিপীর চ্যাঙ্গড়াটী হাত ঢাকা দিয়া লুকাইতেছেন। ক্রমে তিনি চ্যাঙ্গড়াটী একপার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া দিলেন!

প্রাণকৃষ্ণ গৃহস্থ বটেন। কিন্তু তিনি সর্ব্বদা বেদান্ত চর্চ্চা করেন—বলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। মাঝে মাঝে বলেন তিনিই আমি—সোঽহং। ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, কলিতে অন্নগত প্রাণ—কলিতে নারদীয় ভক্তি—

'সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কে ধর্ত্তে পারে!'—

বালকের ন্যায় হাত ঢাকিয়া মিষ্টান্ন লুকাইতে লুকাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[সমাধি-মন্দিরে।]

ঠাকুর সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। দেহ নড়িতেছে না,—চক্ষু স্পন্দহীন,—নিঃশ্বাস পড়িতেছে কিনা—বুঝা যায় না।—

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন,—যেন ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে আবার ফিরিয়া আসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি)। তিনি শুধু নিরাকার নন,তিনি আবার সাকার। তাঁর রূপ দর্শন করা যায়। ভাব ভক্তির দ্বারা তাঁর সেই অতুলনীয় রূপ দর্শন করা যায়! মা নানারূপে দর্শন দেন।

[ভাবরাজ্য ও রূপ দর্শন।]

"কাল মাকে দেখ্‌লাম। গেরুয়া জামা পরা, মুড়ি সেলাই নাই। আমার সঙ্গে কথা কচ্ছেন!

"আর এক দিন মুসলমানের মেয়ে রূপে আমার কাছে এসেছিলেন। মাথায় তিলক, কিন্তু দিগম্বরী। ছয় সাত বছরের মেয়ে—আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে লাগ্‌ল ও ফচ্‌কিমি কর্ত্তে লাগ্‌ল।

"হৃদের বাড়ীতে যখন ছিলাম—গৌরাঙ্গ দর্শন হয়েছিল—কালাপেড়ে কাপড় পরা।

"হলধারী বল্‌ত তিনি ভাব অভাবের অতীত। আমি মাকে গিয়ে বল্লাম—মা, হলধারী এ কথা বল্‌ছে, তা হলে রূপ টুপ কি সব মিথ্যা? মা রতীর মার বেশে আমার কাছে এসে বল্লে,—'তুই ভাবেই থাক্‌' আমিও হলধারীকে তাই বল্লাম।

"এক একবার ও কথা ভুলে যাই বলে কষ্ট হয়। ভাবে না থেকে দাঁত ভেঙ্গে গেল। তাই দৈববাণী বা প্রত্যক্ষ না হলে ভাবেই থাকবো—ভক্তি নিয়ে থাক্‌ব।" (প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) 'কি বল'?

প্রাণকৃষ্ণ। আজ্ঞা।

[ভক্তির অবতার কেন ? রামের ইচ্ছা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর তোমাকেই বা কেন জিজ্ঞাসা করি। এর ভিতর

কে একটা আছে। সেই আমাকে নিয়ে এইরূপ কচ্ছে। মাঝে মাঝে দেব-ভাব প্রায় হ'ত,—আমি পূজো না কর্‌লে শান্ত হতুম না।

"আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান তেম্‌নি করি। যেমন বলান তেম্‌নি বলি।"

'প্রসাদ বলে ভব সাগরে, বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা।
জোয়ার এলে উজিয়ে যাবো, ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা॥'

"ঝড়ের এঁটো পাতা কখনও উড়ে ভাল যায়গায় গিয়ে পড়্‌ল,—কখনও বা ঝড়ে নর্দ্দমায় গিয়ে পড়্‌ল—ঝড় যে দিকে লয়ে যায়!"

"তাঁতি বল্লে,—রামের ইচ্ছায় ডাকাতি হলো,—আবার রামের ইচ্ছায় আমাকে পুলিসে ধর্‌লে,—আবার রামের ইচ্ছায় আমাকে ছেড়ে দিলে।

"হনুমান বলেছিল,—'হে রাম, শরণাগত, শরণাগত;—এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়। আর যেন তোমার ভুবন-মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই!

"কোলা ব্যাঙ মুমূর্ষু অবস্থায় বল্লে, "রাম, যখন সাপে ধরে তখন 'রাম রক্ষা কর" বলে চীৎকার করি। কিন্তু এখন রামের ধনুক বিঁধে মরে যাচ্চি, তাই চুপ করে আছি।

"আগে প্রত্যক্ষ দর্শন হতো—এই চক্ষু দিয়ে!—যেমন তোমায় দেখ্‌ছি। এখন ভাবাবস্থায় দর্শন হয়।

"ঈশ্বর লাভ হ'লে বালকের স্বভাব হয়। যে যাঁকে চিন্তা করে তার সত্ত্বা পায়। ঈশ্বরের স্বভাব বালকের ন্যায়। বালক যেমন খেলা ঘর করে, ভাঙ্গে, গড়ে,—তিনিও সেইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কচ্ছেন। বালক যেমন কোনও গুণের বশ নয়—তিনিও তেম্‌নি সত্ত্ব, রজঃ তমঃ তিন গুণের অতীত।

"তাই পরমহংসেরা দশ পাঁচ জন বালক সঙ্গে রাখে, স্বভাব আরোপের জন্য!

আগড়পাড়া হইতে একটী বিশ বাইশ বছরের ছোকরা আসিয়াছেন। ছেলেটী যখন আসেন ঠাকুরকে ইসারা করিয়া নির্জ্জনে লইয়া যান ও চুপি চুপি মনের কথা কন। তিনি নূতন যাতায়াত করিতেছেন। আজ ছেলেটী কাছে আসিয়া মেজেতে বসিয়াছেন।

[প্রকৃতিভাব ও কামজয়। সরলতা ও ঈশ্বরলাভ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছেলেটীর প্রতি)। আরোপ করলে ভাব বদ্‌লে যায়। প্রকৃতি ভাব আরোপ কর্‌লে ক্রমে কামাদি রিপু নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মতন ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। যাত্রাতে যারা মেয়ে সাজে তাদের নাইবার সময় দেখেছি,—মেয়েদের মত দাঁত মাজে, কথা কয়।

"তুমি একদিন শনি মঙ্গলবারে এস।

(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) "ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শক্তি না মান্‌লে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়;—আমি, তুমি, ঘর, বাড়ী, পরিবার,—সব মিথ্যা হয়ে যায়। ঐ আদ্যাশক্তি আছেন বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। কাটামোর খুঁটি না থাক্‌লে কাটামই হয় না—সুন্দর দুর্গা ঠাকুর প্রতিমাও হয় না।

"বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ না কর্‌লে চৈতন্যই হয় না। ভগবান লাভ হয় না। বিষয়বুদ্ধি থাক্‌লেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না—

'এইসি ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই।
সেবা বন্দি আউর অধীনতা সহজে মিলি রঘুরাই॥'

"যারা বিষয় কর্ম্ম করে—আফিসের কাজ কি ব্যবসা—তাদেরও সত্যেতে থাকা উচিত। সত্য কথা কলির তপস্যা।

প্রাণকৃষ্ণ। অস্মিন্ ধর্ম্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরোপকারনিরতো নির্ব্বিকারঃ সদাশয়ঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে এরূপ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ঐগুলি ধারণা কত্তে হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যশোদার ভাব ও সমাধি।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটীর উপর গিয়া নিজের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। সর্ব্বদাই ভাবে পূর্ণ। সেই ভাব-চক্ষে রাখালকে দর্শন করিতেছেন। রাখালকে দেখিতে দেখিতে বাৎসল্য রসে আপ্লুত হইলেন। অঙ্গে পুলক হইতেছে। এই চক্ষে কি যশোদা গোপালকে দেখিতেন?

দেখিতে দেখিতে আবার ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ঘরের মধ্যস্থ

ভক্তেরা অবাক্ ও নিস্তব্ধ হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত ভাবাবস্থা দর্শন করিতেছেন।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ঠাকুর বলিতেছেন—"রাখালকে দেখে উদ্দীপন কেন হয়? যত এগিয়ে যাবে ততই ঐশ্বর্য্যের ভাগ কম পড়ে যাবে। সাধকের প্রথম দর্শন হয় দশভুজা, ঈশ্বরী মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিতে ঐশ্বর্য্যের বেশী প্রকাশ। তার পর দর্শন দ্বিভুজা;—তখন দশ হাত নাই—অত অস্ত্র শস্ত্র নাই। তার পর গোপাল মূর্ত্তি দর্শন;—তখন কোনও ঐশ্বর্য্যই নাই, কেবল কচি ছেলের মূর্ত্তি। এরও পারে আছে,—তখন কেবল জ্যোতিঃ দর্শন।

[সমাধির পর ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা। বিচার ও আসক্তি ত্যাগ।]

"তাঁকে লাভ হলে, তাঁতে সমাধিস্থ হলে—জ্ঞান বিচার আর থাকে না।

"জ্ঞান, বিচার আর কতক্ষণ? যতক্ষণ অনেক বলে বোধ হয়,—যতক্ষণ জীব, জগৎ, আমি, তুমি এসব বোধ থাকে। যখন ঠিক ঠিক এক জ্ঞান হয় তখন চুপ হয়ে যায়। যেমন ত্রৈলঙ্গস্বামী।

"ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় দেখ নাই? প্রথমটা খুব হৈ চৈ। পেট যত ভরে আস্‌ছে ততই হৈ চৈ কমে যাচ্ছে। যখন দধি মুণ্ডি পড়ল। তখন কেবল সুপ্ সাপ্! আর কোনও শব্দ নাই। তার পরই নিদ্রা—সমাধি। তখন হৈ চৈ আর আদৌ নাই!

(মাষ্টার ও প্রাণকৃষ্ণের প্রতি) "অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কয়, কিন্তু নীচের জিনিস লয়ে থাকে। ঘর বাড়ী, টাকা, মান, ইন্দ্রিয়সুখ। মনুমেণ্ট (monument) এর নীচে যতক্ষণ থাকা ততক্ষণ গাড়ী, ঘোড়া, সাহেব, মেম—এই সব দেখা যায়। উপরে উঠলে কেবল আকাশ, সমুদ্র, ধু ধু কচ্ছে!—তখন বাড়ী, ঘোড়া, গাড়ী, মানুষ এ সব আর ভাল লাগে না, এ সব পিপড়ের মত দেখায়!

"ব্রহ্মজ্ঞান হলে সংসারে আসক্তি, কামিনী কাঞ্চন লয়ে উৎসাহ,—সব চলে যায়। সব শান্তি হয়ে যায়। কাঠ পোড়বার সময় অনেক পড়্ পড়্ শব্দ করে। আর আগুনের ঝাঁঝ যখন সব শেষ হয়ে গেল ছাই পড়ল—তখন আর শব্দ থাকে না। আসক্তি গেলেই উৎসাহ যায়—শেষে শান্তি।

"ঈশ্বরের যত নিকট এগিয়ে যাবে ততই শান্তিঃ। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ। গঙ্গার যত নিকট যাবে ততই শীতল বোধ হবে। স্নান করলে আরও শান্তি।

"তবে জীব, জগৎ,—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব,—এ সব, তিনি আছেন বলে সব

আছে। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। ১-এর পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়। ১কে পুঁছে ফেল্লে শূন্যের কোনও পদার্থ থাকে না।

প্রাণকৃষ্ণকে কৃপা করিবার জন্য ঠাকুর কি এইবার নিজের অবস্থা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতেছেন?

ঠাকুর বলিতেছেন—

"ব্রহ্মজ্ঞানের পর—সমাধির পর—কেহ কেহ নেমে এসে বিদ্যার 'আমি', ভক্তির 'আমি,' লয়ে থাকে। বাজার চুকে গেলে কেউ কেউ আপনার খুসি বাজারে থাকে। যেমন নারদাদি। তাঁরা লোকশিক্ষার জন্য 'ভক্তির আমি' লয়ে থাকেন। শঙ্করাচার্য্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন।

"একটুও আসক্তি থাক্‌লে তাঁকে পাওয়া যায় না। সূতার ভিতর একটু আঁস্ থাক্‌লে সূঁচের ভিতর যাবে না।"

"যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁর কাম ক্রোধাদি নামমাত্র। যেমন পোড়া দড়ি। দড়ির আকার। কিন্তু ফুঁ দিলে উড়ে যায়!

"মন আসক্তি শূন্য হলেই তাঁকে দর্শন হয়। শুদ্ধ মনে যা উঠ্‌বে সে তাঁরই বাণী। শুদ্ধ মনও যা শুদ্ধবুদ্ধিও তা,—শুদ্ধ আত্মাও তা। কেননা তিনি বই আর কেউ শুদ্ধ নাই।

"তাঁকে কিন্তু লাভ কর্‌লে ধর্ম্মাধর্ম্মের পার হওয়া যায়। এই বলিয়া ঠাকুর সেই দেবদুর্লভকণ্ঠে রামপ্রসাদের গান ধরিলেন।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু মূলেরে, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে তার বেটারে তত্ত্বকথা তায় সুধাবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ খোটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞানখড়্‌গে বলি দিবি॥
ইত্যাদি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীরাধার ভাব।]

ঠাকুর দক্ষিণপূর্ব্ব বারাণ্ডায় আসিয়া বসিয়াছেন। প্রাণকৃষ্ণাদি ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন। হাজরা মহাশয় বারান্দায় বসিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে প্রাণকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

"হাজরা একটী কম নয়। যদি এখানে বড় দরগা হয়, তবে হাজরা ছোট দরগা। '(সকলের হাস্য)।

নবকুমার বারাণ্ডার দরজার নিকট আসিয়া দাড়াইয়াছেন। ভক্তদের দেখিয়া পরক্ষণেই চলিয়া গেলেন। ঠাকুর বলিতেছেন—'অহঙ্কারের মূর্ত্তি!'

বেলা সাড়ে নটা হইয়াছে। প্রাণকৃষ্ণ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন,—কলিকাতার বাটীতে ফিরিয়া যাইবেন।

এক জন বৈরাগী গোপীযন্ত্র লইয়া ঠাকুরের ঘরের ভিতর গান করিতেছেন—

গান— নিত্যানন্দের জাহাজ এসেছে।
তোরা পারে যাবি তো ধর এসে॥
ছয় মানোয়ারি গোরা, তারা দেয় সদা পারা,
বুক পিঠে তার ঢাল খাঁড়া ঘেরা।
তারা সদর দুয়ার আলগা করে, রত্নমাণিক বিলাচ্ছে।

গান— এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।
এ বারে বর্ষা ভারি, হও হুঁসারী, লাগো আদা জল খেয়ে।
যখন আসবে শ্রাবণা, দেখ্‌তে দেবেনা।
বাঁশ বাখারী পচে যাবে, ঘর ছাওয়া হবে না।
যেমন আসবে ঝট্‌কা, উড়বে মট্‌কা, মট্‌কা যাবে ফাঁক হয়ে
(তুমি ও যাবে হাঁ হ'য়ে।)

গান— কার ভাবে নদে এসে হরি হয়ে বল্‌ছ হরি।

ঠাকুর গান শুনিতেছেন, এমন সময় শ্রীযুক্ত কেদার চাটুর্য্যে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি আফিসের বেশ পরিয়া আসিয়াছেন—চাপকান, ঘড়ি, ঘড়ির চেন। কিন্তু ঈশ্বরের কথা হইলেই তিনি চক্ষের জলে ভাসিয়া যান। অতি প্রেমিক লোক। অন্তরে গোপীর ভাব।

কেদারকে দেখিয়া ঠাকুরের একবারে শ্রীবৃন্দাবন লীলা উদ্দীপন হইয়া গেল। প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও কেদারকে সম্বোধন করিয়া গান গাইতেছেন—

সখি, সে বন কতদূর।

(যথা আমার শ্যামসুন্দর) (আর চলিতে যে নারি)।

শ্রীরাধার ভাবে গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান। কেবল চক্ষের দুই কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতেছে!

কেদার ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করিয়া আছেন ও স্তব করিতেছেন।

হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং
হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎ স্বরূপম্।
সকল ভুবনবীজং ব্রহ্ম চৈতন্যমীড়ে॥

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইতেছেন। কেদার নিজ বাটী হালিসহর হইতে কলিকাতায় কর্ম্মস্থলে যাইবেন। পথে দক্ষিণেশ্বর কালী-মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যাইতেছেন। একটু বিশ্রাম করিয়া কেদার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে ভক্তসঙ্গে কথা কহিতে কহিতে বেলা প্রায় দুপ্রহর হইল। শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের জন্য থালা করিয়া মা কালীর প্রসাদ আনিয়া দিলেন। ঘরের মধ্যে ঠাকুর দক্ষিণাস্য হইয়া আসনে বসিলেন ও প্রসাদ পাইলেন। আহার বালকের ন্যায়,—একটু একটু সব মুখে দিলেন।

আহারান্তে ঠাকুর ছোট খাটটীতে একটু বিশ্রাম করিতেছেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে মাড়োয়ারী ভক্তেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[মাড়োয়ারী ভক্ত সঙ্গে। অভ্যাসযোগ, মনে ত্যাগ ও ব্যাকুলতা।]

বেলা ৩টা বাজিয়াছে। মাড়োয়ারী ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া ঠাকুরকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিতেছেন। মাষ্টার, রাখাল ও অন্যান্য ভক্তেরা ঘরে আছেন।

মাড়োয়ারী ভক্ত। মহারাজ, উপায় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। দুই রকম আছে। বিচার পথ,—আর অনুরাগ বা ভক্তির পথ।

"সৎ অসৎ বিচার। একমাত্র সৎ বা নিত্য বস্তু ঈশ্বর, আর সমস্ত অসৎ বা অনিত্য। বাজীকরই সত্য, বাজীকরের ভেল্কী মিথ্যা। এইটী বিচার।

"বিবেক আর বৈরাগ্য। এই সৎ অসৎ বিচারের নাম বিবেক। বৈরাগ্য অর্থাৎ সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি। এটী একবারে হয় না— রোজ অভ্যাস করতে হয়। কামিনী কাঞ্চন আগে মনে ত্যাগ করতে হয় ;—তার পর তাঁর ইচ্ছায় মনের ত্যাগও করতে হয়,—বাহিরের ত্যাগও করতে হয়। কল্‌কাতার লোকদের বলবার যো নাই যে 'ঈশ্বরের জন্য সব ত্যাগ কর'—তাদের বলতে হয় 'মনে ত্যাগ কর।'

"অভ্যাস যোগের দ্বারা কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করা যায়। গীতায় এ কথা আছে। অভ্যাস দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে। তখন ইন্দ্রিয় সংযম করতে—কাম, ক্রোধ বশ করতে-- কষ্ট হয় না। যেমন কচ্ছপ হাত, পা টেনে নিলে আর বাহির করে না ; কুড়ুল দিয়ে চার খানা করে কাটলেও আর বাহির করে না।

মাড়োয়ারী ভক্ত। মহারাজ, দুই পথ বল্লেন ; আর এক পথ কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অনুরাগের বা ভক্তির পথ। ব্যাকুল হ'য়ে একবার কাঁদ—নির্জ্জনে, গোপনে—দেখা দাও বোলে।

"ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাক্‌তে পারে!'

মাড়োয়ারী ভক্ত। মহারাজ, সাকার পূজার মানে কি ? আর নিরাকার নির্গুণ,— এর মানেই বা কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমায় পূজা করতে করতে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয়।

"সাকার রূপ কি রকম জান? যেমন জলরাশির মাঝ থেকে ভুড়ভুড়ি উঠে সেইরূপ। মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক একটী রূপ উঠছে দেখা যায়! অবতারও একটী রূপ। অবতার লীলা সে আদ্যাশক্তিরই খেলা।

[পাণ্ডিত্য। আমি কে? আমিই তুমি]

"পাণ্ডিত্যে কি আছে? ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায়। নানা বিষয় জানবার দরকার নাই।

"যিনি আচার্য্য তাঁরই পাঁচটা জানা দরকার। অপরকে বধ করবার জন্য ঢাল তরোয়াল চাই; আপনাকে বধ করবার জন্য একটী ছুঁচ বা নরুন হলেই হয়।

"আমি কে, এইটী খুঁজতে গেলে তাঁকেই পাওয়া যায়। আমি কি মাংস, না হাড়, না রক্ত, না মজ্জা;—না মন, না বুদ্ধি? শেষে বিচারে দেখা যায় যে আমি এ সব কিছুই নয়। 'নেতি' 'নেতি'। আত্মা ধরবার ছোঁবার যো নাই। তিনি নির্গুণ—নিরুপাধি।

"কিন্তু ভক্তি মতে তিনি সগুণ। চিণ্ময় শ্যাম, চিণ্ময় ধাম—সব চিণ্ময়!

মাড়োয়ারি ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর গঙ্গাদর্শন করিতেছেন। ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎমাতার নাম করিতেছেন ও খাটটীতে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার চিন্তা করিতেছেন।

ঠাকুরবাড়ীতে এইবার আরতি হইতেছে। যাঁহারা এখনও পোস্তার উপর বা পঞ্চবটী মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন তাঁহারা দূর হইতে আরতির মধুর ঘণ্টানিনাদ শুনিতেছেন। জোয়ার আসিয়াছে,—ভাগীরথী কুলকুল শব্দ করিয়া উত্তরবাহিনী হইয়াছেন। আরতির মধুর শব্দ এই কুলকুল শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আরও মধুর হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে প্রেমোন্মত্ত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। সকলই মধুর! হৃদয় মধুময়! মধু, মধু, মধু!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

25th February 1883.

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, রাম, নৃত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[নির্জ্জনে সাধন। Philosophy ঈশ্বর দর্শন।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্ব্ব পরিচিত ঘরে মধ্যাহ্নে সেবার পর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন।

রাখাল, হরীশ, লাটু, হাজরা আজকাল ঠাকুরের পদছায়ায় সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। কলিকাতা হইতে রাম, কেদার, নিত্যগোপাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা আসিয়াছেন। আর চৌধুরী আসিয়াছেন।

চৌধুরীর সম্প্রতি পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে। মনের শান্তির জন্য তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিতে কয়বার আসিতেছেন। তিনি চারটা পাশ করিয়াছেন—রাজ সরকারে কাজ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)। রাখাল, নরেন্দ্র, ভবনাথ এরা নিত্য-সিদ্ধ—জন্ম থেকেই চৈতন্য আছে। লোকশিক্ষার জন্যই শরীর ধারণ।

"আর এক থাক আছে কৃপাসিদ্ধ। হঠাৎ তাঁর কৃপা হ'ল—অমনি দর্শন আর জ্ঞানলাভ। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর—আলো নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হ'য়ে যায়!—একটু একটু করে হয় না।

"যারা সংসারে আছে তাদের সাধন করতে হয়। নির্জ্জনে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়।

(চৌধুরীর প্রতি) পাণ্ডিত্য দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না।

"আর তাঁর বিষয় কে বিচার করে বুঝবে—তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি যাতে হয়, তাই সকলের করা উচিত।

"তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্য—কি বুঝবে? তাঁর কার্য্যই বা কি বুঝতে পারবে।

"ভীষ্মদেব যিনি সাক্ষাৎ অষ্টবসুর একজন বসু—তিনিই শরশয্যায় শুয়ে কাঁদতে লাগলেন। বল্লেন—কি আশ্চর্য্য! পাণ্ডবদের সঙ্গে স্বয়ং ভগবান সর্ব্বদাই আছেন তবু তাদের দুঃখ বিপদের শেষ নাই!—ভগবানের কার্য্য কে বুঝবে!

[হারজিত। দিব্য চক্ষু ও গীতা।]

"কেউ মনে করে আমি একটু সাধন ভজন করেছি, আমি জিতেছি। কিন্তু হারজিৎ তাঁর হাতে। এখানে একজন মাগী (বেশ্যা) মরবার সময় সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ করলে!

চৌধুরী। তাঁকে কিরূপে দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ চক্ষে দেখা যায় না। তিনি দিব্য চক্ষু দেন তবে দেখা যায়। অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের সময় ঠাকুর দিব্য চক্ষু দিছলেন।

"তোমার ফিলজফিতে (philosophy) কেবল হিসাব কিতাব করে! কেবল বিচার করে। ওতে তাঁকে পাওয়া যায় না।

[অহেতুকী ভক্তি। মূলকথা। সচ্চিদানন্দই গুরু।]

"যদি রাগ ভক্তি হয়—অনুরাগের সহিত ভক্তি—তা হ'লে তিনি স্থির থাকতে পারেন না।

"ভক্তি তাঁর কিরূপ প্রিয়—খোল্ দিয়ে জাব যেমন গরুর প্রিয়,—গব্ গব্ করে খায়!

"রাগ-ভক্তি—শুদ্ধাভক্তি—অহেতুকী ভক্তি। যেমন প্রহ্লাদের।

"তুমি বড়লোকের কাছে কিছু চাও না—কিন্তু রোজ আসো—তাকে দেখতে ভালবাসো। জিজ্ঞাসা করলে বল—'আজ্ঞা, দরকার কিছু নাই—

আপনাকে দেখতে এসেছি।' এর নাম অহৈতুকীভক্তি। তুমি ঈশ্বরের কাছে কিছু চাও না—কেবল ভালবাসো।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন—

"আমি মুক্তি দিতে কাতর নই
শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই।

শ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, ৩৪ পৃষ্ঠা।

"মূলকথা ঈশ্বরে রাগানুগা ভক্তি।—আর বিবেক বৈরাগ্য।

চৌধুরী। মহাশয়, গুরু না হ'লে কি হ'বে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দই গুরু।

"শব সাধন করে ইষ্ট দর্শনের সময় গুরু সাম্‌নে এসে পড়েন,—আর বলেন, ঐ দেখ তোর ইষ্ট।"—তার পর গুরু ইষ্টে লীন হ'য়ে যান। যিনি গুরু তিনিই ইষ্ট। গুরু খেই ধরে দেন।

"অনন্তব্রত করে। কিন্তু পূজা করে—বিষ্ণুকে। তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরের অনন্তরূপ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমন্বয়।]

(রামাদি ভক্তদের প্রতি) "যদি বল কোন্ মূর্ত্তির চিন্তা করবো; যে মূর্ত্তি ভাল লাগে তারই ধ্যান করবে। কিন্তু জান্‌বে যে সবই এক।

"কারু উপর বিদ্বেষ করতে নাই। শিব, কালী, হরি,—সবই একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যে এক করেছে সেই ধন্য।

"বহিঃশৈব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল!'

"একটু কাম ক্রোধাদি না থাকলে শরীর থাকে না। তাই তোমরা কেবল কমাবার চেষ্টা করবে।

"ঠাকুর কেদারকে দেখিয়া বলিতেছেন—

"ইনি বেশ। নিত্যও মানেন, লীলাও মানেন। এদিকে ব্রহ্ম আবার দেবলীলা-মানুষলীলা পর্য্যন্ত!

কেদার বলেন যে ঠাকুর মানুষদেহ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

[সন্ন্যাসী ও কামিনী। ভক্তা স্ত্রীলোক।]

নিত্যগোপালকে দেখিয়া ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন—

"এর বেশ অবস্থা।

(নিত্যগোপালের প্রতি)। তুই সেখানে বেশী যাস নি।—কখন ও একবার গেলি। ভক্ত হ'লেই বা—মেয়ে মানুষ কিনা। তাই সাবধান!

"সন্ন্যাসীর বড় কঠিন নিয়ম। স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখ্‌বে না। এটি সংসারী লোকদের পক্ষে নয়।

"স্ত্রীলোক যদি খুব ভক্তও হয়,—তবুও মেশামিশি করা উচিত নয়।

"জিতেন্দ্রিয় হ'লেও,—লোক-শিক্ষার জন্য ত্যাগীর এ সব কর্ত্তে হয়।

"সাধুর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে অন্য লোকে ত্যাগ করতে শিখ্‌বে। তা না হ'লে তারাও পড়ে যাবে। সন্ন্যাসী জগৎগুরু।

এইবার ঠাকুর ও ভক্তেরা উঠিয়া বেড়াইতেছেন। মাষ্টার প্রহ্লাদের ছবির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছবি দেখিতেছেন। প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি।—ঠাকুর বলিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—তৃতীয় খণ্ড।

নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বলরাম, মন্দিরে।

7th April, 1883.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বাড়ীতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন—বৈঠকখানার উত্তর পূর্ব্বের ঘরে। বেলা একটা হইবে। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, বলরাম, মাষ্টার ঘরে তাঁহার সঙ্গে বসিয়া আছেন।

আজ অমাবস্যা। শনিবার, ২৫শে চৈত্র। ঠাকুর সকালে বলরামের বাড়ী আসিয়া মধ্যাহ্নে সেবা করিয়াছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল ও আরও দু একটী ভক্তকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহারাও এখানে আহার করিয়াছেন। ঠাকুর বলরামকে বলিতেন—এদের খাইও, তাহ'লে অনেক সাধুদের খাওয়ানো হ'বে।

কয়েকদিন হইল ঠাকুর শ্রীযুক্ত কেশব সেনের বাটীতে নববৃন্দাবন নাটক দেখিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে নরেন্দ্র ও রাখাল ছিলেন। নরেন্দ্র অভিনয়ে যোগ দিয়াছিলেন। অভিনয়ে কেশব পাওহারী বাবা সাজিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি)। কেশব (সেন) সাধু সেজে শান্তি জল ছড়াতে লাগলো। আমার কিন্তু ভাল লাগল না। অভিনয় করে শান্তি জল!

"আর এক জন (কু-বাবু) পাপ পুরুষ সেজেছিল। ও রকম সাজাও ভাল না। নিজে পাপ করাও ভাল না—পাপের অভিনয় করাও ভাল না।

[নিষ্কাম কর্ম্ম। পূর্ণজ্ঞান ও গ্রন্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। ওতে কি বল্‌ছে ?

মাষ্টার। সাহেব ফলাকাঙ্ক্ষা না করে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করতেন,—এই কথা বল্‌ছে। নিষ্কাম কর্ম্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে ত বেশ !

"কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ—এক খানাও পুস্তক সঙ্গে থাকবে না। যেমন শুকদেব—তাঁর সব মুখে।

"বইয়ে—শাস্ত্রে—বালিতে চিনিতে মিসেল আছে। সাধু চিনিটুকু ল'য়ে বালি ত্যাগ করে। সাধু সার গ্রহণ করে।

শুকদেবাদির নাম করিয়া ঠাকুর কি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইতেছেন ?

বৈষ্ণবচরণ কীর্ত্তনিয়া আসিয়াছেন। তিনি সুবোলমিলন কীর্ত্তন শুনাইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীযুত রামলাল থালায় করিয়া ঠাকুরের জন্য প্রসাদ আনিয়া দিলেন।

সেবার পর—ঠাকুর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

রাত্রে মণি নবতে শয়ন করিলেন। শ্রীশ্রীমা যখন দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ঠাকুরের সেবার জন্য আসিতেন তখন এই নবতেই বাস করিতেন। কয়েক মাস হইল তিনি কামারপুকুরে শুভাগমন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[শ্রীরাখাল, লাটু, জনাইয়ের মুখুর্য্যে প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সঙ্গে পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন। সম্মুখে দক্ষিণবাহিনী ভাগীরথী। কাছেই করবী, বেল, জুঁই, গোলাপ, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি নানাকুসুমবিভূষিত পুষ্পবৃক্ষ। বেলা ১০টা হইবে।

আজ রবিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুর মণিকে দেখিতেছেন ও গান গাইতেছেন—

তারিতে হবে মা তারা হয়েছি শরণাগত।
হইয়া রয়েছি যেন পিঞ্জরের পাখি মত॥

অসংখ্য অপরাধী আমি, জ্ঞানশূন্য মিছে ভ্রমি,
মায়াতে মোহিত হ'য়ে বৎসহারা গাভীর মত।

[রামচিন্তা। সীতার ন্যায় ব্যাকুলতা।]

"কেন? পিঞ্জরের পাখীর মত হ'তে যাব কেন? হ্যাক্! থু!

কথা কহিতে কহিতে ভাবাবিষ্ট হইতেছেন—শরীর, মন সব স্থির ও চক্ষে ধারা।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, মা, সীতার মত করে দাও—একবারে সব ভুল—দেহভুল, যোনি, হাত, পা, স্তন,—কোনো দিকেই হুঁস নাই!—কেবল এক চিন্তা—'কোথায় রাম!'

কিরূপ ব্যাকুল হ'লে ঈশ্বর লাভ হয়—মণিকে এইটী শিখাইবার জন্যই কি ঠাকুরের সীতার উদ্দীপন হইল? সীতা রামময়জীবিতা,—রামচিন্তা করে উন্মাদিনী,—দেহ যে এমন প্রিয় তাহাও ভুলে গেছেন!

বেলা ৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়া আছেন। জনাইয়ের মুখুয্যে বাবু একজন আসিয়াছেন—তিনি শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণের জ্ঞাতি। তাঁহার সঙ্গে একটী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বন্ধু। মণি, রাখাল, লাটু, হরিষ, যোগীন, প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন।

যোগীন দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধুরীদের ছেলে। তিনি আজ কাল প্রায় প্রত্যহ বৈকালে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন ও রাত্রে চলিয়া যান। যোগিন এখনও বিবাহ করেন নাই।

মুখুয্যে (প্রণামানন্তর)। আপনাকে দর্শন করে বড় আনন্দ হোলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সকলের ভিতরই আছেন। সকলের ভিতর সেই সোণা আছে—কোনো খানে বেশী প্রকাশ। সংসারে সোণা অনেক মাটী চাপা।

মুখুয্যে (সহাস্যে)। মহাশয়, ঐহিক পারত্রিক কি তফাৎ?

[জ্ঞানলাভের পর সংসার যোগভ্রষ্ট।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধনের সময় 'নেতি' 'নেতি' করে ত্যাগ করতে হয়; তাঁকে লাভের পর বুঝা যায় তিনিই সব হয়েছেন।

"যখন রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হোলো দশরথ বড় ভাবিত হয়ে বশিষ্টদেবের শরণাগত হলেন—যাতে রাম সংসার ত্যাগ না করেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখেন, তিনি বিমনা হয়ে বসে আছেন—অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য। বশিষ্ঠ বল্লেন, রাম, তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেন? সংসার কি তিনি ছাড়া?

আমার সঙ্গে বিচার করো। রাম দেখলেন, সংসার সেই পরব্রহ্ম থেকেই হয়েছে,—তাই চুপ করে রহিলেন।

"যেমন যে জিনিষ থেকে ঘোল, সেই জিনিষ থেকে মাখম। তখন ঘোলেরই মাখম, মাখমেরই ঘোল! অনেক কষ্টে মাখম তুল্‌লে (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হোলো);—তখন দেখছো যে মাখম থাকলেই ঘোলও আছে,—যেখানে মাখম সেই খানেই ঘোল। ব্রহ্ম আছেন বোধ থাকলেই—জীব জগৎ—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—ও আছে।

"ব্রহ্ম যে কি বস্তু মুখে বলা যায় না। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়েছে (অর্থাৎ মুখে বলা হয়েছে),—কিন্তু ব্রহ্ম কি,—কেউ মুখে বলতে পারে নাই—তাই উচ্ছিষ্ট হয় নাই! এ কথাটী বিদ্যাসাগরকে বলেছিলাম—বিদ্যাসাগর শুনে ভারী খুসী!

"বিষয় বুদ্ধির লেশ থাকলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কামিনীকাঞ্চন মনে আদৌ থাকবে না, তবে হবে। গিরিরাজকে পার্ব্বতী বল্লেন, 'বাবা, ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও তা হলে সাধু সঙ্গ কর।'

ঠাকুর কি বলছেন, সংসারী লোক বা সন্ন্যাসী যদি কামিনী কাঞ্চন নিয়ে থাকে তা হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার মুখুয্যেকে সম্বোধন করে বলছেন—

"তোমাদের ধন ঐশ্বর্য্য আছে অথচ ঈশ্বরকে ডাকছো, এখুব ভাল। গীতায় আছে যারা যোগভ্রষ্ট তারাই ভক্ত হয়ে ধনীর ঘরে জন্মায়।

মুখুয্যে (বন্ধুর প্রতি, সহাস্যে) "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি মনে করলে জ্ঞানীকে সংসারেও রাখতে পারেন। তাঁর ইচ্ছাতে জীব জগৎ হয়েছে। তিনি ইচ্ছাময়—

মুখুয্যে (সহাস্যে) তাঁর আবার ইচ্ছা কি? তাঁর কি কিছু অভাব আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তাতেই বা দোষ কি? জল স্থির থাকলেও জল,—তরঙ্গ হলেও জল।

[জীবজগৎ কি মিথ্যা? সমাধির উপায়, ক্রন্দন।]

"সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাক্‌লেও সাপ,—আবার তির্য্যক্‌গতি হয়ে এঁকে বেঁকে চল্‌লেও সাপ।

"বাবু যখন চুপ করে আছে তখনও যে ব্যক্তি,—যখন কাজ করছে তখনও সেই ব্যক্তি।

"জীব জগৎকে বাদ দেবে কেমন করে,—তাহলে যে ওজনে কম পড়ে! বেলের বীচি, খোলা, বাদ দিলে সমস্ত বেলের ওজন পাওয়া যায় না।

"ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত।

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। সেই আদ্যাশক্তিতেই জীব জগৎ হয়েছে।

[যোগের উপায়। সমাধিতত্ত্ব। ভক্তিযোগ ও ধ্যানযোগ।]

মুখুয্যে। কেন যোগ ভ্রষ্ট হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ। "গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ী কিসে কাটি॥"

"কামিনী কাঞ্চনই মায়া। মন থেকে ঐ দুটি গেলেই যোগ। আত্মা—পরমাত্মা চুম্বক পাথর; জীবাত্মা যেন একটি ছুঁচ,—তিনি টেনে নিলেই যোগ। কিন্তু ছুঁচে যদি মাটীমাখা থাকে চুম্বকে টানে না,—মাটী সাফ করে দিলে আবার টানে।

"কামিনীকাঞ্চন মাটী পরিষ্কার করতে হয়।

মুখুয্যে। কিরূপে পরিষ্কার হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদো—সেই জল মাটিতে লাগলে ধুয়ে ধুয়ে যাবে। যখন খুব পরিষ্কার হবে তখন চুম্বকে টেনে লবে। যোগ তবেই হবে।

মুখুয্যে। আহা কি কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর জন্য কাঁদতে পারলে দর্শন হয়—সমাধি হয়। যোগে সিদ্ধ হলেই সমাধি। কাঁদলে কুম্ভক আপনি হয়;—তার পর সমাধি।

"আর এক আছে ধ্যান। সহস্রারে শিব বিশেষরূপে আছেন। তাঁর ধ্যান। শরীর সরা, মন বুদ্ধি জল। এই জলে সেই সচ্চিদানন্দ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্ব সূর্য্য ধ্যান করতে করতে সত্য সূর্য্য তাঁর কৃপায় দর্শন হয়।

[সাধুসঙ্গ ও আম্মোক্তারি (বকলমা)।]

"কিন্তু সংসারী লোকের সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গ দরকার। সকলেরই দরকার। সন্ন্যাসীরও দরকার। তবে সংসারীদের বিশেষতঃ। রোগ লেগেই আছে—কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে সর্ব্বদা থাকতে হয়।

মুখুয্যে। আজ্ঞা, রোগ লেগেই আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে আম্মোক্তারি (বকলমা) দাও—যা হয় তিনি করুন। তুমি বিড়ালছেনার মত কেবল তাঁকে ডাকো—ব্যাকুল হয়ে। তার মা যেখানে

তাকে রাখে—সে কিছু জানে না ;—কখনও বিছানার উপর রাখছে,—কখনও হেঁশালে।

[শাস্ত্রপাঠ। সাধনা ও দর্শন।]

মুখুয্যে। গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র পড়া ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু পড়লে শুনলে কি হবে ? কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ খেয়েছে! ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়—আবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করা যায়।

"প্রথমে প্রবর্ত্তক। সে পড়ে, শুনে। তার পর সাধক,—তাঁকে ডাকছে,—ধ্যান চিন্তা করছে—নাম গুণ কীর্ত্তন করছে। তার পর সিদ্ধ,—তাঁকে বোধে বোধ করেছে—দর্শন করেছে। তার পর সিদ্ধের সিদ্ধ ;—যেমন চৈতন্য-দেবের অবস্থা—কখনও সখ্য, কখনও বাৎসল্য, কখনও মধুর, ভাব।

মণি, রাখাল, যোগীন, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা এই সকল দেবদুর্ল্লভ তত্ত্ব-কথা অবাক হইয়া শুনিতেছেন।

এইবার মুখুয্যেরা বিদায় লইবেন। তাঁহারা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুরও যেন তাঁদের সম্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মুখুয্যে (সহাস্যে)। আপনার আবার উঠা বসা।—

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। আবার উঠাবসাতেই বা ক্ষতি কি ? জল স্থির হলেও জল,—আর হেললে দুললেও জল। ঝড়ের এঁটোপাতা—হাওয়াতে যে দিকে লয়ে যায়। আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ও বেদান্তের অতি গুহ্য ব্যাখ্যা।]

(অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। জগৎ কি মিথ্যা ?)

Identity of the Undifferentiated and the Differentiated.

জনাইয়ের মুখুয্যেরা চলিয়া গেলেন। মণি ভাবিতেছেন, বেদান্তদর্শন মতে 'সব স্বপ্নবৎ'। তবে জীব, জগৎ, আমি, এ সব—কি মিথ্যা ?

মণি একটু একটু বেদান্ত দেখিয়াছেন। আবার বেদান্তের অস্ফুট প্রতিধ্বনি Kant, Hegel প্রভৃতি জর্ম্মান পণ্ডিতদের বিচারও একটু পড়েছেন। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দুর্ব্বল মানুষের ন্যায় বিচার করেন নাই,—জগন্মাতা তাঁহাকে সমস্ত দর্শন* করাইয়াছেন। মণি তাই ভাবছেন।

* Revelation: Transcendental Perception: God-vision.

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সহিত একাকী পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় কথা কহিতেছেন। সম্মুখে গঙ্গা—কুল কুল রবে দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছেন। শীতকাল—সূর্য্যদেব এখনও দেখা যাইতেছেন,—দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। যাঁহার জীবন বেদময়—যাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য বেদান্তবাক্য—যাঁহার শ্রীমুখ দিয়া শ্রীভগবান্ কথা কন—যাঁহার কথামৃত লইয়া বেদ, বেদান্ত, শ্রীভাগবত গ্রন্থাকার ধারণ করে, সেই অহেতুককৃপাসিন্ধু পুরুষ গুরুরূপ ধারণ করে কথা কহিতেছেন?

মণি। জগৎ কি মিথ্যা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মিথ্যা কেন? ওসব বিচারের কথা।

"প্রথমটা, 'নেতি' 'নেতি' বিচার করবার সময়, তিনি জীব নন, জগৎ নন, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নন, হয়ে যায়;—'এ সব স্বপ্নবৎ' হয়ে যায়। তারপর অনুলোম বিলোম। তখন আবার তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন,—বোধ হয়।

"তুমি সিঁড়ি ধরে ধরে ছাদে উঠলে। কিন্তু যতক্ষণ ছাদ বোধ ততক্ষণ সিঁড়িও আছে। যার উঁচুবোধ আছে, তার নীচুবোধও আছে।

"আবার ছাদে উঠে দেখলে—যে জিনিষে ছাদ তৈএর হয়েছে—ইট চূণ সুরকী—সেই জিনিসেই সিঁড়ি তৈএর্ হয়েছে।

"আর যেমন বেলের কথা বলেছি।

"যার 'অটল' আছে তার টলও আছে।

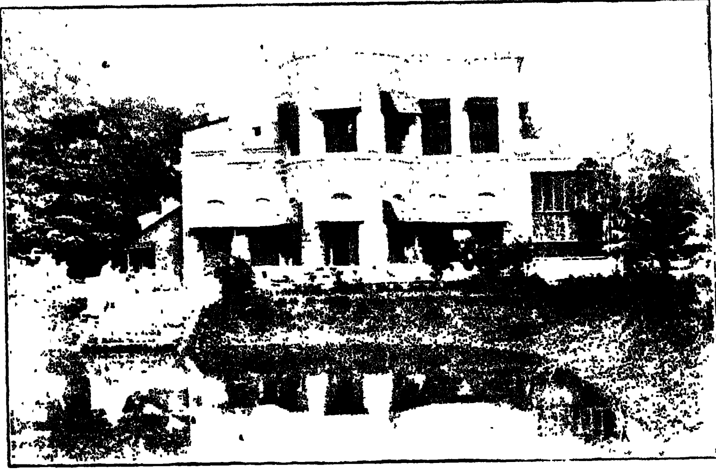
"আমি যাবার নয়। 'আমি ঘট' যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ জীব জগৎও রয়েছে। তাঁকে লাভ করলে দেখা যায় তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন!—শুধু বিচারে হয় না।

"শিবের দুই অবস্থা। যখন সমাধিস্থ—মহাযোগে বসে আছেন—তখন আত্মারাম! আবার যখন সে অবস্থা থেকে নেবে আসেন—একটু 'আমি' থাকে—তখন 'রাম' 'রাম' করে নৃত্য করেন!

ঠাকুর শিবের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কি নিজের অবস্থা ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন?

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার নাম ও তাঁহার চিন্তা করিতেছেন। ভক্তেরাও নির্জ্জনে গিয়া যে যার ধ্যানাদি করিতে লাগিলেন। এ দিকে ঠাকুরবাড়ীতে মা কালীর মন্দিরে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে, ও দ্বাদশ শিবমন্দিরে আরতি হইতে লাগিল।

কাশীপুর বাগান



১. উপরের অর্দ্ধ গোলাকার হলঘরে ঠাকুর থাকিতেন। ২. নীচের তলার ঠিক মাঝখানের পথটি প্রবেশ দ্বার। এই দ্বার দিয়া নীচের হলঘরে যাওয়া যায়—ভক্তেরা বসিতেন। ৩. নীচের হলঘরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে শ্রীশ্রীমার ঘর, দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সেবক ভক্তদিগের থাকিবার ঘর। ৪. উদ্যানবাটিকার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে বাঁধাঘাট বিশিষ্ট দুইটী পুষ্করিণী। বাটিকার উত্তরে পথ—তাহার উত্তরে রান্নাঘর। ৫. বাটিকার পশ্চিমদিক দিয়া উত্তর দক্ষিণে পথ;—এই পথেরই দক্ষিণ প্রান্তে ১৮৮৬, ১লা জানুয়ারী দিবসে সমাধিস্থ হইয়া ঠাকুর অনেক ভক্তদের কৃপা করেন।

বলরামের বাটী।



দোতলার বারাণ্ডার নীচে ঠিক মাঝখানে বাটীর প্রবেশদ্বার। এই দ্বারের সম্মুখে ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইত। এই দ্বারের ঠিক উপরে বাটীর পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত বৈঠকখানা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া ভক্তসঙ্গে বসিতেন। এই ঘরের পশ্চিমে ছোট ঘর —এখানেও ঠাকুর ভক্ত সঙ্গে বসিতেন ও রাত্রে থাকিলে কখন কখনও শয়ন করিতেন। এই দুই ঘরের আবার উত্তরে

আজ কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পরে চন্দ্রোদয় হইল। সে আলো মন্দির-শীর্ষ, চতুর্দ্দিকের তরুলতা, ও মন্দিরের পশ্চিমে ভাগীরথী বক্ষে পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এই সময় সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। মণি মেজেতে বসিয়া আছেন।

মণি বৈকালে বেদান্ত সম্বন্ধে যে কথার অবতারণা করিয়াছিলেন ঠাকুর আবার সেই কথাই কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)। জগৎ মিথ্যা কেন হবে ? ও সব বিচারের কথা। তাঁকে দর্শন হলে তখন বোঝা যায় যে তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন।

"আমায় মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময় !—প্রতিমা চিন্ময় !—বেদী চিন্ময় !—কোশাকুশী চিন্ময় !—চৌকাট চিন্ময় !—মার্ব্বেলের পাথর—সব চিন্ময় !

"ঘরের ভিতর দেখি—সব যেন রসে রয়েছে ! সচ্চিদানন্দ রসে।

"কালীঘরের সম্মুখে একজন দুষ্টলোককে দেখলাম ;—কিন্তু তারও ভিতরে তাঁর শক্তি জ্বল্ জ্বল্ কর্‌ছে দেখলাম !

"তাইত বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়েছিলাম। দেখলাম, মা-ই সব হয়েছেন—বিড়াল পর্য্যন্ত ! তখন খাজাঞ্জি সেজ বাবুকে চিঠি লিখলে যে ভট্‌চাজ্জি মহাশয় ভোগের লুচি বিড়ালদের খাওয়াচ্চেন। সেজ বাবু আমার অবস্থা বুঝতো। পত্রের উত্তরে লিখ্‌লে, 'উনি যা করেন তাতে কোন কথা বোলো না।'

"তাঁকে লাভ করলে এইগুলি ঠিক দেখা যায়। তিনিই জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতিতত্ত্ব, হয়েছেন।

"তবে যদি তিনি 'আমি' একবারে পুঁছে দেন তখন যে কি হয় মুখে বলা যায় না। রামপ্রসাদ যেমন বলেছে—

'তখন তুমি ভাল কি আমি ভাল সে তুমিই বুঝবে।'

"সে অবস্থাও আমার এক একবার হয়।

"বিচার করে একরকম দেখা যায়,—আর তিনি যখন দেখিয়ে দেন তখন আর একরকম দেখা যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[জীবনের উদ্দেশ্য ও তাহার লাভের উপায়।]

পরদিন সোমবার, বেলা আটটা হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ঘরে বসিয়া আছেন। রাখাল, লাটু, প্রভৃতি ভক্তেরা ও আছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত মধু ডাক্তারও আসিয়াছেন। তিনি ঠাকুরের কাছে সেই ছোট খাটটির উপরেই বসিয়া আছেন। মধু ডাক্তার প্রবীণ হইয়াছেন,—ঠাকুরের অসুখ হইলে প্রায় তিনি আসিয়া দেখেন। বড় রসিক লোক।

মণি ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণামানন্তর উপবেশন করিলে ঠাকুর বলিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)। **কথাটা এই—সচ্চিদানন্দে প্রেম!**

"কিরূপ প্রেম? ঈশ্বরকে কিরূপ ভালবাসতে হবে? গৌরী বলৃতো রামকে জানতে গেলে সীতার মত হতে হয়; ভগবানকে জানতে ভগবতীর মত হতে হয়,—ভগবতী যেমন শিবের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন সেইরূপ তপস্যা করতে হয়; পুরুষকে জান্‌তে গেলে প্রকৃতিভাব আশ্রয় করতে হয়—সখিভাব, দাসীভাব, মাতৃভাব।

"আমি সীতামূর্ত্তি দর্শন করেছিলাম। দেখলাম সব মনটা রামেতেই রয়েছে। যোনি, হাত, পা, বসন, ভূষণ কিছুতেই দৃষ্টি নাই। যেন জীবনটা রামময়—রাম না থাকলে, রামকে না পেলে, প্রাণে বাঁচবে না!

মণি। আজ্ঞা হাঁ,—যেন পাগলিনী!

শ্রীরামকৃষ্ণ। উন্মাদিনী!—ইয়া! ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে পাগল হতে হয়।

"তবে কামিনীকাঞ্চনে মন থাকলে হয় না। কামিনীর সঙ্গে রমণ,—তাতে কি সুখ আছে!—ঈশ্বরকে দর্শন হলে রমণ সুখের কোটীগুণ আনন্দ হয়। গৌরী বলৃত, মহাভাব হ'লে শরীরের সব ছিদ্র—লোমকূপ পর্য্যন্ত—মহাযোনি হয়ে যায়। এক একটি ছিদ্রে আত্মার সহিত রমণ সুখ বোধ হয়!

[গুরু ও পূর্ণ জ্ঞানী। ত্রিগুণাতীত ভক্ত।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। গুরুর মুখে শুনে নিতে হয়,—কি করলে তাঁকে পাওয়া যায়।

"গুরু নিজে পূর্ণ জ্ঞানী হলে তবে পথ দেখিয়ে দিতে পারে।

"পূর্ণজ্ঞান হলে বাসনা যায়,—পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়। দত্তাত্রেয় আর জড়ভরত,—এদের বালকের স্বভাব হয়েছিল।

মণি। আজ্ঞে, এদের খপর আছে;—আরও এদের মত কত জ্ঞানী লোক হয়ে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ। জ্ঞানীর সব বাসনা যায়,—যা থাকে তাতে কোন হানি হয় না। পরশমণিকে ছুঁলে তরবার সোণা হয়ে যায়,—তখন আর সে তরবারে হিংসার কাজ হয় না। সেইরূপ জ্ঞানীর কাম ক্রোধের কেবল ভঙ্গীটুকু থাকে। নামমাত্র। তাতে কোন অনিষ্ট হয় না।

মণি। আজ্ঞে, আপনি যেমন বলেন জ্ঞানী তিন গুণের অতীত হয়। সত্ত্ব রজ তমঃ, কোন গুণেরই তিনি বশ নন। এরা তিন জনেই ডাকাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঐগুলি ধারণা করা চাই।

মণি। এরূপ পূর্ণ জ্ঞানী পৃথিবীতে বোধ হয় তিন চার জনার বেশী নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন পশ্চিমের মঠে অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেখা যায়।

মণি। আজ্ঞা, সে সন্ন্যাসী আমিও হতে পারি!

শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথায় কিয়ৎক্ষণ মণিকে এক দৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)। কি সব ছেড়ে?

মণি। মায়া না গেলে কি হবে? মায়াকে যদি জয় না করতে পারে শুধু সন্ন্যাসী হয়ে কি হবে?

সকলেই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন।

মণি। আজ্ঞা, ত্রিগুণাতীত ভক্তি কাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে ভক্তি হলে সব চিন্ময় দেখে। চিন্ময় শ্যাম!—চিন্ময় ধাম!—ভক্তও চিন্ময়!—সব চিন্ময়!—এ ভক্তি কম লোকের হয়।

ডাক্তার মধু (সহাস্যে)। ত্রিগুণাতীত ভক্তি,—অর্থাৎ কোন গুণের বশীভূত নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। ইয়া! যেমন পাঁচ বছরের বালক—কোন গুণের বশ নয়।

মধ্যাহ্নে সেবার পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু বিশ্রাম করিতেছেন। শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক আসিয়া প্রণাম করিলেন ও মেজেতে আসন গ্রহণ

করিলেন। মণিও মেজেতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর শুইয়া শুইয়া মণি মল্লিকের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটি একটি কথা কহিতেছেন।

মণি মল্লিক। আপনি কেশবসেনকে দেখতে গিছলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ। এখন কেমন আছেন?

মণি মল্লিক। কিছু সারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখলাম বড় রাজসিক,—অনেকক্ষণ বসিয়েছিল,—তার পর দেখা হল।

ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন ও ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

[শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত। রাম রাম করিয়া পাগল।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)। আমি রাম রাম করে পাগল হয়ে ছিলাম। সন্ন্যাসীর ঠাকুর রামলালাকে লয়ে লয়ে বেড়াতাম। তাকে নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, শোয়াতাম। যেখানে যাবো,—সঙ্গে করে লয়ে যেতাম। 'রামলালা রামলালা' করে পাগল হয়ে গেলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[ত্যাগ। নিরাকার সাধনা। স্থিত-সমাধি ও উন্মনা-সমাধি।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিল্ববৃক্ষের নিকট মণির সহিত কথা কহিতেছেন। বেলা প্রায় নয়টা হইবে।

আজ বুধবার, ১৯শে ডিসেম্বর ১৮৮৩। কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি।

বিল্বতল ঠাকুরের সাধন ভূমি। অতি নির্জ্জন স্থান। উত্তরে বারুদখানা ও প্রাচীর। পশ্চিমে ঝাউ গাছগুলি সর্ব্বদাই প্রাণ-উদাসকারী সোঁসোঁ শব্দ করিতেছে; তাহার পরেই ভাগীরথী। দক্ষিণে পঞ্চবটী দেখা যাইতেছে। চতুর্দ্দিকে এত গাছপালা যে দেবালয়গুলি দেখা যাইতেছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে কিন্তু হবে না।

মণি। কেন? বশিষ্ঠদেব ত রামচন্দ্রকে বলেছিলেন,—রাম, সংসার যদি ঈশ্বর ছাড়া হয় তা হলে সংসার ত্যাগ করো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে রাবণবধের জন্য!—তাই রাম সংসারে রইলেন—বিবাহ করলেন।

মণি নির্ব্বাক হইয়া কাষ্ঠের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য পঞ্চবটী অভিমুখে গমন করিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটী তলায় মণির সহিত কথা কহিতেছেন। বেলা প্রায় ১০টা হইল।

মণি। আজ্ঞা, নিরাকার সাধন কি হয় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হবে না কেন? ও পথ বড় কঠিন।* আগেকার ঋষিরা অনেক তপস্যার দ্বারা বোধে বোধ করত,—ব্রহ্ম কি বস্তু অনুভব কর্ত্তো। ঋষিদের খাটুনি কত ছিল!—নিজেদের কুটীর থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে যেত,—সমস্ত দিন তপস্যা করে, সন্ধ্যার পর আবার ফিরতো! তার পর এসে একটু ফলমূল খেতো।

"এ সাধনে একবারে বিষয় বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকলে হবে না। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এ সব বিষয় মনে আদপে থাকবে না। তবে শুদ্ধ মন। সেই শুদ্ধমন ও যা শুদ্ধআত্মাও তা। মনেতে কামিনীকাঞ্চন একবারে থাকবে না—

"তখন আর একটী অবস্থা হয়। 'ঈশ্বরই কর্ত্তা আমি অকর্ত্তা।' আমি না হ'লে চলবে না এরূপ জ্ঞান থাক্‌বে না—সুখে দুঃখে।

"একটী মঠের সাধুকে দুষ্টলোকে মেরেছিল,—সে অজ্ঞান হয়ে গিছলো। চৈতন্য হলে যখন জিজ্ঞাসা করলে কে তোমায় দুধ খাওয়াচ্ছে। সে বলেছিল, যিনি আমায় মেরেছেন তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।

মণি। আজ্ঞা হাঁ, জানি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, শুধু জানলে হবে না;—ধারণা করা চাই।

"বিষয়চিন্তা মনকে সমাধিস্থ হতে দেয় না।

"একবার বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ হলে স্থিত-সমাধি হয়। আমার স্থিত-সমাধিতে দেহ ত্যাগ হতে পারে, কিন্তু ভক্তি ভক্ত নিয়ে একটু থাকবার বাসনা আছে। তাই একটু দেহের উপরেও মন আছে।

"আর এক আছে উন্মনা-সমাধি। ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা। ওটা তুমি বুঝেছ?

* ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥
গীতা, ভক্তিযোগ।

মণি। আজ্ঞা হাঁ।

[উন্মনা-সমাধি।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। ছড়ানো মন হঠাৎ কুড়িয়ে আনা। কিন্তু বেশীক্ষণ এ সমাধি থাকে না। বিষয়চিন্তা এসে এ সমাধি ভঙ্গ হয়—যোগীর যোগ ভঙ্গ হয়।

"ও দেশে দেয়ালের ভিতর গর্ত্তে নেউল থাকে। গর্ত্তে যখন থাকে বেশ আরামে থাকে। কেউ কেউ ন্যাজে ইঁট বেঁধে দেয়—তখন ইটের জোরে গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে। যত বার গর্ত্তের ভিতর গিয়ে আরামে বসবার চেষ্টা করে—ততবারই ইটের জোরে বাহিরে এসে পড়ে। বিষয় চিন্তা এম্নি—যোগীকে যোগ ভ্রষ্ট করে।

"বিষয়ী লোকদের এক একবার সমাধির অবস্থা হতে পারে। সূর্য্যোদয়ে পদ্ম ফোটে, কিন্তু সূর্য্য মেঘেতে ঢাকা পড়লে আবার পদ্ম মুদিত হয়ে যায়। বিষয় মেঘ।

মণি। সাধন করলে জ্ঞান আর ভক্তি দুই কি হয় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তি নিয়ে থাকলে দুইই হয়। যদি দরকার হয় তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান দেন। খুব উঁচু ঘর হলে জ্ঞান ভক্তি একাধারে দুইই হতে পারে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

চতুর্থ ভাগ—অষ্টম খণ্ড।

23rd December 1883

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[সমাধিমন্দিরে। দর্শন ও পরমহংস অবস্থা।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঘরের দক্ষিণপূর্ব্বের বারান্দায় রাখাল, লাটু, মণি, হরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা নয়টা হবে। রবিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণানবমী।

মণির গুরুগৃহে বাসের আজ দশম দিবস।

শ্রীযুক্ত মনমোহন কোন্নগর হইতে সকাল বেলা আসিয়াছেন। ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ও কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার কলিকাতায় যাইবেন। হাজরা ও ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। নীলকণ্ঠের দেশের একজন বৈষ্ণব ঠাকুরকে গান শুনাইতেছেন।

বৈষ্ণব প্রথমে নীলকণ্ঠের গান গাইলেন,—

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নব-নটবর তপতকাঞ্চন কায়।
করে স্বরূপ বিভিন্ন, লুকাইয়ে চিহ্ন, অবতীর্ণ নদীয়ায়॥
কলিঘোর অন্ধকার বিনাশিতে, উন্নত উজ্জ্বল রস প্রকাশিতে,
তিন বাঞ্ছা তিন বস্তু আস্বাদিতে, এসেছ তিনেরি দায়;—
সে তিন পরশে, বিরস-হরষে, দরশে জগৎ মাতায়॥
নীলাব্জ হেমাব্জে করিয়ে আবৃত, হ্লাদিনীর পূরাও দেহভেদগত;
অধিরূঢ়মহাভাবে বিভাবিত, সাত্ত্বিকাদি মিলে যায়;
সে ভাব আস্বাদনের জন্য, কান্দেন অরণ্যে,
প্রেমের বন্যে ভেসে ভেসে যায়॥
নবীন সন্ন্যাসী, সুতীর্থ অন্বেষী, কভু নীলাচলে কভু যান কাশী;
অযাচকে দেন প্রেম রাশি রাশি; নাহি জাতিভেদ তায়;
দ্বিজ নীলকণ্ঠ ভণে, এই বাঞ্ছা মনে, কবে বিকা'ব গৌরের পায়।

পরের গানটী মানস পূজা সম্বন্ধে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)। এ গান (মানস পূজা) কি এক রকম লাগল।

হাজরা। এ সাধকের নয়,—জ্ঞান দীপ, জ্ঞান প্রতিমা!

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার কেমন কেমন বোধ হলো!

"আগেকার সব গান ঠিক্ ঠিক্।

"পঞ্চবটীতে,ন্যাঙ্গটার কাছে আমি গান গেয়েছিলাম,—

'জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।' আর একটা গান গেয়েছিলাম, 'দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।'

"ন্যাঙ্গটা অতো জ্ঞানী,—মানে না বুঝেই কাঁদতে লাগলো!

"এ সব গানে কেমন ঠিক ঠিক কথা—'ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে—

'নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবি'

"পদ্মলোচন আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কাঁদতে লাগলো। ছাখো অত বড় পণ্ডিত!"

[God-vision—One and Many ; Unity in Diversity.]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

আহারের পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। মেজেতে মণি বসিয়া আছেন। ঠাকুর নহবতের রস্থনচৌকি বাজনা শুনিয়া আনন্দ করিতেছেন।

শ্রবণের পর মণিকে বুঝাইতেছেন, ব্রহ্মই জীব জগৎ হয়ে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)। কেউ বল্লে, অমুক স্থানে হরিনাম নাই। বলবামাত্রই দেখলাম তিনিই সব জীব* হয়ে আছেন। যেমন অসংখ্য জলের—ভুড়ভুড়ি—জলের বিম্ব! আবার দেখছি যেন অসংখ্য বড়ী বড়ী!

"ও দেশ থেকে বর্দ্ধমানে আসতে আসতে আমি দৌড়ে একবার মাঠের পানে গেলাম,—বলি দেখি,—এখানে জীবরা কেমন করে খায়, থাকে!—গিয়ে দেখি যে মাঠের ভিতর পীপ্‌ড়ে চলছে! সব স্থানই চৈতন্যময়!

হাজরা ঘরে প্রবেশ করিয়া মেঝেতে বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নানা ফুল—পাপড়ি থাক্ থাক্† তাও দেখছি!—ছোট বিম্ব, বড় বিম্ব!

* সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্রসমদর্শনঃ॥ গীতা।

† 'আত্মনি চৈবম্ বিচিত্রাশ্চহি।' বেদান্তসূত্র, ২৮-১-২।

এই সকল ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন। বলিতেছেন 'আমি হয়েছি!—আমি এসেছি'

এই কথা বলিয়াই একবারে সমাধিস্থ হইলেন। সমস্ত স্থির!

অনেক ক্ষণ সম্ভোগের পর ঠাকুরের বাহিরের একটু হুঁস আসিতেছে।

এইবার বালকের ন্যায় হাসিতেছেন। হেসে হেসে ঘরের মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন।

[ক্ষোভ বাসনা নাশ ও পরমহংস-অবস্থা।]

অদ্ভুতদর্শনের পর চক্ষু হইতে যেরূপ আনন্দ-জ্যোতি বাহির হয় সেই রূপ ঠাকুরের চক্ষের ভাব হইল।

ঠাকুর পায়চারী করিতে করিতে বলিতেছেন। মুখে হাস্য। শূন্য দৃষ্টি।

"বটতলার পরমহংস দেখলাম!—এই রকম হেঁসে চলছিলো!—সেই স্বরূপ কি আমার হল!

এইরূপ পাদচারণের পর ঠাকুর ছোট খাটটিতে গিয়া বসিয়াছেন ও জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন।

ঠাকুর বলিতেছেন,—'যাক্ আমি জানতেও চাই না!—মা, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি থাকে!' (মণির প্রতি)—ক্ষোভ বাসনা গেলেই এই অবস্থা!

আবার মাকে বলিতেছেন—'মা! পূজা উঠিয়েছ;—সব বাসনা যেন যায় না!—মা পরমহংস তো বালক!—বালকের মা চাই না! তাই তুমি মা,—আমি ছেলে! মার ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাকে!

ঠাকুর এরূপ স্বরে মার সঙ্গে কথা বলিতেছেন যে পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত হইয়া যায়।

ঠাকুর আবার মাকে বলিতেছেন,—'মা! শুধু অদ্বৈতজ্ঞান! হ্যাক্-থু!!! যতক্ষণ 'আমি' রেখেছ ততক্ষণ তুমি! পরমহংস তো বালক, বালকের মা চাই না!

মণি অবাক্ হইয়া ঠাকুরের এই দেবদুর্লভ অবস্থা দেখিতেছেন। ভাবিতেছেন, ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু। তাঁহারই বিশ্বাসের জন্য—তাঁহারই চৈতন্যের জন্য—আর জীবশিক্ষার জন্য—গুরুরূপী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অবস্থা!

মণি আরও ভাবিতেছেন—'ঠাকুর বলেন, অদ্বৈত—চৈতন্য—নিত্যানন্দ। অদ্বৈতজ্ঞান হলে চৈতন্য হয়,—তবেই নিত্যানন্দ হয়। ঠাকুরের শুধু—অদ্বৈত

জ্ঞান নয়,'—নিত্যানন্দের অবস্থা। জগন্মাতার প্রেমানন্দে সর্ব্বদাই বিভোর, —মাতোয়ারা!

হাজরা ঠাকুরের এই অবস্থা হঠাৎ দেখিয়া হাতজোড় করিয়া মাঝে মাঝে বলিতে লাগিলেন—'ধন্য! ধন্য!'

শ্রীরামকৃষ্ণ হাজরাকে বলিতেছেন—"তোমার বিশ্বাস কই? তবে তুমি এখানে আছ যেমন জটিলে কুটিলে—লীলা পোষ্টাই জন্য।"

বৈকাল হইয়াছে। মণি একাকী দেবালয়ে নির্জ্জনে বেড়াইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই অদ্ভুত অবস্থা ভাবিতেছেন। আর ভাবিতেছেন, ঠাকুর কেন বলিলেন, 'ক্ষোভ বাসনা গেলেই এই অবস্থা!' এই গুরুরূপী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কে? স্বয়ং ভগবান্ কি আমাদের জন্য দেহ ধারণ করে এসেছেন? ঠাকুর বলেন, ঈশ্বরকোটী—অবতারাদি—না হলে জড়সমাধি (নির্ব্বিকল্পসমাধি) হ'তে নেমে আসতে পারে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আহুস্ত্বাং ঋষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥ গীতা।

[গুহ্য কথা]

পর দিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঝাউতলায় মণির সহিত একাকী কথা কহিতেছেন। বেলা আটটা হইবে। সোমবার, কৃষ্ণপক্ষের দশমী তিথি। ২৪ শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। আজ মণির প্রভুসঙ্গে একাদশদিবস।

শীতকাল। সূর্য্যদেব পূর্ব্বকোণে সবে উঠিয়াছেন। ঝাউতলার পশ্চিমদিকে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছেন। এখন উত্তরবাহিনী—সবে জোয়ার আসিয়াছে। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষলতা। অনতিদূরে সাধনার স্থান সেই বিল্বতরুমূল দেখা যাইতেছে। ঠাকুর পূর্ব্বাস্য হইয়া কথা কহিতেছেন। মণি উত্তরাস্য হইয়া বিনীত ভাবে শুনিতেছেন। ঠাকুরের ডান দিকে পঞ্চবটী ও হাঁসপুকুর। শীতকাল। সূর্য্যোদয়ে জগৎ যেন হাসিতেছে। ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলিতেছেন।

[ঠাকুর ও ব্রহ্মজ্ঞান। নিত্যলীলা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। নিরাকার ও সত্য, সাকার ও সত্য।

"ন্যাঙটা উপদেশ দিত,—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম কিরূপ। যেমন অনন্ত সাগর ঊর্দ্ধে নীচে, ডাইনে বামে, জলে জল। কারণ সলিল। জল স্থির।—কার্য্য হলে তরঙ্গ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য।

"আবার বলত, বিচার যেখানে গিয়ে থেমে যায় সেই ব্রহ্ম। যেমন কর্পূর জ্বালালে পুড়ে যায়, একটু ছাইও থাকে না।

"ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছ্‌লো। এসে আর খবর দিলে না। সমুদ্রেতেই গলে গেল।

"ঋষিরা রামকে বলেছিলেন,—'রাম, ভরদ্বাজাদি তোমাকে অবতার বলতে পারেন। কিন্তু আমরা তা বলি না। আমরা শব্দব্রহ্মের উপাসনা করি। আমরা মানুষরূপ চাই না।' রাম একটু হেসে, প্রসন্ন হয়ে, তাদের পূজা গ্রহণ করে চলে গেলেন।

"কিন্তু যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। যেমন বলেছি, ছাদ আর সিঁড়ি।

"ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা। নরলীলায় অবতার হন।

"নরলীলা কিরূপ জান? যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড় হুড় করে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দ, তাঁরই শক্তি একটী প্রণালী দিয়ে—নলের ভিতর দিয়ে—আসছে। কেবল ভরদ্বাজাদি বার জন ঋষি রামচন্দ্রকে অবতার বলে চিনেছিলেন। অবতারকে সকলে চিনতে পারে না।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার? শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)। তিনি অবতার হয়ে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দেন। আচ্ছা, আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?

"আমার বাবা গয়াতে গিছ্‌লেন। সেখানে রঘুবীর স্বপন দিলেন, আমি তোদের ছেলে হব। বাবা স্বপন দেখে বল্লেন, ঠাকুর আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ কেমন করে তোমার সেবা ক'রবো! রঘুবীর বল্লেন—তা হয়ে যাবে।

"দিদি—হৃদের মা—আমার পা পূজা ক'রতো, ফুল চন্দন দিয়ে। এক দিন তার মাথায় পা দিয়ে (মা) বল্লে তোর কাশীতেই মৃত্যু হবে।

"সেজো বাবু বল্লে, বাবা, তোমার ভিতরে আর কিছু নাই,—সেই ঈশ্বরই আছেন। দেহটা কেবল খোল মাত্র,—যেমন বাহিরে কুমড়োর আকার কিন্তু ভিতরে শাস বীচি কিছুই নাই।

যেন ঘোমটা দিয়ে কেউ চলে যাচ্ছে!

"আগে থাকতে সব দেখিয়ে দেয়। বটতলায় (পঞ্চবটী তলায়) গৌরাঙ্গের

সংকীর্ত্তনের দল দেখেছিলাম। তার ভিতর যেন বলরামকে দেখেছিলাম ;—আর যেন তোমায় দেখেছিলাম।

"গৌরাঙ্গের ভাব জান্‌তে চেয়েছিলাম। ও দেশে—শ্যামবাজারে—দেখালে। গাছে পাঁচীলে লোক,—রাতদিন সঙ্গে সঙ্গে লোক! সাত দিন হাগবার জো ছিল না। তখন বল্লাম,মা আর কাজ নাই!—তাই এখন শান্ত।

"আর একবার আসতে হবে। তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না। তোমাদের যদি সব জ্ঞান দি—তা হলে তোমরা আর সহজে আমার কাছে আসবে কেন?

"তোমায় চিনিছি। তোমার চৈতন্য-ভাগবত পড়া শুনে। তুমি আপনার জন—এক সত্তা—যেমন পিতা আর পুত্র। এখানে সব আসছে,—যেন কলমির দল,—এক যায়গায় টানলে সবটা এসে পড়ে। যারা এখানে আসে—পরস্পর সব আত্মীয়,—যেমন ভাই ভাই। জগন্নাথে রাখাল হরীশ টরীশ গিয়েছে আর তুমিও গিয়েছ,—তা: কি আলাদা বাসা হবে?

"যত দিন এখানে আস নাই তত দিন ভুলে ছিলে এখন আপনাকে চিন্তে পারবে। তিনি গুরুরূপে এসে জানিয়ে দেন।

[গুরুরূপী শ্রীভগবান্ ও স্বস্বরূপজ্ঞান।]

"ন্যাঙটা বাঘ আর ছাগলের পালের গল্প বলেছিল। একটা বাঘিনী ছাগলের পাল আক্রমণ করেছিল। একটা ব্যাধ দূর থেকে দেখে ওকে মেরে ফেল্লে। ওর পেটে ছানা ছিল সেটা প্রসব হয়ে গেল।

"সেই ছানাটা ছাগলদের সঙ্গে বড় হতে লাগলো। প্রথমে ছাগলদের মায়ের দুধ খায়,—তার পর একটু বড় হলে ঘাস খেতে আরম্ভ করলে। আবার ছাগলদের মত ভ্যা ভ্যা করে।

"ক্রমে বাঘের ছানাটা খুব বড় হোলো,—কিন্তু ঘাস খায় আর ভ্যা ভ্যা করে। কোন জানোয়ার আক্রমণ করলে ছাগলদের মত দৌড়ে পালায়!

"এক দিন একটা ভয়ঙ্কর বাঘ ছাগলদের পাল আক্রমণ করলে। সে অবাক হয়ে দেখলে যে ওদের ভিতর একটা বাঘ ঘাস খাচ্ছিল,—ছাগলদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালালো। তখন ছাগলদের কিছু না বলে ঐ ঘাসখেকো বাঘটাকে ধরলে। সেটা ভ্যা ভ্যা করতে লাগলো! আর পালাবার চেষ্টা করতে লাগলো। তখন সে তাকে একটা জলের ধারে টেনে নিয়ে গেল। আর বল্লে, 'এই জলের ভিতর তোর মুখ দেখ্। দেখ্ আমারও যেমন

হাঁড়ির মতন মুখ তোরও তেন্নি।' তার পর তার মুখে একটু মাংস গুঁজে দিলে। প্রথমে, সে কোন মতে খেতে চায় না;—তার পর একটু আস্বাদ পেয়ে খেতে লাগল। তখন বাঘটা বল্লে, তুই ছাগলদের সঙ্গে ছিলি আর তুই ওদের মত ঘাস খাচ্ছিলি! ধিক তোকে! তখন সে লজ্জিত হলো।

"ঘাস খাওয়া, কিনা কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকা। ছাগলদের মত ভ্যা ভ্যা করে ডাকা, আর পলানো,—সামান্য জীবের মত আচরণ করা। বাঘের সঙ্গে চলে যাওয়া,—কিনা, গুরু যিনি চৈতন্য করুলেন, তাঁর শরণাগত হওয়া,—তাঁকেই আত্মীয় বলে জানা। নিজের ঠিক মুখ দেখা, কিনা স্বস্বরূপকে চেনা।

ঠাকুর দণ্ডায়মান হইলেন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। কেবল ঝাউগাছের সোঁ সোঁ শব্দ ও গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি। তিনি, রেল পার হইয়া পঞ্চবটীর মধ্যদিয়া নিজের ঘরের দিকে মণির সহিত কথা কইতে কইতে যাইতেছেন। মণি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন।

পঞ্চবটীতে আসিয়া, যেখানে ডালটী পড়িয়া গেছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া বটমূলে চাতাল মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। এই স্থান সাধনের স্থান;—এ খানে কত ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন—কত ঈশ্বরীয় রূপদর্শন, আর মার সঙ্গে কত কথা হইয়াছে!—তাই কি ঠাকুর এখানে যখন আসেন তখন প্রণাম করেন?

ঠাকুর বকুলতলা হইয়া নহবতের কাছে আসিয়াছেন। মণি সঙ্গে।

ঠাকুর নবতের কাছে আসিয়া হাজরাকে দেখিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন—'বেশী খেয়োনা। আর শুচিবাই ছেড়ে দাও। যাদের শুচিবাই তাদের জ্ঞান হয় না। আচার যতটুকু দরকার ততটুকু করবে। বেশী বাড়াবাড়ী কোরো না।' ঠাকুর নিজের ঘরে গিয়া উপবেশন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[রাখাল, রাম, সুরেন্দ্র, লাটু প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।]

আহারান্তে ঠাকুর একট বিশ্রাম করিতেছেন। আজ ২৪ শে ডিসেম্বর। বড়দিনের ছুটী আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা হইতে সুরেন্দ্র, রাম প্রভৃতি ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিতেছেন।

বেলা একটা হইবে। মণি একাকী ঝাউতলায় বেড়াইতেছেন।

এমন সময় রেলের নিকটে দাঁড়াইয়া হরীশ উচ্চৈঃস্বরে মণিকে বলিতেছেন, —প্রভু ডাকছেন, —শিবসংহিতা পড়া হবে।

শিবসংহিতায় যোগের কথা আছে,—ষড়চক্রের কথা আছে।

মণি ঠাকুরের ঘরে আসিয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। ঠাকুর খাটের উপর বসিয়া আছেন। ভক্তেরা মেঝের উপর বসিয়া আছেন। শিব-সংহিতা এখন আর পড়া হইল না। ঠাকুর নিজেই কথা কহিতেছেন।

[প্রেমাভক্তি ও শ্রীবৃন্দাবনলীলা। অবতার ও নরলীলা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। গোপীদের প্রেমাভক্তি। প্রেমাভক্তিতে দুটী জিনিষ থাকে,—অহংতা আর মমতা। আমি কৃষ্ণকে সেবা না করলে কৃষ্ণের অসুখ হবে,—এর নাম অহংতা। এতে ঈশ্বর বোধ থাকে না।

মমতা,—'আমার আমার' করা। পাছে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে কিছু আঘাত লাগে, গোপীদের এত মমতা যে তাদের সূক্ষ্ম শরীর তাঁর চরণ তলে থাক্'ত।

"যশোদা বল্লেন, তোদের চিন্তামণি-কৃষ্ণ জানি না,—আমার গোপাল! গোপীরাও বলছে, কোথায় প্রাণবল্লভ! হৃদয়বল্লভ!— ঈশ্বর বোধ নাই।

"যেমন ছোট ছেলেরা, দেখেছি, বলে, 'আমার বাবা'। যদি কেউ বলে, 'না তোর বাবা নয়,'—তা হলে বলবে, 'না আমার বাবা!'

"নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়,— তাই চিন্তে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন ত ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা তৃষ্ণা, রোগ শোক, কখন বা ভয়,—ঠিক মানুষের মত। রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়েছিলেন। গোপাল নন্দের জুতো মাথায় করে নিয়ে গিছলেন—পিঁড়ে বয়ে নিয়ে গিছলেন।

"থিয়েটারে সাধু সাজে, সাধুর মতই ব্যবহার করবে,—যে রাজা সেজেছে তার মত ব্যবহার করবে না, যা সেজেছে তাই অভিনয় করবে।

"এক জন বহুরূপী সেজেছে, 'ত্যাগী সাধু'। সাজটী ঠিক হয়েছে দেখে একজন বাবু তাকে একটি টাকা দিতে গেল। সে নিলে না, উঁহু করে চলে গেল। তার পর গা হাত পা ধুয়ে যখন সহজ বেশে এলো; তখন বল্লে, টাকা দাও। বাবুরা বল্লে, 'এই তুমি টাকা নোবো না বলে চলে গেলে, আবার টাকা চাইছ?' সে বল্লে, 'তখন যে সাধু সেজেছি, টাকা নিতে নাই।' তেম্নি তিনি ঈশ্বর, যখন মানুষ হন, তখন ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করেন।

"বৃন্দাবনে গেলে অনেক লীলার স্থান দেখা যায়।

[ভক্তসেবার্থ দান ও সত্য কথা।]

সুরেন্দ্র। আমরা ছুটিতে গিছলাম;—বড় 'পয়সা দাও' 'পয়সা দাও' করে। যারা 'দাও' 'দাও' করতে লাগলো—পাণ্ডারা আর সব—তাদের বল্লুম, 'আমরা কাল কল্‌কাতা যাবো।' এই কথা বলে সেই দিনই পলায়ন!

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও কি! ছি! কাল যাবো বলে আজ পালানো! ছি!

সুরেন্দ্র। বনের মধ্যে মাঝে মাঝে বাবাজীদের দেখেছিলাম, নির্জ্জনে বসে সাধন ভজন করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বাবাজীদের কিছু দিলে?

সুরেন্দ্র। আজ্ঞা, না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও ভাল কর নাই। সাধুভক্তদের কিছু দিতে হয়। যাদের টাকা আছে, তাদের ওরূপ লোক সাম্‌নে পড়লে কিছু দিতে হয়।

[শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত। শ্রীবৃন্দাবন দর্শন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি বৃন্দাবনে গিছলাম—সেজ বাবুদের সঙ্গে।

"মথুরার ধ্রুব ঘাট যাই দেখলাম, অমনি দপ্ করে দর্শন হল, বসুদেব কৃষ্ণ কোলে লয়ে যমুনা পার হচ্ছেন।

"আবার সন্ধ্যার সময় যমুনা-পুলিনে বেড়াচ্ছি, বালীর উপর ছোট ছোট খোড়ো ঘর। বড় কুল গাছ। গোধূলির সময় গাভীরা গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসছে। দেখলাম, হেঁটে যমুনা পার হচ্ছে। তার পরেই কতকগুলি রাখাল গাভীদের নিয়ে পার হচ্ছে।

"যেই দেখা আর অমনি 'কোথায় কৃষ্ণ!' বলে—বেহুঁস হয়ে গেলাম!

"শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড দর্শন করতে ইচ্ছা হয়েছিল। পাল্কী করে আমায় পাঠিয়ে দিলে। অনেকটা পথ; লুচি জিলিপী পাল্কীর ভিতরে দিলে। মাঠ পার হবার সময় এই ভেবে কাঁদতে লাগলাম, 'কৃষ্ণরে! তুই নাই, কিন্তু সেই সব স্থান রয়েছে!—সেই মাঠ, তুমি গোরু চরাতে!'

"হৃদে রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে পেছনে আস্‌ছিল। আমি চক্ষের জলে ভাস্‌তে লাগলাম। বেয়ারাদের দাঁড়াতে বলতে পারলাম না!

"শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডতে গিয়ে দেখলাম, সাধুরা একটী একটী ঝুপড়ীর মত করেছে;—তার ভিতরে পিছন ফিরে সাধন ভজন করছে—পাছে লোকের উপর দৃষ্টিপাত হয়।

"বঙ্কুবিহারীকে দেখে ভাব হয়েছিল,—আমি তাঁকে ধরতে গিয়েছিলাম।

গোবিন্দজীকে দুইবার দেখতে চাইলাম না। মথুরায় গিয়ে রাখালকৃষ্ণকে স্বপন দেখেছিলাম। হৃদে ও সেজ বাবুও দেখেছিল।

"দ্বাদশ বন দেখবার উপযুক্ত।

[দেবীভক্ত ও সুরেন্দ্র। যোগ ও ভোগ। স্মরণ মনন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সুরেন্দ্রের প্রতি)। তোমাদের যোগও আছে ভোগও আছে।

"ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি। ব্রহ্মর্ষি যেমন শুকদেব,—একখানি বইও কাছে নাই। দেবর্ষি যেমন নারদ। রাজর্ষি জনক,—নিষ্কাম কর্ম্ম করে।

"দেবীভক্ত ধর্ম্ম মোক্ষ দুই পায়। আবার অর্থ কামও ভোগ করে।

"তোমাকে এক দিন দেবী-পুত্র দেখেছিলাম। তোমার দুইই আছে, যোগ আর ভোগ।

"এক জন দেবীভক্তকে ঘাটে দেখেছিলাম। নিজে খাচ্ছে আর সেই সঙ্গে দেবীপূজা কচ্ছে। সন্তান-ভাব।

"তবে বেশী টাকা হওয়া ভাল নয়। যদুমল্লিককে এখন দেখলাম, ডুবে গেছে! বেশী টাকা হয়েছে কিনা।

"তোমার যোগ ভোগ দুইই আছে, না হলে তোমার চেহারা শুষ্ক হত। সর্ব্বত্যাগীর চেহারা শুষ্ক।

"নবীন নিয়োগী,—তারও যোগ ও ভোগ দুইই আছে। দুর্গাপূজার সময় দেখি, বাপ-ব্যাটা দুজনেই চামর কচ্ছে।

সুরেন্দ্র। আজ্ঞা, ধ্যান হয় না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। স্মরণ মনন ত আছে?

সুরেন্দ্র। আজ্ঞা, মা মা বলে ঘুমিয়ে পড়ি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। স্মরণ মনন থাক্‌লেই হলো।

ঠাকুর সুরেন্দ্রের ভার লইয়াছেন, আর তাঁহার ভাবনা কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগ শিক্ষা।]

সন্ধ্যার পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। মণিও

ভক্তদের সহিত মেজেতে বসিয়া আছেন। যোগের বিষয় - ষড়চক্রের বিষয় —আবার কথা কহিতেছেন। শিব-সংহিতায় সেই সকল কথা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈড়া পিঙ্গলা, সুষুম্না ;—সুষুম্নার ভিতর সব পদ্ম আছে ;— চিন্ময়। যেমন মোমের গাছ,—ডাল, পালা, ফল,—সব মোমের। মূলাধার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। চতুর্দ্দল পদ্ম। যিনি আদ্যাশক্তি, তিনিই সকলের দেহে কুলকুণ্ডলিনী রূপে আছেন। যেন ঘুমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে! 'প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী!' (মণির প্রতি) ভক্তিযোগে কুলকুণ্ডলিনী শীঘ্র জাগ্রত হয়। কিন্তু ইনি জাগ্রত না হলে ভগবান্ দর্শন হয় না। গান করে করে একাগ্রতার সহিত গাইবে—নির্জ্জনে গোপনে—

'জাগো মা কুলকুণ্ডলিনি! তুমি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী,
প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা আধার-পদ্মবাসিনী।'

"গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন করা যায়।

মণি। আজ্ঞা, এ সব একবার কর্‌লে মনের খেদ মিটে যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ। আহা!

"যোগের বিষয় গোটাকতক মোটামুটি তোমায় বলে দিতে হবে।

[গুরুই সব করেন। সাধনা ও সিদ্ধি।]

"কি জান, ডিমের ভিতর ছানা বড় না হলে পাখী ঠোক্‌রায় না। সময় হলেই পাখী ডিম ফুটোয়।

"তবে একটু সাধনা করা দরকার। গুরুই সব করেন,—তবে শেষটা একটু সাধনা করিয়ে লন। বড় গাছ কাটবার সময় প্রায় সবটা কাটা হলে পর একটু সরে দাঁড়াতে হয়। তার পর গাছটা মড় মড় করে আপনিই ভেঙ্গে পড়ে।

"যখন খাল্ কেটে জল আনে, আর একটু কাটলেই নদীর সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে, তখন যে কাটে সে সরে দাঁড়ায়। তখন মাটিটা ভিজে আপনিই পড়ে যায়, আর নদীর জল হুড় হুড় করে খালে আসে।

"অহঙ্কার, উপাধি, এ সব ত্যাগ হলেই ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। 'আমি পণ্ডিত' 'আমি অমুকের ছেলে' 'আমি ধনী' 'আমি মানী' এ সব উপাধি ত্যাগ হলেই দর্শন।

'ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য,—সংসার অনিত্য,—এর নাম বিবেক বিবেক না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না।

"সাধনা করতে করতে তাঁর কৃপায় সিদ্ধ হয়। একটু খাটা চাই। তার পরেই দর্শন ও আনন্দলাভ।

"অমুক যায়গায় সোণার কলসি পোতা আছে শুনে লোক ছুটে যায়। আর খুঁড়তে আরম্ভ করে। খুঁড়তে খুঁড়তে মাথার ঘাম পড়ে। অনেক খোঁড়ার পর এক যায়গায় কোদালে ঠন্ করে শব্দ হল;—কোদাল ফেলে দেখে, কল্‌সী বেরিয়েছে কিনা। কল্‌সী দেখে নাচ্‌তে থাকে!

"কল্‌সী বার করে মোহর ঢেলে, হাতে করে গণে,—আর খুব আনন্দ!

"দর্শন,—স্পর্শন,—সম্ভোগ! কেমন?

মণি। আজ্ঞা হাঁ।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

"আমার যারা আপনার লোক, তাদের বোক্‌লেও আবার আসবে।

"আহা, নরেন্দ্রের কি স্বভাব! মা কালীকে আগে যা ইচ্ছা তাই বল'ত;—আমি বিরক্ত হয়ে এক দিন বলেছিলাম, 'শ্যালা, তুই আর এখানে আসিস্ না!' তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক সাজে। যে আপনার লোক, তাকে তিরস্কার করলেও রাগ করবে না। কি বল?

মণি। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্র স্বতঃসিদ্ধ,—নিরাকারে নিষ্ঠা।

মণি (সহাস্যে)। যখন আসে, একটা কাণ্ড সঙ্গে করে আনে!

শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে হাসিতেছেন, আর বলিতেছেন, 'একটা কাণ্ডই বটে!'

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

পর দিন মঙ্গলবার, ২৫ ডিসেম্বর কৃষ্ণপক্ষের একাদশী, বেলা প্রায় এগারটা হইবে। ঠাকুরের এখনও সেবা হয় নাই। মণি ও রাখালাদি ভক্তেরা ঠাকুরের ঘরে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)। একাদশী করা ভাল। ওতে মন বড় পবিত্র হয় আর ঈশ্বরেতে ভক্তি হয়। কেমন?

মণি। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। খই দুধ খাবে,—কেমন?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—নবম খণ্ড।

29th December 1883.

[দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[রাখাল, রাম, কেদার প্রভৃতি ভক্তগণ ও বেদান্তবাদী সাধু।]

ব্রহ্মজ্ঞান ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ীতে উঠিয়াছেন—৺কালীঘাট দর্শনে যাইবেন। শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাটী হইয়া যাইবেন—অধরও সেখান হইতে সঙ্গে যাইবেন।

আজ শনিবার, অমাবস্যা। গাড়ী তাঁহার ঘরের উত্তরের বারান্দার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। বেলা ১টা হইবে। মণি গাড়ীর দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

মণি (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আজ্ঞা, আমি কি যাব ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন ?

মণি। কল্‌কাতার বাসা হয়ে একবার আসতাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার যাবে ? এখানে বেশ আছ।

মণি বাড়ী ফিরিবেন—কয়েক ঘণ্টার জন্য—ঠাকুরের মত নাই।

রবিবার ৩০শে ডিসেম্বর; পৌষ শুক্ল প্রতিপদ তিথি। বেলা তিনটা হইয়াছে। মণি গাছতলায় বেড়াইতেছেন,—একটী ভক্ত আসিয়া বলিলেন, প্রভু ডাকিতেছেন।

ঘরে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। মণি গিয়া প্রণাম করিলেন ও মেজেতে ভক্তদের সঙ্গে বসিলেন।

কলিকাতা হইতে রাম, কেদার প্রভৃতি ভক্তেরা আসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে একটী বেদান্ত-বাদী সাধু আসিয়াছেন। ঠাকুর যে দিন রামের বাগান দর্শন করিতে যান, সেই দিন এই সাধুটীর সহিত দেখা হয়। সাধু পার্শ্বের বাগানের একটী গাছের তলায় একাকী একটী খাটিয়ায় বসিয়াছিলেন। রাম আজ সেই সাধুটীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। সাধু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন।

ঠাকুর সাধুর সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন। নিজের কাছে ছোট তক্তাটীর উপর সাধুকে বসাইয়াছেন। কথাবার্ত্তা হিন্দীতে হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ সব তোমার কিরূপ বোধ হয়?

বেদান্তবাদী সাধু। এ সব স্বপ্নবৎ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা? আচ্ছা জী ব্রহ্ম কিরূপ?

সাধু। শব্দই ব্রহ্ম। অনাহত শব্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু জী শব্দের প্রতিপাদ্য একটী আছেন। কেমন?

সাধু। বাচ্য * ঐ হ্যায়, বাচক ঐ হ্যায়।

এই কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। স্থির,—চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। সাধু ও ভক্তেরা অবাক্ হইয়া ঠাকুরের এই সমাধি অবস্থা দেখিতেছেন।

কেদার সাধুকে বলিতেছেন, 'এই দেখো জী! ইস্‌কো সমাধি বোলতা হ্যায়।'

সাধু গ্রন্থেই সমাধির কথা পড়িয়াছেন, সমাধি কখনও দেখেন নাই।

ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইতেছেন ও জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন—'মা, ভাল হব – বেহুঁস করিস নে—আমি সাধুর সঙ্গে সচ্চিদানন্দের কথা কব!—মা, সচ্চিদানন্দের কথা নিয়ে বিলাস করবো!'

সাধু অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন ও এই সকল কথা শুনিতেছেন। এইবার ঠাকুর সাধুর সহিত কথা কহিতেছেন—বলিতেছেন,—'আব্ সোঽহং উড়ায়ে দেও। আব্ হাম্ তোম—বিলাস! (অর্থাৎ এখন সোঽহং—'সেই আমি' উড়িয়ে দাও;—এখন 'আমি তুমি')।

যতক্ষণ আমি তুমি রয়েছে ততক্ষণ মাও আছেন—এস তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা যাক্। এই কথা কি ঠাকুর বলিতেছেন?

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ঠাকুর পঞ্চবটী মধ্যে বেড়াইতেছেন,—সঙ্গে রাম, কেদার, মাষ্টার প্রভৃতি।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সংসার ত্যাগ!]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, কেদারের প্রতি)। সাধুটীকে কি রকম দেখলে?

কেদার। শুষ্ক জ্ঞান! সবে হাঁড়ি চড়েছে,—এখনও চাল চড়ে নাই!

* 'বাচ্যবাচকভেদেন ত্বমেব পরমেশ্বর।' অধ্যাত্মরামায়ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বটে, কিন্তু ত্যাগী। **সংসার যে ত্যাগ করেছে সে অনেকটা এগিয়েছে।**

"সাধুটী প্রবর্ত্তকের ঘর। তাঁকে লাভ না করলে কিছুই হলো না। যখন তাঁর প্রেমে মত্ত হওয়া যায় তখন আর কিছু ভাল লাগে না।

তখন— যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে!
মন তুই দেখ্ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে!

কেদার ঠাকুরের ভাবে একটী গান বলিতেছেন—

মনের কথা কইবো কি সই, কইতে মানা
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।
মনের মানুষ হয় যে জনা, ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা,
ও সে দুই এক জনা; ভাবে ভাসে রসে ডোবে,
ও সে উজান পথে করে আনাগোনা। (ভাবের মানুষ)

ঠাকুর নিজের ঘরে ফিরিয়াছেন। ৪টা বাজিয়াছে,—মা কালীর ঘর খোলা হইয়াছে। ঠাকুর সাধুকে সঙ্গে করিয়া মা কালীর ঘরে যাইতেছেন। মণি সঙ্গে আছেন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করিতেছেন। সাধুও হাত জোড় করিয়া মাথা নোয়াইয়া মাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেমন জী দর্শন!

সাধু। কালী প্রধানা হ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কালী ব্রহ্ম অভেদ। কেমন জী?

সাধু। যতক্ষণ বহির্মুখ ততক্ষণ কালী মানতে হবে। যতক্ষণ বহির্মুখ ততক্ষণ ভাল মন্দ;—ততক্ষণ এটী প্রিয়, এটী ত্যজ্য।

"এই দেখুন, নামরূপ তো সব মিথ্যা, কিন্তু যতক্ষণ আমি বহির্মুখ ততক্ষণ স্ত্রীলোক ত্যজ্য। আর উপদেশের জন্য, এটা ভাল, ওটা মন্দ;—নচেৎ ভ্রষ্টাচার হবে।"

সাধু ঠাকুরের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঘরে ফিরিলেন।

ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন,—'দেখলে,—সাধু কালীঘরে প্রণাম করলে!'

মণি। আজ্ঞা হাঁ।

পরদিন সোমবার ৩১শে ডিসেম্বর। বেলা ৪টা হইবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ভক্তসঙ্গে ঘরে বসিয়া আছেন। বলরাম, মণি, রাখাল, লাটু, হরীশ প্রভৃতি আছেন। ঠাকুর মণিকে ও বলরামকে বলিতেছেন—

"হলধারীর জ্ঞানীর ভাব ছিল। সে অধ্যাত্ম, উপনিষৎ,—এই সব রাত দিন পড়ত। এদিকে সাকার কথায় মুখ ব্যাঁকাতো। আমি যখন কাঙ্গালীদের পাতে একটু একটু খেলাম, তখন বল্লে, 'তোর ছেলেদের বিয়ে কেমন করে হবে!' আমি বল্লাম, 'তবে রে শ্যালা, আমার আবার ছেলে পিলে হবে! তোর গীতা বেদান্ত পড়ার মুখে আগুন! গ্যাখোনা, এদিকে বল্‌ছে জগৎ মিথ্যা!—আবার বিষ্ণুঘরে নাক সিঁটকে ধ্যান!

সন্ধ্যা হইল। বলরামাদি ভক্তেরা কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। ঘরে ঠাকুর মার চিন্তা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে আরতির সুমধুর শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় ৮টা হইয়াছে। ঠাকুর ভাবে সুমধুর স্বরে সুর করিয়া মার সহিত কথা কহিতেছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া আছেন।

ঠাকুর মধুর নাম উচ্চারণ করিতেছেন—হরি ওঁ! হরি ওঁ! হরি ওঁ!

আবার মাকে বলিতেছেন—'ও মা! আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁস করে রাখিস্‌নে! ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা! আমি আনন্দ করবো! বিলাস করবো!

আবার বলিতেছেন,—'বেদান্ত জানি না মা!—জানতে চাই না মা!—তোকে পেলে বেদ বেদান্ত কত নীচে পড়ে থাকে!'

ঠাকুর আবার বলিতেছেন—'কৃষ্ণ রে! তোরে বলবো, খা রে—নে রে—বাপ! কৃষ্ণরে! বলবো, তুই আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছিস্‌ বাপ!'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[জ্ঞানপথ ও বিচারপথ। ভক্তিযোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে বসিয়া আছেন। রাত্রি প্রায় ৮টা হইবে। আজ পৌষ শুক্লা পঞ্চমী, বুধবার, ৩রা জানুয়ারী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ঘরে রাখাল ও মণি আছেন। মণির আজ একবিংশতি দিবস।

ঠাকুর মণিকে বিচার করিতে বারণ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি)। বেশী বিচার করা ভাল না। আগে ঈশ্বর তার পর জগৎ,—তাঁকে লাভ করলে তাঁর জগতের বিষয়ও জানা যায়।

(মণি ও রাখালের প্রতি) "যদু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করলে তার কত বাড়ী, বাগান, কোম্পানীর কাগজ, সব জানতে পারা যায়।

"তাই তো ঋষিরা বাল্মীকিকে 'মরা' 'মরা' জপ করতে বল্লেন। ওর একটু মানে আছে; 'ম' মানে ঈশ্বর, 'রা' মানে জগৎ,—আগে ঈশ্বর তার পরে জগৎ।

"কৃষ্ণকিশোর বলেছিল, 'মরা' 'মরা' শুদ্ধ মন্ত্র,—ঋষি দিয়েছেন বলে।

"তাই আগে বাল্মীকির মত সব ত্যাগ করে নির্জ্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়। আগে দরকার ঈশ্বরদর্শন। তার পর বিচার—শাস্ত্র, জগৎ।

['মা বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও'।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)। তাই তোমাকে বল্‌ছি,—আর বিচার কোরো না। আমি ঝাউতলা থেকে উঠে যাচ্ছিলাম ঐ কথা বল্‌তে। বেশী বিচার করলে শেষে হানি হয়—শেষে হাজরার মত হয়ে যাবে।

"আমি রাত্রে একলা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম—মা বিচার বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও। **বল আর (বিচার) ক'রবে না?**

মণি। আজ্ঞা না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। **ভক্তিতেই সব পাওয়া যায়।** যারা ব্রহ্মজ্ঞান চায় যদি ভক্তির রাস্তা ধরে থাকে তারা ব্রহ্মজ্ঞানও পাবে।

"তাঁর দয়া থাকলে কি জ্ঞানের অভাব থাকে? ও দেশে ধান মাপে, যেই রাশ ফুরোয় অমনি এক জন রাশ ঠেলে দেয়! মা জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন।

"তাঁকে লাভ করলে পণ্ডিতদের খড় কুটো বোধ হয়। পদ্মলোচন বলেছিল, তোমার সঙ্গে কৈবর্ত্তের বাড়ীতে সভায় যাবো, তার আর কি?—তোমার সঙ্গে হাড়ীর বাড়ী গিয়ে খেতে পারি!

"ভক্তি দ্বারাই সব পাওয়া যায়। তাঁকে ভাল বাসতে পারলে আর কিছুরই অভাব থাকে না। ভগবতীর কাছে কার্ত্তিক আর গণেশ বসে ছিলেন। তাঁর গলায় মণিময় রত্নমালা। মা বল্লেন, 'যে ব্রহ্মাণ্ড আগে প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে, তাকে এই মালা দিব।' কার্ত্তিক তৎক্ষণাৎ ক্ষণবিলম্ব না করে ময়ূরে চড়ে বেরিয়ে গেলেন। গণেশ আস্তে আস্তে মাকে

প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলেন। গণেশ জানে মার ভিতরেই ব্রহ্মাণ্ড! মা প্রসন্না হয়ে গণেশের গলায় হার পরিয়ে দিলেন।

"অনেকক্ষণ পরে কার্ত্তিক এসে দেখে যে গণেশ দাদা হার পরে বসে আছে।

"মাকে কেঁদে কেঁদে আমি বলেছিলাম, 'মা বেদ বেদান্তে কি আছে আমায় জানিয়ে দাও,—পুরাণ তন্ত্রে কি আছে আমায় জানিয়ে দাও। তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন।

"তিনি আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন;—কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন।

[দর্শন। শিবশক্তি, নৃমুণ্ডস্তূপ, গুরুকর্ণধার, সচ্চিদানন্দ সাগর।]

"এক দিন দেখালেন, চতুর্দ্দিকে শিব আর শক্তি। শিব শক্তির রমণ। মানুষ জীব জন্তু তরু লতা সকলের ভিতরেই সেই শিব আর শক্তি!—পুরুষ আর প্রকৃতি! এদের রমণ।

"আর এক দিন দেখালেন, নৃমুণ্ড—স্তূপাকার!—পর্ব্বতাকার!—আর কিছুই নাই! আমি তার মধ্যে একলা বসে।

"আর একবার দেখালেন মহাসমুদ্র! আমি লবণ পুত্তলিকা হয়ে মাপতে যাচ্ছি!—মাপতে গিয়ে গুরুর কৃপায় পাথর হয়ে গেলুম!—দেখলাম জাহাজ একখানা;—অমনি উঠে পড়লাম!—গুরু কর্ণধার! (মণির প্রতি) সচ্চিদানন্দ গুরুকে রোজ ত সকালে ডাকো?

মণি। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। গুরু কর্ণধার। তখন দেখছি, আমি একটী তুমি একটী। আবার লাফ দিয়ে পড়ে মীন হলাম। সচ্চিদানন্দসাগরে আনন্দে বেড়াচ্ছি দেখলাম।

"এ সব অতি গুহ্য কথা! বিচার করে কি বুঝবে? তিনি যখন দেখিয়ে দেন তখন সব পাওয়া যায়,—কিছুরই অভাব থাকে না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুরের বেলতলায় ধ্যান। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যাহ্নে সেবা হইয়াছে। বেলা প্রায় ১টা হইয়াছে। আজ শনিবার। মণির আজ প্রভুসঙ্গে ত্রয়োবিংশতি দিবস।

মণি আহারান্তে ন'বতে ছিলেন—হঠাৎ শুনিলেন কে তাঁহার নাম ধরিয়া

তিন চার বার ডকিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুরের ঘরের উত্তরের লম্বা বারান্দা হইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ডাকিতেছেন। মণি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

দক্ষিণের বারান্দায় ঠাকুর মণির সহিত বসিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমরা কি রকম ধ্যান করো?—আমি বেলতলায় স্পষ্ট নানারূপ দর্শন কর্ত্তাম। এক দিন দেখলাম সামনে টাকা, শাল, এক সরা সন্দেশ, দুজন মেয়েমানুষ! মনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মন! তুই এ সব কিছু চাস?—সন্দেশ দেখলাম গু! মেয়েদের মধ্যে একজনের ফাঁদি নৎ। তাদের ভিতর বাহির সব দেখতে পাচ্ছি,—নাড়ীভুঁড়ী, মলমূত্র, হাড় মাংস রক্ত! মন কিছুই চাইলে না।

"তাঁর পাদপদ্মেতেই মন রহিল। নিক্তির নীচের কাঁটা আর উপরের কাঁটা। মন সেই নীচের কাঁটা। পাছে উপরের কাঁটা (ঈশ্বর) থেকে মন বিমুখ হয় সদাই আতঙ্ক! এক জন আবার শূল হাতে সদাই কাছে বসে থাকত;—ভয় দেখালে, নীচের কাঁটা উপরের কাঁটা থেকে তফাৎ হলেই এর বাড়ি মারবো!

"কিন্তু কামিনীকাঞ্চনত্যাগ না হলে হবে না। আমি তিন ত্যাগ করেছিলাম—জমিন, জরু, টাকা। * রঘুবীরের নামের জমি ওদেশে রেজেষ্ট্রী কর্ত্তে গিছলাম। আমায় সই কর্ত্তে বল্লে। আমি সই করলুম না। 'আমার জমি' বোলে তো বোধ নাই। কেশব সেনের গুরু বলে খুব আদর করেছিল। আঁম এনে দিলে,—তা বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই। সন্ন্যাসীর সঞ্চয় করতে নাই।

"ত্যাগ না হলে কেমন করে তাঁকে লাভ করা যাবে! যদি একটা জিনিষের পর আর একটা জিনিষ থাকে, তা হলে প্রথম জিনিষটাকে না সরালে কেমন করে আর একটী জিনিষ পাবে?

"নিষ্কাম হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। তবে সকাম ভজন করতে করতে নিষ্কাম হয়। ধ্রুব রাজ্যের জন্য তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু

* ভিক্ষুঃ সৌবর্ণাদীনাং নৈব পরিগ্রহেৎ।

যস্মাদ্‌ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন দৃষ্টং চ স ব্রহ্মহা ভবেৎ। যস্মাদ্ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন স্পৃষ্টং চ স পৌল্কসো ভবেৎ। যস্মাদভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যং চ স আত্মহা ভবেৎ। তস্মাদ্‌ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন ন দৃষ্টঞ্চ স্পৃষ্টঞ্চ ন গ্রাহ্যঞ্চ। পরমহংসোপনিষৎ।

ভগবানকে পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'যদি কাঁচ কুড়ুতে এসে কেউ কাঞ্চন পায় তা ছাড়বে কেন?'

[দয়া, দানাদি ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। চৈতন্যদেবের দান।]

"সত্ত্বগুণ এলে তবে তাঁকে লাভ করা যায়।

"দানাদি কর্ম্ম সংসারী লোকের প্রায় সকামই হয়,—সে ভাল না। তবে নিষ্কাম করলে ভাল। কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন।

"সাক্ষাৎকার হলে ঈশ্বরের কাছে কি প্রার্থনা করবে যে 'আমি কতকগুলো পুকুর, রাস্তা, ঘাট, ডিস্‌পেন্সেরি, হাঁসপাতাল, এই সব করবো, ঠাকুর আমায় বর দাও!' তাঁর সাক্ষাৎকার হলে ওসব বাসনা এক পাশে পড়ে থাকে।

"তবে দয়ার কাজ—দানাদি কাজ—কি কিছু করবে না?

"তা নয়। সামনে দুঃখ কষ্ট দেখলে যাদের টাকা আছে তাদের দেওয়া উচিত। জ্ঞানী বলে, 'দেরে দেরে, এরে কিছু দে।' তা না হলে, 'আমি কি করতে পারি,—ঈশ্বরই কর্ত্তা আর সব অকর্ত্তা।' এইরূপ বোধ হয়।

"মহাপুরুষরা জীবের দুঃখে কাতর হয়ে ভগবানের পথ দেখিয়ে দেন। শঙ্করাচার্য্য জীবশিক্ষার জন্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন।

"অন্নদানের চেয়ে জ্ঞান দান, ভক্তিদান, আরো বড়। চৈতন্যদেব তাই আচণ্ডালে ভক্তি বিলিয়ে ছিলেন। দেহের সুখ দুঃখ তো আছেই। এখানে আম খেতে এসেছো, আম খেয়ে যাও। জ্ঞানভক্তিই প্রয়োজন। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।

[ঠাকুর ও স্বাধীন ইচ্ছাবোধ, Free Will]

"তিনি সব কচ্ছেন। যদি বল তা হলে লোকে পাপকর্ম্ম করতে পারে। তা নয়—যার ঠিক বোধ হয়েছে 'ঈশ্বর কর্ত্তা আমি অকর্ত্তা' তার বেতালে পা পড়ে না।

"Englishmanরা যাকে স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will) বলে, সেই স্বাধীন ইচ্ছা বোধ তিনিই দিয়ে রাখেন।

"যারা তাঁকে লাভ করে নাই, তাদের ভিতর ঐ স্বাধীন ইচ্ছা বোধ না দিলে পাপের বৃদ্ধি হত। নিজের দোষে পাপ কচ্ছি, এ বোধ যদি তিনি না দিতেন, তা হলে পাপের আরও বৃদ্ধি হত।

"যারা তাঁকে লাভ করেছে, তারা জানে দেখতেই 'স্বাধীন ইচ্ছা'—বস্তুতঃ তিনিই যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, তিনি ইঞ্জিনিয়ার আমি গাড়ী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[অন্তরঙ্গসঙ্গে। চিদাত্মা ও চিৎশক্তি। সখিভাব ও দাসভাব।

বেলা চারটা বাজিয়াছে। পঞ্চবটী ঘরে শ্রীযুক্ত রাখাল ও আরও দু, একটী ভক্ত মণির কীর্ত্তন গান শুনিতেছেন—

গান——ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে এসে যায়।

রাখাল গান শুনিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীতে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বাবুরাম, হরীশ;—ক্রমে রাখাল ও মণি।

রাখাল। ইনি আজ বেশ কীর্ত্তন করে আনন্দ দিয়েছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া গান গাইতেছেন,—

গান—বাঁচলাম সখি, শুনি কৃষ্ণ নাম (ভাল কথার মন্দও ভাল)

(মণির প্রতি)—এই সব গান গাইবে—'সব সখি মিলি বৈঠল,

(এই ত রাই ভাল ছিল !) (বুঝি হাট ভাঙ্গল !)

ঠাকুর মণিকে আবার বলিতেছেন, 'এই আর কি !—ভক্ত নিয়ে থাকা।

"কৃষ্ণ মথুরায় গেলে যশোদা শ্রীমতীর কাছে এসেছিলেন। শ্রীমতী ধ্যানস্থ ছিলেন। তার পর যশোদাকে বল্লেন, আমি আদ্যাশক্তি, তুমি আমার কাছে কিছু বর লও। যশোদা বল্লেন, 'বর আর কি দিবে !- তবে এই বলো—যেন কায়মনোবাক্যে তারই সেবা করতে পারি,—যেন এই চক্ষে তার ভক্তের দর্শন হয়,—এই মনে তার ধ্যান চিন্তা যেন হয়,—আর বাক্য দ্বারা তার নাম গুণ গান যেন হয় !'

"তবে যাদের খুব পাকা হয়ে গেছে তাদের ভক্ত না হলেও চলে,—কখন কখন ভক্ত ভাল লাগে না। "পঙ্খের কাজের উপর চুণকাম ফেটে যায়। অর্থাৎ যার তিনি অন্তরে বাহিরে।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 'আপনার লোক'। কাল ও কালী।]

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পঞ্চবটীমূলে মণিকে আবার বলিতেছেন—"তোমার মেয়ে সুর—এই রকম গান অভ্যাস কর্ত্তে পার ?—

সে বন কত দূর !—যে বনে আমার শ্যাম সুন্দর !'

(বাবুরাম দৃষ্টে, মণির প্রতি)—দেখো, যারা আপনার তারা হল পর,—

রামলাল আর সব যেন আর কেউ। যারা পর তারা হল আপনার,—ছাখোনা, বাবুরামকে বলছি—'বাহে যা,—মুখ ধো!' এখন ভক্তরাই আত্মীয়।

মণি। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পঞ্চবটী দৃষ্টে)। এই পঞ্চবটীতে বসতাম!—কালে উন্মাদ হলাম!—তাও গেল! কালই ব্রহ্ম। যিনি কালের সহিত রমণ করেন তিনিই কালী—আদ্যাশক্তি। অটলকে টলিয়ে দেন।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন—'ভাব কি ভেবে পরাণ গেল!

যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল তার কালরূপ কেন হল!'

"আজ শনিবার মা কালীর ঘরে যেও।

বকুলতলার নিকট আসিয়া ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন—

"চিদাত্মা আর চিৎশক্তি। চিদাত্মা পুরুষ, চিৎশক্তি প্রকৃতি। চিদাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, চিৎশক্তি শ্রীরাধা। ভক্ত ঐ চিৎশক্তির এক একটী রূপ।

"অন্যান্য ভক্তেরা সখীভাব বা দাসভাবে থাকবে। এই মূলকথা।

সন্ধ্যার পর ঠাকুর কালীঘরে গিয়াছেন। মণি সেখানে মার চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন।

[ভক্তদের জন্য জগন্মাতার কাছে ক্রন্দন। ভক্তদের আশীর্ব্বাদ।]

সমস্ত দেবালয়ে আরতি হইয়া গেল। ঠাকুর, ঘরে তক্তার উপর বসিয়া মার চিন্তা করিতেছেন। মেজেতে কেবল মণি বসিয়া আছেন।

ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। এখন ভাবের পূর্ণমাত্রা!—ঠাকুর মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ছোট ছেলে যেমন মার কাছে আব্দার করে কথা কয়। মাকে করুণস্বরে বলিতেছেন—

"ওমা, কেন সে রূপ দেখালিনি!—সেই ভুবনমোহন রূপ! এত কোরে তোকে বল্লাম!—তা তোকে বল্লেতো তুই শুনবিনি!—তুই ইচ্ছাময়ী!'

সুর করে মাকে এই কথাগুলি বল্লেন, শুনলে পাষাণ বিগলিত হয়।

ঠাকুর আবার মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন—

"মা বিশ্বাস চাই!—যাক্ শালার বিচার!—সাত চোনার বিচার এক চোনায় যায়!—বিশ্বাস চাই (গুরুবাক্যে বিশ্বাস)—বালকের মত বিশ্বাস!—মা বলেছে, ওখানে ভূত আছে,—তা ঠিক জেনে আছে যে

মা বলেছে, ও তোর দাদা হয়,—তো জেনে আছে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দাদা! বিশ্বাস চাই!

"কিন্তু মা! ওদেরই বা দোষ কি!—ওরা কি করবে!—বিচার একবার তো করে নিতে হয়!—দেখ না, ঐ সেদিন অতো করে বল্লাম, তা কিছু হলো না—আজ কেন একবারে—

* * * *

ঠাকুর মার কাছে করুণ গদ গদ স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য!—ভক্তদের জন্য মার কাছে কাঁদ্‌ছেন। বলিতেছেন—'মা যারা যারা তোমার কাছে আসছে, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরো!'

"সব ত্যাগ করিও না মা!—আচ্ছা, শেষে যা হয় কোরো!

"মা সংসারে যদি রাখো তো এক এক বার দেখা দিস্!—না হলে কেমন করে থাকবে! এক এক বার দেখা না দিলে উৎসাহ হবে কেমন করে মা!—তার পর শেষে যা হয় কোরো!

ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট। সেই অবস্থায় হঠাৎ মণিকে বলিতেছেন—

"ছাখো তুমি যা বিচার করেছো অনেক হয়েছে!—আর না! বল, আর করবে না?" মণি (করজোড়ে)। আজ্ঞা, না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অনেক হয়েছে!—তুমি প্রথম আসতে মাত্র তোমায় ত আমি বলেছিলাম—তোমার ঘর।—আমি তো সব জানি?

মণি (কৃতাঞ্জলি)। আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর বাহির, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কি হবে,—এসব ত আমি জানি?

মণি (করজোড়ে)। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার ছেলে হয়েছে শুনে বকেছিলাম!—এখন গিয়ে বাড়ীতে থাকো—তাদের জানিও যেন তুমি তাদের আপনার। ভিতরে জানবে,—'তুমিও তাদের আপনার নও, তারাও তোমার আপনার নয়'!—

মণি চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর বাপের সঙ্গে প্রীত কোরো—উড়তে শিখে এখন—

"তুমি বাপকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে পারবে না?

মণি (করজোড়ে)। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমায় আর কি বলবো তুমি ত সব জানো?—সব ত বুঝছো?

মণি চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন—সব ত বুঝছো?

মণি। আজ্ঞা, একটু একটু বুঝছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অনেক টা ত বুঝছো। রাখাল যে এখানে আছে তাতে ওর বাপ সন্তুষ্ট আছে।

মণি হাত জোড় করিয়া চুপ করিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন—'তুমি যা ভাবছো তাও হয়ে যাবে।'

[ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে। মা ও জননী। কেন নরলীলা?]

ঠাকুর এইবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। ঘরে রাখাল, রামলাল। ঠাকুর রামলালকে গান গাহিতে কহিতেছেন। রামলাল গান গাহিতেছেন—

গান—সমর আলো করে কার কামিনী!

গান—কে রণে নাচিছে বামা নীরদবরণী।
শোনিত সায়রে যেন ভাসিছে নবনলিনী॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)। **মা আর জননী।**

"যিনি জগৎরূপে আছেন—সর্ব্বব্যাপী হয়ে তিনিই **মা**! জননী যিনি জন্মস্থান। আমি মা বলতে বলতে সমাধিস্থ হতুম!—মা বলতে বলতে যেন জগতের ঈশ্বরীকে টেনে আনতুম! যেমন জেলেরা জাল ফেলে,—তার পর অনেকক্ষণ পরে জাল গুটোতে থাকে। বড় বড় মাছ সব পড়েছে।

"গৌরী বলেছিল, কালী গৌরাঙ্গ এক বোধ হলে, তবে ঠিক জ্ঞান হয়।

"যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি (কালী)—আবার তিনিই নররূপে গৌরাঙ্গ।

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই নররূপী শ্রীরামকৃষ্ণ হইয়া আসিয়াছেন! শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের আদেশে আবার গাহিতেছেন। এবার ঠাকুর গৌরাঙ্গলীলা গাইতে বলিতেছেন।

গান—কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটীরে, অপরূপ-জ্যোতি,
শ্রীগৌরাঙ্গ মূরতি, দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে!

গান—গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নররূপে দেখতে পেলে তবে ত ভক্তেরা ভালবাসতে পারবে। তবেই ভাই ভগিনী বাপ মা সন্তানের মত ঈশ্বরকে স্নেহ করতে পারবে।

"তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্য ছোটটী হয়ে লীলা করতে আসেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—দশম খণ্ড।

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, লাটু, মাষ্টার, মহিমা প্রভৃতি সঙ্গে।

2nd February, 1884.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[সমাধি ও জগন্মাতার সহিত কথা।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সেই ঘরে অবস্থিতি করিতেছেন। বেলা তিনটা হইবে।

আজ শনিবার, ২০শে মাঘ, ১২৯০ সাল। মাঘ শুক্লা ষষ্ঠী।

এক দিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন; সঙ্গে কেহ না থাকাতে রেলের কাছে পড়িয়া যান। তাহাতে তাঁহার বাম হাতের হাড় সরিয়া যায় ও খুব আঘাত লাগে। মাষ্টার কলিকাতা হইতে ভক্তদের নিকট হইতে বাড়্,প্যাড্ ও ব্যাণ্ডেজ্ আনিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাখাল, মহিমাচরণ, হাজরা প্রভৃতি ভক্তেরা ঘরে আছেন। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের চরণ বন্দনা করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। কিগো! তোমার কি ব্যারাম হয়েছিল? এখন সেরেছে তো?

মাষ্টার। আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। হাঁগা, 'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী' তবে এ রকম হলো কেন?

ঠাকুর তক্তার উপর বসিয়া আছেন। মহিমাচরণ নিজের তীর্থদর্শনের গল্প করিতেছেন। ঠাকুর শুনিতেছেন। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে তীর্থদর্শন।

মহিমাচরণ। কাশী সিক্‌রোলের একটী বাগানে একটী ব্রহ্মচারী দেখলাম। বল্লে, এ বাগানে কুড়ি বছর আছি। কিন্তু কার বাগান জানে না। আমায় জিজ্ঞাসা করলে, 'নৌকরী করো বাবু?' আমি বল্লাম, 'না।' তখন বলে—'কেয়া, পরিব্রাজক হ্যায়?'

"নর্ম্মদাতীরে একটী সাধু দেখলাম, অন্তরে গায়ত্রী জপ কচ্ছেন। তাইতে নিজের শরীরে পুলক হচ্ছে। আবার যখন প্রণব আর গায়ত্রী নিজে উচ্চারণ করেন, তখন যারা বসে থাকে তাদের রোমাঞ্চ আর পুলক হয়।

ঠাকুরের বালক-স্বভাব,—ক্ষুধা পাইয়াছে ; মাষ্টারকে বলিতেছেন—কৈ কি এনেছ ?

রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য ঠাকুর বলিতেছেন,— 'আমি জিলিপী খাবো' 'আমি জল খাবো'।

ঠাকুর বালক-স্বভাব,—জগন্মাতাকে কেঁদে কেঁদে বলছেন—'ব্রহ্মময়ী! আমায় এমন কেন করলি ? আমার হাতে বড় লাগ্‌ছে!—

(রাখাল, মহিমা, হাজরা প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) আমার ভাল হবে ? ভক্তরা ছোট ছেলেটীকে যেমন বুঝায় সেইরূপ বলছেন, 'ভাল হবে বৈকি!'

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি)। যদিও শরীর রক্ষার জন্য তুই আছিস, তোর দোষ নাই,—কেন না তুই থাকলেও রেল পর্য্যন্ত ত যেতিস না।

ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—

"ওঁ ওঁ ওঁ—মা আমি কি বলছি! মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁস করো না—মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না। আমি যে ছেলে!—ভয়তরাসে! —আমার মা চাই!—ব্রহ্মজ্ঞানকে আমার কোটী নমস্কার! ও যাদের দিতে হয়, তাদের দাওগে! আনন্দময়ী!—আনন্দময়ী!

ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে 'আনন্দময়ী! আনন্দময়ী!' বলিয়া কাঁদিতেছেন আর বলিতেছেন—'আমি ঐ খেদে খেদ করি (শ্যামা)।

তুমি মাতা থাক্‌তে আমার জাগা ঘরে চুরি॥

ঠাকুর আবার মাকে বলিতেছেন—'আমি কি অন্যায় করেছি মা ?— আমি কি কিছু করি মা ?—তুই যে সব করিস্ মা! আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী!

(রাখালের প্রতি, সহাস্যে) দেখিস্ তুই যেন পড়িস্ নে।—মান করে যেন ঠকিস্ না!

ঠাকুর মাকে আবার বলিতেছেন—'মা আমি লেগেছে বলে কি কাঁদছি ? না।—'আমি ঐ খেদে খেদ করি (শ্যামা)।

তুমি মাতা থাক্‌তে আমার জাগা ঘরে চুরি॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[কি করে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় আবার হাসিতেছেন ও কথা কহিতেছেন—বালক যেমন বেশী অসুখ হলেও এক একবার হেসে খেলে বেড়ায়।

মহিমাদি ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন।—

শ্রীরামকৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দ লাভ না হলে কিছুই হলো না বাবু!

"বিবেক বৈরাগ্যের ন্যায় আর জিনিষ নাই।

"সংসারীদের অনুরাগ ক্ষণিক—তপ্ত খোলায় জল যতক্ষণ থাকে!—একটী ফুল দেখে হয়ত বল্লে, আহা কি চমৎকার ঈশ্বরের সৃষ্টি!

"ব্যাকুলতা চাই। যখন ছেলে বিষয়ের ভাগের জন্য ব্যতিবস্ত করে, তখন বাপ মা দুজনে পরামর্শ করে,—আর ছেলেকে আগেই হিস্যা ফেলে দেয়। ব্যাকুল হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। তিনি যে কালে জন্ম দিয়েছেন সে কালে তাঁর ঘরে আমাদের হিস্যা আছে। তিনি আপনার বাপ, আপনার মা,—তাঁর উপর জোর খাটে। 'দাও পরিচয়! নয় গলায় ছুরি দিব।' কিরূপে মাকে ডাকিতে হয়, ঠাকুর শিখাইতেছেন—

"আমি মা বলে এইরূপে ডাকৃতাম্—মা আনন্দময়ী!—দেখা দিতে যে হবে!—

"আবার কখন বলতাম,—ওহে দীননাথ—জগন্নাথ—আমি ত জগৎছাড়া নই নাথ! আমি জ্ঞানহীন,—সাধনহীন,—ভক্তিহীন,—আমি কিছুই জানি না—দয়া করে দেখা দিতে হবে!—

ঠাকুর অতি করুণ স্বরে সুর করিয়া কিরূপে তাঁহাকে ডাকিতে হয়, শিখাইতেছেন। সেই করুণ স্বর শুনিয়া ভক্তদের হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে,—মহিমাচরণ চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেছেন।

মহিমাচরণকে দেখিয়া ঠাকুর আবার বলিতেছেন্—

গান—ডাক দেখি মন ডাকার মতন কেমন শ্যামা থাকতে পারে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[শিবপুর ভক্তগণ ও আম্মোক্তারী (বকলমা)। শ্রীমধু ডাক্তর।]

শিবপুর হইতে ভক্তেরা আসিলেন। তাঁহারা অত দূর হইতে কষ্ট করিয়া

আসিয়াছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সার সার গুটিকতক কথা তাঁহাদিগকে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শিবপুরের ভক্তদের প্রতি)। **ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য**। বাবু আর বাগান। ঈশ্বর ও তাঁর ঐশ্বর্য্য। লোকে বাগানই দেখে, বাবুকে চায় কয়জনে।

ভক্ত। আজ্ঞা, উপায় কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সদসৎ বিচার। তিনি সত্য আর সব অনিত্য—এইটী সর্ব্বদা বিচার। ব্যাকুল হয়ে ডাকা।

ভক্ত। আজ্ঞা, সময় কই ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যাদের সময় আছে তারা ধ্যান ভজন করবে।

"যারা একান্ত পারবে না, তারা দুবেলা খুব দু'টা করে প্রণাম করবে। তিনি ত অন্তর্য্যামী,—বুঝছেন, যে এরা কি করে! অনেক কাজ কর্ত্তে হয়।

"তোমাদের ডাকবার সময় নাই,—তাঁকে আম্মোক্তারী (বকলমা) দাও।

"কিন্তু তাঁকে লাভ না করলে—তাঁকে দর্শন না করলে, কিছুই হলো না!

একজন ভক্ত। আজ্ঞা, আপনাকে দেখাও যা, ঈশ্বরকে দেখাও তা!

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও কথা আর বোলো না। গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউএর কিছু গঙ্গা নয়!

"আমি এত বড় লোক,—আমি অমুক—এই সব অহঙ্কার না গেলে তাঁকে পাওয়া যায় না।

"আমি ঢিপিকে, ভক্তির জলে ভিজিয়ে ভিজিয়ে সমভূমি করে ফ্যালো।

[কেন সংসার ? ভোগান্তে ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ।]

ভক্ত। সংসারে কেন তিনি রেখেছেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সৃষ্টির জন্য রেখেছেন—তাঁর ইচ্ছা। তাঁর মায়া। কামিনী-কাঞ্চন দিয়ে তিনি ভুলিয়ে রেখেছেন।

ভক্ত। কেন ভুলিয়ে রেখেছেন ? কেন তাঁর ইচ্ছা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি যদি ঈশ্বরের আনন্দ একবার দেন, তা হলে আর কেউ সংসার করে না—সৃষ্টিও চলে না!

"চালের আড়তে বড় বড় ঠেকের ভিতরে চাল থাকে। পাছে ইঁদুর-গুলো ঐ চালের সন্ধান পায়, তাই দোকানদার একটা কুলোতে খই মুড়কি

রেখে দেয়। ঐ খই মুড়কি মিষ্ট লাগে, তাই ইঁদুরগুলো সমস্ত রাত কড়র্ মড়র্ করে খায়। চালের সন্ধান আর করে না!

"কিন্তু ছাখো এক সের চালে চৌদ্দগুণ খই হয়! কামিনীকাঞ্চনের আনন্দ অপেক্ষা ঈশ্বরের আনন্দ কত বেশী। তাঁর রূপ চিন্তা করলে রম্ভা তিলোত্তমার রূপ চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়!

ভক্ত। তাঁকে লাভ করবার জন্য ব্যাকুলতা কেন হয় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভোগান্ত না হলে ব্যাকুলতা হয় না। কামিনীকাঞ্চনের ভোগ যেটুকু আছে, সেটুকু তৃপ্তি না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না।

"ছেলে যখন খেলায় মত্ত হয়, তখন মাকে চায় না। খেলা সাঙ্গ হয়ে গেলে তখন বলে, 'মা যাবো।' হৃদের ছেলে পায়রা লয়ে খেলা কচ্ছিল; পায়রাকে ডাকছে,—'আয় তি তি!' করে। পায়রা লয়ে খেলা তৃপ্তি যাই হলো, অমনি কাঁদতে আরম্ভ করলে। তখন এক জন অচেনা লোক এসে বল্লে, আমি তোকে মার কাছে লয়ে যাচ্ছি আয়। সে তারই কাঁধে চড়ে অনায়াসে গেল।

"যারা নিত্যসিদ্ধ তাদের সংসারে ঢুকতে হয় না। তাদের ভোগের বাসনা জন্ম থেকেই মিটে গেছে।

[শ্রীমধুসূদন ও নামমাহাত্ম্য।]

পাঁচটা বাজিয়াছে। মধু ডাক্তার আসিয়াছেন। তিনি ঠাকুরের হাতটিতে বাড়্ ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতেছেন। ঠাকুর বালকের ন্যায় হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মধুর প্রতি, সহাস্যে)। ঐহিক ও পারত্রিকের মধুসূদন!

মধু (সহাস্যে)। কেবল নামের বোঝা বয়ে মরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কেন নাম কি কম? তিনি আর তাঁর নাম তফাৎ নয়। সত্যভামা যখন তুলাযন্ত্রে স্বর্ণ-মণি-মাণিক্য দিয়ে ঠাকুরকে ওজন কচ্ছিলেন, তখন হলো না! যখন রুক্মিণী তুলসী আর কৃষ্ণনাম এক দিকে লিখে দিলেন, তখন ঠিক ওজন হলো!

এই বার ডাক্তার বাড়্ বাঁধিয়া দিবেন। মেঝেতে বিছানা করা হইল। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে মেঝেতে আসিয়া শয়ন করিতেছেন। সুর করিয়া করিয়া বলিতেছেন—"রাইএর দশম দশা! বৃন্দে বলে, আর কত বা হবে!—

ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছেন। ঠাকুর আবার গাহিতেছেন—

'সব সখি মিলি বৈঠল—সরোবর-কূলে!' ঠাকুরও হাসিতেছেন, ভক্তেরাও হাসিতেছেন। বাড়্ বাঁধা হইয়া গেলে ঠাকুর বলিতেছেন—

"আমার কলকাতার ডাক্তারদের তত বিশ্বাস হয় না। শম্ভুর বিকার হয়েছে, ডাক্তার (সর্ব্বাধিকারী) বলে ও কিছু নয়, ও ঔষধের নেশা! তার পরই শম্ভুর দেহত্যাগ হলো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[মূল কথা।]

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ীতে আরতি হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে অধর কলিকাতা হইতে আসিলেন ও ঠাকুরকে ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঘরে মহিমাচরণ, রাখাল, মাষ্টার। হাজরাও এক একবার আসিতেছেন।

অধর। আপনি কেমন আছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (স্নেহমাখা স্বরে)। এই ছাখো। হাতে লেগে কি হয়েছে। (সহাস্যে) আছি আর কেমন!

অধর মেঝেতে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন,—'তুমি একবার এইটে হাত বুলিয়ে দাও তো'।

অধর ছোট খাটটির উত্তর প্রান্তে বসিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণ সেবা করিতেছেন। ঠাকুর মহিমাচরণের সহিত আবার কথা কহিতেছেন।

[অহৈতুকী ভক্তি। বেদান্ত ও গৃহস্থ যোগী।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। **অহৈতুকী ভক্তি,**—তুমি এইটী যদি সাধতে পার তাহলে বেশ হয়।

"মুক্তি, মান, টাকা, রোগ ভাল হওয়া, কিছুই চাই না,—কেবল তোমায় চাই!" এর নাম অহৈতুকী ভক্তি। বাবুর কাছে অনেকেই আসে—নানা কামনা করে; কিন্তু যদি কেউ কিছুই চায় না, কেবল ভালবাসে বোলে বাবুকে দেখতে আসে, তা হলে বাবুরও ভালবাসা তার উপর হয়।

"প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি—ঈশ্বরের প্রতি শুদ্ধ নিষ্কাম ভালবাসা। মহিমাচরণ চুপ করিয়া আছেন।

ঠাকুর আবার তাঁহাকে বলিতেছেন—"আচ্ছা, তোমার যেমন ভাব সেই রূপ বলি, শোন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। বেদান্ত মতে স্বস্বরূপকে চিনতে হয়।

কিন্তু অহং ত্যাগ না করলে হয় না। অহং একটী লাঠীর স্বরূপ— যেন জলকে দুভাগ কচ্ছে। আমি আলাদা তুমি আলাদা।

"সমাধিস্থ হয়ে এই অহং চলে গেলে ব্রহ্মকে বোধে বোধ হয়।

ভক্তেরা হয়ত কেহ কেহ ভাবিতেছেন, ঠাকুরের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে? তা যদি হয়ে থাকে তবে উনি আমি আমি করিতেছেন কেন?

ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন—"আমি মহিম চক্রবর্ত্তী,—বিদ্বান,— এই আমি ত্যাগ করতে হবে। বিদ্যার আমিতে দোষ নাই। শঙ্করাচার্য্য লোক শিক্ষার জন্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন।

"স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান না থাকলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। তাই সংসারে কঠিন। যত সিয়ান হও না কেন, কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে কালী লাগবে। যুবতীর সঙ্গে নিষ্কামেরও কাম হয়।

"তবে জ্ঞানীর পক্ষে স্বদারায় কখন কখন গমন, দোষের নয়। যেমন মলমূত্র ত্যাগ তেমনিই রেতঃ ত্যাগ—আর পায়খানা মনে নাই।

"আধা ছানার মণ্ডা কখন বা খেলে। (মহিমার হাস্য)।

"সংসারীর পক্ষে তত দোষের নয়।

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।]

"সন্ন্যাসীর পক্ষে খুব দোষের। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখবে না।

"সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক,— থুথু ফেলে থুথু খাওয়া।

"সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসে বসে কথা কবে না—হাজার ভক্ত হলেও।

"নিজে জিতেন্দ্রিয় হলেও স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করবে না।

"সন্ন্যাসী কামিনীকাঞ্চন দুইই ত্যাগ করবে—যেমন মেয়ের পট পর্য্যন্ত দেখবে না, তেম্নি কাঞ্চন—টাকা—স্পর্শ করবে না। টাকা কাছে থাকলেও খারাপ। হিসাব, দুশ্চিন্তা, টাকার অহঙ্কার, লোকের উপর ক্রোধ, কাছে থাকলে এই সব এসে পড়ে। সূর্য্য দেখা যাচ্ছিল মেঘ এসে সব ঢেকে দিলে।

"তাইতো মাড়োয়ারী যখন হৃদের কাছে টাকা জমা দিতে চাইলে আমি বল্লাম 'তাও হবেনা—কাছে থাকলেই মেঘ উঠবে।'

"সন্ন্যাসীর এ কঠিন নিয়ম কেন? তার নিজের মঙ্গলের জন্যও বটে,—

* ভিক্ষু (সন্ন্যাসী) হিরণ্য (কাঞ্চন) দেখবে না, স্পর্শ করবে না, গ্রহণ করবে না- পাছে আসক্তি হয়। পরমহংস উপনিষৎ। শ্রীকথামৃত, চতুর্থভাগ, ৬০ পৃষ্ঠা।

আর লোকশিক্ষার জন্য। সন্ন্যাসী যদিও নিজে নির্লিপ্ত হয়—জিতেন্দ্রিয় হয়—তবু লোক শিক্ষার জন্য কামিনীকাঞ্চন এইরূপে ত্যাগ করবে।

"সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে তবে ত লোকের সাহস হবে! তবেই ত তারা কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে চেষ্টা করবে!

"এ ত্যাগ শিক্ষা যদি সন্ন্যাসী না দেয় তবে কে দিবে!

[জনকাদি ও ঈশ্বর লাভের পর সংসার।]

"তাঁকে লাভ করে তবে সংসারে থাকা যায়। যেমন মাখম তুলে জলে ফেলে রাখা। জনক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে তবে সংসারে ছিলেন।

"জনক দুখান তরবার ঘোরাতেন—একখানা জ্ঞানের একখানা কর্ম্মের।

"সন্ন্যাসী কর্ম্মত্যাগ করে। তাই কেবল একখানা তরবার—জ্ঞানের।

"জনকের মত জ্ঞানী সংসারী গাছের নীচের ফল উপরের ফল দুইই খেতে পারে। সাধুসেবা, অতিথি সৎকার এ সব পারে। মাকে বলেছিলাম, মা, আমি শুট্‌কে সাধু হব না।

[ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ ও খাদ্যাখাদ্য। শূকর মাংস ভক্ষণ।]

ব্রহ্ম জ্ঞানলাভের পর খাওয়ারও বিচার থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ব্রহ্মানন্দের পর সব খেতে পারতো—শূকর মাংস পর্য্যন্ত।

[চার আশ্রম, যোগতত্ত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। মোটামুটী দুই প্রকার যোগ—কর্ম্মযোগ আর মনোযোগ,—কর্ম্মের দ্বারা যোগ আর মনের দ্বারা যোগ।

"ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ আর সন্ন্যাস—এর মধ্যে প্রথম তিনটীতে কর্ম্ম করতে হয়। সন্ন্যাসীর দণ্ডকমণ্ডলু, ভিক্ষাপাত্র ধারণ করতে হয়। সন্ন্যাসীর নিত্যকর্ম্ম আছে। কিন্তু হয়ত মনের যোগ নাই—জ্ঞান নাই। কোন কোন সন্ন্যাসী নিত্যকর্ম্ম কিছু কিছু রাখে,—লোক শিক্ষার জন্য। গৃহস্থ বা অন্যান্য আশ্রমী যদি নিষ্কাম কর্ম্ম করতে পারে তা হলে তাদের কর্ম্মের দ্বারা যোগ হয়।

"পরমহংস অবস্থায়—যেমন শুকদেবাদির—কর্ম্ম সব উঠে যায়। পূজা, জপ, তর্পণ, সন্ধ্যা এই সব কর্ম্ম। এ অবস্থায় কেবল মনের যোগ। বাহিরের কর্ম্ম কখন কখন সাধ করে করে—লোক শিক্ষার জন্য। কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ মনন থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[শাস্ত্রপাঠশ্রবণ ও সমাধি। 'সর্ব্বত্র সমদর্শী'।

কথা কহিতে কহিতে রাত আটটা হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাচরণকে শাস্ত্র হইতে কিছু স্তবাদি শুনাইতে বলিলেন। মহিমাচরণ একখানি বই লইয়া উত্তরগীতার প্রথমেই পরব্রহ্মসম্বন্ধীয় যে শ্লোক তাহা শুনাইতেছেন—

'যদেকং নিষ্কলং ব্রহ্ম ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং বিনাশোৎপত্তিবর্জ্জিতং॥'

ক্রমে তৃতীয় অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক পড়িতেছেন—

'অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাম্ সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের দেবতা অগ্নি, মুনিদিগের দেবতা হৃদয় মধ্যে—স্বল্পবুদ্ধি মনুষ্যদের প্রতিমাই দেবতা,—আর সমদর্শী মহাযোগীদিগের দেবতা সর্ব্বত্রই আছেন।

'সর্ব্বত্রসমদর্শিনাম্—এই কথা উচ্চারণ করিবা মাত্র ঠাকুর হঠাৎ আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। হাতে সেই বাড় ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা! ভক্তেরা সকলেই অবাক্—এই সর্ব্বদর্শী মহাযোগীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন!

অনেকক্ষণ এইরূপে দাঁড়াইয়া তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন। মহিমাচরণকে এইবার সেই হরিভক্তির শ্লোক আবৃত্তি করিতে বলিলেন। মহিমা নারদপঞ্চরাত্র হইতে আবৃত্তি করিতেছেন—

অন্তর্বহির্যদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্। নান্তর্বহির্যদির্হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কম্॥
বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিমৃতপস্যাসু বৎস। ব্রজ ব্রহ্ম দ্বিজ শীঘ্রম্ শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুম্।
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাম্। ভবনিগড়নিবন্ধ চ্ছেদনীং কর্ত্তরীঞ্চ

শ্রীরামকৃষ্ণ। আহা! আহা!

শ্লোকগুলি আবৃত্তি শুনিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছিলেন। অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিলেন।

[ভাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড। তুমিই চিদানন্দ। নাহং নাহং।]

যতিপঞ্চক পাঠ হইতেছে।

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং ভাতি মনোবিলাসং।
সচ্চিৎ সুখৈকং জগদাত্মরূপং, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপং।

'সা কাশিকাহং নিজবোধরূপং'—এই কথা শুনিয়া ঠাকুর সহাস্যে বলিতেছেন,—'যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে!' এইবার পাঠ হইতেছে নির্ব্বাণষট্কং—

'ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তাদিনাহং, ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণ-নেত্রং।
ন চ ব্যোম ভূমি র্ন তেজো ন বায়ুঃ, চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥

যতবার মহিমাচরণ বলিতেছেন—চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ততবারই ঠাকুর সহাস্যে বলিতেছেন—

'নাহং! নাহং!—তুমি তুমি চিদানন্দ।

মহিমাচরণ জীবন্মুক্তি গীতা থেকে কিছু পড়িয়া ষটচক্র বর্ণনা পড়িতেছেন। তিনি নিজে কাশীতে যোগীর যোগাবস্থায় মৃত্যু দেখিয়াছিলেন, বলিলেন।

এইবার ভূচরী ও খেচরী মুদ্রার বর্ণনা করিতেছেন,—ও সাম্ভবী বিদ্যার। সাম্ভবী,—যেখানে সেখানে যায় কোন উদ্দেশ্য নাই।

মহিমা। রামগীতায় বেশ বেশ কথা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তুমি রামগীতা রামগীতা কচ্চো,—তবে তুমি ঘোর বেদান্তী! সাধুরা কত পড়তো এখানে।

মহিমাচরণ প্রণব শব্দ কিরূপ তাই পড়িতেছেন—'তৈলধারামবিচ্ছিন্নম্—দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ'!

সমাধির লক্ষণ বলিতেছেন—

'ঊর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকম্।
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥'

অধর, মহিমাচরণ ক্রমে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরদিন রবিবার ২১শে মাঘ ১২৯০ সাল। মাঘ শুক্লা সপ্তমী; ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ।

মধ্যাহ্নে সেবার পর ঠাকুর নিজাসনে বসিয়া আছেন। কলিকাতা হইতে রাম সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহার অসুখ শুনিয়া চিন্তিত হইয়া আসিয়াছেন। মাষ্টারও কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুরের হাতে বাড়্ বাঁধা, ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ, সরলতা ও সত্য কথা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। এমনি অবস্থায় মা রেখেছেন যে ঢাকা-ঢাকি করবার জো নাই। বালকের অবস্থা।

"রাখাল আমার অবস্থা বোঝে না—পাছে কেউ দেখতে পায় গায়ে কাপড় দিয়ে ভাঙ্গা হাত ঢেকে দেয়,—পাছে কেউ নিন্দা করে। মধু ডাক্তারকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সব্ কথা বলছিলো। আমি তখন চেঁচিয়ে বল্লাম—'কোথা গো মধুসূদন, দেখবে এসো আমার হাত ভেঙ্গে গেছে!

"সেজ বাবু আর সেজ গিন্নি যে ঘরে শুতো সেই ঘরেই আমিও শুতাম। তারা ঠিক ছেলেটীর মতন আমায় যত্ন কর্তো। তখন আমার উন্মাদ অবস্থা। সেজ বাবু বলতো, বাবা তুমি আমাদের কোন কথাবার্ত্তা শুনতে পাও?

"আমি বলতাম, 'পাই'।

"সেজ গিন্নি সেজ বাবুকে সন্দেহ করে বলেছিল, যদি কোথাও যাও—ভট্‌চায্যি মশায় তোমার সঙ্গে যাবেন। এক যায়গায় গেলো—আমায় নীচে বসালে। তারপর আধ ঘণ্টা পরে এসে বল্লে, চল বাবা, চল বাবা, গাড়ীতে উঠবে চল'। সেজ গিন্নি জিজ্ঞাসা কল্লে আমি ঠিক ঐ সব কথা বল্লুম।

"আমি বল্লাম, দ্যাখগা একটা বাড়ীতে আমরা গেলুম,—উনি আমায় নীচে বসালে—উপরে আপনি গেল;—আধ ঘণ্টা পরে এসে বল্লে, চল বাবা চল!' সেজ গিন্নি যা হয় বুঝে নিলে।

'মাড়েদের এক সরিক এখানকার গাছের ফল, কপি, গাড়ী করে বাড়ীতে চালান করে দিত। অন্য সরিকরা জিজ্ঞাসা করাতে আমি ঠিক তাই বল্লুম।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—একাদশ

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রাখাল, মাষ্টার, মণিলাল প্রভৃতি সঙ্গে।

24th February, 1884.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরের অধৈর্য্য কেন।বালকের অবস্থা। মণি মল্লিকের প্রতি উপদেশ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নের সেবার পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। মেঝেতে মণী মল্লিক বসিয়া আছেন। ঠাকুরের হাতে এখনও বাড় বাঁধা। মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিয়া মণীমল্লিকের নিকট মেঝেতে বসিলেন।

আজ রবিবার, ১৩ ফাল্গুন, ১২৯৩ সাল, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। কিসে করে এলে ?

মাষ্টার। আজ্ঞা, আলমবাজার পর্য্যন্ত গাড়ী করে এসে ওখান থেকে হেঁটে এসেছি।

মণি মল্লিক! উঃ। খুব ঘেমেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তাই ভাবি আমার এ সব বাই নয়! তা না হলে ইংলিসম্যানরা (Englishman) এত কষ্ট করে আসে!

ঠাকুর কেমন আছেন—হাত ভাঙ্গার কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি এইটার জন্য এক এক বার অধৈর্য্য হই—একে দেখাই—আবার ওকে দেখাই—আর বলি হ্যাঁগা! ভাল হবে কি ?

"রাখাল চটে,—আমার অবস্থা বোঝে না। এক এক বার মনে করি এখান থেকে যায় যাক্—আবার মাকে বলি, মা কোথায় যাবে—কোথায় জলতে পুড়তে যাবে!

"আমার বালকের মত অধৈর্য্য অবস্থা আজ বলে নয়। সেজ বাবুকে হাত দেখাতাম—বলতাম হ্যাঁগা! আমার কি অসুখ করেছে ?

"আচ্ছা তাহলে ঈশ্বরে নিষ্ঠা কই ?—ওদেশে যাবার সময় গোরুর গাড়ীর কাছে ডাকাতের মত লাঠি হাতে কতকগুলো মানুষ এলো। আমি ঠাকুর-

দের নাম কর্ত্তে লাগলাম। কিন্তু কখন বলি রাম, কখন দুর্গা, কখন ওঁ তৎসৎ—যেটা খাটে। (মাষ্টারের প্রতি) আচ্ছা কেন এত অধৈর্য্য আমার?

মাষ্টার। আপনি সর্ব্বদাই সমাধিস্থ,—ভক্তদের জন্য একটু মন শরীরের উপর রেখেছেন, তাই—শরীর রক্ষার জন্য এক এক বার অধৈর্য্য হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, একটু মন আছে কেবল শরীরে আর ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকতে।

মণি লাল মল্লিক exhibition এর (গড়েরমাঠের প্রদর্শনীর) গল্প করিতেছেন।

যশোদা কৃষ্ণকে কোলে করে আছেন—বড় সুন্দর মূর্ত্তি, শুনে ঠাকুরের চক্ষে জল আসিয়াছে। সেই বাৎসল্য রসের প্রতিমা যশোদার কথা শুনিয়া ঠাকুরের উদ্দীপন হইয়াছে,—তাই কাঁদিতেছেন।

মণিলাল। আপনার অসুখ,—তা না হলে আপনি একবার গিয়ে দেখে আসতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি)। আমি গেলে সব দেখতে পাব না। একটা কিছু দেখেই বেঁহুস হয়ে যাবো—আর কিছু দেখা হবে না।

"চিড়িয়া খানা (Zoological Garden) দেখাতে লয়ে গিছলো। সিংহ দর্শন করেই আমি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম!—ঈশ্বরীর বাহনকে দেখে ঈশ্বরীর উদ্দীপন হলো—তখন আর অন্য জানোয়ার কে দেখে! সিংহ দেখেই ফিরে এলাম!

'তাই যদু মল্লিকের মা একবার বলে exhibitionএ এঁকে নিয়ে চল আবার বলে না।

মণিমল্লিক পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী। বয়স প্রায় ৬৫ হইয়াছে। ঠাকুর তাঁহারই ভাবে কথা কহিতেছেন। কথাচ্ছলে তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জয় নারায়ণ পণ্ডিত খুব উদার ছিল। গিয়ে দেখলাম বেশ ভাবটী। ছেলেগুলি বুট পরা;—নিজে বল্লে, আমি কাশী যাবো। যা বল্লে তাই শেষে কল্লে। কাশীতে বাস—আর কাশীতেই দেহ-ত্যাগ হলো।

"বয়স হলে সংসার থেকে ঐ রকম চলে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তা করা ভাল। কি বল?

মণিলাল। হাঁ সংসারের ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। গৌরী স্ত্রীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর্ত্তো! সকল স্ত্রীই ভগবতীর এক একটী রূপ। (মণিলালের প্রতি)। তোমার সেই কথাটী একবার এঁদের বলতো গা।

মণিলাল (সহাস্যে)। নৌকা করে কয় জন গঙ্গা পার হচ্ছিলো। তাদের মধ্যে এক জন পণ্ডিত আপনার বিদ্যার পরিচয় খুব দিচ্ছিল। 'আমি নানা শাস্ত্র পড়িছি,—বেদ বেদান্ত,—ষড়দর্শন'। এক জনকে জিজ্ঞাসা কল্লে—'তুমি বেদান্ত জান'? সে বল্লে, 'আজ্ঞা না'। 'তুমি সাঙ্খ্য পাতঞ্জল জান?' —'আজ্ঞা না'। 'দর্শন টর্শন কিছুই পড় নাই?'—'আজ্ঞা না'।

"পণ্ডিত সগর্ব্বে কথা কহিতেছেন ও লোকটী চুপ করে বসে আছে। এমন সময়ে ভয়ঙ্কর ঝড়,—নৌকা ডুবতে লাগলো। সেই লোকটী বল্লে, 'পণ্ডিতজী আপনি সাঁতার জানেন?' পণ্ডিত বল্লেন, না। সে বল্লে, 'আমি সাঙ্খ্য পাতঞ্জল জানি না কিন্তু সাঁতার জানি।'

[ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। লক্ষ্য বেঁধা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে! ভবনদী পার হতে জানাই দরকার। **ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।**

"লক্ষ্য ভেদের সময় দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কি দেখতে পাচ্ছ?—এই রাজাদের কি তুমি দেখতে পাচ্ছ? অর্জ্জুন বল্লেন,— 'না'। 'আমাকে দেখতে পাচ্ছ'?—'না'। 'গাছ দেখতে পাচ্ছ?'—'না'। 'গাছের উপর পাখী দেখতে পাচ্ছ?'—'না'। 'তবে কি দেখতে পাচ্ছো'? —'শুধু পাখীর চোখ'।

"যে শুধু পাখীর চোখটী দেখতে পায় সেই লক্ষ্য বিঁধতে পারে।

"যে কেবল দেখে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, সেই চতুর! অন্য খবরে আমাদের কাজ কি?

"হনুমান বলছিল, আমি তিথি নক্ষত্র অতো জানি না,—কেবল রাম চিন্তা করি। (মাষ্টারের প্রতি) খান কতক পাখা এখানকার জন্য কিনে দিও।

(মণিলালের প্রতি)

'ওগো তুমি একবার এঁর (মাষ্টারের) বাবার কাছে যেও। ভক্ত দেখলে উদ্দীপন হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ভক্তসঙ্গে নরলীলাপ্রসঙ্গে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ আসনে বসিয়া আছেন। মণিলাল প্রভৃতি ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন ও ঠাকুরের মধুর কথামৃত পান করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। এই হাত ভাঙ্গার পর একটা ভারি অবস্থা বদলে যাচ্ছে। নরলীলাটী কেবল ভাল লাগছে।

"নিত্য আর লীলা। নিত্য—সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।

"লীলা—ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা।

"বৈষ্ণবচরণ বলতো, নরলীলায় বিশ্বাস হলে তবে পূর্ণ জ্ঞান হবে। তখন শুনতুম না। এখন দেখছি ঠিক। বৈষ্ণবচরণ মানুষের ছবি দেখে কোমল ভাব—প্রেমের ভাব—পছন্দ করতো।

[তু সচ্চিদানন্দ। মানুষের স্বস্বরূপ।]

(মণিলালের প্রতি) 'ঈশ্বরই মানুষ হয়ে লীলা কচ্ছেন—তিনিই মণিমল্লিক হয়েছেন।

"শিখরা শিক্ষা দেয়,—তু সচ্চিদানন্দ!

"এক একবার নিজের স্বরূপ (সচ্চিদানন্দ) কে দেখতে পেয়ে মানুষ অবাক হয় আর আনন্দে ভাসে। হঠাৎ আত্মীয় দর্শন হলে যেমন হয়।

(মাষ্টারের প্রতি) সে দিন গাড়ীতে আসতে আসতে বাবুরামকে দেখে যেমন হয়েছিলে,—তুমি তো গাড়ীতে ছিলে।

"শিব যখন স্ব স্বরূপকে দেখেন তখন 'আমি কি! আমি কি!' বলে নৃত্য করেন।

"অধ্যাত্মে (অধ্যাত্ম রামায়ণে) ঐ কথাই আছে। নারদ বলছেন, হে রাম, যত পুরুষ সব তুমি,—সীতাই যত স্ত্রীলোক হয়েছেন।

"রামলীলায় যারা সেজেছিল তাদের দেখে বোধ হলো সেই নারায়ণই এই সব মানুষের রূপ ধরে রয়েছেন! আসল নকল সমান বোধ হলো।

"কুমারী পূজা করে কেন? সব স্ত্রীলোক ভগবতীর এক একটী রূপ। শুদ্ধাত্মা কুমারীতে ভগবতীর বেশী প্রকাশ।

[কেন অসুখে ঠাকুর অধৈর্য্য। বালক ও ভক্তের অবস্থা।]

(মাষ্টারের প্রতি) কেন আমি অসুখ হলে অধৈর্য্য হই। আমায় বালকের স্বভাবে রেখেছে। বালকের সব নির্ভর মার উপর।

"দাসীর ছেলে বাবুর ছেলের সঙ্গে কোঁদল করতে করতে বলে, আমি মাকে বলে দিব।

"রাধাবাজারে আমাকে ছবি তোলাতে নিয়ে গিছলো। সে দিন রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী যাবার কথা ছিল—কেশব সেন আর সব আসবে শুনেছিলুম। গোটাকতক কথা বলবো বলে ঠিক করেছিলাম। রাধা বাজারে গিয়ে সব ভুলে গেলাম! তখন বল্লাম!—'মা তুই বলবি!—আমি আর কি বলবো!

[ঠাকুরের বিজ্ঞানীর অবস্থা।]

"আমার জ্ঞানীর স্বভাব নয়। জ্ঞানী আপনাকে দেখে বড়—বলে, আমার আবার রোগ!

"কোয়ারসিং আমায় বল্লে, তোমার এখনও দেহের জন্য ভাবনা আছে।

আমার স্বভাব এই—আমার মা সব জানে। রাজেন্দ্র মিত্রের বাড়ী তিনি কথা কবেন। সেই কথাই কথা। স্বরস্বতীর জ্ঞানের একটী কিরণে এক হাজার পণ্ডিত থ হয়ে যায়!

"ভক্তের অবস্থায়—বিজ্ঞানীর অবস্থায়—রেখেছে। তাই রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে ফচ্‌কিমি করি। জ্ঞানীর অবস্থায় রাখলে উটি হত না!

"এ অবস্থায় দেখি মা-ই সব হয়েছেন! সর্ব্বত্র তাঁকে দেখতে পাই!

"কালী ঘরে দেখলাম, মা ই হয়েছেন—দুষ্টলোক পর্য্যন্ত—ভাগবত পণ্ডিতের ভাই পর্য্যন্ত।

"রাম লালের মাকে বকতে গিয়ে আর পারলাম না। দেখলাম তাঁরই একটী রূপ!

"মাকে কুমারীর ভিতর দেখতে পাই বলে কুমারী পূজা করি।

"আমার মাগ (ভক্তদের শ্রীশ্রীমা) পায় হাত বুলায়ে দেয়,—তার পর আমি আবার নমস্কার করি।

"তোমরা আমার পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করো,—হৃদে থাকলে পায়ে হাত দেয় কে!—কারুকে পা ছুঁতে দিতো না!

"এই অবস্থায় রেখেছে বলে নমস্কার ফিরুতে হয়।

"দ্যাখো দুষ্ট লোককে পর্য্যন্ত বাদ দিবার জো নাই!—তুলসী শুকনো হোক, ছোট হোক,—ঠাকুর সেবায় লাগবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—দ্বাদশ খণ্ড।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, রাম, নিত্য, অধর, মাষ্টার, মহিমা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

23rd, March 1884.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নে সেবার পর রাখাল, রাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নহে—এখনও হাতে বাড় দিয়া বাঁধা রহিয়াছে।

নিজের অসুখ,—কিন্তু ঠাকুর আনন্দের হাট বসাইয়াছেন। দলে দলে ভক্ত আসিতেছেন। সর্ব্বদাই ঈশ্বরকথাপ্রসঙ্গে—আনন্দ। কখনও কীর্ত্তনানন্দ। কখনও বা ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছেন। ভক্তেরা অবাক হইয়া দেখে।

ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

রাম। আর মিত্রের (R. Mitra) কন্যার সঙ্গে নরেন্দ্রের সম্বন্ধ হচ্ছে। অনেক টাকা দেবে বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। ঐ রকম একটা হয়ত হবে। তার পর একটা দলপতি টলপতি হয়ে যেতে পারে। ও যে দিকে যাবে সেই দিকেই একটা কিছু বড় হয়ে দাঁড়াবে।

ঠাকুর নরেন্দ্রের কথা আর বেশী তুলিতে দিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)। আচ্ছা, অসুখ হলে আমি এত অধৈর্য্য হই কেন? একবার একে জিজ্ঞাসা করি কিসে ভাল হবে! একবার ওকে জিজ্ঞাসা করি!

"কি জান, হয় সকলকেই বিশ্বাস করতে হয়, না হয় কারুকে নয়।

"তিনিই ডাক্তার কবিরাজ হয়েছেন। তাই সকল চিকিৎসককেই বিশ্বাস করতে হয়। মানুষ মনে করলে বিশ্বাস হয় না।

"শম্ভুর ঘোর বিকার—সর্ব্বাধিকারী দেখে বলে, ঔষধের গরম!

"হলধারী হাত দেখালে। ডাক্তার বল্লে, 'চোখ দেখি,—ও! পিলে হয়েছে!' হলধারী বল্লে, পিলে টিলে কোথাও কিছু নাই।

"মধুডাক্তারের ঔষধটী বেশ।

রাম। ঔষধে উপকার হয় না। তবে প্রকৃতিকে অনেকটা সাহায্য করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি ঔষধে উপকার না হবে আফিমে বাহে বন্ধ হয় কেন?

রাম কেশবের শরীর ত্যাগ কথা বলিতেছেন।

রাম। আপনি ত ঠিক বলেছিলেন,—ভাল গোলাপের—(বসরাই গোলাপের) গাছ হলে মালী গোড়া শুদ্ধ খুলে দেয়,—শিশির পেলে আরও তেজে গাছ হবে। সিদ্ধবচন ত ফলেছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কে জানে বাপু অত হিসাব করি নাই;—তোমরাই বলছ!

রাম। ওরা আপনার বিষয় (সুলভ সমাচারে) ছাপিয়ে দিয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ছাপিয়ে দেওয়া! একি! এখন ছাপানো কেন?—আমি খাই দাই থাকি, আর কিছু জানি না।

"কেশব সেনকে আমি বল্লাম, কেন ছাপালে? তা বল্লে,—তোমার কাছে লোক আসবে বলে।

[ঐশী শক্তি আর মানুষের শক্তির প্রভেদ। সিদ্ধপুরুষ ও শুধু পণ্ডিত।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতির প্রতি।)। মানুষের শক্তি দ্বারা লোক শিক্ষা হয় না। ঈশ্বরের শক্তি না হলে অবিদ্যা জয় করা যায় না।

"দুইজনে কুস্তী লড়া হয়েছিল। হনুমান সিং আর একজন পাঞ্জাবী মুসলমান। মুসলমানটী খুব হৃষ্ট পুষ্ট। কুস্তীর দিনে, আর তার আগের পনর দিন ধরে, মাংস ঘি খুব করে খেলে। সবাই ভাবলে এই জিতবে।

"হনুমান সিং,—গায়ে ময়লা কাপড়,—ক দিন ধরে কম কম খেলে আর মহাবীরের নাম জপতে লাগলো। যে দিন কুস্তী হলো সে দিন একবারে উপবাস। সকলে ভাবলে এ নিশ্চয় হারবে!

"কিন্তু সেই জিতলো! যে পনর দিন ধরে খেলে সেই হারলো!

"ছাপাছাপি করলে কি হবে?—যে লোক শিক্ষা দেবে তার শক্তি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসবে। আর ত্যাগী না হলে লোক শিক্ষা হয় না।

"আমি মূর্খোত্তম (সকলের হাস্য)।

একজন ভক্ত। তা হলে আপনার মুখ থেকে বেদ বেদান্ত—তা ছাড়াও কত কি—বেরোয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কিন্তু ছেলে বেলায় লাহাদের ওখানে (কামার পুকুরে) সাধুরা যা পড়তো বুঝতে পারতাম। তবে একটু আধটু ফাঁক যায়।

"কোন পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বুঝতে পারি। কিন্তু নিজে সংস্কৃত কথা কইতে পারি না।

[পাণ্ডিত্য কি জীবনের উদ্দেশ্য ? মূর্খ ও ঈশ্বরের কৃপা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। লক্ষ্য বিঁধবার সময় অর্জ্জুন বল্লেন—আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছিনা—কেবল পাখীর চক্ষু দেখতে পাচ্ছি—রাজাদেরও দেখতে পাচ্ছি না,—গাছ দেখতে পাচ্ছি না,—পাখী পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না।

"তাঁকে লাভ হলেই হোলা!—সংস্কৃত নাই জানলাম!

"তাঁর কৃপা পণ্ডিত মূর্খ সকল ছেলেরই উপর—যে তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়।

"বাপের পাঁচটী ছেলে,—দুই এক জন 'বাবা' বলে ডাকতে পারে। আবার কেউ বা 'বা' বলে ডাকে,—কেউ বা 'পা' বলে ডাকে,—সবটা উচ্চারণ করতে পারে না। যে বাবা বলে তার উপর কি বাপের বেশী ভালবাসা হবে?—যে 'পা' বলে তার চেয়ে? বাবা জানে এরা কচি ছেলে 'বাবা' ঠিক বলতে পাচ্ছে না।*

"বাপের সকলের উপরে সমান স্নেহ।

[নরলীলা (অবতার) ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই হাত ভাঙ্গার পর একটা অবস্থা বদলে যাচ্ছে—নরলীলার দিকে মনটা বড় যাচ্ছে। তিনিই মানুষ হয়ে খেলা কচ্ছেন।

"মাটীর প্রতিমায় তাঁর পূজা হয়—আর মানুষে হয় না?

"এক জন সদাগর লঙ্কার কাছে জাহাজ ডুবে যাওয়াতে লঙ্কার কুলে ভেসে এসেছিল। বিভীষণের লোকেরা বিভীষণের আজ্ঞায় লোকটীকে তাঁহার কাছে লয়ে গেল। 'আহা এটি আমার রামচন্দ্রের ন্যায় মূর্ত্তি! সেই নররূপ!' এই বলে বিভীষণ আনন্দে বিভোর হলেন। আর ঐ লোকটীকে বসন ভূষণ পরিয়ে পূজা আর আরতি করতে লাগলেন!

"এই কথাটী আমি যখন প্রথম শুনি তখন আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল বলা যায় না!

[কর্ত্তাভজা ও ব্যভিচার।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। বৈষ্ণব চরণকে জিজ্ঞাসা করাতে বল্লে, যে যাকে ভালবাসে

* See Maxmuller's Hibbert Lectures.

তাকে ইষ্ট বলে জানলে ভগবানে শীঘ্র মন হয়। 'তুই কাকে ভালবাসিস'? 'অমুক পুরুষকে'। 'তবে ওকেই তোর ইষ্ট বলে জান'। ও দেশে (কামার পুকুর, শ্যামবাজারে) আমি বল্লাম—'এরূপ মত আমার নয়। আমার মাতৃ ভাব।' দেখলাম যে লম্বা লম্বা কথা, কয় আবার ব্যভিচার করে! মাগীরা জিজ্ঞাসা করলে—আমাদের কি মুক্তি হবে না? আমি বল্লাম—হবে যদি এক জনেতে ভগবান বলে নিষ্ঠা থাকে। পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে থাকলে হবে না।

রাম। কেদার বাবু কর্ত্তাভজাদের ওখানে বুঝি গিছলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও পাঁচ ফুলের মধু আহরণ করে।

[বিশ্বাস ও ঈশ্বর লাভ। 'হলধারীর বাবা'। 'আমার বাবা'।]

(শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত ৭)

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম, নিত্য গোপাল প্রভৃতি ভক্তের প্রতি)। 'ইনিই আমার ইষ্ট' এইটী ষোল আনা বিশ্বাস যদি হয়—তাঁকে লাভ হয়,—দর্শন হয়।

"আগেকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। হলধারীর বাপের কি বিশ্বাস!

"মেয়ের বাড়ী যাচ্ছিল। রাস্তায় বেলফুল আর বেলপাতা চমৎকার হয়ে রয়েছে দেখে ঠাকুরের সেবার জন্য সেই সব নিয়ে দুই তিন ক্রোশ পথ ফিরে তার বাড়ী এলো।

"রাম যাত্রা হচ্ছিল। কৈকেয়ী রামকে বনবাস যেতে বল্লেন। হলধারীর বাপ যাত্রা শুনতে গিছিল—একবারে দাঁড়িয়ে উঠল!—যে কৈকেয়ী সেজেছে তার কাছে এসে—'পাপরী'!—এই কথা বলে দেউটী (প্রদীপ) দিয়ে মুখ পোড়াতে গেল!

"স্নান করবার পর যখন জলে দাঁড়িয়ে—রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখম্—এই সব বলে ধ্যান করত—তখন চক্ষু জলে ভেসে যেত!

"আমার বাবা যখন খড়ম পরে রাস্তায় চলতেন গাঁয়ের দোকানীরা দাঁড়িয়ে উঠত। বলতো ঐ তিনি আসছেন।

"যখন হালদার পুকুরে স্নান করিতেন লোকেরা সাহস করে নাইতে যেত না। খপর নিত—'উনি কি স্নান করে গেছেন?'

"তিনি 'রঘুবীর! রঘুবীর!' বলতেন, আর তাঁর বুক রক্তবর্ণ হয়ে যেত।

"আমারও ঐ রকম হত। বৃন্দাবনে ফিরতি গোষ্ঠ দেখে, ভাবে শরীর ঐরূপ হয়ে গিছলো।

"তখনকার লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। হয়তো কালীরূপে তিনি নাচছেন সাধক হাততালি দিচ্ছে!—এরূপ কথাও শোনা যায়।

পঞ্চবটীর ঘরে একটী হঠযোগী আসিয়াছেন। এঁড়েদর কৃষ্ণকিশোরের পুত্র রামপ্রসন্ন ও আরও কয়েকটী লোক ঐ হঠযোগীকে বড় ভক্তি করেন। কিন্তু তাঁর আফিম আর দুধে মাসে পঁচিশ টাকা খরচা পড়ে। রমাপ্রসন্ন ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'আপনার এখানে অনেক ভক্তরা আসে—কিছু বলে কয়ে দিবেন,—হঠযোগীর জন্য তাহলে কিছু টাকা পাওয়া যায়।

ঠাকুর কয়েকটী ভক্তকে বলিলেন—পঞ্চবটীতে হঠযোগীকে দেখে এসো,—কেমন লোকটী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

['ঠাকুরদাদা' ও মহিমাচরণের প্রতি উপদেশ।]

'ঠাকুর দাদা' দু একটি বন্ধু সঙ্গে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরদাদার বয়স ২৭।২৮ হইবে। তাঁহার বরাহনগরে বাস। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে,—কথকতা অভ্যাস করিতেছেন। সংসার ঘাড়ে পড়িয়াছে,—দিন কতক বৈরাগ্য হইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন।

এখনও সাধন ভজন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি কি হেঁটে আসছো? কোথায় বাড়ী?

ঠাকুর। আজ্ঞা হাঁ; বরাহনগরে বাড়ী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে কি দরকার ছিল?

ঠাকুর। আজ্ঞা, আপনাকে দর্শন করতে আসা। তাঁকে ডাকি,—মাঝে মাঝে অশান্তি হয় কেন? দু পাঁচ দিন বেশ আনন্দে যায়,—তার পর অশান্তি কেন?

[কারিকর; মন্ত্র; হরিভক্তি; জ্ঞানের দুটী লক্ষণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। বুঝেছি,—ঠিক পড়ছে না। কারীকর দাঁতে দাঁত বসিয়ে দেয়—তা হলে হয়—একটু কোথায় আটকে আছে।

ঠাকুর। আজ্ঞা, এইরূপ অবস্থাই হয়েছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মন্ত্র নিয়েছ?

ঠাকুর। আজ্ঞা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মন্ত্রে বিশ্বাস আছে?

ঠাকুরদাদার বন্ধু বলিতেছেন—ইনি বেশ গান গাইতে পারেন। ঠাকুর বলিতেছেন—একটা গাওনা গো।

ঠাকুরদাদা গান গাইতেছেন—

গান—প্রেম গিরি কন্দরে, যোগী হয়ে রহিব।
আনন্দ নির্ঝর পাশে যোগধ্যানে থাকিব।
তত্ত্বফল আহরিয়ে, জ্ঞান ক্ষুধা নিবারিয়ে,
বৈরাগ্য কুসুম দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম পূজিব।
মিটাতে বিরহ তৃষা কূপ জলে আর যাব না,
হৃদয় করঙ্গ ভরে, শান্তি-বারি তুলিব।

কভু ভাব শৃঙ্গ পরে, পদামৃত পান করে, হাসিব কাঁদিব (আবার) নাচিব গাইব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আহা! বেশ গান! আনন্দ নির্ঝর! তত্ত্বফল! হাসিব কাঁদিব নাচিব গাইব!

(ঠাকুরদাদার প্রতি)। তোমার ভিতর থেকে এমন গান ভাল লাগছে,—আবার কি!

"সংসারে থাকতে গেলেই সুখ দুঃখ আছে—একটু আধটু অশান্তি আছে। কাজলের ঘরে থাকলে গায় একটু কালী লাগেই।

ঠাকুর। আজ্ঞা, এখন কি করব—বলে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাততালি দিয়ে সকালে বিকালে হরিনাম করবে—'হরিবোল'—'হরিবোল' বলে।

"আর একবার এসো,—আমার হাতটা একটু সারুক।

মহিমাচরণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। আহা, ইনি একটী বেশ গান গেয়েছেন।—গাও ত গা সেই গানটী আর একবার।

ঠাকুরদাদা আবার গাইলেন—প্রেমগিরি কন্দরে ইত্যাদি।

গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন—তুমি সেই শ্লোকটী এক বার বলত—হরিভক্তির কথা।

মহিমাচরণ নারদ পঞ্চরাত্র হইতে সেই শ্লোকটী বলিতেছেন—

'অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ আরাধিতো যদি হরি স্তপসাততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওটাও বল—লভ লভ হরিভক্তিং।

মহিমাচরণ বলিতেছেন—বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্যাসু বৎস। ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুম্।। লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপকাং। ভব নিগড় নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্ত্তরীঞ্চ।।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শঙ্কর হরিভক্তি দিবেন।

মহিমা। পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, সঙ্কোচ—এ সব পাঁশ। কি বল?

মহিমাচরণ। আজ্ঞা হাঁ, গোপন করবার ইচ্ছা, প্রশংসায় কুণ্ঠিত হওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দুটী জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথম কূটস্থ বুদ্ধি। হাজার দুঃখ কষ্ট বিপদ বিঘ্ন হোক—নির্ব্বিকার,—যেমন কামার শালের লোহা, যার উপর হাতুড়ি দিয়ে পেটে। আর, দ্বিতীয়, পুরষকার—খুব রোখ। কাম ক্রোধে আমার অনিষ্ট কচ্ছে তো একবারে ত্যাগ!! কচ্ছপ যদি হাত পা একবার ভিতরে সাঁদ করে, চারখানা করে কাটলেও আর বার করবে না!

[তীব্র, মন্দা ও মর্কট বৈরাগ্য।]

(ঠাকুরদাদা প্রভৃতির প্রতি)। বৈরাগ্য দুই প্রকার। তীব্র বৈরাগ্য আর মন্দা বৈরাগ্য।

"মন্দা বৈরাগ্য—হচ্ছে হবে—ঢিমে তেতালা!

"তীব্র বৈরাগ্য শাণিত খুরের ধার—মায়া পাশ কচ্ কচ্ করে কেটে দেয়।

"কোনও চাষা কতদিন ধরে খাটছে—পুষ্করিণীর জল ক্ষেতে আর আসছে না! মনে রোক নাই! আবার কেউ দুচার দিন পরেই—'আজ জল আনব ত ছাড়ব' প্রতিজ্ঞা করে। নাওয়া খাওয়া সব বন্ধ। সমস্ত দিন খেটে সন্ধ্যার সময় যখন জল কুল কুল করে আসতে লাগলো তখন আনন্দ। তার-পর বাড়ীতে গিয়ে পরিবারকে বলে,—'দে এখন তেল দে'—নাইবো। নেয়ে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা।

"এক জনের পরিবার বল্লে, 'অমুক লোকের ভারি বৈরাগ্য হয়েছে,—

তোমার কিছু হলো না! যার বৈরাগ্য হয়েছে সে লোকটীর ষোল জন স্ত্রী,—এক এক জন করে তাদের ত্যাগ করছে।'

"সোয়ামী নাইতে যাচ্ছিল, কাঁধে গামছা,—বল্লে, 'ক্ষেপি! সে লোক ত্যাগ করতে পারবেনা,—একটু একটু করে কি ত্যাগ হয়! আমি ত্যাগ করতে পারবো। এই দেখ,—আমি চল্লুম!'

"সে বাড়ীর গোছ গাছ না করে—সেই অবস্থায়—কাঁধে গামছা—বাড়ী ত্যাগ করে, চলে গেল। এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য।

"আর এক রকম বৈরাগ্য, তাকে বলে মর্কটবৈরাগ্য। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়াবসন পরে কাশী গেল। অনেক দিন সংবাদ নাই। তার পর এক খানা চিঠি এলো—'তোমরা ভাবিবে না, আমার এখানে একটী কর্ম্ম হইয়াছে।'

"সংসারের জ্বালা ত আছেই!—মাগ অবাধ্য,—কুড়ি টাকা মাইনে—ছেলের অন্নপ্রাসন দিতে পাচ্ছে না,—ছেলেকে পড়াতে পারছেনা,—বাড়ী ভাঙ্গা, ছাত দিয়ে জল পড়ছে,—মেরামত করবার টাকা নাই।

"তাই ছোকরারা এলে আমি জিজ্ঞাসা করি, তোর কে কে আছে? (মহিমার প্রতি) তোমাদের সংসার ত্যাগের কি দরকার? সাধুদের কত কষ্ট! এক জনের পরিবার বল্লে, তুমি সংসার ত্যাগ করবে—কেন? আট ঘরে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করতে হবে,—তার চেয়ে এক ঘরে খাওয়া পাচ্ছ, বেশ ত!

"সদাব্রত খুঁজে খুঁজে সাধু তিন ক্রোশ রাস্তা থেকে দূরে গিয়ে পড়ে। দেখেছি জগন্নাথ দর্শন ক'রে—সোজা পথ দিয়ে সাধু আসছে;—সদাব্রতর জন্য তার পথ ছেড়ে যেতে হয়।

"এতো বেশ,—কেল্লা থেকে যুদ্ধ। মাঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলে অনেক অসুবিধা। বিপদ! গায়ের উপর গোলাগুলি এসে পড়ে!

"তবে দিন কতক নির্জ্জনে গিয়ে, জ্ঞান লাভ করে, সংসারে এসে থাকতে হয়। জনক জ্ঞানলাভ করে সংসারে ছিল। জ্ঞানের পর যেখানেই থাক তাতে কি?

মহিমাচরণ। মহাশয়, মানুষ বিষয়ে কেন মুগ্ধ হয়ে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে লাভ না করে বিষয়ের মধ্যে থাকে বোলে। তাঁকে লাভ করলে আর মুগ্ধ হয় না।

"বাদুলে পোকা যদি এক বার আলো দেখতে পায়,—তা হলে আর তার অন্ধকার ভাল লাগে না।

[উদ্ধরেতা, ধৈর্য্যরেতা ও ঈশ্বরলাভ।]

"তাঁকে পেতে গেলে বীর্য্য ধারণ করতে হয়।

"শুকদেবাদি উদ্ধরেতাঃ। এঁদের রেতঃ পাত কখন হয় নাই।

"আর এক আছে ধৈর্য্যরেতা। আগে রেতঃ পাত হয়েছে কিন্তু তার পর বীর্য্য ধারণ।

"বার বছর ধৈর্য্যরেতা হলে বিশেষ শক্তি জন্মায়। ভিতরে একটী নূতন নাড়ী হয় তার নাম মেধা নাড়ী। সে নাড়ী হলে সব স্মরণ থাকে,—সব জানতে পারে।

"বীর্য্য পাতে বলক্ষয় হয়।

"স্বপ্নদোষে যা বেরিয়ে যায় তাতে দোষ নাই। ও ভাতের গুণে হয়। ও সব বেরিয়ে গিয়েও যা থাকে তাতেই কাজ হয়। তবু স্ত্রীসঙ্গ করা উচিত নয়।

"শেষে যা থাকে তা খুব রিফাইন (refine) হয়ে থাকে। লাহাদের ওখানে গুড়ের নাগরী সব রেখেছিল,—নাগরীর নীচে একটী একটী ফুটো করে তার পর এক বৎসর পরে দেখলে, সব দানা বেঁধে রয়েছে—মিছরির মত। রস যা বেরিয়ে যাবার ফুটো দিয়ে তা বেরিয়ে গেছে।

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম।]

"স্ত্রীলোক একবারে ত্যাগ সন্ন্যাসীর পক্ষে। তোমাদের হয়ে গেছে তাতে দোষ নাই।

"সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখবে না। সাধারণ লোকে তা পারে না। সা রে গা মা পা ধা নী। 'নী'তে অনেক ক্ষণ থাকা যায় না।

"সন্ন্যাসীর পক্ষে বীর্য্যপাত বড়ই খারাপ। তাই তাদের সাবধানে থাকতে হয়। স্ত্রীরূপ দর্শন যাতে না হয়। ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও সেখান থেকে সরে যাবে। স্ত্রীরূপ দেখাও খারাপ। জাগ্রত অবস্থায় না হয় স্বপ্নে বীর্য্যপাত হয়।

"নিজে জিতেন্দ্রিয় হলেও লোক শিক্ষার জন্য মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবে না। ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও বেশীক্ষণ আলাপ করবে না।

"সন্ন্যাসীর হচ্ছে নির্জ্জলা একাদশী। আর দুরকম একাদশী আছে। ফল মূল খেয়ে একাদশী। আর লুচি ছকা খেয়ে একাদশী। (সকলের হাস্য)।

"লুচি ছক্কার সঙ্গে হলো দুখানা রুটি দুধে ভিজছে। (সকলের হাস্য)।

(সহাস্যে) "তোমরা নির্জ্জলা একাদশী পারবে না।

"কৃষ্ণ কিশোরকে দেখলাম একাদশীতে লুচি ছক্কা খেলে। আমি হৃদুকে বল্লা—হৃদু, আমার কৃষ্ণ কিশোরের একাদশী করতে ইচ্ছা হচ্ছে। (সকলের হাস্য) তাই একদিন করলাম। খুব পেট ভরে খেলাম। তার পর দিন আর কিছু খেতে পারলাম না। (সকলের হাস্য)।

যে কয়েকটী ভক্ত পঞ্চবটীতে হঠ যোগীকে দেখিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা ফিরলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের বলিতেছেন,—"কেমন গো—কিরূপ দেখলে? তোমাদের গজ দিয়ে তো মাপলে?

ঠাকুর দেখিলেন ভক্তরা প্রায় কেহই হঠযোগীকে টাকা দিতে রাজী নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। সাধুকে টাকা দিতে হলেই আর তাকে ভাল বোধ হয় না।

"রাজেন্দ্র মিত্র—আটশ টাকা মাইনে—প্রয়াগে কুম্ভ মেলা দেখে এখানে এসেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'কেমন গো, মেলায় কেমন সব সাধু দেখলে? রাজেন্দ্র বল্লে—'কই তেমন সাধু দেখতে পেলেম না। এক জনকে দেখলাম বটে, কিন্তু তিনিও টাকা লন'।

"আমি ভাবি যে সাধুদের কেউ টাকা পয়সা দেবে না ত খাবে কি করে? এখানে প্যালা দিতে হয় না—তাই সকলে আসে। আমি ভাবি আহা! ওরা টাকা বড় ভালবাসে! তাই নিয়েই থাকুক!

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। একজন ভক্ত ছোট খাটটির উত্তর দিকে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। ঠাকুর ভক্তটীকে আস্তে আস্তে বলিতেছেন—"যিনিই নিরাকার তিনিই সাকার। সাকার রূপও মানতে হয়। কালীরূপ চিন্তা করতে করতে সাধক কালীরূপেই দর্শন পায়। তার পরে দেখতে পায় যে সেইরূপ অখণ্ডে লীন হয়ে গেল। **যিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই কালী।**

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[মহিমার পাণ্ডিত্য। মণিসেন। অধর ও মিটিং (meeting)।]

ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দায় মহিমা চরণ প্রভৃতির সহিত হঠযোগীর কথা কহিতেছেন। রামপ্রসন্ন ভক্তের পুত্র, তাই ঠাকুর স্নেহ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। রাম প্রসন্ন কেবল ঐ রকম করে হো হো করে বেড়াচ্ছে! সে দিন এখানে এসে বসলো—একটু কথা কবে না—প্রাণায়াম করে নাক টিপে বসে রইলো! খেতে দিলাম তা খেলে না। আর এক দিন ডেকে বসালুম। তা পায়ের উপর পা দিয়ে বসলো—কাপ্তানের দিকে পা টা দিয়ে। ওর মার দুঃখ দেখে কাঁদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। ঐ হঠযোগীর কথা তোমায় বলতে বলেছে। সাড়ে ছ আনা দিন খরচ। এ দিকে আবার নিজে বলবে না।

মহিমা। বল্লে শোনে কে! (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য)।

ঠাকুর ঘরের মধ্যে আসিয়া নিজের আসনে বসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মণি সেন (যাঁদের পেনেটীতে ঠাকুর বাড়ী) দু একটী বন্ধু সঙ্গে আসিয়াছেন ও ঠাকুরের হাতভাঙ্গা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা পড়া করিতেছেন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে এক জন ডাক্তার।

ঠাকুর ডাক্তার প্রতাপ মজুমদারের ঔষধ সেবন করিতেছেন। মণি বাবুর সঙ্গী ডাক্তার তাঁহার ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন না। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন—'সে (প্রতাপ) 'তা বোকা নয়, তা তুমি অমন কথা বলছ কেন?'

এমন সময় লাটু উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, শিশি পড়ে ভেঙ্গে গেছে!

মণি (সেন) হঠযোগীর কথা শুনিয়া বলিতেছেন—'হঠযোগী কাকে বলে? হট্ (hot)—মানে ত গরম'।

মণি সেনের ডাক্তার সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তদের পরে বলিলেন—"ওকে জানি। যদু মল্লিককে বলেছিলাম, এ ডাক্তার তোমার ওলম্বাকুল,—অমুক ডাক্তারের চেয়েও মোটা বুদ্ধি!"

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। তিনি খাটের পাসে পাপোষে পশ্চিমাস্য হইয়া বসিয়া আছেন, এদিকে মহিমাচরণ পশ্চিমের গোল বারান্দায়—বসিয়া মণি সেনের ডাক্তারের সহিত উচ্চৈঃস্বরে শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। ঠাকুর নিজের আসন হইতে শুনিতে পাইতেছেন ও ঈষৎ হাস্য করিয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন—"ঐ ঝাড়ছে! রজোগুণ। রজোগুণে একটু পাণ্ডিত্য দেখাতে, লেক্‌চার্ দিতে, ইচ্ছা হয়। সত্বগুণে অন্তর্মুখ হয়,—আর গোপন।

"কিন্তু খুব লোক! ঈশ্বর কথায় এত উল্লাস!

অধর আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন, ও মাষ্টারের পাশে বসিলেন।

শ্রীযুক্ত অধর সেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর হইবে। অনেক দিন ধরিয়া সমস্ত দিন আফিসের পরিশ্রমের পর ঠাকুরের কাছে প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আসেন। তাঁহার বাটী কলিকাতা শোভাবাজার বেণেটোলায়। অধর কয়েক দিন আসেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিগো, এতদিন আস নাই কেন?

অধর। আজ্ঞা, অনেক গুণো কাজে পড়ে গিছলাম। ইস্কুলের দরুণ সভা এবং আর আর মিটিং এ যেতে হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মিটিং ইস্কুল এই সব লয়ে একবারে ভুলে গিছলে।

অধর (বিনীত ভাবে)। আজ্ঞা, সব চাপা পড়ে গিছলো। আপনার হাত টা কেমন আছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই দেখো এখনও সারে নাই। প্রতাপের ঔষধ খাচ্ছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর হঠাৎ অধরকে বলিতেছেন—

"গ্যাখো এ সব অনিত্য। মিটিং ইস্কুল আফিস এ সব অনিত্য। **ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।** সব মন দিয়ে তাঁকেই আরাধনা করা উচিত।

অধর চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ সব অনিত্য। শরীর এই আছে এই নাই। তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয়।

"তোমাদের সব ত্যাগ করবার দরকার নাই। কচ্ছপের মত সংসারে থাক।

"কচ্ছপ নিজে জলে চরে বেড়ায়;—কিন্তু ডিম আড়াতে রাখে,—সব মনটা তার ডিম যেখানে, সেই খানে পড়ে থাকে।

"কাপ্তেনের বেশ স্বভাব হয়েছে। যখন পূজা করতে বসে, ঠিক একটী ঋষির মত!—এ দিকে কর্পূরের আরতি, সুন্দর স্তব পাঠ করে। পূজা করে যখন উঠে, চক্ষে যেন পিঁপড়ে কামড়েছে! আর সর্ব্বদা গীতা ভাগবত এ সব পাঠ করে।

"আমি দু একটা ইংরাজী কথা কয়েছিলাম,—তা রাগ কল্লে। বলে—ইংরাজী পড়া লোক ভ্রষ্টাচারী।

কিয়ৎক্ষণ পরে অধর অতি বিনীত ভাবে বলিতেছেন—

"আপনার আমাদের বাড়ীতে অনেক দিন যাওয়া হয় নাই।

"বৈঠকখানা ঘরে গন্ধ হয়েছিল—আর—যেন সব অন্ধকার!

ভক্তের এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের স্নেহ-সাগর যেন উথলিয়া উঠিল। তিনি হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া ভাবে অধর ও মাষ্টারের মস্তক ও হৃদয় স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আর সস্নেহে বলিতেছেন—'আমি তোমাদের নারায়ণ দেখছি!—তোমরাই আমার আপনার লোক!'

এইবার মহিমাচরণ ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। ঊর্দ্ধরেতার কথা তখন যা বলছিলে, তা ঠিক।

"বীর্য্য ধারণ না করলে এ সব (উপদেশ) ধারণা হয় না।

"এক জন চৈতন্যদেবকে বল্লে, আপনি এদের (ভক্তদের) এত উপদেশ দেন, তেমন উন্নতি করতে পাচ্ছে না কেন? চৈতন্যদেব বল্লেন—'এরা যোষিৎসঙ্গ ক'রে সব অপব্যয় করে!—তাই ধারণা করতে পারে'না!'

"ফুটো কলসীতে জল রাখলে জল ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে যায়।

মহিমা প্রভৃতি ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহিমা চরণ বলিতেছেন—

"ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন—যাতে আমাদের সেই শক্তি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। **এখনও সাবধান হও!** আষাঢ় মাসের জল, বটে, রোধ করা শক্ত। কিন্তু জল অনেক তো, বেরিয়ে গেছে!—এখন বাঁধ দিলে থাকবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—ত্রয়োদশ খণ্ড।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে, জন্মোৎসবদিবসে, বিজয়, কেদার, রাখাল, সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

25th May, 1884.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[পঞ্চবটীমূলে ভক্তসঙ্গে।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটী তলায় পুরাতন বটবৃক্ষের চাতালের উপর বিজয়, কেদার, সুরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্তসঙ্গে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। কয়েকটী ভক্ত চাতালের উপর বসিয়া আছেন। অধিকাংশই চাতালের নীচে, চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া আছেন। বেলা ১টা হইবে।

ঠাকুরের জন্মদিন ফাল্গুণমাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। কিন্তু তাঁহার হাতে অসুখ বলিয়া এত দিন জন্মোৎসব হয় নাই। এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। তাই আজ ভক্তেরা আনন্দ করিবেন। সহচরী কীর্ত্তনী গান গাইবে। সহচরী প্রবীণা হইয়াছেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনী।

আজ রবিবার ১৩ই জ্যেষ্ঠ। জ্যৈষ্ঠ শুক্লপ্রতিপদ।

মাষ্টার ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরকে দেখিতে না পাইয়া পঞ্চবটীতে আসিয়া দেখেন যে, ভক্তেরা সহাস্যবদন—আনন্দে অবস্থান করিতেছেন। ঠাকুর বৃক্ষমূলে চাতালের উপর যে বসিয়া আছেন, তিনি দেখেন নাই। অথচ ঠাকুরের ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন! তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তিনি কোথা? এই কথা শুনিয়া সকলে উচ্চ হাস্য করিলেন। হঠাৎ সম্মুখে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া, মাষ্টার অপ্রস্তত হইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। দেখিলেন, ঠাকুরের বামদিকে কেদার (চাটুয্যে) এবং বিজয় (গোস্বামী) চাতালের উপর বসিয়া আছেন। ঠাকুর দক্ষিণাস্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মাষ্টারের প্রতি)। দেখ কেমন দু'জনকে (কেদার ও বিজয়কে) মিলিয়ে দিয়েছি!

শ্রীবৃন্দাবন হইতে মাধবীলতা আনিয়া ঠাকুর পঞ্চবটীতে দ্বাদশাধিক বৎসর হইল রোপণ করিয়াছিলেন। আজ মাধবী বেশ বড় হইয়াছে।

ছোট ছোট ছেলেরা উঠিয়া দুলিতেছে, নাচিতেছে—ঠাকুর আনন্দে দেখিতে-ছেন ও বলিতেছেন—'বাঁদুরে ছানার ভাব! পড়লে ছাড়ে না।'

সুরেন্দ্র চাতালের নীচে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর সস্নেহে তাঁহাকে বলিতেছেন, 'তুমি উপরে এসো না। এমন টা (অর্থাৎ পা মেলা) বেশ হবে।'

সুরেন্দ্র উপরে গিয়া বসিলেন। ভবনাথ জামা পরিয়া বসিয়াছেন দেখিয়া সুরেন্দ্র বলিতেছেন—'কি হে বিলাতে যাবে না কি?'

ঠাকুর হাসিতেছেন ও বলিতেছেন—আমাদের বিলাত ঈশ্বরের কাছে!

ঠাকুর ভক্তদের সহিত নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি মাঝে মাঝে কাপড় ফেলে,আনন্দময় হয়ে বেড়াতাম। শম্ভু এক দিন বল্‌ছে,'ওহে তুমি তাই ন্যাংটো হয়ে বেড়াও!—বেশ আরাম!—আমি একদিন দেখলাম।'.

সুরেন্দ্র। আপীষ থেকে এসে জামা চাপকান খোলবার সময় বলি—মা তুমি কত বাঁধাই বেঁধেছ!

[সংসার, অষ্টপাশ ও তিন গুণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। অষ্টপাশ দিয়ে বন্ধন। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি-অভিমান, সঙ্কোচ,—এই সব।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন—

গান— আমি ঐ খেদে খেদ করি শ্যামা,
তুমি মাতা থাক্‌তে আমার জাগা ঘরে চুরি (গো মা)।
শ্রীকথামৃত, প্রথম ভাগ ৩৯ পৃষ্ঠা।

শ্যামা মা উড়াচ্চ ঘুড়ি। ভব সংসার বাজার মাঝে)
ঘুড়ি আশাবায়ুভরে উড়ে বাঁধা তাহে মায়া দড়ি।
শ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ ৩৯ পৃষ্ঠা।

"মায়া দড়ি কিনা মাগ ছেলে। 'বিষয়ে মেজেছ মাঞ্জা কর্কশা হয়েছে দড়ি'। বিষয়—কামিনীকাঞ্চন।

গান— ভবে আশা খেলতে পাশা, বড় আশা করেছিলাম।
আশার আশা ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি পেলাম।
প'বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল
(শেষে) কচে বারো পেয়ে মাগো, পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলাম।

ছ' দুই আট, ছ'চার দশ, কেউ নয় মা আমার বশ,
খেলাতে না পেলাম যশ এবার বাজী ভোর হইল !

"পঞ্জুড়ী অর্থাৎ পঞ্চভূত। পঞ্জা ছকায় বন্দী হওয়া অর্থাৎ পঞ্চভূত ও ছয় রিপুর বশ হওয়া।

"ছ তিন নয়ে ফাঁকি দিব'*। ছয়কে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ ছয় রিপুর বশ না হওয়া। তিনকে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ তিন গুণের অতীত হওয়া।

"সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণেতেই মানুষকে বশ করেছে। তিন ভাই; সত্ত্ব থাকলে রজঃকে ডাকৃতে পারে, রজঃ থাকলে তমঃকে ডাকতে পারে।

"তিন গুণই চোর। তমোগুণে বিনাশ করে, রজোগুণে বদ্ধ করে। সত্ত্ব গুণে বন্ধন খোলে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছ পর্য্যন্ত যেতে পারে না।

বিজয় (সহাস্যে)। সত্ত্বও চোর কি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু পথ দেখিয়ে দেয়।

ভবনাথ। বাঃ!—কি চমৎকার কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, এ খুব উচু কথা।

ভক্তেরা এই সকল কথা শুনিয়া আনন্দ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বন্ধনের কারণ কামিনীকাঞ্চন। কামিনীকাঞ্চনই সংসার। কামিনীকাঞ্চনই ঈশ্বরকে দেখতে দেয় না।

[কামিনীকাঞ্চন আবরণ। 'মাগসুখত্যাগ জগৎসুখত্যাগ'।]

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের গামছা লইয়া সম্মুখ আবরণ করিলেন। আর বলিতেছেন—"আর আমায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ?—এই আবরণ! এই আবরণ গেলেই চিদানন্দ লাভ।

"ছাখো না,—যে মাগ সুখ ত্যাগ করেছে, সে'ত জগৎ—সুখ ত্যাগ করেছে! ঈশ্বর তার অতি নিকট।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'কামিনী'।]

ভক্তেরা কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে এই কথা শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেদার, বিজয় প্রভৃতির প্রতি)। মাগ সুখ যে ত্যাগ

---

* একথা গুলি গানের একটী চরণে আছে, সেটি পাওয়া গেল না।

করেছে সে জগৎসুখ ত্যাগ করেছে!—এই কামিনীকাঞ্চনই আবরণ! তোমাদের ত এত বড় বড় গোঁফ—তবু তোমরা ঐ-তেই রয়েছ!—বল!—মনে মনে বিবেচনা করে দেখ!—

বিজয়। আজ্ঞা হাঁ, তা সত্য বটে।

কেদার অবাক্ হইয়া চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন,—

"সকলকেই দেখি মেয়ে মানুষের বশ। কাপ্তেনের বাড়ী গিছলাম;—তার বাড়ী হয়ে রামের বাড়ী যাব। তাই কাপ্তেনকে বল্লাম, 'গাড়ীভাড়া দাও'। কাপ্তেন তার মাগকে বল্লে। সে মাগ ও তেম্নি—'ক্যা হুয়া,' 'ক্যা হুয়া' করতে লাগল। শেষে কাপ্তেন বল্লে, যে ওরাই (রামেরা) দেবে। গীতা ভাগবত বেদান্ত সব ওর ভিতরে! (সকলের হাস্য।)

"টাকা কড়ি সর্ব্বস্ব সব মাগের হাতে! আবার বলা হয়,—আমি দু'টো টাকাও আমার কাছে রাখতে পারি না—কেমন আমার স্বভাব!'

"বড়বাবুর হাতে অনেক কর্ম্ম, কিন্তু করে দিচ্চে না। এক জন বল্লে, 'গোলাপীকে ধর, তবে কর্ম্ম হবে।' গোলাপী বড়বাবুর রাঁড়।

[স্ত্রীলোক ও 'কলমবাড়া রাস্তা।']

"পুরুষগুলো বুঝতে পারে না, কত নেমে গেছে।

"কেল্লায় যখন গাড়ী করে গিয়ে পৌঁছিলাম, তখন বোধ হোলো যেন সাধারণ রাস্তা দিয়ে এলাম। তার পরে দেখি যে চারতোলা নীচে এসেছি! কলমবাড়া (sloping) রাস্তা!

"যাকে ভুতে পায় সে জান্‌তে পারে না যে আমায় ভুতে পেয়েছে। সে ভাবে আমি বেশ আছি।

বিজয় (সহাস্যে)। রোজা মিলে গেলে রোজা ঝাড়িয়ে দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কথার বেশী উত্তর দিলেন না। কেবল বলিলেন যে, 'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

তিনি আবার স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি। যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে, আজ্ঞে হাঁ, আমার স্ত্রীটি ভাল। এক জনেরও স্ত্রী মন্দ নয়! (সকলের হাস্য)।

"যারা কামিনীকাঞ্চন নিয়ে থাকে তারা নেশায় কিছু বুঝতে পারে না। যারা দাবা বোড়ে খেলে তারা অনেক সময় জানে না কি ঠিক চাল। কিন্তু যারা অন্তর থেকে দেখে তারা অনেকটা বুঝতে পারে।

"স্ত্রী মায়ারূপিণী। নারদ রামকে স্তব করতে লাগলেন,—'হে রাম, তোমার অংশে যত পুরুষ; তোমার মায়ারূপিণী সীতা—তাঁর অংশে—যত স্ত্রী। আর কোন বর চাই না—কেবল এই কোরো যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমার জগৎমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই!'

সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্দ্র ও তাঁহার নগেন্দ্র প্রভৃতি ভ্রাতুষ্পুত্রেরা আসিয়াছেন। গিরীন্দ্র আফিসের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। নগেন্দ্র ওকালতির জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরীন্দ্র, নগেন্দ্র প্রভৃতির প্রতি)। তোমাদের বলি—তোমরা সংসারে আসক্ত হইও না। ছাখো, রাখালের জ্ঞান অজ্ঞান বোধ হয়েছে,—সৎ অসৎ বিচার হয়েছে।—এখন তাকে বলি, 'বাড়ীতে যা;—কখনও এখানে এলি,—দুই দিন থাক্‌লি।'

"আর তোমরা পরস্পর প্রণয় করে থাকবে—তবেই মঙ্গল হবে। আর আনন্দে থাক্‌বে। যাত্রাওয়ালারা যদি এক সুরে গায়, তবেই যাত্রাটী ভাল হয়,—আর যারা শুনে তাদেরও আহ্লাদ হয়।

"ঈশ্বরে বেশী মন রেখে, খানিকটা মন দিয়ে সংসারের কাজ কর্‌বে।

"সাধুর মন ঈশ্বরে বার আনা,—আর কাজে চার আনা। সাধুর ঈশ্বরের কথাতেই বেশী হুস্। সাপের ল্যাজ্ মাড়ালে আর রক্ষা নাই!—ল্যাজে যেন তার বেশী লাগে।

ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবার সময় সিঁতির গোপালকে ছাতির কথা বলিয়া গেলেন। গোপাল মাষ্টারকে বলিতেছেন—'উনি বলে গেলেন, ছাতি ঘরে রেখে আস্‌তে।' পঞ্চবটীতলায় কীর্ত্তনের আয়োজন হইল। ঠাকুর আসিয়া বসিয়াছেন। সহচরী গান গাহিতেছেন। ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া আছেন।

গত কল্য শনিবার অমাবস্যা গিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস। আজ মধ্যে মধ্যে মেঘ করিতে ছিল। হঠাৎ ঝড় উপস্থিত হইল।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কীর্ত্তন ঘরেই হইবে স্থির হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সিঁতির গোপালের প্রতি)। হ্যাঁগা ছাতিটা এনেছ?

গোপাল। আজ্ঞা না, গান শুন্‌তে শুন্‌তে ভুলে গেছি।

ছাতিটা পঞ্চবটীতে পড়িয়া আছে;—গোপাল তাড়াতাড়ি আনিতে গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। আমি যে এত এলো মেলো তবু অত-দূর নয়!

"রাখাল এক জায়গায় নিমন্ত্রণের কথায় ১৩ই কে বলে ১১ই!

"আর গোপাল—গরুর পাল! (সকলের হাস্য)।

"সেই যে স্যাক্‌রাদের গল্পে আছে—একজন বলছে, 'কেশব', একজন বলছে 'গোপাল,' এক জন বলছে 'হরি', একজন বলছে 'হর'! সেই গোপালের মানে গরুর পাল (সকলের হাস্য)।

সুরেন্দ্র গোপালের উদ্দেশ করিয়া আনন্দ করিতে করিতে বলিতেছেন—'কানু কোথায়?'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে।]

কীর্ত্তনী গৌর সন্ন্যাস গাইতেছেন—ও মাঝে মাঝে আঁখর দিতেছেন—

(নারী হেরবে না!) (সে যে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম!)
(জীবের দুঃখ ঘুচাইতে,) (নারী হেরিবে না!)
(নইলে বৃথা গৌর অবতার!)

ঠাকুর গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসকথা শুনিতে শুনিতে দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। অমনি ভক্তেরা গলায় পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন! ভবনাথ, রাখাল ঠাকুরকে ধারণ করিয়া আছেন—পাছে পড়িয়া যান। ঠাকুর উত্তরাস্য; বিজয়, কেদার, রাম, মাষ্টার, মনমোহন, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরা মণ্ডলাকার করিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ কি আসিয়া ভক্তসঙ্গে হরিনামমহোৎসব করিতেছেন!

অল্পে অল্পে সমাধি ভঙ্গ হইতেছে। ঠাকুর সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেছেন। 'কৃষ্ণ' এই কথা এক এক বার উচ্চারণ করিতেছেন। আবার এক এক বার পারিতেছেন না। বলিতেছেন, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! সচ্চিদানন্দ!—কই তোমার রূপ আজকাল দেখি না! এখন তোমায় অন্তরে বাহিরে দেখছি!—জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সবই তুমি!—মন, বুদ্ধি সবই তুমি!—গুরুর প্রণামে আছে—

'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

"তুমিই অখণ্ড—তুমিই আবার চরাচর ব্যাপ্ত করে রয়েছ! তুমিই আধার, তুমিই আধেয়!

প্রাণকৃষ্ণ! মনকৃষ্ণ! বুদ্ধিকৃষ্ণ! আত্মাকৃষ্ণ! প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন!

বিজয়ও আবিষ্ট হইয়াছেন। ঠাকুর বিজয়কে বলিতেছেন,—বাবু, তুমিও কি বেহুঁস হয়েছ? বিজয় (বিনীতভাবে)। আজ্ঞা, না।

কীর্ত্তনী আবার গাহিতেছেন—'আঁধল প্রেম!' কীর্ত্তনী যাই আঁখর দিলেন—'সদাই হিয়ার মাঝে রাখিতাম, ওহে প্রাণবঁধু হে!' ঠাকুর আবার সমাধিস্থ!— ভবনাথের কাঁধে ভাঙ্গা হাতটী রহিয়াছে!

কিঞ্চিৎ বাহ্য হইলে কীর্ত্তনী আবার আঁখর দিতেছেন—'যে তোমার জন্য সব ত্যাগ করেছে, তার কি এতো দুঃখ?'

ঠাকুর কীর্ত্তনীকে নমস্কার করিলেন। বসিয়া বসিয়া গান শুনিতেছেন—মাঝে মাঝে ভাবাবিষ্ট। কীর্ত্তনী চুপ করিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতি ভক্তের প্রতি)। প্রেম কাকে বলে। ঈশ্বরে যার প্রেম হয়—যেমন চৈতন্যদেবের—তার জগৎ তো ভুল হয়ে যাবে; আবার দেহ যে এতো প্রিয়, এ পর্য্যন্ত ভুল হয়ে যাবে!

প্রেম হলে কি হয়, ঠাকুর গান গাইয়া বুঝাইতেছেন।

গান—হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়বে।
(সে দিন কবে বা হবে)
(অঙ্গে পুলক হবে) (সংসার বাসনা যাবে)
(আমার দুর্দিন ঘুচে সুদিন হবে) (কবে হরির দয়া হবে)

ঠাকুর দাঁড়াইয়াছেন ও নৃত্য করিতেছেন। ভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারের বাহু আকর্ষণ করিয়া মণ্ডলের ভিতর তাঁহাকে লইয়াছেন।

ঠাকুর নৃত্য করিতে করিতে আবার সমাধিস্থ! দাঁড়াইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় আছেন। কেদার সমাধি ভঙ্গ করিবার জন্য স্তব করিতেছেন—

'হৃদয়কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং, হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপম্। সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥'

ঠাকুরের ক্রমে ক্রমে সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি আসন গ্রহণ করিলেন ও শ্রীভগবানের নাম করিতেছেন—ওঁ সচ্চিদানন্দ! গোবিন্দ!

গোবিন্দ! গোবিন্দ!—যোগমায়া!—ভাগবত,ভক্ত ভগবান্!

যে স্থলে কীর্ত্তন ও নৃত্য হইয়াছিল, সেই স্থানের ধূলি ঠাকুর লইতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[সন্ন্যাসীর কঠিন ব্রত। সন্ন্যাসী ও লোকশিক্ষা।]

ঠাকুর গঙ্গার ধারের গোল বারাণ্ডায় বসিয়াছেন। কাছে বিজয়, ভবনাথ, মাষ্টার, কেদার প্রভৃতি ভক্তগণ। ঠাকুর এক একবার বলিতেছেন—'হা কৃষ্ণ চৈতন্য!'

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)। ঘরে নাকি অনেক হরিনাম হয়েছে—তাই খুব জমে গেল!

ভবনাথ। তাতে আবার সন্ন্যাসের কথা!

শ্রীরামকৃষ্ণ। আহা! কি ভাব!

এই বলিয়া গান ধরিলেন—

গান— প্রেমধন বিলায় গোরারায়!
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়!
চাঁদ নিতাই ডাকে আয়! আয়! চাঁদ গৌর ডাকে আয়!
(ঐ) শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয় প্রভৃতির প্রতি)। বেশ বলেছে কীর্ত্তনে,—'সন্ন্যাসী নারী হেরবে না' এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। কি ভাব!

বিজয়। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সন্ন্যাসীকে দেখে তবে সবাই শিখ্‌বে—তাই অত কঠিন নিয়ম! সন্ন্যাসী নারীর চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখ্‌বে না!—এমনি কঠিন নিয়ম!

"কালোপাঁটা মার সেবার জন্য বলি দিতে হয়—কিন্তু একটু ঘা থাকলে হয় না। রমণীসঙ্গ তো করবে না—মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্ত করবে না।

বিজয়। ছোট হরিদাস ভক্ত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছিল। চৈতন্যদেব হরিদাসকে ত্যাগ করলেন্।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী আর কাঞ্চন—যেমন সুন্দরীর পক্ষে তার গায়ের বোট্‌কা গন্ধ! ও গন্ধ থাক্‌লে বৃথা সৌন্দর্য্য।

"মাড়ওয়ারী আমার নামে টাকা লিখে দিতে চাইলে;—মথুর জমি লিখে দিতে চাইলে;—তা লতে পারলাম না।

"সন্ন্যাসীর ভারী কঠিন নিয়ম। যখন সাধু সন্ন্যাসী সেজেছে,—তখন ঠিক সাধু সন্ন্যাসীর মত কাজ কর্‌তে হবে। থিয়েটারে দেখ নাই!—যে রাজা সাজে সে রাজাই সাজে, যে মন্ত্রী সাজে সে মন্ত্রীই সাজে।

"এক জন বহুরূপী ত্যাগী সাধু সেজেছিল। বাবুরা তাকে এক তোড়া টাকা দিতে গেল। সে 'উঁহুঃ' করে চলে গেল,—টাকা ছুঁলেও না! কিন্তু খানিক পরে গা হাত পা ধুয়ে নিজের কাপড় পরে এলো। বল্লে, 'কি দিচ্ছিলে এখন দাও'। যখন সাধু সেজেছিল, তখন টাকা ছুঁতে পারে নাই। এখন চার আনা দিলেও হয়।

"কিন্তু পরমহংস অবস্থায় বালক হয়ে যায়। পাঁচ বছরের বালকের স্ত্রীপুরুষ জ্ঞান নাই। তবু লোকশিক্ষার জন্য সাবধান হতে হয়।

শ্রীযুক্ত কেশব সেন কামিনীকাঞ্চনের ভিতর ছিলেন।—তাই লোক-শিক্ষার ব্যাঘাত হইল। ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ইনি (কেশব)—বুঝেচো?

বিজয়। আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এদিক ওদিক দুই রাখতে গিয়ে তেমন কিছু পার্‌লেন না।

বিজয়। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বল্লেন, 'নিতাই, আমি যদি সংসার ত্যাগ না করি, তা হলে লোকের ভাল হবে না। সকলেই আমার দেখাদেখি সংসার কত্তে চাইবে।—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে হরিপাদপদ্মে সমস্ত মন দিতে চেষ্টা কর্‌বে না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ। চৈতন্যদেব লোকশিক্ষার জন্য সংসার ত্যাগ কর্‌লেন।

"সাধু সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্য কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কর্‌বে।

"আবার নির্লিপ্ত হলেও লোকশিক্ষার জন্য কাছে কামিনীকাঞ্চন রাখ্‌বে না। ন্যাসী—সন্ন্যাসী—জগৎ গুরু!—তাকে দেখে তবে তো লোকের চৈতন্য হবে!

সন্ধ্যা আগত প্রায়। ভক্তেরা ক্রমে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। বিজয় কেদারকে বলিতেছেন—'আজ সকালে (ধ্যানের সময়) আপনাকে দেখেছিলাম;—গায়ে হাত দিতে যাই—কেউ নাই!'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—চতুর্দ্দশ খণ্ড।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে সুরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, লাটু, মাষ্টার, অধর প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

20th June, 1884.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[শ্রীযুক্ত বাবুরাম, রাখাল, লাটু, নিরঞ্জন, নরেন্দ্র।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে নিজের ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, তাই জগন্মাতার নাম ও চিন্তা করিতেছেন। ঘরে, রাখাল, অধর, মাষ্টার, আরও দু এক জন ভক্ত আছেন।

আজ শুক্রবার—জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণাদ্বাদশী। পাঁচ দিন পরে রথযাত্রা হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে আরতি আরম্ভ হইল। অধর আরতি দেখিতে গেলেন। ঠাকুর মণির সহিত কথা কহিতেছেন ও আনন্দে মণির শিক্ষার জন্য ভক্তদের গল্প করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, বাবুরামের কি পড়বার ইচ্ছা আছে?

"তোমায় বলি, সে দিন দেখলাম বাবুরাম, ভবনাথ আর হরীশ এদের প্রকৃতিভাব।

"বাবুরামকে বল্লাম—তুই লোক শিক্ষার জন্য পড়্। সীতার উদ্ধারের পর বিভীষণ রাজ্য করতে রাজী হ'লো না। রাম বল্লেন, তুমি মূর্খদের শিক্ষার জন্য রাজ্য করো। তা না হ'লে তারা বলবে, যে বিভীষণ রামের সেবা করেছে—তার কি লাভ হলো?—রাজ্য লাভ দেখলে খুসী হবে।

"বাবুরামকে দেখলাম—দেবীমূর্ত্তি। গলায় হার। সখী সঙ্গে। ও স্বপ্নে কি পেয়েছে, ওর দেহ শুদ্ধ। একটু কিছু করলেই ওর হ'য়ে যাবে।

"কি জানো দেহ রক্ষার অসুবিধা হ'চ্ছে। ও এসে থাকলে ভাল হয়। এদের স্বভাব সব এক রকম হ'য়ে যাচ্ছে। নোটো (লাটু) চড়েই রয়েছে (সর্ব্বদা ভাবেতে রয়েছে)। ক্রমে লীন হ'বার যো।

"রাখালের এমনি স্বভাব হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে যে, তাকে আমার জল দিতে হয়! (আমার) সেবা করতে বড় পারে না।

"বাবুরাম আর নিরঞ্জন। এদের ছাড়া কই ছোকরা?—যদি আর কেউ আসে, বোধ হয়, ঐ উপদেশ নেবে, চলে যাবে।

"তবে টানাটানি করে আসতে বলি না, বাড়ীতে হাঙ্গাম্ হ'তে পারে।

(সহাস্যে) "আমি যখন বলি 'চলে আয় না', তখন বেশ বলে,—'আপনি করে নিন না!'

"রাখালকে দেখে কাঁদে। বলে, ও বেশ আছে!

"রাখাল এখন ঘরের ছেলের মত আছে; জানি আর ও আসক্ত হ'বে না। বলে, 'ও সব আলুনি লাগে!'

"ওর পরিবার এখানে এসেছিল—১৪ বৎসর বয়স। এখান হ'য়ে কোন্নগরে গেল। তাঁরা ওকে কোন্নগরে যেতে বল্লে। ও গেল না। বলে,—'আমোদ আহ্লাদ ভাল লাগে না।'

"নিরঞ্জনকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?

মাষ্টার। আজ্ঞা, বেশ চেহারা!

শ্রীরামকৃষ্ণ। না চেহারা শুধু নয়। সরল। সরল হলে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়।

"সরল হ'লে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয়। পাট করা জমি—যাতে কাঁকর কিছু নাই—তা'তে বীজ্ পড়লেই গাছ হয়,—আর শীঘ্র ফল হয়।

"নিরঞ্জন বিয়ে করবে না। তুমি কি বল—কামিনীকাঞ্চনেই বদ্ধ করে!

মাষ্টার। আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। **পান তামাক ছাড়লে কি হবে? কামিনীকাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ।**

"ভাবে দেখলাম, যদিও চাকরি করছে, ওকে কোন দোষ স্পর্শ করে নাই। মার জন্য কর্ম্ম করে,—ও'তে দোষ নাই।

"তোমার কর্ম্ম যা করো—এতে দোষ নাই। এ ভাল কায।

"কেরাণী জেলে গেলো—বদ্ধ হোলো—বেড়ী পরলে—আবার মুক্ত হোলো। মুক্ত হওয়ার পর সে কি ধেই ধেই করে নাচবে? সে আবার কেরাণীগিরিই করে।

"তোমার উপায়ের ইচ্ছা নাই। ও'দের খাওয়ানো পরানো। তারা শু। না হ'লে কোথায় যাবে?

মণি। কেউ ন্যায় তো ছাড়া যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বই কি। এখন এও করো, ও ও করো!

মণি। সব ত্যাগ করতে পারা ভাগ্য!

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বই কি। তবে যেমন সংস্কার। তোমার একটু কর্ম্ম বাকি আছে। সে টুকু হয়ে গেলেই শান্তি—তখন তোমায় ছেড়ে দেবে।

"হাঁসপাতালে নাম লেখালে সহজে ছাড়ে না। রোগ সম্পূর্ণ সারলে তবে ছাড়ে!

"ভক্ত এখানে যারা আসে—দুই থাক। এক থাক বলছে, 'আমায় উদ্ধার করো! হে ঈশ্বর!' আর এক থাক, তারা অন্তরঙ্গ, তারা ও কথা বলে না। তা'দের দুটী জিনিস জানলেই হলো;—প্রথম, আমি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কে? তার পর, তারা কে—আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি?

"তুমি এই শেষ থাকের। তা না হ'লে এতো সব করে * *

"ভবনাথ, বাবুরাম এদের প্রকৃতি ভাব। হরীশ মেয়ের কাপড় পরে শোয়। বাবুরাম ও বলেছে, ওই ভাবটা ভাল লাগে। তবেই মিললো। ভবনাথেরও ঐ ভাব।

"নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন এদের ব্যাটা ছেলের ভাব।

"আচ্ছা, হাত ভাঙ্গার মানেটা কি? আগে এক বার ভাবাবস্থায় দাঁত ভেঙ্গে গিছলো; এবার ভাবাবস্থায় হাত ভাঙ্গলো।

মণি চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর নিজেই বলিতেছেন—

"হাত ভেঙ্গেছে—সব অহঙ্কার নির্ম্মূল করবার জন্য! **এখন আর ভিতরে আমি খুঁজে পাচ্ছি না।** আমি খুঁজতে গিয়ে দেখি, তিনি রয়েছেন।

"অহঙ্কার একবারে না গেলে তাঁকে পাবার যো নাই!

"চাতকের দ্যাখো মাটীতে বাসা, কিন্তু কত উপরে উঠে!

[সিদ্ধাই (Miracles) ও শ্রীরামকৃষ্ণ।]

"আচ্ছা, কাপ্তেন বলে, তুমি মাছ খাও বোলে তোমার সিদ্ধাই হয় নাই।

"এক এক বার গা কাঁপে পাছে ঐ সব শক্তি এসে পড়ে। এখন যদি সিদ্ধাই হয়, তা হ'লে এখানে ডাক্তারখানা হাঁসপাতাল হ'য়ে পড়বে। কেবল লোক এসে বলবে, 'আমার অসুখ ভাল করে দাও।' সিদ্ধাই কি ভাল?

মাষ্টার। আজ্ঞা, না। আপনি তো বলেছেন, অষ্ট সিদ্ধির মধ্যে একটী থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক বলেছ। যারা হীনবুদ্ধি তারাই সিদ্ধাই চায়।

"যে লোক বড় মানুষের কাছে কিছু চেয়ে ফেলে, সে আর খাতির পায় না। সে লোককে এক গাড়িতে চড়তে দেয় না;—আর যদি চড়তে দেয় তো কাছে বসতে দেয় না। **তাই নিষ্কাম ভক্তি—অহৈতুকী ভক্তি—সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।**

[সাকার নিরাকার। ঠাকুরের আড্ডা।]

"আচ্ছা, সাকার নিরাকার দুইই সত্য। কি বলো?—নিরাকারে মন অনেক ক্ষণ রাখা যায় না—তাই ভক্তের জন্য সাকার।

"কাপ্তেন বেশ বলে। পাখী উপরে খুব উঠে যখন শ্রান্ত হয়, তখন আবার ডালে এসে বিশ্রাম করে। নিরাকারের পর সাকার।

'তোমার আড্ডাটায় একবার যেতে হ'বে।

[ভক্তসঙ্গে লীলা ও বাজীকরের খেলা। চণ্ডী।]

"ভাবে দেখলাম—অধরের বাড়ী, সুরেন্দ্রের বাড়ী, বলরামের বাড়ী—এ সব আমার আড্ডা।

"কিন্তু ওরা এখানে না এলে আমার ইষ্টাপত্তি নাই।

মাষ্টার। আজ্ঞা, তা কেন হবে? সুখ বোধ হ'লেই দুঃখ। আপনি সুখদুঃখের অতীত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ। আর আমি দেখছি,—বাজীকর আর বাজীকরের খেলা। বাজীকরই সত্য। তাঁর খেলা সব অনিত্য—স্বপ্নের মত।

"যখন চণ্ডী শুনতাম তখন ঐটী বোধ হ'য়েছিল। এই শুম্ভ নিশুম্ভের জন্ম হ'লো। আবার কিছুক্ষণ পরে শুনলাম, বিনাশ হ'য়ে গেল।

মাষ্টার। আজ্ঞা, আমি কালনায় গঙ্গাধরের সঙ্গে জাহাজে করে যাচ্ছিলাম। জাহাজের ধাক্কা লেগে এক নৌকা লোক, কুড়ি পঁচিশ জন, ডুবে গেল! ষ্টীমারের তরঙ্গের ফেনার মত জলে মিশিয়ে গেল!

"আচ্ছা, যে বাজী দেখে, তার কি দয়া থাকে?—তার কি কর্ত্তৃত্ব বোধ থাকে?—কর্ত্তৃত্ব বোধ থাকলে তবে তো দয়া থাকবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে একবারে সবটা ছাখে,—ঈশ্বর মায়া জীব জগৎ।

[ব্রহ্মজ্ঞান ও দয়া।]

"সে ছাখে যে মায়া (বিদ্যা মায়া, অবিদ্যা মায়া,) জীব, জগৎ,—আছে অথচ নাই। যতক্ষণ নিজের 'আমি' আছে, ততক্ষণ ওরাও আছে। জ্ঞান

অসির দ্বারা কাটলে পর, আর কিছুই নাই। তখন নিজের 'আমি' পর্য্যন্ত বাজীকরের বাজী হয়ে পড়ে!

মণি চিন্তা করিতেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন।

"কি রকম জানো?—যেমন পঁচিশ থাক পাপ্‌ড়িওয়ালা ফুল। এক চোপে কাটা!

"কর্ত্তৃত্ব! রাম! রাম!—শুকদেব, শঙ্করাচার্য্য এঁরা বিদ্যার আমি রেখেছিলেন। দয়া মানুষের নয়, দয়া ঈশ্বরের। বিদ্যার আমির ভিতরেই দয়া, বিদ্যার আমি তিনিই হয়েছেন।

[ব্রহ্মজ্ঞান ও আদ্যাশক্তির এলাকা। অতি গুহ্য কথা।]

কালীব্রহ্ম।

"কিন্তু হাজার বাজী ছাখো, তবু তাঁর underএ (অধীন)। পালাবার জো নাই। তুমি স্বাধীন নও। তিনি যেমন করান্ তেম্নি করতে হবে। সেই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়—তবে বাজীর খেলা দেখা যায়। নচেৎ নয়।

"যতক্ষণ একটু আমি থাকে, ততক্ষণ সেই আদ্যাশক্তির এলাকা। তাঁর অণ্ডরে (under)—তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার যো নাই!

[আদ্যাশক্তি ও অবতার।]

"আদ্যাশক্তির সাহায্যে অবতারলীলা। তাঁর শক্তিতে অবতার। অবতার তবে কায করেন। সমস্তই মার শক্তি।

"কালীবাড়ীর আগেকার খাজাঞ্চি কেউ কিছু বেশী রকম চাইলে, বলতো দুঃ তিন দিন পরে এসো। মালিককে জিজ্ঞাসা করবে।

"কলির শেষে কল্কি অবতার হবে। ব্রাহ্মণের ছেলে—সে কিছু জানে না—হঠাৎ ঘোড়া আর তরবার আসবে—

অধর আরতি দেখিয়া আসিয়া বসিলেন। ধাত্রী ভুবনমোহিনী মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। ঠাকুর সকলের জিনিষ খাইতে পারেন না—বিশেষতঃ ডাক্তার কবিরাজের। অনেক যন্ত্রণা দেখেও তাঁহারা টাকা লন, এই জন্য খাইতে পারেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধর প্রভৃতি ভক্তের প্রতি।) ভুবন্ এসেছিল। পঁচিশটা বোম্বাই আম আর সন্দেশ রসগোল্লা এনেছিল।

"আমায় বল্লে, আপনি একটা আঁব খাবে?

"আমি বল্লাম—আমার পেট ভার—আর সত্যই দেখ না, একটু কচুরি সন্দেশ খেয়েই পেট কি রকম হয়ে গেছে।

"কেশব সেনের মা বোন এরা এসেছিল, তাই আবার খানিকটা নাচলাম। কি করি!—ভারি শোক পেয়েছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—পঞ্চদশ খণ্ড।

Thursday, 3rd July 1884.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন। আনন্দময় মূর্ত্তি!—ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

আজ পুনর্যাত্রা—আষাঢ় শুক্লা দশমী। বলরামের বাটীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবা আছে, একখানি ছোট রথও আছে। তাই তিনি ঠাকুরকে, পুনর্যাত্রা উপলক্ষে, নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই ছোট রথখানি বারবাটীর দোতলার চকমিলান বারান্দায় টানা হইবে।

গত ২৫শে জুন বুধবারে শ্রীশ্রীরথযাত্রার দিন, ঠাকুর শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের ঠন্‌ঠনিয়ার বাটীতে আসিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন*। সেই দিন বৈকালে কলেজ ষ্ট্রীটে ভুধরের বাটীতে পণ্ডিত শশধরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিন দিন হইল, অর্থাৎ গত সোমবারে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে দ্বিতীয় বার দর্শন করিতে গিয়াছিলেন†।

ঠাকুরের আদেশ অনুসারে শ্রীযুক্ত বলরাম শশধরকে আজ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। পণ্ডিত হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া লোক শিক্ষা দিতেছেন। তাই কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ভিতর শক্তিসঞ্চার করিবার জন্য এত উৎসুক হইয়াছেন?

ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। কাছে রাম, মাষ্টার, বলরাম, মনোমোহন, কয়েকটী ছোকরা ভক্ত, বলরামের পিতা প্রভৃতি বসিয়া আছেন। বলরামের পিতা অতি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। তিনি প্রায় শ্রীবৃন্দাবনধামে তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জে একাকী বাস করেন ও শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবার তত্ত্বাবধান করেন। শ্রীবৃন্দাবনে তিনি সমস্ত দিন ঠাকুরের সেবা লইয়া থাকেন। কখনও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ পড়েন। কখনও

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—প্রথম ভাগ। † শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—তৃতীয়ভাগ।



৺শম্ভুচন্দ্র মল্লিক।

ইহাঁর বাগানবাটী কালীবাড়ীর অতি নিকটবর্ত্তী। এইখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন।

শম্ভু মল্লিক সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি:—

১ম ভাগ—পৃষ্ঠা—৪৬, ১২৭, ২৫২। ২য় ভাগ—পৃষ্ঠা—১৮৮। ৩য় ভাগ—পৃষ্ঠা—৭৪, ২৩৭। ৪র্থ ভাগ—পৃষ্ঠা—৮৫, ৯৯, ১৯৪, ২২৬, ২৮২, ২৮৯, ৩১১।

মথুরসম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি—

প্রথমভাগ—পৃষ্ঠা ৩, ৪ ; ৺রাধাকান্তের গয়না চুরী ৬০ ; দেবেন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে দেখা ১৭৭ ; চন্দ্র হালদারের কথা ২৩৯ ; সঙ্গেগমন ও পণ্ডিতদের সহিত ঠাকুরের বিচার ২৪৭ ; 'তুমি মানো আর নাই মানো' ২৪৮—৯ ।



দ্বিতীয়ভাগ—মথুর সঙ্গে কাশীতীর্থ ও রাজা বাবুদের বাড়ীতে ঠাকুরের ক্রন্দন ৪ ; গড়ের মাঠে বেলুন দর্শনকালে ঠাকুরের সমাধি ৫৭ ; দীন মুখুয্যের বাড়ী ৬৩, ৬৪ ; নানকপন্থী সাধুর গীতা-পাঠ ৭৫, ৮৬ ; 'মা একজন বড়মানুষ পেছনে দাও' ৯৪ ; সঙ্গে নবদ্বীপ যাত্রা ও ভগবান দাসের সঙ্গে দেখা ১২৯ ; আদি সমাজে শ্রীযুক্ত কেশব সেনের সঙ্গে দেখা ১৭৬ ।

তৃতীয়ভাগ—ঠাকুরকে মথুরের সাচ্চা জরীর পোষাক প্রভৃতি প্রদান ২১, ২২ ; সঙ্গে কাশীধাম ও শ্রীবৃন্দাবন দর্শন ৩১ ; ঠাকুরের অর্ঘ্য প্রদান ১৫৯ ; সেজোবাবুর ভাবাবস্থা ১৭৮ ।

চতুর্থভাগ—বিড়ালকে লুচি খাওয়ানো ও খাজাঞ্চীর পত্র ৩৯ ; ঠাকুরের মধ্যে ঈশ্বরী দর্শন ৪৯ ;

কখনও ভক্তিগ্রন্থ লইয়া তাহার প্রতিলিপী করেন। কখনও বসিয়া বসিয়া নিজে ফুলের মালা গাঁথেন। কখনও বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করেন। ঠাকুরকে দর্শন করাইবার জন্য, বলরাম তাঁহাকে পত্রের উপর পত্র লিখিয়া কলিকাতায় আনাইয়াছেন। 'সব ধর্ম্মেই সাম্প্রদায়িক ভাব; বিশেষতঃ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে; ভিন্ন মতের লোক পরস্পর বিরোধ করে, সমন্বয় করিতে জানে না'—এই কথা ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়। এক সচ্চিদানন্দ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের পিতা প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)। বৈষ্ণবদের একটি গ্রন্থ ভক্তমাল। বেশ বই,—ভক্তদের সব কথা আছে। তবে এক ঘেয়ে। এক জায়গায় ভগবতীকে বিষ্ণুমন্ত্র লইয়ে তবে ছেড়েছে!

"আমি বৈষ্ণবচরণের অনেক সুখ্যাত করে সেজো বাবুর কাছে আনালুম। সেজো বাবু খুব যত্ন খাতির করলে। রূপার বাসন বার করে জল খাওয়ান পর্য্যন্ত। তার পর সেজো বাবুর সামনে বলে কি—'আমাদের কেশব মন্ত্র না নিলে কিছুই হ'বে না!' সেজো বাবু শাক্ত, ভগবতীর উপাসক। মুখ রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো। আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি।

"শ্রীমদ্ভাগবত—তাতেও নাকি ঐ রকম কথা আছে, 'কেশব মন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধ'রে মহাসমুদ্র পার হওয়াও তা!' **সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় ক'রে গেছে!**

"শাক্তেরাও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার ক'রে দেন,—শাক্তেরা বলে, 'তাতো বটেই, মা রাজরাজেশ্বরী—তিনি কি আপনি এসে পার ক'রবেন?—ঐ কৃষ্ণকে রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্য' (সকলের হাস্য)।

"নিজের নিজের মত ল'য়ে আবার অহঙ্কার কত! ও দেশে, শ্যামবাজার এই সব জায়গায়, তাঁতীরা আছে। অনেকে বৈষ্ণব, তাদের লম্বা লম্বা কথা। বলে, 'ইনি কোন্ বিষ্ণু মানেন? পাতা বিষ্ণু! (অর্থাৎ যিনি পালন করেন।)—ও আমরা ছুঁই না! কোন্ শিব?—আমরা আত্মারাম শিব, আত্মারামেশ্বর শিব মানি।' কেউ বলছে, 'তোমরা বুঝিয়ে দেও না, তোমরা কোন্ হরি মান।' 'তাতে কেউ বলছে—না আমরা আর কেন, ঐখান থেকেই হোক্।'

"এ দিকে তাঁত বোনে, আবার এই সব লম্বা লম্বা কথা!

"রতির মা রাণী কাত্যায়নীর মো-সাহেব;—বৈষ্ণবচরণের দলের লোক, গোঁড়া বৈষ্ণবী। খুব আসা যাওয়া ক'রতো। ভক্তি ছাখে কে! যাই আমায় দেখ্‌লে মা কালীর প্রসাদ খেতে, অমনি পালালো।

"যে সমন্বয় ক'রেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই একঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্তমত সবই সেই এককে ল'য়ে। যিনিই নিরাকার তিনিই সাকার, তাঁরই নানারূপ।

'নির্গুণ মেরা বাপ, সগুণ মাহতারি,
কারে নিন্দো কারে বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী।'

"বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা আছে, পুরাণেও তাঁরি কথা। সেই এক—সচ্চিদানন্দের কথা। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা।

"বেদে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ ব্রহ্ম। তন্ত্রে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ—শিবঃ কেবলঃ,—কেবলঃ শিবঃ। পুরাণে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথাই বেদ পুরাণ তন্ত্রে আছে। আর বৈষ্ণব শাস্ত্রেও আছে,—কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরমহংস অবস্থা।]

বালকবৎ—উন্মাদবৎ। শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত।

ঠাকুর একটু বারান্দার দিকে গিয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। বাহিরে যাইবার সময় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরের কন্যা তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছিল। তাহার বয়স ৬।৭ বৎসর হইবে। ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আসিলে পর মেয়েটী তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। তাহার সঙ্গে আরও দু একটী সমবয়স্ক ছেলে মেয়ে আছে।

বিশ্বম্ভরের কন্যা (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আমি তোমায় নমস্কার করলুম, দেখ্‌লে না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কই, দেখি নাই।

কন্যা। তবে দাঁড়াও, আবার নমস্কার করি;—দাঁড়াও এ পা'টা করি!

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে উপবেশন করিলেন ও ভূমি পর্য্যন্ত মস্তক নত

করিয়া কুমারীকে প্রতি-নমস্কার করিলেন। ঠাকুর মেয়েটীকে গান গাহিতে বলিলেন। মেয়েটি বলিল, 'মাইরি গান জানি না।'

তাহাকে আবার অনুরোধ করাতে, বলিতেছে, 'মাইরি বল্লে আর বলা হয়!' ঠাকুর তাহাদের লইয়া আনন্দ করিতেছেন ও গান শুনাইতেছেন। প্রথমে কেলুয়ার গান, তার পর, 'আয়লো তোর খোঁপা বেঁধে দি, তোর ভাতার এলে বল্‌বে কি'!'

ছেলেরা ও ভক্তেরা গান শুনিয়া হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। পরমহংসের স্বভাব ঠিক পাঁচ বছরের বালকের মত। সব চৈতন্যময় দেখে!

"যখন ও দেশে (কামারপুকুরে), রামলালের ভাই (শিবরাম) তখন ৪।৫ বছর বয়স,—পুকুরের ধারে ফড়িঙ্ ধর্‌তে যাচ্ছে। পাতা নড়ছে, আর পাতার শব্দ পাছে হয় তাই পাতাকে বল্‌ছে, 'চোপ্! আমি ফড়িঙ্ ধরবো!' ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, আমার সঙ্গে সে ঘরের ভিতরে আছে; বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে,—তবুও দ্বার খুলে খুলে বাহিরে যেতে যায়। বকার পর আর বাহিরে গেল না, উকি মেরে মেরে এক একবার দেখছে, বিদ্যুৎ,—আর বল্‌ছে,—'খুড়ো! আবার চক্‌মকি ঠুক্‌ছে!' (অর্থাৎ বিদ্যুৎ)।

"পরমহংস বালকের ন্যায়,—আত্মপর নাই। ঐহিক সম্বন্ধের আঁট নাই। রামলালের ভাই এক দিন আমায় বল্‌ছে—'তুমি খুড়ো, না পিসে।'

"পরমহংসের, বালকের, ন্যায়, গতিবিধির হিসাব নাই। সব ব্রহ্মময় দেখে,—কোথায় যাচ্ছে,—কোথায় চল্‌ছে,—হিসাব নাই। রামলালের ভাই হৃদের বাড়ী দুর্গাপূজা দেখতে গি'ছিল। হৃদের বাড়ী থেকে ছট্‌কে আপনা আপনি কোন্ দিকে চলে গেছে! চার বছরের ছেলে দেখে পথের লোক জিজ্ঞাসা করেছে, তুই কোথা থেকে এলি? তা কিছু বলতে পারে না। কেবল বল্লে—'চালা' (অর্থাৎ যে আটচালায় পূজা হয়েছে)। যখন জিজ্ঞাসা করলে, 'কার বাড়ী থেকে এসেছিস্?' তখন কেবল বল্লে—'দাদা'।

"পরমহংসের আবার উন্মাদের ন্যায় অবস্থা হয়।

"যখন উন্মাদ হল, শিবলিঙ্গ বোধে নিজের লিঙ্গ পূজা কর্‌তাম। জীবন্ত-লিঙ্গপূজা। একটা আবার মুক্তা পরানো হতো! এখন আর পারি না।

"দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে একজন পাগল এসেছিল,—পূর্ণ-জ্ঞানী। ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি—এক হাতে একটী ভাঁড়, আবচারা;

গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে, কোন সন্ধ্যা আহ্নিক নাই, কোছড়ে কি ছিল তাই খেলে। তার পর কালীঘরে গিয়ে স্তব করতে লাগ্‌ল। মন্দির কেঁপে গিয়েছিল! হলধারী তখন কালীঘরে ছিল। অতিথশালায় এরা তাকে ভাত দেয় নাই—তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। পাত কুড়িয়ে খেতে লাগলো—যেখানে কুকুরগুলো খাচ্ছে। মাঝে মাঝে কুকুরগুলিকে সরিয়ে নিজে খেতে লাগলো,—তা কুকুরগুলো কিছু বলে নাই। হলধারী পেছু পেছু গিয়েছিল, আর, জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কে? তুমি কি পূর্ণজ্ঞানী?' তখন সে বলেছিল, 'আমি পূর্ণজ্ঞানী! চুপ!'

"আমি হলধারীর কাছে যখন এ সব কথা শুন্‌লাম, আমার বুক গুর্‌গুর্‌ কর্‌তে লাগলো, আর হৃদেকে জড়িয়ে ধর্‌লুম। মাকে বল্লাম, 'মা, তবে আমারও কি এই অবস্থা হবে!' আমরা দেখতে গেলাম—আমাদের কাছে খুব জ্ঞানের কথা—অন্য লোক এলে পাগলামি। যখন চলে গেল, হলধারী অনেকখানি সঙ্গে গিয়েছিল। ফটক পার হলে হলধারীকে বলেছিল, 'তোকে আর কি বল্‌বো! এই ডোবার জল আর গঙ্গাজলে যখন কোন ভেদবুদ্ধি থাকবে না, তখন জান্‌বি পূর্ণ জ্ঞান হয়েছে।' তার পর বেশ হন্‌ হন্‌ করে চলে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[পাণ্ডিত্য ও সাধনা। কামিনীকাঞ্চন। শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত]।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। ভক্তেরাও কাছে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। শশধরকে তোমার কেমন বোধ হয়?

মাষ্টার। আজ্ঞা, বেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। খুব বুদ্ধিমান, না?

মাষ্টার। আজ্ঞা, পাণ্ডিত্য বেশ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। গীতার মত—যাকে অনেকে গণে, মানে, তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে। তবে ওর একটু কাজ বাকি আছে।

মাষ্টার। আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে, কিছু তপস্যার দরকার,—কিছু সাধ্য সাধনার দরকার।

"গৌরী পণ্ডিত সাধন করেছিল। যখন স্তব কর্‌ত, 'হা রে রে নিরালম্ব লম্বোদর!'—তখন পণ্ডিতরা কেঁচো হয়ে যেত।

"নারায়ণ শাস্ত্রীও শুধু পণ্ডিত নয়, সাধ্য সাধনা করেছিল।

"নারায়ণ শাস্ত্রী পঁচিস বৎসর এক টানে পড়েছিল। সাত বৎসর ন্যায় পড়েছিল,—তবুও 'হর, হর' বল্‌তে বল্‌তে ভাব হত। জয়পুরের রাজা সভাপণ্ডিত কর্‌তে চেয়েছিল। তা সে কাজ স্বীকার কর্‌লে না। দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এসে থাকৃত। বশিষ্ঠাশ্রমে যাবার ভারি ইচ্ছা,—সেখানে তপস্যা কর্‌বে। যাবার কথা আমাকে প্রায় বল্‌ত। আমি তাকে সেখানে যেতে বারণ কর্‌লাম।—তখন বলে—কোন্ দিন মরে যাব,সাধন কবে কর্‌ব—ডুব্‌কি কব্ ফাট্ যায়গা! অনেক জেদাজেদির পর আমি যেতে বল্লাম।

"শুনতে পাই, কেউ কেউ বলে, নারায়ণ শাস্ত্রী নাকি শরীর ত্যাগ করেছে,—তপস্যা করবার সময় ভৈরবে নাকি চড়্ মেরেছিল। আবার কেউ কেউ বলে,'বেঁচে আছে,—এই আমরা তাকে রেলে তুলে দিয়ে এলাম।'

"কেশব সেনকে দেখবার আগে নারা'ণ শাস্ত্রীকে বল্লুম, তুমি একবার যাও, দেখে এস কেমন লোক। সে দেখে এসে বল্লে, লোকটা জপে সিদ্ধ। নারাণ শাস্ত্রী জ্যোতিষ জান্‌তো—বল্লে, 'কেশব সেনের ভাগ্য ভাল। আমি সংস্কৃতে কথা কইলাম, সে ভাষায় (বাঙ্গালা ভাষায়) কথা কইল।'

"তখন আমি হৃদেকে সঙ্গে করে বেলঘরের বাগানে গিয়ে দেখলাম। দেখেই বলেছিলাম, 'এঁরই ন্যাজ খসেছে,—ইনি জলেও থাকৃতে পারেন, ড্যাঙ্গাতেও থাকতে পারেন।'

"আমাকে পরোখ্ করবার জন্য তিন জন ব্রহ্মজ্ঞানী ঠাকুরবাড়ীতে পাঠিয়েছিল। তার ভিতর প্রসন্নও ছিল। রাত দিন আমায় দেখবে, দেখে কেশবের কাছে খবর দিবে। আমার ঘরের ভিতর রাত্রে ছিল,—কেবল দয়াময়, দয়াময়, কর্‌তে লাগল,—আর আমাকে বলে 'তুমি কেশব বাবুকে ধর, তা হলে তোমার ভাল হবে।' আমি ঐ সব কথা শুনে বল্লাম, 'আমি সাকার মানি।' তবুও 'দয়াময়' 'দয়াময়' করে। তখন আমার একটা অবস্থা হল। হয়ে বল্লাম, 'এখান থেকে যা'; ঘরের মধ্যে কোন মতে থাকৃতে দিলাম না। তারা বারাণ্ডায় গিয়ে শুয়ে রইল।

"কাপ্তেনও যেদিন আমায় প্রথম দেখল, সেদিন রাত্রে রয়ে গেল।

"নারায়ণ শাস্ত্রী যখন ছিল, মাইকেল এসেছিল। মথুর বাবুর বড় ছেলে দ্বারী বাবু সঙ্গে করে এনেছিল। ম্যাগাজিনের সাহেবদের সঙ্গে মোকদ্দমা হবার যোগাড় হয়েছিল। তাই মাইকেলকে এনে বাবুরা পরামর্শ কর্‌ছিল।

"দপ্তরখানার সঙ্গে বড়ঘর। সেইখানে মাইকেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি নারায়ণ শাস্ত্রীকে কথা কইতে বল্লাম। নারায়ণ শাস্ত্রীর সঙ্গে সংস্কৃতে কথা ভাল বল্‌তে পার্‌লে না। ভুল হতে লাগল। তখন ভাষায় কথা হল।

"নারায়ণ শাস্ত্রী বল্লে, 'তুমি নিজের ধর্ম্ম কেন ছাড়লে।' মাইকেল পেট দেখিয়ে বল্লে, 'পেটের জন্য—ছাড়তে হয়েছে।'

"নারায়ণ শাস্ত্রী বল্লে, 'যে পেটের জন্য ধর্ম্ম ছাড়ে, তার সঙ্গে কথা কি কহিব! তখন মাইকেল আমায় বল্লে, 'আপনি কিছু বলুন।'

"আমি বল্লাম, 'কে জানে কেন আমার কিছু বল্‌তে ইচ্ছা কচ্ছে না। আমার মুখ কে যেন চেপে ধর্‌ছে!'

[কামিনীকাঞ্চন ও হীনবুদ্ধি।]

চৌধুরী বাবুর ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবার কথা ছিল।

মনোমোহন। চৌধুরী আসবেন না। তিনি বল্লেন, ফরিদপুরের সেই বাঙ্গাল (শশধর) আস্‌বে,—তবে যাব না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি হীন বুদ্ধি!—বিদ্যার অহঙ্কার, তার উপর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিবাহ করেছে,—'ধরাকে সরা মনে করছে!'

চৌধুরী এম্, এ, পাশ করিয়াছেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর খুব বৈরাগ্য হইয়াছিল। ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে প্রায় যাইতেন। অধুনা তিনি দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ করিয়াছেন। তিনি চার শত টাকা মাহিয়ানা পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। এই কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি মানুষকে হীনবুদ্ধি করেছে। হরমোহন যখন প্রথমে গেল, তখন বেশ লক্ষণ ছিল। দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হতাম। তখন বয়স ১৭।১৮ হবে। তার পর প্রায় ডেকে ডেকে পাঠাই, আর যায় না। এখন মাগ্‌কে এনে আলাদা বাসা করেছে! মামার বাড়ীতে ছিল, বেশ ছিল। সংসারের কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না। এখন আলাদা বাসা করে পরিবারের রোজ বাজার করে (সকলের হাস্য); সে দিন ওখানে গিয়েছিল। আমি বল্লাম, "যা এখান থেকে চলে যা!— তোকে ছুঁতে আমার গা কেমন কচ্ছে!'

কর্ত্তাভজা চন্দ্র (চাটুয্যে) আসিয়াছেন। বয়ঃক্রম ষাট পঁয়ষট্টি। মুখে কেবল কর্ত্তাভজাদের শ্লোক। ঠাকুরের পদসেবা করিতে যাইতেছেন। ঠাকুর পা স্পর্শ করিতে দিলেন না। হাসিয়া বলিলেন, 'এখন তো বেশ হিসাবি কথা বল্‌ছে!' ভক্তেরা হাসিতে লাগিলেন।

এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের অন্তঃপুরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেছেন। অন্তঃপুরে স্ত্রীলোক ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন।

ঠাকুর আবার বৈঠকখানায় আসিয়াছেন। সহাস্যবদন। বলিলেন, 'আমি পায়খানার কাপড় ছেড়ে জগন্নাথকে দর্শন কর্‌লাম। আর একটু ফুল টুল দিলাম।'

[বিষয়ীর পূজাদি। স্মরণ মনন।]

"বিষয়ীদের পূজা, জপ, তপ, যখনকার তখন। যারা ভগবান বই জানে না, তারা নিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর নাম করে। কেউ মনে মনে সর্ব্বদাই 'রাম, ওঁ রাম,' জপ করে। জ্ঞানপথের লোকেরা 'সোঽহং' ও জপ করে। কারও কারও সর্ব্বদাই জিহ্বা নড়ে।

"সর্ব্বদাই স্মরণ, মনন থাকা উচিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[শশধর প্রভৃতি ভক্তগণ। ঠাকুরের সমাধি।]

শ্রীযুক্ত শশধর দু একটী বন্ধু সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। আমরা সকলে বাসকশয্যা জেগে আছি—কখন বর আস্‌বে।

পণ্ডিত হাসিতেছেন। ভক্তের মজলিস্‌। বলরামের পিতাঠাকুর উপস্থিত আছেন। ডাক্তার প্রতাপও আসিয়াছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শশধরের প্রতি)। জ্ঞানের চিহ্ন, প্রথম, শান্ত স্বভাব; দ্বিতীয়, অভিমানশূন্য স্বভাব। তোমার দুই লক্ষণই আছে।

"জ্ঞানীর আর কতকগুলি লক্ষণ আছে। সাধুর কাছে ত্যাগী, কর্ম্মস্থলে (যেমন লেক্‌চার দিবার সময়) সিংহতুল্য।—স্ত্রীর কাছে রসরাজ, রসপণ্ডিত। (পণ্ডিত ও অন্যান্য সকলের হাস্য)।

"বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা। যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা। বালকবৎ, উন্মাদবৎ, জড়বৎ, পিচাশবৎ।

"বালকের অবস্থার ভিতর আবার, বাল্য, পৌগণ্ড, যৌবন। পৌগণ্ড অবস্থায় ফচ্‌কিমি। উপদেশ দিবার সময় যুবার ন্যায়।

পণ্ডিত। কিরূপ ভক্তি দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায়?

[ভক্তিতত্ত্ব। জ্বলন্ত বিশ্বাস। 'আমার আবার পাপ!']

শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রকৃতি অনুসারে ভক্তি তিন রকম। ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ।

"ভক্তির সত্ত্ব—ঈশ্বরই টের পান। সেরূপ ভক্ত গোপন ভাল বাসে, —হয় ত মশারির ভিতর ধ্যান করে, কেউ টের পায় না। সত্ত্বের সত্ত্ব—বিশুদ্ধ সত্ত্ব—হলে ঈশ্বর দর্শনের আর দেরী নাই;—যেমন অরুণোদয় হ'লে বুঝা যায় যে, সূর্য্যোদয়ের আর দেরী নাই।

"ভক্তির রজঃ যাদের হয়, তাদের একটু ইচ্ছা হয়—লোকে দেখুক, আমি ভক্ত। সে ষোড়শোপচার দিয়ে পূজা করে, গরদ পরে ঠাকুরঘরে যায়,—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা,—মালায় মুক্তা,—মাঝে মাঝে একটী সোণার রুদ্রাক্ষ।

"ভক্তির তমঃ—যেমন ডাকাতপড়া ভক্তি। ডাকাত ঢেঁকি নিয়ে ডাকাতি করে, আটটা দারোগার ভয় নাই,—মুখে, মারো! লোটো! উন্মাদের ন্যায় বলে, হর, হর, হর, ব্যোম, ব্যোম! জয় কালী! মনে খুব জোর, জ্বলন্ত বিশ্বাস!

"শাক্তদের ঐরূপ বিশ্বাস।—কি,একবার কালী নাম দুর্গানাম করেছি,—একবার রামনাম করেছি, আমার আবার পাপ!

"বৈষ্ণবদের বড় দীন হীন ভাব। যারা কেবল মালা জপে, (বলরামের পিতাকে লক্ষ্য করিয়া) কেঁদে কোকিয়ে বলে, 'হে কৃষ্ণ দয়া কর,—আমি অধম, আমি পাপী!'

"এমন জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই যে, তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ!—রাত দিন হরিনাম করে, আবার বলে—আমার পাপ!!

"কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গান গাইতেছেন। গান শুনিয়া শশধর কাঁদিতেছেন।

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপানাদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, (ও মা) ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

ঠাকুর আবার গাইতেছেন—

শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা।
সুধা পানে ঢল ঢল কিন্তু ঢলে পড়ে না মা!

অধরের গায়ক বৈষ্ণবচরণ এইবার গান গাইতেছেন—

দুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার, দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি সে পাতাল, তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল।
দশমহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার, এবার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার॥
চল অচল তুমি মা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি তুমি বিশ্বমূল।
ত্রিলোকজননী তুমি ত্রিলোকতারিণী, সকলের শক্তি তুমি তোমার শক্তি তুমি॥

এই কয় চরণ গান শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ঠ হইয়াছেন। গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর নিজে গান ধরিলেন—

যশোদা নাচাত শ্যামা বলে নীলমণি, সেরূপ লুকালে কোথা করালবদনী!

বৈষ্ণবচরণ এইবার কীর্ত্তন গাইতেছেন। সুবোল-মিলন। যখন গায়ক আঁখর দিতেছেন—'রা বৈ ধা বেরায় না, রে!'—ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

শশধর প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[পুনর্যাত্রা। ঠাকুরের রথের সম্মুখে ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও সঙ্কীর্ত্তন]

ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল; গানও সমাপ্ত হইল। শশধর, প্রতাপ, রামদয়াল, রাম, মনমোহন, ছোকরাভক্তেরা প্রভৃতি অনেকেই বসিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলিতেছেন, 'তোমরা একটা কেউ খোচা দেওনা'—অর্থাৎ শশধরকে কিছু জিজ্ঞাসা কর।

রামদয়াল (শশধরের প্রতি)। ব্রহ্মের রূপকল্পনা যে শাস্ত্রে আছে, সে কল্পনা কে করেন?

পণ্ডিত। ব্রহ্ম নিজে করেন,—মানুষের কল্পনা নয়।

প্রতাপ ডাক্তার। কেন রূপ কল্পনা করেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন? তিনি কারু সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করেন না। তাঁর খুসি. তিনি ইচ্ছাময়! কেন তিনি করেন, এ খপরে আমাদের কাজ কি? বাগানে আম খেতে এসেছ. আম খাও;—কটা গাছ, ক হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা,—এসব হিসাবে কাজ কি? বৃথা তর্ক বিচার করলে বস্তু লাভ হয় না।

প্রতাপ ডাক্তার। তা হ'লে আর আমরা বিচার করব না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। বৃথা তর্ক বিচার করবে না। তবে সদসৎ বিচার করবে,—কোন্‌টা নিত্য, কোন্‌টা অনিত্য। যেমন কামক্রোধাদির সময়, বা শোকের সময়।

পণ্ডিত। ও আলাদা। ওকে বিবেকাত্মক বিচার বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ,—সদসৎ বিচার।

সকলে চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি)। আগে বড় বড় লোক আসৃত।

পণ্ডিত। কি বড় মানুষ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, বড় বড় পণ্ডিত।

ইতিমধ্যে ছোট রথখানি বাহিরের দুতালার বারাণ্ডার উপর আনা হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সুভদ্রা ও বলরাম নানা বর্ণের কুসুম ও পুষ্প-মালায় সুশোভিত হইয়াছেন এবং অলঙ্কার ও নববস্ত্র পীতাম্বর পরিধান করিয়াছেন। বলরামের সাত্ত্বিক পূজা, কোন আড়ম্বর নাই। বাহিরের লোকে জানেও না যে, বাড়ীতে রথ হইতেছে।

এইবার ঠাকুর ভক্তসঙ্গে রথের সম্মুখে আসিয়াছেন। ঐ বারাণ্ডাতেই রথ টানা হইবে। ঠাকুর রথের দড়ি ধরিয়াছেন ও কিয়ৎক্ষণ টানিলেন। তাহার পর গান ধরিলেন—

গান—'নদে টল মল টল মল করে, গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে!

গান—যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে, তারা তারা দুভাই এসেছে রে!

ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন! ভক্তেরাও সেই সঙ্গে

নাচিতেছেন ও গাইতেছেন। কীর্ত্তনীয়া বৈষ্ণবচরণ. সম্প্রদায়ের সহিত গানে ও নৃত্যে যোগ দান করিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে সমস্ত বারাণ্ডা পরিপূর্ণ হইল। মেয়েরাও নিকটস্থ ঘর হইতে এই প্রেমানন্দ দেখিতেছেন। বোধ হইল, যেন শ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তসঙ্গে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। পণ্ডিতও বন্ধুবর্গসঙ্গে রথের সম্মুখে এই নৃত্য গীত দর্শন করিতেছেন।

[বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। শশধর ও 'ব্যাকুলতা'।]

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই—ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন ও ভক্তসঙ্গে উপবেশন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি)। এর নাম ভজনানন্দ। সংসারীরা বিষয়ানন্দ নিয়ে থাকে,—কামিনীকাঞ্চনের আনন্দ। ভজন করতে করতে তাঁর যখন কৃপা হয়, তখন তিনি দর্শন দেন—তখন ব্রহ্মানন্দ।

শশধর ও ভক্তেরা অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন।

পণ্ডিত (বিনীতভাবে)। আজ্ঞা, কিরূপ ব্যাকুল হ'লে মনের এই সরস অবস্থা হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে দর্শন করবার জন্য যখন প্রাণ আটু পাটু হয়, তখন এই ব্যাকুলতা আসে। গুরু শিষ্যকে বল্লে, এসো তোমায় দেখিয়ে দি, কিরূপ ব্যাকুল হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়। এই বলে একটী পুকুরের কাছে নিয়ে শিষ্যকে জলে চুবিয়ে ধর্‌লে। তুল্‌লে পর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার প্রাণ কি রকম হচ্ছিল ? সে বল্লে. প্রাণ আটু বাটু কচ্ছিল !

পণ্ডিত। হাঁ হাঁ, তা বটে ; এবার বুঝেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে ভালবাসা এই সার। ভক্তিই সার। নারদ রামকে বল্লেন, তোমার পাদপদ্মে যেন সদা শুদ্ধা ভক্তি থাকে ; আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। রামচন্দ্র বল্লেন, আর কিছু বর লও ; নারদ বল্লেন, আর কিছু চাই না,—কেবল যেন পাদপদ্মে ভক্তি থাকে।

পণ্ডিত বিদায় লইবেন। ঠাকুর বলিতেছেন, এঁকে গাড়ি আনিয়ে দাও।

পণ্ডিত। আজ্ঞে না, আমরা অমনি চলে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তা কি হয় !—ব্রহ্মা যাঁরে না পায় ধ্যানে—

পণ্ডিত্। আমার এখন যাবার প্রয়োজন ছিল না, তবে সন্ধ্যাদি কর্ত্তে হবে—

[পরমহংস-অবস্থা ও কর্ম্মত্যাগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। মা আমার সন্ধ্যাদি কর্ম্ম উঠিয়ে দিয়েছেন। সন্ধ্যাদি দ্বারা দেহ মন শুদ্ধ করা। সে অবস্থা এখন আর নাই। এই বলিয়া ঠাকুর গানের ধুয়া ধরিলেন—"'শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি! তাদের দুই সতীনে পিরীত হলে তবে শ্যামা মারে পাবি!'

শশধর প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাম। আমি কাল শশধরের কাছে গিয়েছিলাম,—আপনি বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কই আমি ত বলি নাই। তা বেশ ত তুমি গিছিলে।

রাম। একজন খবরের কাগজের সম্পাদক (Editor, Indian Empire) আপনার নিন্দা কর্‌ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা কর্‌লেই বা।

রাম। তার পর শুনুন! আমার কথা শুনে তখন আর আমায় ছাড়ে না, আরও আপনার কথা শুন্‌তে চায়!

শ্রীযুক্ত প্রতাপ ডাক্তার এখনও বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন। "একবার সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যেও,—ভুবন (ধাত্রী) ভাড়া দেবে বলেছে।

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার নাম করিতেছেন—রামনাম, কৃষ্ণ নাম, হরিনাম, করিতেছেন। ভক্তেরা নিঃশব্দে শুনিতেছেন। এত সুমিষ্ট নাম কীর্ত্তন, যেন মধু বর্ষণ হইতেছে। আজি বলরামের বাড়ী যেন নবদ্বীপ হইয়াছে। বাহিরে নবদ্বীপ, ভিতরে বৃন্দাবন।

আজ রাত্রেই ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিবেন। বলরাম তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতেছেন—জল খাওয়াইবেন। এই সুযোগে মেয়ে ভক্তেরাও তাঁহাকে আবার দর্শন করিবেন।

এদিকে ভক্তেরা বাহিরের বৈঠকখানায় তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। ও একসঙ্গে সংকীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুর বাহিরে আসিয়াই তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। কীর্ত্তন চলিতে লাগিল—

গান— আমার গৌর নাচে।

নাচে সঙ্কীর্ত্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, ভক্তগণসঙ্গে॥
হরিবোল বলে বদনে গোরা, চায় গদাধর পানে,
গোরার অরুণ নয়নে, বহিছে সঘনে, প্রেমধারা হেম অঙ্গে॥

ঠাকুর আঁখর দিতেছেন—নাচে সঙ্কীর্ত্তনে (শচীর দুলাল নাচে রে) (আমার গোরা নাচে রে) (প্রাণের গোরা নাচে রে)।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—ষোড়শ খণ্ড।

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে মাষ্টার, রাখাল, লাটু, বলরাম, অধর,
শিবপুরভক্তগণ প্রভৃতি সঙ্গে।

3rd. August, 1884.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ত্ব।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মধ্যাহ্ন সেবার পর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা দুইটা হইবে।

শিবপুর হইতে বাউলের দল ও ভবানীপুর হইতে ভক্তেরা আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল, লাটু, হরীশ, আজকাল সর্ব্বদাই থাকেন। ঘরে বলরাম, মাষ্টারও আছেন।

আজ রবিবার, ২০ শ্রাবণ ; শ্রাবণ শুক্লা-দ্বাদশী ; আজ ঝুলনযাত্রার দ্বিতীয় দিন। গত কল্য ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাড়ীতে গিয়াছিলেন,—সেখানে শশধর প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন।

ঠাকুর শিবপুরের ভক্তদের সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। কামিনীকাঞ্চনে মন থাকলে যোগ হয় না। সাধারণ জীবের মন লিঙ্গ, গুহ্য ও নাভিতে। সাধ্য সাধনার পর কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হন। ঈড়া, পিঙ্গলা আর সুষুম্না নাড়ী ;—সুষুম্নার মধ্যে ছ'টি পদ্ম আছে। সর্ব্ব নীচে মূলাধার। তার পর স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। এইগুলিকে ষড়চক্র বলে।

"কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হ'লে, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এই সব পদ্ম ক্রমে পার হয়ে হৃদয়মধ্যে অনাহত পদ্ম—সেই খানে এসে অবস্থান করে। তখন লিঙ্গ গুহ্য নাভি থেকে মন সরে গিয়ে, চৈতন্য হয় আর জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধক অবাক হ'য়ে জ্যোতিঃ দ্যাখে আর বলে 'একি !' 'একি !'

"ষড়চক্র ভেদ হলে কুণ্ডলিনী সহস্রার পদ্মে গিয়ে মিলিত হন। কুণ্ডলিনী সেখানে গেলে সমাধি হয়।

"বেদমতে এ সব চক্রকে—'ভূমি' বলে। সপ্ত ভূমি। হৃদয়—চতুর্থ ভূমি—অনাহত পদ্ম দ্বাদশদল।

"বিশুদ্ধ চক্র পঞ্চম ভূমি। এখানে মন উঠলে কেবল ঈশ্বরকথা বল্‌তে আর শুন্‌তে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এ চক্রের স্থান কণ্ঠ। ষোড়শদল পদ্ম।

"যার এই চক্রে মন এসেছে, তার সাম্‌নে বিষয়কথা—কামিনীকাঞ্চনের কথা—হ'লে ভারি কষ্ট হয়। ওরূপ কথা শুন্‌লে সে সেখান থেকে উঠে যায়।

"তার পর ষষ্ঠ ভূমি। আজ্ঞা চক্র—দ্বিদল পদ্ম। এখানে কুলকুণ্ডলিনী এলে ঈশ্বরের রূপদর্শন হয়। কিন্তু একটু আড়াল থাকে—যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো,—মনে হয় আলো ছুঁলাম, কিন্তু কাচ ব্যবধান আছে ব'লে ছোঁয়া যায় না।

"তার পর সপ্তম ভূমি। সহস্রার পদ্ম। সেখানে কুণ্ডলিনী গেলে সমাধি হয়। সহস্রারে সচ্চিদানন্দশিব আছেন—তিনি শক্তির সহিত মিলিত হন। শিব-শক্তির মিলন।

"সহস্রারে মন এসে সমাধিস্থ হ'য়ে আর বাহ্য থাকে না। সে আর দেহ রক্ষা কর্‌তে পারে না। মুখে দুধ দিলে দুধ গড়িয়ে যায়। এ অবস্থায় থাক্‌লে একুশ দিনে মৃত্যু হয়। কালাপানিতে গেলে জাহাজ আর ফেরে না।

"ঈশ্বর-কোটি—অবতারাদি—এই সমাধি অবস্থা থে'কে নাম্‌তে পারে। তারা ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে, তাই নাম্‌তে পারে। তিনি তাদের ভিতর 'বিদ্যার আমি'—'ভক্তের আমি'—লোক শিক্ষার জন্য—রেখে দেন।

"তাদের অবস্থ—যেমন ষষ্ঠভূমি আর সপ্তম ভূমির মাঝখানে বাচ্‌ খেলা।

"সমাধির পর 'বিদ্যার আমি' কেউ কেউ ইচ্ছা করে রেখে দেন। সে আমির আঁট নাই—রেখা মাত্র।

"হনুমান সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর 'দাস-আমি' রেখে-ছিলেন। নারদাদি—সনক সনন্দ সনাতন সনৎকুমার এঁরাও ব্রহ্মজ্ঞানের পর 'দাস-আমি' 'ভক্তের আমি' রেখেছিলেন। এঁরা, জাহাজের মত, নিজেও পারে যান আবার অনেক লোককে পার করে নিয়ে যান।

ঠাকুর এইরূপে কি নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন? বলিতেছেন—

[পরমহংস নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী।]

"পরমহংস—নিরাকারবাদী আবার সাকারবাদী। নিরাকারবাদী যেমন ত্রৈলঙ্গ্য স্বামী। এঁরা আপ্তসারা—নিজের হ'লেই হ'ল।

"ব্রহ্মজ্ঞানের পরও যারা সাকারবাদী, তারা লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি নিয়ে থাকে। যেমন কুম্ভ পরিপূর্ণ হ'ল,—অন্য পাত্রে জল ঢালাঢালি ক'রছে।

"এরা যে সব সাধনা করে ভগবানকে লাভ করেছে, সেই সকল কথা লোকশিক্ষার জন্য বলে—তাদের হিতের জন্য। জলপানের জন্য অনেক কষ্টে কূপ খনন করলে—ঝুড়ি কোদাল লয়ে। কূপ হয়ে গেল, কেউ কেউ কোদাল আর আর যন্ত্র কূপের ভিতরই ফেলে দেয়—আর কি দরকার! কিন্তু কেউ কেউ কাঁধে ফেলে রাখে—পরের উপকার হবে বলে।

"কেউ আম লুকিয়ে খেয়ে মুখ পুঁছে। কেউ অন্য লোককে দিয়ে খায়।

"লোকশিক্ষার জন্য আর তাঁকে আস্বাদন করবার জন্য। 'চিনি খেতে ভালবাসি'।

"গোপীদেরও ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। কিন্তু তারা ব্রহ্মজ্ঞান চাইত না। তারা কেউ বাৎসল্যভাবে, কেউ সখ্যভাবে, কেউ মধুরভাবে, কেউ দাসীভাবে, ঈশ্বরকে সম্ভোগ ক'রতে চাইত।

[কীর্ত্তনানন্দে। শ্রীগৌরাঙ্গের নাম ও মায়ের নাম।]

শিবপুরের ভক্তেরা গোপীযন্ত্র লইয়া গান করিতেছেন। প্রথম গানে বলিতেছিলেন, 'আমরা পাপী আমাদের উদ্ধার কর'।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। ভয় দেখিয়ে—ভয় পেয়ে—ভজনা,—প্রবর্ত্তকের ভাব। তাঁকে লাভ করার গান গাও। আনন্দের গান!

(রাখালের প্রতি) নবীন নিয়োগীর বাড়ীতে সে দিন কেমন গান ক'রছিল,

'হরিনাম মদিরায় মত্ত হও—'

"কেবল অশান্তির কথা ভাল নয়। তাঁকে লয়ে আনন্দ—তাঁকে লয়ে মাতোয়ারা হওয়া!

শিবপুরের ভক্ত। আজ্ঞা, আপনার গান একটি হ'বে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি গাইব? আচ্ছা, যখন হবে গাইব।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর গান গাইতেছেন। গাইবার সময় ঊর্দ্ধদৃষ্টি।

গান—কৌপিন দাও কাঙ্গালবেসে ব্রজে যাই হে ভারতী।

গান—গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।

গান—দেখসে আয় গৌরবরণ রূপখানি (গো সজনী)।

আলৃতাগোলা দুধের ছানা মাখা গোরার গায়,

(দেখে ভাবের উদয় হয়)

কারিগর ভাঙ্গড়, মিস্ত্রী বৃষভানুনন্দিনী।

গান—ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।

গৌরাঙ্গের নামের পর মার নাম করিতেছেন।

গান—শ্যামা ধন কি সবাই পায়। অবোধ মন বুঝে না একি দায়

গান—মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।

গান—শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে।

চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতরি কত রঙ্গ দেখাতেছে॥

আপনি থাকি কলের ভিতরি, কল ঘুরায় ধরে কলডুরি।

কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে॥

যে কলে জেনেছে তারে, কল হ'তে হবে না তারে,

কোনো কলের ভক্তি ডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[সমাধি ও জগন্মাতার সহিত কথা। ভাব ও প্রেম।]

এই গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তেরা সকলে নিস্তব্ধ হইয়া দর্শন করিতেছেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

"মা উপর থেকে (সহস্রার থেকে?) এইখানে নেমে এস!—কি জ্বালাও!—চুপ করে বোস!

"মা যার যা (সংস্কার) আছে, তাই ত হবে!—আমি আর এদের কি বল্‌বো।

"বিবেক বৈরাগ্য না হলে কিছু হয় না।

"বৈরাগ্য অনেক প্রকার। এক রকম আছে মর্কট-বৈরাগ্য—সংসারের জ্বালায় জ্বলে বৈরাগ্য!—সে বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। আর ঠিক ঠিক বৈরাগ্য—সব আছে, কিছুর অভাব নাই, অথচ সব মিথ্যা বোধ।

"বৈরাগ্য একবারে হয় না। সময় না হলে হয় না। তবে একটী কথা আছে—শুনে রাখা ভাল। সময় যখন হবে, তখন মনে হবে—ও! সেই শুনেছিলাম!

"আর একটি কথা। এ সব কথা শুনতে শুনতে বিষয়বাসনা একটু একটু

করে কমে। মদের নেশা কমাবার জন্য একটু একটু চালুনির জল খেতে হয়। তা হলে ক্রমে ক্রমে নেশা ছুটতে থাকে।

"জ্ঞানলাভের অধিকারী বড়ই কম। গীতায় বলেছে—হাজার হাজার লোকের ভিতর এক জন তাঁকে জান্‌তে ইচ্ছা করে। আবার যারা জান্‌তে ইচ্ছা করে সেইরূপ হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন জান্‌তে পারে।

তান্ত্রিক ভক্ত। 'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে' ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সংসারে আসক্তি যত কম্‌বে, ততই জ্ঞান বাড়বে। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি।

[সাধুসঙ্গ, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি, ভাব, মহাভাব, প্রেম।]

"প্রেম সকলের হয় না। গৌরাঙ্গের হয়েছিল। জীবের ভাব হতে পারে—এই পর্য্যন্ত। ঈশ্বর-কোটীর—যেমন অবতার আদির—প্রেম হয়। প্রেম হলে জগৎ মিথ্যা তো বোধ হবেই, আবার শরীর যে এত ভাল-বাসার জিনিষ তা ভুল হয়ে যায়!

"পার্শী বইয়ে (হাফেজ) আছে, চামড়ার ভিতর মাংস,—মাংসের ভিতর হাড়, হাড়ের ভিতর মজ্জা, তার পর আরো কত কি! সকলের ভিতর প্রেম!

"প্রেমে কোমল, নরম, হয়ে যায়। প্রেমে, কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হয়েছেন।

"প্রেম হলে সচ্চিদানন্দকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া যায়। যাই দেখতে চাইবে, দড়ি ধরে টানলেই হয়। যখন ডাকবে তখন পাবে।

"ভক্তি পাকলে ভাব। ভাব হলে সচ্চিদানন্দকে ভেবে অবাক্ হয়ে যায়। জীবের এই পর্য্যন্ত। আবার ভাব পাকলে মহাভাব,—প্রেম। যেমন কাঁচা আম আর পাকা আম।

"শুদ্ধা ভক্তিই সার আর সব মিথ্যা!

"নারদ স্তব করাতে রাম বল্লেন, তুমি বর লও। নারদ চাইলেন, শুদ্ধা-ভক্তি। আর বল্লেন—রাম, যেন তোমার জগৎমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই! রাম বল্লেন, ও তো হলো, আর কিছু বর লও!

"নারদ বল্লেন—আর কিছু চাই না,—কেবল ভক্তি।

"এই ভক্তি কিরূপে হয়? প্রথমে সাধুসঙ্গ করতে হয়। সৎসঙ্গ করলে ঈশ্বরীয় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা, ঈশ্বরকথা বই আর কিছু শুনতে ইচ্ছা করে না;—তাঁরই কাজ করতে ইচ্ছা করে।

"নিষ্ঠার পর ভক্তি। তার পর ভাব,—মহাভাব,—প্রেম,—বস্তুলাভ।

"মহাভাব, প্রেম,—অবতার আদির হয়। সংসারী জীবের জ্ঞান, ভক্তের জ্ঞান, আর অবতারের জ্ঞান সমান নয়। সংসারী জীবের জ্ঞান যেন প্রদীপের আলো,—শুধু ঘরের ভিতরটী দেখা যায়। সে জ্ঞানে খাওয়া দাওয়া, ঘর করা, শরীর রক্ষা করা, সন্তান পালন, এই সব হয়।

"ভক্তের জ্ঞান যেন চাঁদের আলো। ভিতর বার দেখা যায়, কিন্তু অনেক দূরের জিনিষ, কি খুব ছোট জিনিষ, দেখা যায় না। অবতার আদির জ্ঞান যেন সূর্য্যের আলো। ভিতর বার, ছোট বড়—তাঁরা সব দেখতে পান।

"তবে সংসারী জীবের মন ঘোলা জল হয়ে আছে বটে, কিন্তু নির্ম্মালী ফেল্লে আবার পরিষ্কার হতে পারে। বিবেক বৈরাগ্য নির্ম্মালী।

এইবারে ঠাকুর শিবপুরের ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

[ঈশ্বরকথা শ্রবণের প্রয়োজন। 'সময়-সাপেক্ষ'।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। আপনাদের কিছু জিজ্ঞাসা থাকে বলো।

ভক্ত। আজ্ঞা, সব তো শুনলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুনে রাখা ভাল, কিন্তু সময় না হলে হয় না।

"যখন খুব জ্বর তখন কুইনাইন্ দিলে কি হবে? ফিবার মিক্শ্চার দিয়ে বাহ্যে টাহ্যে হয়ে একটু কম পড়লে, তখন কুইনাইন্ দিতে হয়। আবার কারু কারু অমনি সেরে যায়, কুইনাইন্ না দিলেও হয়।

"ছেলে ঘুমবার সময় মাকে বলেছিল—মা, আমার যখন হাগা পাবে, তখন তুলো। মা বল্লে, বাবা, আমায় তুলতে হবে না, হাগায় তোমায় তুল্‌বে।

"কেউ কেউ এখানে আসে দেখি কোন ভক্তসঙ্গে নৌকা করে এসেছে। ঈশ্বরীয় কথা তাদের ভাল লাগে না। কেবল বন্ধুর গা টিপছে—'কখন যাবে, কখন যাবে।' যখন বন্ধু কোন রকমে উঠলো না, তখন বলে, তবে ততক্ষণ আমি নৌকায় গিয়ে বসে থাকি।'

"যাদের প্রথম মানুষ জন্ম তাদের ভোগের দরকার। কতকগুলো কাজ করা না থাকলে চৈতন্য হয় না।

ঠাকুর ঝাউতলায় যাইবেন। গোল বারাণ্ডায় মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। আচ্ছা, আমার কি রকম অবস্থা?

মাষ্টার (সহাস্যে)। আজ্ঞা, আপনার উপরে সহজাবস্থা—ভিতর গভীর!—আপনার অবস্থা বোঝা ভারী কঠিন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হাঁ; যেমন floor করা মেজে, লোকে উপরটাই দেখে, মেজের নীচে কত কি আছে, জানে না।

চাঁদনীর ঘাটে বলরাম প্রভৃতি কয়েকটী ভক্ত কলিকাতায় যাইবার জন্য নৌকা আরোহণ করিতেছেন। বেলা চারটা বাজিয়াছে। ভাঁটা পড়িয়াছে, তাহাতে দক্ষিণে হাওয়া। গঙ্গাবক্ষ তরঙ্গমালায় বিভূষিত হইয়াছে। বলরামের নৌকা বাগবাজার অভিমুখে চলিয়া যাইতেছে, মাষ্টার অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছেন।

নৌকা অদৃশ্য হইলে তিনি আবার ঠাকুরের কাছে আসিলেন।

ঠাকুর পশ্চিমের বারাণ্ডা হইতে নামিতেছেন—ঝাউতলা যাইবেন। উত্তর-পশ্চিমে সুন্দর মেঘ হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন, বৃষ্টি হবে কি—ছাতাটা আনো দেখি। মাষ্টার ছাতা আনিলেন। লাটুও সঙ্গে আছেন।

ঠাকুর পঞ্চবটীতে আসিয়াছেন। লাটুকে বলিতেছেন—'তুই রোগা হয়ে যাচ্ছিস্ কেন?

লাটু। কিছু খেতে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেবল কি ঐ?—সময় খারাপ পড়েছে—আর বেশী ধ্যান করিস্ বুঝি?

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তোমার ঐটে ভার রইল। বাবুরামকে বল্‌বে, রাখাল গেলে দুই এক দিন মাঝে মাঝে এসে থাক্‌বে। তা না হলে আমার মন ভারী খারাপ হবে।

মাষ্টার। যে আজ্ঞা, আমি বোল্‌বো।

সরল হইলে, ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাবুরাম সরল কি না।

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে দক্ষিণাস্য হইয়া আসিতেছেন। মাষ্টার ও লাটু পঞ্চবটীতলায় দাঁড়াইয়া উত্তরাস্য হইয়া দেখিতেছেন।

ঠাকুরের পশ্চাতে নবীন মেঘ গগনমণ্ডল সুশোভিত করিয়া জাহ্নবীজলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—তাহাতে গঙ্গাজল কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে।

ঠাকুর আসিতেছেন—যেন সাক্ষাৎ ভগবান দেহ ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে ভক্তের জন্য কলুষবিনাশিনী হরিপাদাম্বুজসম্ভূতা সুরধুনীর তীরে বিচরণ করিতেছেন! সাক্ষাৎ তিনি উপস্থিত!—তাই কি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম,

উদ্যানপথ, দেবালয়, ঠাকুরপ্রতিমা, সেবকগণ, দৌবারিকগণ, প্রত্যেক ধূলিকণা, এত মধুর বোধ হইতেছে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[নবাই চৈতন্য, নরেন্দ্র, বাবুরাম; লাটু, মণি, রাখাল, নিরঞ্জন, অধর।]

ঠাকুর নিজের ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। বলরাম আম্র আনিয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যেকে বলিতেছেন—তোমার ছেলেদের জন্য আমগুলি নিয়ে যেও। ঘরে শ্রীযুক্ত নবাই চৈতন্য বসিয়াছেন। তিনি লাল কাপড় পরিয়া আসিয়াছেন।

উত্তরের লম্বা বারাণ্ডায় ঠাকুর হাজরার সহিত কথা কহিতেছেন। ব্রহ্মচারী হরিতাল-ভস্ম ঠাকুরের জন্য দিয়াছেন।—সেই কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রহ্মচারীর ঔষধ আমার বেশ খাটে—লোকটা ঠিক লোক।

হাজরা। কিন্তু বেচারী সংসারে পড়েছে—কি করে!

"কোন্নগর থেকে নবাই চৈতন্য এসেছেন। কিন্তু সংসারী হয়ে লাল কাপড় পরা!

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি বোলব! আর আমি দেখি, ঈশ্বর নিজেই এই সব মানুষ রূপ ধারণ করে রয়েছেন। তখন কারুকে কিছু বলতে পারি না।

ঠাকুর আবার ঘরের মধ্যে আসিয়াছেন। হাজরার সহিত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের কথা কহিতেছেন। হাজরা বলিতেছেন, নরেন্দ্র আবার মোকদ্দমায় পড়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শক্তি মানে না। দেহ ধারণ করলে শক্তি মানতে হয়।

হাজরা। বলে, আমি মানলে সকলেই মানবে,—তা কেমন করে মানি।

"অত দূর ভাল নয়। এখন শক্তিরই এলাকায় এসেছ। জজ সাহেব পর্য্যন্ত যখন সাক্ষী দেয়, তখন তা সাক্ষীর বাক্সে নেমে এসে দাঁড়াতে হয়।

ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—"তোমার সঙ্গে নরেন্দ্রের দেখা হয় নাই?

মাষ্টার। আজ্ঞা, আজ কাল হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একবার দেখা করো না— আর গাড়ী করে এখানে আনবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)। আচ্ছা, এখানকার সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ?

হাজরা। আপনার সাহায্য পাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভবনাথ? সংস্কার না থাকলে এখানে এত আসে?

"আচ্ছা, হরীশ, লাটু—কেবল ধ্যান করে—উগুনো কি?

হাজরা। হাঁ, কেবল ধ্যান করা কি?—আপনাকে সেবা করে, সে এক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হবে!—ওরা উঠে গিয়ে আবার কেউ আসবে।

হাজরা ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও সহজাবস্থা।]

এখনও সন্ধ্যার দেরী আছে। ঠাকুর ঘরে বসিয়া একান্তে মণির সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)। আচ্ছা, আমি যা ভাবাবস্থায় বলি, তাতে লোকের আকর্ষণ হয়?

মণি। আজ্ঞা, খুব হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। লোকে কি ভাবে? ভাবাবস্থা দেখলে কিছু বোধ হয়?

মণি। বোধ হয়, একাধারে জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য,—তার উপর সহজাবস্থা। ভিতর দিয়ে কত জাহাজ চলে গেছে, তবু সহজ! ও অবস্থা অনেকে বুঝতে পারে না,—দু চার জন কিন্তু ঐতেই আকৃষ্ট হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঘোষপাড়ার মতে ঈশ্বরকে 'সহজ' বলে। আর বলে,

সহজ না হলে সহজকে না যায় চেনা।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও অভিমান অহঙ্কার। 'আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)। আচ্ছা, আমার অভিমান আছে?

মণি। আজ্ঞা, একটু আছে। শরীর রক্ষা আর ভক্তি ভক্তের জন্য,—জ্ঞান উপদেশের জন্য। তাও আপনি প্রার্থনা করে রেখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি রাখি নাই,—তিনিই রেখে দিয়েছেন। আচ্ছা, ভাবাবেশের সময় কি হয়?

মণি। আপনি তখন বল্লেন—ষষ্ঠ ভূমিতে মন উঠে ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। তার পর কথা যখন ক'ন, তখন পঞ্চম ভূমিতে মন নামে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনিই সব কচ্ছেন। আমি কিছুই জানি না।

মণি। আজ্ঞা, তাই জন্যই ত এত আকর্ষণ!

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিরুদ্ধ শাস্ত্রের সমন্বয়।]

Why all Scriptures—all Religions—are true.

মণি। আজ্ঞা, শাস্ত্রে দু রকম বলছে। এক পুরাণের মতে কৃষ্ণকে

চিদাত্মা, রাধাকে চিৎশক্তি বলেছে। আর এক পুরাণে কৃষ্ণই কালী— আদ্যাশক্তি বলছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেবীপুরাণের মত।—এ মতে কালীই কৃষ্ণ হয়েছেন।

"তা হলেই বা!—**তিনি অনন্ত, পথও অনন্ত!**

এই কথা শুনিয়া মণি অবাক্ হইয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

মণি। ও বুঝেছি। আপনি যেমন বলেন, ছাদে উঠা নিয়ে কথা! যে কোন উপায়ে উঠতে পারলেই হলো—দড়ি, বাঁশ—যে কোন উপায়ে!

শ্রীরামকৃষ্ণ। এইটী যে বুঝেছ, এটুকু ঈশ্বরের দয়া। **ঈশ্বরের কৃপা না হলে সংশয় আর যায় না।**

"কথাটা এই—কোন রকমে তাঁর উপর যাতে ভক্তি হয়—ভালবাসা হয়। নানা খবরে আমাদের কাজ কি? একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি তাঁর উপর ভালবাসা হয় তা হলেই হলো। ভালবাসা হলেই তাঁকে লাভ করা যাবে। তার পর যদি দরকার হয়, তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন—সব পথের খবর বলে দিবেন। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলেই হলো—নানা বিচারের দরকার নাই। আম খেতে এয়েছ, আম খাও— কত ডাল, কত পাতা এ সবের হিসাবের দরকার নাই। হনুমানের ভাব—'আমি বার তিথি নক্ষত্র জানি না,—এক রাম চিন্তা করি!'

[সংসার ও ঈশ্বরলাভ। ভক্ত ও সঞ্চয়। যদৃচ্ছালাভ।]

মণি। এখন এরূপ ইচ্ছা হয় যে, কর্ম্ম খুব কমে যায়,—আর ঈশ্বরের দিকে খুব মন দি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আহা! তা হবে বৈ কি!

"কিন্তু জ্ঞানী নির্লিপ্ত হয়ে সংসারে থাকতে পারে।

মণি। আজ্ঞা, কিন্তু নির্লিপ্ত হতে গেলে বিশেষ শক্তি চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা বটে। কিন্তু হয় তো তুমি (সংসার) চেয়েছিলে।

"কৃষ্ণ শ্রীমতীর হৃদয়েই ছিলেন, কিন্তু ইচ্ছা হলো তাই মানুষরূপে লীলা।

"এখন প্রার্থনা করো, যাতে এ সব কমে যায়।

"আর মন থেকে ত্যাগ হলেই হলো।

মণি। সে যারা বাহিরে ত্যাগ করতে পারে না। উঁচু থাকের জন্য একবারেই ত্যাগ—মনের ত্যাগ ও বাহিরে ত্যাগ।

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন।—আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বৈরাগ্যের কথা তখন কেমন শুনলে ?

মণি। আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বৈরাগ্য মানে কি বল দেখি ?

মণি। বৈরাগ্য মানে শুধু সংসারে বিরাগ নয়। ঈশ্বরে অনুরাগ আর সংসারে বিরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ঠিক বলেছ।

"সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু উগুণোর জন্য অতো ভেবো না। **যদৃচ্ছা লাভ—এই ভালো। সঞ্চয়ের জন্য অতো ভেবো না।** যারা তাঁকে মনপ্রাণ সমর্পণ করে—যাঁরা তাঁর ভক্ত, শরণাগত,—তারা ও সব অতো ভাবে না। যত্র আয়—তত্র ব্যয়। এক দিক থেকে টাকা আসে, আর এক দিক থেকে খরচ হয়ে যায়। এর নাম যদৃচ্ছালাভ। গীতায় আছে।

[হরিপদ, রাখাল, বাবুরাম, অধর।]

ঠাকুর হরিপদর কথা কহিতেছেন।—"হরিপদ সে দিন এসেছিল।

মণি (সহাস্যে)। হরিপদ কথকতা জানে। প্রহ্লাদচরিত্র, শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা—এ সব বেশ সুর করে বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বটে ! সে দিন তার চক্ষু দেখলাম যেন চড়ে রয়েছে। বল্লাম,—'তুই কি খুব ধ্যান করিস্ ?'—তা মাথা হেঁট করে থাকে। আমি তখন বল্লাম,—অতো নয় রে !

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর মার নাম করিতেছেন ও চিন্তা করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরবাড়ীতে আরতি আরম্ভ হইল। শ্রাবণ শুক্লাদ্বাদশী। ঝুলন-উৎসবের দ্বিতীয় দিন। চাঁদ উঠিয়াছে। মন্দির, মন্দির-প্রাঙ্গণ, উদ্যান,—আনন্দময় হইয়াছে। রাত আটটা হইল। ঘরে ঠাকুর বসিয়া আছেন। রাখাল ও মাষ্টারও আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। বাবুরাম বলে সংসার !—ওরে বাবা !

মাষ্টার। ও শোনা কথা। বাবুরাম সংসারের কি জানে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা বটে। নিরঞ্জন দেখেছ,—খুব সরল !

মাষ্টার। আজ্ঞা, হাঁ। তার চেহারাতেই আকর্ষণ করে। চোখের ভাবটী কেমন !

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু চোখের ভাব নয়—সমস্ত। তার বিয়ে দেবে বলেছিল,—তা সে বলেছে, আমায় ডুবুবে কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হ্যাঁগা, লোকে বলে খেটে খুটে গিয়ে পরিবারের কাছে গিয়ে বস্‌লে নাকি খুব আনন্দ হয়।

মাষ্টার। আজ্ঞা, যারা ঐ ভাবে আছে, তাদের হয় বৈকি।

(রাখালের প্রতি, সহাস্যে)। Examination হচ্ছে—leading question.

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। মাঁয়ে বলে, ছেলের একটা গাছতলা করে দিলে বাঁচি! রোদে ঝলসা পোড়া হয়ে গাছতলায় বসবে।

মাষ্টার। আজ্ঞা, রকমারী বাপ মা আছে। মুক্ত বাপ ছেলেদের বিয়ে দেয় না। যদি দেয় সে খুব মুক্ত!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেছেন।

শ্রীযুক্ত অধর সেন কলিকাতা হইতে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। একটু বসিয়া কালী দর্শন জন্য কালীঘরে গেলেন।

মাষ্টারও কালী দর্শন করিলেন। তৎপরে চাঁদনীর ঘাটে আসিয়া গঙ্গার কূলে বসিলেন। গঙ্গার জল জ্যোৎস্নায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সবে জোয়ার আসিল। মাষ্টার নির্জ্জনে বসিয়া ঠাকুরের অদ্ভুত চরিত্র চিন্তা করিতেছেন—তাঁহার অদ্ভুত সমাধি অবস্থা,—মুহুর্মুহু ভাব,—প্রেমানন্দ,—অবিশ্রান্ত ঈশ্বরকথা প্রসঙ্গ,—ভক্তের উপর অকৃত্রিম স্নেহ,—বালকের চরিত্র—এই সব স্মরণ করিতেছেন। আর ভাবিতেছেন—ইনি কে—ঈশ্বর কি ভক্তের জন্য দেহ ধারণ করে এসেছেন?

অধর, মাষ্টার, ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন। অধর চট্টগ্রামে কর্ম্ম উপলক্ষে ছিলেন। তিনি চন্দ্রনাথ তীর্থের সীতাকুণ্ডের গল্প করিতেছেন।

অধর। সীতাকুণ্ডের জলে আগুনের শিখা জিহ্বার ন্যায় লক্ লক্ করে!

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ কেমন করে হয়?

অধর। জলে ফস্‌ফরস্ phosphorus আছে।

শ্রীযুক্ত রাম চাটুর্য্যে ঘরে আসিয়াছেন। ঠাকুর অধরের কাছে তাঁহার সুখ্যাত করিতেছেন। আর বলিতেছেন;—'রাম আছে, তাই আমাদের অতো ভাবতে হয় না। হরীশ, লাটু, এদের ডেকে ডুকে খাওয়ায়। ওরা হয়তো একলা কোথায় ধ্যান কচ্ছে। সেখান থেকে রাম ডেকে ডুকে আনে।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

চতুর্থ ভাগ—সপ্তদশ

6th December, 1884.

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত অধরের বাড়ীতে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে। সমাধিমন্দিরে]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাটীর বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বৈঠকখানা দ্বিতলের উপর। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়, ভবনাথ, মাষ্টার, চুনিলাল, হাজরা প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহার কাছে বসিয়া আছেন। বেলা ৩টা হইবে। আজ শনিবার, ২২এ ভাদ্র ১২৯১; কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথি।

ভক্তেরা প্রণাম করিতেছেন। মাষ্টার প্রণাম করিলে পর, ঠাকুর অধরকে বলিতেছেন—নিতাই ডাক্তার আসবে না?

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র গান গাইবেন, তাহার আয়োজন হইতেছে। তানপুরা বাঁধিতে গিয়া তার ছিঁড়িয়া গেল। ঠাকুর বলিতেছেন, ওরে কি কর্‌লি?—

নরেন্দ্র বাঁয়া তবলা বাঁধিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন,—তোর বাঁয়া যেন গালে চড় মারছে!

কীর্ত্তনাঙ্গের গান সম্বন্ধে কথা হইতেছে। নরেন্দ্র বলিতেছেন—কীর্ত্তনে তাল সম এ সব নাই—তাই অত popular—লোকে ভালবাসে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি বল্‌লি! করুণ বলে তাই অত লোকে ভালবাসে!

নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

গান—সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে।

গান—যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।

আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি, সহাস্যে)। প্রথম এই গান করে!

নরেন্দ্র আরও দুইএকটী গান করবার পর বৈষ্ণবচরণ গান গাইতেছেন—

গান—চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি)। ওহে বঙ্কুরায় ভুলে আছ মথুরায়॥

হাতীচড়া জোড়াপরা, ভুলেছ কি ধেনুচরা। ব্রজের মাখন চুরি করা,

মনে কিছু হয়॥

শ্রীরামকৃষ্ণ। 'হরি হরি বলরে বীণে' ঐটে একবার—হোক না।

বৈষ্ণবচরণ গাইতেছেন—হরি হরি বলরে বীণে!

শ্রীহরির চরণ বিনে পরম তত্ত্ব আর পাবিনে॥
হরিনামে তাপ হরে, মুখে বল হরে কৃষ্ণ হরে,
হরি যদি কৃপা করে তবে ভবে আর ভাবিনে।
বীণে একবার হরি বল, হরি নাম বিনে নাহি সম্বল,
দাস গোবিন্দ কয় দিন গেল, অকূলে যেন ভাসিনে

[মুহুর্মুহুঃ সমাধি ও নৃত্য।]

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—আহা! আহা! হরি হরি বল।

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছেন ও দর্শন করিতেছেন। ঘর লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

কীর্ত্তনীয়া ঐ গান সমাপ্ত করিয়া নূতন গান ধরিলেন।

গান—শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর, তপত কাঞ্চন কায়! (চতুর্থভাগ, ৪৫পৃষ্ঠা।)

কীর্ত্তনীয়া যখন আঁখর দিচ্ছেন 'হরিপ্রেমের বন্যে ভেসে যায়,' ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আবার বসিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া আঁখর দিতেছেন।—(একবার হরি বল রে)

ঠাকুর আঁখর দিতে দিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন ও হেঁট মস্তক হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। তাকিয়াটী সম্মুখে। তাহার উপর শিরোদেশ ঢলিয়া পড়িয়াছে।

কীর্ত্তনীয়া আবার গাইতেছেন—

হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে, বল মাধাই মধুর স্বরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

গান—হরি বলে আমার গৌর নাচে।

নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার হেমগিরির মাঝে।
রাঙ্গাপায়ে সোণার নূপুর রুণু ঝুণু বাজে॥
থেকো রে বাপ নরহরি থেকো গৌরের পাশে।
রাধার প্রেমে গড়া তনু, ধূলায় পড়ে পাছে॥
বামেতে অদ্বৈত আর দক্ষিণে নিতাই।
তার মাঝে নাচে আমার চৈতন্য গোঁসাই॥

ঠাকুর আবার উঠিয়াছেন ও আঁখর দিয়া নাচিতেছেন।

(প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে রে।)

সেই অপূর্ব্ব নৃত্য দেখিয়া নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন!

নাচিতে নাচিতে ঠাকুর এক একবার সমাধিস্থ হইতেছেন। তখন অন্তর্দ্দশা। মুখে একটী কথা নাই। শরীর সমস্ত স্থির! ভক্তেরা তখন তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই অর্দ্ধবাহ্য দশা—চৈতন্যদেবের যেরূপ হইত,—অমনি ঠাকুর সিংহ বিক্রমে নৃত্য করিতেছেন। তখনও মুখে কথা নাই—প্রেমে উন্মত্ত প্রায়!

যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইতেছেন—অমনি একবার আঁখর দিতেছেন।

আজ অধরের বৈঠকখানা ঘর শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইয়াছে। হরিনামের রোল শুনিতে পাইয়া রাজপথে অসংখ্য লোক জমিয়া গিয়াছে।

ভক্তসঙ্গে অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে। সেই অবস্থায় ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলিতেছেন—সেই গানটী—'আমায় দেমা পাগল করে?'

ঠাকুরের আজ্ঞা পাইয়া নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন—

আমায় দেমা পাগল করে। (শ্রীকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, ১৫২ পৃষ্ঠা।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর ঐটী—'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে'।

নরেন্দ্র গাইতেছেন—চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।

মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি ॥

মহাযোগে সমুদায় একা কার হইল, দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল, এখন আনন্দে মাতিয়া, দুবাহু তুলিয়া, বলরে মন হরি হরি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। আর 'চিদাকাশে'?—না ওটা বড় লম্বা, না?—আচ্ছা, একটু আস্তে আস্তে।

নরেন্দ্র গাইতেছেন—চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হে।

উথলিল প্রেম সিন্ধু কি আনন্দময় হে ॥

শ্রীকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, ৬২ পৃষ্ঠা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর ঐটে—'হরিরস মদিরা?'

নরেন্দ্র। হরিরস মদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে।

লুটায়ে অবনীতল, হরি হরি বলি কাঁদ রে ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ আঁখর দিতেছেন—

(প্রেমে মত্ত হয়ে,—হরি হরি বলি কাঁদ রে।)

(ভাবে মত্ত হয়ে,—হরি হরি বলি কাঁদ রে।)

ঠাকুর ও ভক্তেরা একটু বিশ্রাম করিতেছেন। নরেন্দ্র আস্তে আস্তে ঠাকুরকে বলিতেছেন—'আপনি সেই গানটী একবার গাইবেন ?—'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—'আমার গলাটা একটু ধরে গেছে—'

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার নরেন্দ্রকে বলিতেছেন—'কোন্‌টী ?'

নরেন্দ্র। ভুবনরঞ্জনরূপ।

ঠাকুর আস্তে আস্তে গাইতেছেন—

গান—ভুবনরঞ্জনরূপ নদে গৌর কে আনিল রে

(আন হেরিতে শ্যাম হেরি)

(অলকা আবৃত মুখ) (মেঘের গায়ে বিজলী)

ঠাকুর আর একটী গান গাইতেছেন—

শ্যামের নাগাল পেলুম না লো সই। আমি কি সুখে আর ঘরে রই ॥

শ্যাম যদি মোর হ'তো মাথার চুল।

যতন ক'রে বাঁধতুম্ বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল।

(কেশব-কেশ যতনে বাঁধতুম্ সই)

(কেউ নক্‌তে পারত না সই,)—(শ্যাম কাল আর কেশ কাল)

(কালোয় কালোয় মিশে যেতো গো,—কেউ নক্‌তে,)

শ্যাম যদি মোর বেশর হইত, নাসা মাঝে সতত রহিত,—

(অধর চাঁদ অধরে র'ত সই।) (যা হবার নয়, তা মনে হয় গো—)

(শ্যাম কেন বেসর হবে সই ?—)

শ্যাম যদি মোর কঙ্কণ হ'তো, বাহুমাঝে সতত রহিত

(কঙ্কণ নাড়া দিয়ে চ'লে যেতুম্ সই) (বাহু নাড়া দিয়ে)।

(শ্যাম কঙ্কণ হাতে দিয়ে, চলে যেতুম সই) (রাজপথে)—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ভাবাবস্থায় অন্তর্দৃষ্টি। নরেন্দ্রাদির নিমন্ত্রণ।]

গান সমাপ্ত হইয়া গেল। নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি, সহাস্যে)। হাজরা নেচেছিল ?

নরেন্দ্র (সহাস্যে)। আজ্ঞা, একটু একটু।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। একটু একটু।

নরেন্দ্র (সহাস্যে)। ভুঁড়ি আর একটী জিনিষ নেচেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। সে আপনি হেলে দোলে—না দোলাতে আপনি দোলে। (সকলের হাস্য)।

শশধর যে বাড়ীতে আছেন, সেই বাড়ীতে ঠাকুরের নিমন্ত্রণ হইবার কথা হইতেছে।

নরেন্দ্র। বাড়ীওয়ালা খাওয়াবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তার শুনেছি স্বভাব ভাল না—লোচ্চা।

নরেন্দ্র। আপনি তাই—যে দিন শশধরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়—তাদের ছোঁয়া জলের গেলাস থেকে জল খেলেন না। আপনি কেমন করে জানলেন যে, সে লোকটার স্বভাব ভাল না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হাজরা আর একটা জানে,—ও দেশে—সিহোড়ে—হৃদের বাড়ীতে।

হাজরা। সে একজন বৈষ্ণব—আমার সঙ্গে দর্শন করতে গিছলো—হৃদয় মুখুজ্জের বাড়ীতে। যাই সে গিয়ে বসলো, ইনি তার দিকে পেছন ফিরে বসলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মাসীর সঙ্গে নাকি নষ্ট ছিল—তার পর শোনা গেল।

(নরেন্দ্রের প্রতি) "আগে বলতিস্ আমার অবস্থা সব মনের গতিক (hallucination).

নরেন্দ্র। কে জানে! এখন ত অনেক দেখলাম—সব মিলছে!

নরেন্দ্র বলিতেছেন, ঠাকুর ভাবাবস্থায় লোকের অন্তর বাহির সমস্ত দেখিতে পান—এটা তিনি অনেকবার মিলাইয়া দেখিলেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তের জাতি বিচার। Caste.]

ঠাকুর ও ভক্তদের সেবার জন্য অধর অনেক আয়োজন করিয়াছেন। তিনি এইবার তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন।

মহেন্দ্র ও প্রিয়নাথ—মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়কে—ঠাকুর বলিতেছেন, "কি গো, তোমরা খেতে যাবে না ?"

তাঁহারা বিনীত ভাবে বলিতেছেন—'আজ্ঞা, আমাদের থাক।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। এঁরা সবই কচ্ছেন, শুধু ঐটেতেই সঙ্কোচ।

"এক জনের শ্বশুর ভাসুরের নাম হরি, কৃষ্ণ, এই সব। এখন হরি নাম ত করতে হবে?—কিন্তু 'হরে কৃষ্ণ' বলবার যো নাই। তাই সে জপ কচ্ছে—

'ফরে ফৃষ্ট, ফরে ফৃষ্ট, ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফরে ফরে!

ফরে রাম ফরে রাম, রাম রাম ফরে ফরে!

অধর জাতিতে সুবর্ণবণিক্। তাই ব্রাহ্মণ ভক্তেরা কেহ কেহ প্রথম প্রথম্ তাঁহার বাটীতে আহার করিতে ইতস্ততঃ করিতেন। কিছু দিন পরে যখন তাঁহারা দেখিলেন, স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ওখানে খান, তখন তাঁহাদের চটকা ভাঙ্গিল।

রাত্রি প্রায় ন'টা হইল। নরেন্দ্র ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর আনন্দে সেবা করিলেন।

এইবার বৈঠকখানায় আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন—দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন হইবার উদ্যোগ হইতেছে।

আগামী কল্য রবিবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের আনন্দের জন্য মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয় কীর্ত্তনের আয়োজন করিয়াছেন। শ্যামদাস কীর্ত্তনীয়া গান গাইবেন। রাম শ্যামদাসের কাছে নিজের বাটীতে কীর্ত্তন শিখেন।

ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাল দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। কাল যাবি—কেমন?

নরেন্দ্র। আচ্ছা, চেষ্টা করবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সেখানে নাইবি, খাবি।

"ইনিও (মাষ্টার) না হয় গিয়ে খাবেন। (মাষ্টারের প্রতি) তোমার অসুখ এখন সেরেছে?—এখন পত্তি (পথ্য) ত নয়?

মাষ্টার। আজ্ঞা না—আমিও যাব।

নিত্যগোপাল বৃন্দাবনে আছেন। চুনীলাল কয়েক দিন হইল বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার কাছে নিত্যগোপালের সংবাদ লইতেছেন।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিবেন: মাষ্টার ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম মস্তকের দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর সস্নেহে তাঁহাকে বলিতেছেন,—'তবে যেও।' (নরেন্দ্রাদির প্রতি) 'নরেন্দ্র, ভবনাথ যেও।'

নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দ ও কীর্ত্তনমধ্যে ভক্তসঙ্গে অপূর্ব্ব নৃত্য স্মরণ করিতে করিতে সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরিতেছেন।

আজ ভাদ্র কৃষ্ণপ্রতিপদ। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—যেন হাসিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—ভবনাথ, হাজরা প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে—গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে যাইতেছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—অষ্টাদশ খণ্ড।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাম, বাবুরাম, মাষ্টার, চুনী, অধর, ভবনাথ, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

7th September, 1884,

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত। ঘোষপাড়া ও কর্ত্তাভজাদের মত।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে সেই ঘরে নিজের আসনে (ছোট খাটটীতে) ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা এগারটা হইবে, এখনও তাঁহার সেবা হয় নাই।

গত কল্য শনিবার ঠাকুর শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাটীতে ভক্তসঙ্গে শুভাগমন করিয়াছিলেন। হরিনাম কীর্ত্তন মহোৎসব করিয়া সকলকে ধন্য করিয়াছিলেন। আজ এখানে শ্যামদাসের কীর্ত্তন হইবে। ঠাকুরের কীর্ত্তনানন্দ দেখিবার জন্য অনেক ভক্তের সমাগম হইতেছে।

প্রথমে বাবুরাম, মাষ্টার, শ্রীরামপুরের ব্রাহ্মণ, মনমোহন, ভবনাথ, কিশোরী; তৎপরে চুনীলাল, হরিপদ, প্রভৃতি; ক্রমে মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়, রাম, সুরেন্দ্র, তারক, অধর, নিরঞ্জন। লাটু, হরীশ ও হাজরা আজ কাল দক্ষিণেশ্বরেই থাকেন। শ্রীযুক্ত রামলাল মা কালীর সেবা করেন ও ঠাকুরের তত্ত্বাবধান করেন। শ্রীযুক্ত রাম চক্রবর্ত্তী বিষ্ণুঘরে সেবা করেন। তিনিও মাঝে মাঝে আসিয়া ঠাকুরের তত্ত্বাবধান করেন। লাটু ও হরীশ ঠাকুরের সেবা করেন। আজ রবিবার ভাদ্রকৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি। ২৩এ ভাদ্র, ১২৯১।

মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলে পর ঠাকুর বলিতেছেন—'কই নরেন্দ্র এলো না?'

নরেন্দ্র সে দিন আসিতে পারেন নাই। শ্রীরামপুরের ব্রাহ্মণটী রামপ্রসাদের গানের বই আনিয়াছেন ও সেই পুস্তক হইতে মাঝে মাঝে গান পড়িয়া ঠাকুরকে শুনাইতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণের প্রতি) কই পড় না?

ব্রাহ্মণ। গান—বসন পরো, মা বসন পর, মা বসন পরো!

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও সব রাখো—আকাট বিকাট!—এমন গান পড় যাতে ভক্তি হয়।

ব্রাহ্মণ। গান—কে জানে কালী কেমন, ষড় দর্শনে না পায় দর্শন।

[ঠাকুরের 'দরদী'। পরমহংস, বাউল ও সাঁই।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) কাল অধর সেনের বাড়ী (ভাবাবস্থায়) এক পাশে থেকে পায়ে ব্যথা হয়েছিল। তাইত বাবুরামকে নিয়ে যাই। দরদি!

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন—

মনের কথা কইবো কি সই কইতে মানা। দরদি নইলে প্রাণ বাঁচে না॥

মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়নে তার যায় গো চেনা,

সে দু এক জনা; সে যে রসে ভাসে প্রেমে ডোবে,

কচ্ছে রসের বেচা কেনা। (ভাবের মানুষ)

মনের মানুষ মিলবে কোথা, বগলে তার ছেঁড়া কাঁথা,

ও সে কয়না গো কথা; ভাবের মানুষ উজান পথে

করে আনা গোনা। (মনের মানুষ, উজান পথে করে আনা গোনা)

"বাউলদের এই সব গান। আবার আছে—

গান—'দরবেশ দাঁড়ারে, সাধের করোয়া ধারী, দাঁড়ারে তোর রূপ নেহারি।'

"শাক্তমতের সিদ্ধকে বলে কৌল। বেদান্তমতে বলে পরমহংস। বাউল বৈষ্ণবদের মতে বলে সাঁই। 'সাঁইয়ের পর আর নাই'।

"বাউল সিদ্ধ হলে সাঁই হয়। তখন সব অভেদ। অর্দ্ধেক মালা গোহাড় অর্দ্ধেক মালা তুলসীর। 'হিঁদুরনীর—মুসলমানের পীর।'

[আলেখ। হাওয়ার খপর। পৈটে। রসের কাজ। খোলা নামা।]

"সাঁইয়েরা বলে—আলেখ! আলেখ! বেদমতে বলে ব্রহ্ম; ওরা বলে আলেখ! জীবদের বলে—'আলেখে আসে, আলেখে যায়'; অর্থাৎ জীবাত্মা অব্যক্ত থেকে এসে তাইতে লয় হয়।

"তারা বলে, হাওয়ার খবর জান?

"অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ হলে ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না—এদের ভিতর দিয়ে যে মহাবায়ু উঠে, তাহার খবর।

"আবার জিজ্ঞাসা করে, কোন পৈঠেতে আছ?—অর্থাৎ ছটা পইঠে—ষড়চক্র।

"যদি বলে পঞ্চমে আছে, তার মানে যে বিশুদ্ধ চক্রে মন উঠেছে।

(মাষ্টারের প্রতি)। তখন নিরাকার দর্শন। যেমন গানে আছে। এই বলিয়া ঠাকুর একটু সুর করিয়া বলিতেছেন—'তদূর্দ্ধেতে আছে মাগো অম্বুজে আকাশ। সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকলি আকাশ।'

"এক জন বাউল এসেছিল, তা আমি বল্লাম -তোমার রসের কাজ সব হয়ে গেছে ?—খোলা নেমেছে ?

"যত রস জ্বাল দেবে তত রেফাইন (refine) হবে। প্রথম, আকের রস—তার পর গুড়—তার পর দোলো—তার পর চিনি—তার পর মিছরি, ওলা, এই সব। ক্রমে ক্রমে আরও রেফাইন হচ্চে।

"খোলা নামবে কখন ? অর্থাৎ সাধন শেষ হবে কবে ?—যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে—যেমন জোঁকের উপর চুণ দিলে জোঁক আপনি খুলে পড়ে যাবে,—ইন্দ্রিয় তেম্নি শিথিল হয়ে যাবে। **রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ।**

"ওরা অনেকে রাধাতন্ত্রের মতে চলে। পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধন করে। পৃথিবীতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব,—মল মূত্র রজ বীজ এই সব তত্ত্ব! এ সব সাধন বড় নোংরা সাধন; যেমন পায়খানার ভিতর দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢোকা!

"যারা এ মতে সিদ্ধ হয়, তারা অন্য মতের লোকদের বলে 'জীব'।

"ঘোষপাড়ার লোকেরা বিজাতীয় লোক থাকলে কথা কবে না। বলে,—এখানে 'জীব' আছে।

"এক দিন আমি দালানে খাচ্ছি। এক জন ঘোষপাড়ার মতের লোক এলো। এসে বলছে,—'তুমি খাচ্ছো, না কারুকে খাওয়াচ্ছ ?' অর্থাৎ যে সিদ্ধ হয়, সে দেখে যে অন্তরে ভগবান্ আছেন।

"ও দেশে এই মতের লোক এক জন দেখেছি। সরী (সরস্বতী) পাথর—মেয়ে মানুষ। এ মতের লোকে পরস্পরের বাড়ীতে খায়, কিন্তু অন্য মতের লোকের বাড়ী খাবে না। মল্লিকরা স্বরী পাথরের বাড়ীতে গিয়ে খেলে, তবু হৃদের বাড়ীতে খেলে না। বলে ওরা 'জীব'। (সকলের হাস্য)

"আমি এক দিন তার বাড়ীতে হৃদের সঙ্গে বেড়াতে গিছলাম। বেশ তুলসী বন করেছে। কড়াই মুড়ি দিলে, দুটী খেলুম। হৃদে অনেক খেয়ে ফেল্লে,—তার পর অসুখ।

"ওরা সিদ্ধাবস্থাকে বলে 'সহজ' অবস্থা। এক থাকের লোক আছে, তারা 'সহজ' 'সহজ' করে চ্যাঁচায়। সহজাবস্থার দুটী লক্ষণ বলে। প্রথম—কৃষ্ণগন্ধ গায়ে থাকবে না। দ্বিতীয়—পদ্মের উপর অলি বসবে, কিন্তু মধু পান করবে না। 'কৃষ্ণগন্ধ' নাই—এর মানে ঈশ্বরের ভাব সমস্ত অন্তরে,—বাহিরে কোন চিহ্ন নাই,—হরিনাম পর্য্যন্ত মুখে নাই। আর একটীর মানে কামিনীতে আসক্তি নাই। জিতেন্দ্রিয়।

"ওরা ঠাকুরপূজা, প্রতিমাপূজা, এ সব লাইক্ (like) করে না,—জীবন্ত মানুষ চায়। তাইত ওদের এক থাকের লোককে বলে কর্ত্তাভজা,—অর্থাৎ যারা কর্ত্তাকে—গুরুকে ঈশ্বর বোধে ভজনা করে—পূজা করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়।]

Why all Scriptures—all Religions—are true.

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। দেখছো কত রকম মত! মত, পথ। অনন্ত মত, অনন্ত পথ!

ভবনাথ। এখন উপায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ। একটা জোর করে ধরতে হয়। ছাদে উঠতে গেলে পাকা সিঁড়িতে উঠা যায়, এক খানা মইয়ে উঠা যায়,—দড়ির সিঁড়িতে উঠা যায়,—এক গাছা দড়ি দিয়ে উঠা যায়,—এক গাছা বাঁশ দিয়ে উঠা যায়। কিন্তু এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা, দিলে উঠা যায় না। একটা দৃঢ় করে ধরতে হয়। ঈশ্বর লাভ করতে হলে, একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়।

"আর সব মতকে এক একটী পথ বলে জানবে। আমার ঠিক পথ, আর সকলের মিথ্যা, এরূপ বোধ না হয়। বিদ্বেষভাব না হয়।

"আচ্ছা আমি কোন পথের? কেশব সেন বলতো, আপনি আমাদেরই মতের,—নিরাকারে আসছেন। শশধর বলে, ইনি আমাদের। বিজয়ও (গোস্বামী) বলে, ইনি আমাদের মতের লোক।

ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, আমি সব পথ দিয়াই ভগবানের নিকট পৌঁছিয়াছি—তাই সব পথের খবর জানি? আর সকল ধর্ম্মের লোক আমার কাছে এসে শান্তি পাবে?

ঠাকুর পঞ্চবটীর দিকে মাষ্টার প্রভৃতি দুএকটী ভক্তের সঙ্গে যাইতেছেন—মুখ ধুইবেন। বেলা বারটা বাজিয়াছে, এইবার বান আসিবে। বান আসিতেছে শুনিয়া ঠাকুর পঞ্চবটীর পথে একটু অপেক্ষা করিতেছেন।

[ভাব মহাভাবের গূঢ় তত্ত্ব। জোয়ার ভাঁটা।]

ভক্তদের বলিতেছেন—জোঁয়ার ভাঁটা কি আশ্চর্য্য!

"কিন্তু একটী দ্যাখো,—সমুদ্রের কাছে নদীর ভিতর জোয়ার ভাঁটা খেলে। সমুদ্র থেকে অনেক দূর হলে এক টানা হয়ে যায়!

"এর মানে কি?—ঐ ভাবটা আরোপ কর। যারা ঈশ্বরের খুব কাছে, তাদের ভিতরই ভক্তি, ভাব, এই সব হয়;—আবার দু এক জনের (ঈশ্বর কোটীর) মহাভাব, প্রেম—এ সব ও হয়।

(মাষ্টারের প্রতি) আচ্ছা, জোয়ার ভাঁটা কেন হয়?

মাষ্টার। ইংরাজী জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে যে, সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে ঐরূপ হয়। এই বলিয়া মাষ্টার মাটীতে অঙ্ক পাতিয়া পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি দেখাইতেছেন। ঠাকুর একটু দেখিয়াই বলিতেছেন—'থাক্, ওতে আমার মাথা ঝন্ ঝন্ করে!'

কথা কহিতে কহিতে বান ডাকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জলোচ্ছ্বাস-শব্দ হইতে লাগিল। ঠাকুরবাড়ীর তীরভূমি আঘাত করিতে করিতে উত্তর দিকে বান চলিয়া গেল।

ঠাকুর একদৃষ্টে দেখিতেছেন। দূরের নৌকা দেখিয়া বালকের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—দ্যাখো, দ্যাখো, ঐ নৌকাখানি বা কি হয়!

ঠাকুর পঞ্চবটীমূলে মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিয়া পড়িয়াছেন। একটী ছাতা সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সেটী পঞ্চবটীর চাতালে রাখিয়া দিলেন।

নারাণকে সাক্ষাৎ নারায়ণের মত দেখেন, তাই বড় ভাল বাসেন। নারাণ ইস্কুলে পড়ে। ঠাকুর এবার তাহারই কথা কহিতেছেন।

[সংসার ও টাকার সদ্ব্যবহার। নারাণ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। নারাণের কেমন স্বভাব দেখেছ। সকলের সঙ্গে মিশতে পারে—ছেলে বুড়ো সকলের সঙ্গে! এটী বিশেষ শক্তি না হলে হয় না। আর সব্বাই তাকে ভালবাসে। আচ্ছা, সে ঠিক সরল কি?

মাষ্টার। আজ্ঞা, খুব সরল বলে বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার ওখানে নাকি যায়?

মাষ্টার। আজ্ঞা, দু এক বার গিছলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একটী টাকা তুমি তাকে দেবে?—না কালীকে বলবো?

মাষ্টার। আজ্ঞা, বেশ তো, আমি দিব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বেশতো—ঈশ্বরে যাদের অনুরাগ আছে, তাদের দেওয়া ভাল। টাকার সদ্ব্যবহার হয়। সব সংসারে দিলে কি হবে?

কিশোরীর ছেলে পুলে হয়েছে। কম মাহিনা—চলে না। ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—'নারাণ বলেছিল, কিশোরীর একটা কর্ম্ম করে দেবে। নারাণকে এক বার মনে করে দিও না।'

মাষ্টার পঞ্চবটীতে দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ পরে ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মাষ্টারকে বলিলেন—'বাহিরে একটা মাদুর পাত্তে বোলোতো। আমি একটু পরে যাচ্ছি—একটু শোবো।'

ঠাকুর ঘরে পৌঁছিয়া বলিতেছেন—"তোমাদের কারুরই ছাতাটা আনতে মনে নাই। (সকলের হাস্য)

"ব্যস্তবাগীশ লোক কাছের জিনিষও দেখতে পায় না। একজন আর একটী লোকের বাড়ীতে টিকে ধরাতে গিছলো, কিন্তু হাতে লণ্ঠন জ্বলছে!

"একজন গামছা খুঁজে খুঁজে তার পর দেখে, কাঁধেতেই রয়েছে!

[ঠাকুরের মধ্যাহ্ন সেবা ও বাবুরামাদি সাঙ্গোপাঙ্গ।]

ঠাকুরের জন্য মা কালীর অন্ন প্রসাদ আনা হইল। এইবার ঠাকুর সেবা করিবেন। বেলা প্রায় একটা হইল।

সেবান্তে ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিবেন। ভক্তরা তবুও ঘরে সব বসিয়া আছেন। তাঁহাদের বুঝাইয়া বলার পর তাঁহারা বাহিরে গিয়া বসিলেন।

হরীশ, নিরঞ্জন, হরিপদ, রান্নাবাড়ীর কাছে গিয়া প্রসাদ পাইবেন। ঠাকুর হরীশকে বলিতেছেন—"তোদের জন্য আমসত্ত্ব নিয়ে যাস্।

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিতেছেন। বাবুরামকে বলিতেছেন—"বাবুরাম, কাছে একটু আয় না?"

বাবুরাম। আমি পান সাজছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। রেখে দে পান সাজা।

ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন। এ দিকে বকুলতলায় ও পঞ্চবটীতলায় কয়েকটী ভক্ত বসিয়া আছেন,—মুখুয্যেরা, চুনীলাল, হরিপদ, ভবনাথ,

তারক। তারক শ্রীবৃন্দাবন হইতে সবে ফিরিয়াছেন। ভক্তরা তাঁরি কাছে বৃন্দাবনের গল্প শুনিতেছেন। তারক নিত্যগোপালের সহিত বৃন্দাবনে এতদিন ছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে। ভক্তসঙ্গে নৃত্য।]

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। এইবার শ্যামদাসের কীর্ত্তন গান হইতেছে। শ্যামদাস সম্প্রদায় লইয়া মাথুর গাইতেছেন।

গান—নাথ দরশসুখে ইত্যাদি। কীর্ত্তনীয়া গাইতেছেন—

'সুখময় সায়র, মরুভূমি ভেল। জলদ নেহারই, চাতকী মরি গেল।'

শ্রীমতীর এই বিরহদশা বর্ণনা শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। তিনি ছোট খাটটীর উপর নিজের আসনে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন। বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাম, মনমোহন, মাষ্টার, সুরেন্দ্র, ভবনাথ, প্রভৃতি ভক্তেরা।

কিন্তু গান ভাল জমিতেছে না।

কোন্নগরের নবাই চৈতন্য আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। নবাই মনমোহনের পিতৃব্য। পেনশন লইয়া কোন্নগরে গঙ্গাতীরে ভজন সাধন করেন। ঠাকুরকে প্রায় দর্শন করিতে আসেন।

নবাই উচ্চ সংকীর্ত্তন করিয়া গান গাইতেছেন। ঠাকুর আসন ত্যাগ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অমনি নবাই ও ভক্তেরা তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন বেশ জমিয়া গেল। মহিমাচরণ পর্য্যন্ত ঠাকুরের সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন।

কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর নিজের আসনে উপবেশন করিলেন। হরিনামের পর এবার আনন্দময়ী মায়ের নাম করিতেছেন। ঠাকুর ভাবে মত্ত হইয়া মার নাম করিতেছেন। নাম করিবার সময় উর্দ্ধদৃষ্টি।

গান—গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না।

গান—ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।

(যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়।)

যে জন কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়॥

কালীপদ-সুধা-হ্রদে চিত্ত যদি রয়। পূজা হোম জপ বলি কিছুই কিছু নয়॥

গান—তোদের খ্যাপার হাট বাজার মা (তারা)।
কবো গুণের কথা কার মা তোদের ॥
গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস্ কদাচার।
মণি মুক্তা ফেলে পরিস্ গলে নরশির হার ॥
শ্মশানে মশানে ফিরিস্, কার বা ধারিস্ ধার।
রামপ্রসাদকে ভবঘোরে কর্ত্তে হবে পার ॥

গান—গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায় ॥

গান—আপনাতে আপনি থেকো মন, যেয়ো না কো কারু ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥

গান—মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল-কমলে।

গান—যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই দ্যাখ, আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।

ঠাকুর এই গানটী গাইতে গাইতে দণ্ডায়মান হইলেন। মার প্রেমে উন্মত্তপ্রায়! 'আদরিণী শ্যামা মাকে হৃদয়ে রেখো' এ কথাটী যেন ভক্তদের বার বার বলিতেছেন।

ঠাকুর এইবার যেন সুরাপানে মত্ত হইয়াছেন। নাচিতে নাচিতে আবার গান গাইতেছেন—মা কি আমার কালো রে!
কালোরূপ দিগম্বরী, হৃদিপদ্ম করে আলো রে!

ঠাকুর গাইতে গাইতে বড় টলিতেছেন দেখিয়া নিরঞ্জন তাঁহাকে ধারণ করিতে গেলেন। ঠাকুর মৃদুস্বরে 'য়্যাই! শালা ছুস্‌নে' বলিয়া বারণ করিতেছেন। ঠাকুর নাচিতেছেন দেখিয়া ভক্তেরা দাঁড়াইলেন। ঠাকুর মাষ্টারের হস্ত ধারণ করিয়া বলিতেছেন—'য়্যাই শালা নাচ্!'

[বেদান্তবাদী মহিমাচরণের প্রভুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য ও ঠাকুরের আনন্দ]

ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া আছেন। ভাবে গর্গর মাতোয়ারা!

ভাব কিঞ্চিৎ উপশম হইলে বলিতেছেন—ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ...ওঁ কালী! আবার বলিতেছেন, তামাক খাব। ভক্তেরা অনেকে দাঁড়াইয়া আছেন। মহিমাচরণ দাঁড়াইয়া ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। আপনারা বোসো।

"আপনি বেদ থেকে একটু কিছু শুনাও। মহিমাচরণ আবৃত্তি করিতেছেন—'জয় জজ্ঞ'মান' ইত্যাদি।

আবার মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে স্তব আবৃত্তি করিতেছেন—

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়, নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং, ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ, ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং, গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং, পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্॥
বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাম্ভজামো, বয়ন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং, ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

ঠাকুর হাত জোড় করিয়া স্তব শুনিলেন। পাঠান্তে ভক্তিভরে নমস্কার করিলেন। ভক্তেরাও নমস্কার করিলেন।

অধর কলিকাতা হইতে আসিলেন। আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আজ খুব আনন্দ হোলো।

মহিম চক্রবর্ত্তী এদিকে আসছে। হরিনামে আনন্দ কেমন দেখলে! না?

মাষ্টার। আজ্ঞা, হাঁ।

মহিমাচরণ জ্ঞানচর্চ্চা করেন। তিনি আজ হরিনাম করেছেন, আর কীর্ত্তনসময়ে নৃত্য করিয়াছেন—তাই ঠাকুর আহ্লাদ করিতেছেন।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ভক্তেরা অনেকেই ক্রমে ক্রমে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[প্রবৃত্তি না নিবৃত্তি। অধরের কর্ম্ম। বিষয়ীর উপাসনা ও চাকরী।]

সন্ধ্যা হইল। ফরাস দক্ষিণের লম্বা বারাণ্ডায় ও পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল ও ধুনা দেওয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে চাঁদ উঠিলেন। মন্দির, মন্দিরপ্রাঙ্গণ, উদ্যানপথ, গঙ্গাতীর, পঞ্চবটী, বৃক্ষশীর্ষ, জ্যোৎস্নায় হাসিতে লাগিল।

ঠাকুর নিজাসনে বসিয়া আবিষ্ট হইয়া মার নাম ও চিন্তা করিতেছেন।

অধর আসিয়া বসিয়াছেন। ঘরে মাষ্টার ও নিরঞ্জনও আছেন। ঠাকুর অধরের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি গো তুমি এখন এলে! কত কীর্ত্তন নাচ হয়ে গেল। শ্যামদাসের কীর্ত্তন রামের ওস্তাদ। কিন্তু আমার তত ভাল লাগলো না। উঠতে ইচ্ছা হলো না। ও লোকটার কথা তার পর শুনলাম। গোপীদাসের বদলী বলেছে—আমার মাথায় যত চুল তত উপপত্নী করেছে। (সকলের হাস্য)। তোমার কর্ম্ম হোলো না?

অধর ডেপুটী—তিন শত টাকা বেতন পান। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর Vice-Chairmanএর কর্ম্ম জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন—মাহিনা হাজার টাকা। অধর কর্ম্মের জন্য কলিকাতার অনেক বড় বড় লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

[নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার ও নিরঞ্জনের প্রতি)। হাজরা বলেছিল—অধরের কর্ম্ম হবে তুমি একটু মাকে বল। অধরও বলেছিল। আমি মাকে একটু বলেছিলাম—'মা এ তোমার কাছে আনাগোনা কচ্ছে, যদি হয় তো হক না।' কিন্তু সেই সঙ্গে মাকে বলেছিলাম—'মা কি হীনবুদ্ধি। জ্ঞান ভক্তি না চেয়ে তোমার কাছে এই সব চাচ্ছে!

(অধরের প্রতি) কেন হীনবুদ্ধি লোকগুনোর কাছে অত আনাগোনা করলে? এত দেখলে শুনলে!—সাতকাণ্ড রামায়ণ সীতা কার ভার্য্যে!

"অমুক মল্লিক হীনবুদ্ধি। আমার মাহেশে যাবার কথায় চলতি নৌকা বন্দোবস্ত করেছিল;—তার বাড়ীতে গেলেই হৃদুকে বলতো—হৃদু, গাড়ী রেখেছো?

অধর। সংসার করতে গেলে এ সব না করলে চলে না। আপনি ত বারণ করেন নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। নিবৃত্তিই ভাল,—প্রবৃত্তি ভাল নয়।

[বিষয়ীর উপাসনা ও চাকরী।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধর প্রভৃতির প্রতি)। এই অবস্থার পর আমার মাইনে সই করাতে ডেকেছিল—যেমন সবাই খাজাঞ্চির কাছে সই করে। আমি বল্লাম—তা আমি পারবো না। আমি ত চাচ্ছি না। তোমাদের ইচ্ছা হয় আর কারুকে দাও।

"এক ঈশ্বরের দাস!—আবার কার দাস হবো?

"—মল্লিক, আমার খেতে বেলা হয় বলে, রাঁধবার বামুন ঠিক করে দিছলো। এক মাস এক টাকা দিছলো। তখন লজ্জা হলো। ডেকে পাঠালেই ছুটতে হোতো!—আপনি যাই সে এক!

"হীনবুদ্ধি লোকের উপাসনা। সংসারে এই সব, আরও কত কি।

"এই অবস্থা যাই হোলো, রকম সকম দেখে অমনি মাকে বল্লাম—মা, ঐ খানেই মোড় ফিরিয়ে দাও!—সুধামুখীর রান্না—আর না আর না—খেয়ে পায় কান্না! (সকলের হাস্য।)

[সন্তোষ (Contentment)। ধনের আদর ও বিষয়ী।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। যার কর্ম্ম কচ্ছ, তারই করো। লোকে পঞ্চাশ টাকা একশ টাকা মাইনের জন্য লালায়িত! তুমি তিন শ টাকা পাচ্ছ। ওদেশে ডিপুটী আমি দেখেছিলাম। ঈশ্বর ঘোষাল। মাথায় তাজ—সব হাড়ে কাঁপে! ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। ডিপুটী কি কম গা!

"যার কর্ম্ম কচ্ছ, তারই করো! এক জনের চাকরী কল্লেই মন খারাপ হয়ে যায়, আবার পাঁচ জনের!

"এক জন স্ত্রীলোক এক জন মুছলমানের উপর আসক্ত হয়ে, তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ডেকেছিল। মুছলমানটী সাধুলোক ছিল, সে বল্লে—আমি প্রস্রাব করবো, আমার বদনা আনতে যাই।' স্ত্রীলোকটী বল্লে—তা এই খানেই হবে, আমি বদনা দিব এখন। সে বল্লে—তা হবে না। আমি যে বদনার কাছে একবার লজ্জা ত্যাগ করেছি, সেই বদনাই ব্যবহার করবো,—আবার নূতন বদনার কাছে নির্লজ্জ হবো না। এই বলে সে চলে গেল। মাগীটারও আক্কেল হলো। সে বদনার মানে বুঝলে উপপতি।

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর বড়ই কষ্টে পড়িয়াছেন। মা ও ভাইদের ভরণপোষণের জন্য তিনি কর্ম্মকাজ খুঁজিতেছেন। বিদ্যাসাগরের বৌবাজার ইস্কুলে দিন কতক হেড মাষ্টারের কর্ম্ম করেছিলেন।

অধর। আচ্ছা, নরেন্দ্র কর্ম্ম করবে কি না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ—সে করবে। মা ও ভাইরা আছে।

অধর। আচ্ছা, নরেন্দ্রের পঞ্চাশ টাকায়ও চলে, এক শ টাকায় ও চলে। নরেন্দ্র এক শ টাকার জন্য চেষ্টা করবে কি না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। বিষয়ীরা ধনের আদর করে,—মনে করে, এমন জিনিষ আর হবে না! শম্ভু বল্লে—'এই সমস্ত বিষয় তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে যাব, এইটী ইচ্ছা।' তিনি কি বিষয় চান? তিনি চান জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য।

"গয়না চুরির সময় সেজ বাবু বল্লে—'ও ঠাকুর! তুমি গয়না রক্ষা করতে পাল্লে না? হংসেশ্বরী কেমন রক্ষা করেছিল!'

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম। কাঞ্চন ত্যাগ। ত্যাগ ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র ঠাকুর]

"একখানা তালুক আমার নামে লিখে দেবে (সেজ বাবু) বলেছিল। আমি কালীঘর থেকে শুনলাম। সেজ বাবু আর হৃদে একসঙ্গে পরামর্শ কচ্ছিল। আমি এসে সেজ বাবুকে বল্লাম— দ্যাখো, অমন বুদ্ধি কোরো না!—ওতে আমার ভারী হানি হবে।

অধর। যা বলছেন, সৃষ্টির পর থেকে ছটী সাতটী হদ্দ ওরূপ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন, ত্যাগী আছে বই কি? ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করলেই লোকে জানতে পারে। এমনি আছে—লোকে জানে না। পশ্চিমে নাই?

অধর। কলকাতার মধ্যে একটী জানি—দেবেন্দ্র ঠাকুর।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি বলো!—ও যা ভোগ করেছে, অমন কে করেছে!—যখন সেজ বাবুর সঙ্গে ওর বাড়ীতে গেলাম, দেখলাম, ছোট ছোট ছেলে অনেক—ডাক্তার এসেছে ঔষধ লিখে দিচ্ছে। যার আট ছেলে আবার মেয়ে সে ঈশ্বর চিন্তা করবে না তো কে করবে? এত ঐশ্বর্য্য ভোগ করার পর যদি ঈশ্বরচিন্তা না করতো, লোকে বলত, ধিক্!

নিরঞ্জন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ধার উনি সব শোধ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। রেখেদে ও সব কথা! আর জ্বালাসনে! ক্ষমতা থেকেও যে বাপের ধার শোধ করে না, সে কি আর মানুষ?

"তবে সংসারীরা একবারে ডুবে থাকে, তাদের তুলনায় খুব ভাল—তাদের শিক্ষা হবে।

"ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্ত অনেক তফাৎ। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী—ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত—মৌমাছির মত। মৌমাছি ফুল বই আর কিছুতে বসবে না। মধুপান বই আর কিছু পান করবে না। সংসারী ভক্ত অন্য মাছির মত, সন্দেশেও বসছে আবার পচা ঘায়েও বসছে! বেশ ঈশ্বরের ভাবেতে রয়েছে, আবার কামিনীকাঞ্চন লয়ে মত্ত হয়।

"ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতকের মত। চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘের

জল বই আর কিছু খাবে না!—সাত সমুদ্র নদী ভরপুর! সে অন্য জল খাবে না! কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করবে না। কামিনীকাঞ্চন কাছে রাখবে, না পাছে আসক্তি হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[চৈতন্যদেব, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও লোকমান্য।]

অধর। চৈতন্যও ভোগ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (চমৎকৃত হইয়া)। কি ভোগ করেছিলেন?

অধর। অত পণ্ডিত! কত মান!

শ্রীরামকৃষ্ণ। অন্যের পক্ষে মান। তাঁর পক্ষে কিছু নয়।

"তুমিই আমায় মানো আর নিরঞ্জন মানে, আমার পক্ষে এক—সত্য করে বলছি।

"একজন টাকাওয়ালা লোক হাতে থাকবে, এ মনে আমার হয় না।

"মনমোহন বল্লে—"সুরেন্দ্র বলেছে, রাখাল এঁর (ঠাকুরের) কাছে থাকে—নালিশ চলে। আমি বল্লাম, কেরে সুরেন্দ্র? তার সতরঞ্চ আর বালিস এখানে আছে! আর সে টাকা দেয়?

অধর। দশ টাকা করে মাসে বুঝি দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দশ টাকায় দুমাস হয়। ভক্তেরা এখানে থাকে—সে ভক্তসেবার জন্য দেয়। সে তার পুণ্য, আমার কি? আমি যে রাখাল নরেন্দ্র এদের ভালবাসি, সে কি কোন নিজের লাভের জন্য?

মাষ্টার। মার ভালবাসার মত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মা তবু চাকরী করে খাওয়াবে বলে অনেকটা করে। আমি এদের যে ভালবাসি সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখি!—কথায় নয়।

[ঠিক ঠিক ত্যাগীর ভার ঈশ্বর লন। 'অনন্যশ্চিন্তয়ন্তঃ'।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রতি)। শোনো! আলো জ্বাল্লে বাদুলে পোকার অভাব হয় না! তাঁকে লাভ কল্লে তিনি সব জোগাড় করে দেন—কোন অভাব রাখেন না। তিনি হৃদয়মধ্যে এলে সেবা করবার লোক অনেক এসে জোটে!

"একটী ছোক্‌রা সন্ন্যাসী গৃহস্থ বাড়ী ভিক্ষা কত্তে গিছিল। সে

আজন্ম সন্ন্যাসী। সংসারের বিষয় কিছু জানে না। গৃহস্থের একটী যুবতী মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে। সন্ন্যাসী বললে, মা এর বুকে কি ফোড়া হয়েছে? মেয়েটীর মা বললে, না বাবা! ওর পেটে ছেলে হবে বলে, ঈশ্বর স্তন করে দিয়েছেন—ঐ স্তনের দুধ ছেলে খাবে। সন্ন্যাসী তখন বল্লে, তবে আর ভাবনা কি! আমি আর কেন ভিক্ষা করবো? যিনি আমায় সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমায় খেতে দেবেন।

"শোনো! যে উপপতির জন্য সব ত্যাগ করে এলো, সে বল্‌বে না, শ্যালা, তোর্ বুকে বস্‌বো আর খাব!

"ন্যাংটা বল্লে, কোন রাজা সোণার থালা সোণার গেলাস দিয়ে সাধুদের খাওয়ালে।

"কাশীতে মঠে দেখ্‌লাম মোহন্তর কত মান—বড় বড় খোট্টারা সব এসেছে। তারা হাত জোড়্ করে দাঁড়িয়ে আছে, আর বলছে, কি আজ্ঞা!

"যারা ঠিক ঠিক সাধু—ঠিক ঠিক ত্যাগী—তারা সোণার থালও চায় না,—মানও চায় না। তবে ঈশ্বর তাদের কোন অভাব রাখেন না। তাঁকে পেতে গেলে যা যা দরকার, সব যোগাড় করে দেন্।

সকলে চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রতি)। আপনি হাকিম—কি বোল্‌বো!—যা ভাল বোঝ তাই কোরো। আমি মূর্খ।

অধর (সহাস্যে, ভক্তদের প্রতি)। উনি আমাকে একজামিন (examine) কচ্চেন্।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। **নিবৃত্তিই ভাল!** দ্যাখো না, আমি সই কল্লাম না। **ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।**

হাজরা আসিয়া ভক্তদের কাছে মেজেতে বসিলেন। হাজরা কখন কখন 'সোঽহং সোঽহং' করেন। লাটু প্রভৃতি ভক্তদের বলেন, 'তাঁকে পূজা করে কি হয়!—তাঁরই জিনিষ তাঁকে দেওয়া!' এক দিন নরেন্দ্রকেও তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন। ঠাকুর হাজরাকে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। লাটুকে বলছিলাম, কে কারে ভক্তি করে।

হাজরা। ভক্ত আপনি আপনাকেই ডাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ তো খুব উচু কথা। বৃন্দাবলী বলিরাজাকে বলেছিলেন, তুমি ব্রহ্মণ্যদেবকে কি ধন দেবে?

"তুমি যা বল্‌ছ, ঐ টুকুর জন্যই সাধন ভজন—তাঁর নামগুণগান।

"আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে ত সব হয়ে গেল। ঐটী দেখ্‌তে পাবার জন্যই সাধনা।

"ঐ সাধনার জন্যই শরীর। যতক্ষণ না স্বর্ণপ্রতিমা ঢালাই হয়, ততক্ষণ মাটীর ছাঁচের দরকার। প্রতিমা হয়ে গেলে মাটীর ছাঁচ্‌টা ফেলে দেওয়া যায়।

"তিনি শুধু অন্তরে নয়। অন্তরে বাহিরে! কালীঘরে মা আমাকে দেখালেন সবই চিন্ময়!—মা ই সব হয়েছেন!—প্রতিমা, আমি, কোশা, কুশী, চুমকী, চৌকাট, মার্ব্বেল্ল পাথর,—সব চিন্ময়!

"এইটী সাক্ষাৎকার করবার জন্যই তাঁকে ডাকা—সাধন ভজন—তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন। এইটীর জন্যই তাঁকে ভক্তি করা দরকার।

"ওরা (লাটু প্রভৃতি) এমনি আছে—এখনও অতো উচ্চ অবস্থা হয় নাই। ওরা ভক্তি নিয়ে আছে। তুমি আর ওদের (সোঽহং ইত্যাদি) কিছু বোলো না।

পাখী যেমন শাবকদের পক্ষাচ্ছাদন করিয়া রক্ষা করে, দয়াময় গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেইরূপে ভক্তদের রক্ষা করিতেছেন!

অধর ও নিরঞ্জন জলযোগ করবার জন্য বারান্দায় গেলেন।

তাঁহারা জল খাইয়া ঘরে ফিরিলেন। মাষ্টার ঠাকুরের কাছে মেজেতে বসিয়া আছেন।

['এঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে আবার তর্ক বিচার'!]

অধর (সহাস্যে)। আমাদের এত কথা হলো, ইনি (মাষ্টার) একটীও কথা কন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশবের দলের একটী চারটে-পাশ করা ছোকরা (বরদা?) সব্বাই আমার সঙ্গে তর্ক করছে, দেখে—কেবল হাঁসে। আর বলে এঁর সঙ্গে আবার তর্ক! কেশব সেনের ওখানে আর একবার তাকে দেখলাম—কিন্তু তেমন চেহারা নাই।

শ্রীযুক্ত রাম চক্রবর্ত্তী—বিষ্ণুঘরের পূজারী—ঠাকুরের ঘরে আসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন—"দ্যাখো রাম! তুমি কি দয়ালকে বলেছ মিছরির কথা? না-না ও আর বলে কাজ নাই। ওতে অনেক কথা হয়ে গেছে।"

[ঠাকুরের রাত্রের আহার। 'সকলের জিনিস খেতে পারি না'।]

রাত্রে ঠাকুরের আহার একখানি দুখানি মা কালীর প্রসাদী লুচি ও একটু সুজির পায়েস। ঠাকুর মেজেতে আসনে সেবা করিতে বসিয়াছেন। কাছে মাষ্টার বসিয়া আছেন, লাটুও ঘরে আছেন। ভক্তেরা সন্দেশাদি মিষ্টান্ন আনিয়াছিলেন। সন্দেশ একটী স্পর্শ করিয়া ঠাকুর লাটুকে বলিতেছেন— 'এ কোন্ শালার সন্দেশ?'—বলিয়াই সুজির পায়েসের বাটী হইতে নীচে ফেলিয়া দিলেন। (মাষ্টার ও লাটুর প্রতি) ও আমি সব জানি। ঐ আনন্দ চাটুয্যেদের ছোকরা এনেছে—যে ঘোষপাড়ার মাগীর কাছে যায়।

লাটু। এ গজা দিব?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিশোরী এনেছে।

লাটু। এ আপনার চলবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হাঁ।

মাষ্টার ইংরাজী পড়া লোক। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। সকলের জিনিষ খেতে পারি না! তুমি এ সব মানো?

মাষ্টার। আজ্ঞা, ক্রমে সব মানতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ।

ঠাকুর পশ্চিমের দিকের গোল বারান্দাটীতে হাত ধুইতে গেলেন। মাষ্টার হাতে জল ঢালিয়া দিতেছেন।

শরৎকাল। চন্দ্র উদয় হওয়াতে নির্ম্মল আকাশ ও ভাগীরথীবক্ষ ঝক্‌মক করিতেছে। ভাঁটা পড়িয়াছে—ভাগীরথী দক্ষিণবাহিনী। ঠাকুর-মুখ ধুইতে ধুইতে মাষ্টারকে বলিতেছেন—'তবে নারাণকে টাকাটা দেবে?' মাষ্টার বলিতেছেন—'যে আজ্ঞা- দেবো বই কি।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—ঊনবিংশ খণ্ড।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

14th September, 1884.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[জ্ঞান অজ্ঞানের পার ও 'মজার কুঠী'। শশধর ও শুষ্ক জ্ঞান।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্ন-সেবার পর দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তসঙ্গে নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। আজ নরেন্দ্র ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তেরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। কোন্নগর হইতে তিন চারিটী ভক্ত আসিয়াছেন। কলিকাতা হইতে মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়, জ্ঞান বাবু, ছোট গোপাল, বড় কালী প্রভৃতি এঁরাও আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল শ্রীবৃন্দাবনে বলরামের সহিত আছেন। সেখানে তাঁহার জ্বর হইয়াছিল—সংবাদ আসিয়াছে।

আজ রবিবার ৩০ ভাদ্র ১২৯১, কৃষ্ণা দশমী তিথি।

নরেন্দ্র পিতৃবিয়োগের পর মা ও ভাইদের লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন।

জ্ঞানবাবু চারটে পাশ করিয়াছেন ও সরকারে কর্ম্ম করেন। তিনি ১০টা ১১টার সময় আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (জ্ঞানবাবু দৃষ্টে)। কিগো, হঠাৎ যে জ্ঞানোদয়!

জ্ঞান (সহাস্যে)। আজ্ঞা, অনেক ভাগ্যে জ্ঞানোদয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তুমি জ্ঞান হয়ে অজ্ঞান কেন?

"ও, বুঝেছি, যেখানে জ্ঞান, সেখানেই অজ্ঞান!

"বশিষ্ঠদেব অতো জ্ঞানী,—পুত্রশোকে কেঁদেছিলেন!

"তাই তুমি জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। অজ্ঞান কাঁটা পায় ফুটেছে—তুলবার জন্য জ্ঞান কাঁটার দরকার হয়। তার পর তোলা হলে দুই কাঁটাই ফেলে দেয়!

"এই সংসার ধোঁকার টাটী—জ্ঞানী বল্‌ছে। যিনি জ্ঞান অজ্ঞানের পার, তিনি বল্‌ছেন 'মজার কুঠী'। সে ছাখে, ঈশ্বরই জীব জগৎ—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—সব হয়েছেন!

"তাঁকে লাভ করার পর সংসার করা যেতে পারে। তখন

হতে পারে। ও দেশে ছুঁতোরদের মেয়েদের দেখেছি—ঢেঁকি নিয়ে চিঁড়ে কোটে। এক হাতে ধান নাড়ে, এক হাতে ছেলেকে মাই ন্তায়—আবার খরিদদারের সঙ্গে কথাও কচ্চে,—'তোমার কাছে দু আনা পাওনা আছে —দাম দিয়ে যেও।' কিন্তু তার বার আনা মন হাতের উপর—পাছে হাতে ঢেঁকি পড়ে যায়।

"বার আনা মন ঈশ্বরেতে রেখে কাজ কর্ম্ম কর।—"

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধরের কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। দেখ্‌লাম—একঘেয়ে, কেবল শুষ্ক জ্ঞান-বিচার নিয়ে আছে।

"যে নিত্যেতে পৌঁছে লীলা নিয়ে থাকে, আবার লীলা থেকে নিত্যে যেতে পারে, তারই পাকা জ্ঞান, পাকা ভক্তি।

"নারদাদি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি নিয়েছিলেন। এরি নাম বিজ্ঞান।

"শুধু শুষ্ক জ্ঞান!—ও যেন ভস্ করে ওঠা তুবড়ী—খানিকটা ফুল কেটে ভস্ করে ভেঙ্গে যায়।

"নারদ শুকদেবাদির জ্ঞান যেন ভাল তুবড়ী। খানিকটা ফুল কেটে বন্ধ হয়, আবার নূতন ফুল কাটছে—আবার বন্ধ হয়— আবার নূতন ফুল কাটে!

"নারদ শুকদেবাদির তাঁর উপর প্রেম হয়েছিল।

"প্রেম সচ্চিদানন্দকে ধরবার দড়ি।"

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বকুলতলায়।]

মধ্যাহ্নের সেবার পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন।

বকুলতলায় বেঞ্চের মত যে বসিবার স্থান আছে, সেখানে দুই চারিজন ভক্ত উপবিষ্ট আছেন ও গল্প করিতেছেন—ভবনাথ, মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়, মাষ্টার, ছোট গোপাল, হাজরা প্রভৃতি। ঠাকুর ঝাউতলায় যাইতেছেন—ওখানে আসিয়া একবার বসিলেন।

হাজরা (ছোটগোপালের প্রতি)। এঁকে (পরমহংসদেবকে) একটু তামাক খাওয়াও।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তুমি খাবে তাই বল। (সকলের হাস্য)।

মুখুয্যে (হাজরার প্রতি)। আপনি এঁর কাছে থেকে অনেক শিখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। না, এঁর বাল্যকাল থেকেই এই অবস্থা (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন—ভক্তেরা দেখিলেন। ভাবাবিষ্ট। মাতালের ন্যায় চলিতেছেন। যখন ঘরে পৌঁছিলেন, তখন আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[নারা'নের জন্য ভাবনা। কোন্নগরের ভক্তগণ। সমাধি ও নরেন্দ্রের গান।

ঠাকুরের ঘরে অনেক ভক্ত সমাগত হইয়াছেন।

কোন্নগরের ভক্তদের মধ্যে একজন সাধক নূতন আসিয়াছেন—বয়ঃক্রম পঞ্চাশের উপর। দেখিলে বোধ হয়, ভিতরে খুব পণ্ডিতাভিমান আছে। কথা কহিতে কহিতে তিনি বলিতেছেন—'সমুদ্র মন্থনের আগে কি চন্দ্র ছিল না? এ সব মীমাংসা কে করবে।'

(মাষ্টার, সহাস্যে)। 'ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা কোথায় পেলি!

সাধক (বিরক্ত হইয়া)। ও আলাদা কথা।

ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া ঠাকুর মাষ্টারকে হঠাৎ বলিতেছেন, 'সে এসেছিল—নারাণ।'

নরেন্দ্র বারাণ্ডায় হাজরা প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছিলেন—বিচারের শব্দ ঠাকুরের ঘর হইতে শুনা যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। খুব বক্‌তে পারে! এখন বাড়ীর ভাবনায় বড় পড়েছে।

মাষ্টার। আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বিপদকে সম্পদ জ্ঞান করবে বলেছিল কি না। কি

মাষ্টার। আজ্ঞা, মনের বলটা খুব আছে।

বড়কালী। কোন্‌টা কম?

ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়াছেন।

কোন্নগরের একটি ভক্ত ঠাকুরকে বলিতেছেন—মহাশয়, ইনি (সাধক) আপনাকে দেখতে এসেছেন—এঁর কি কি জিজ্ঞাস্য আছে।

সাধক দেহ ও মস্তক উন্নত করিয়া বসিয়া আছেন।

সাধক। মহাশয়, উপায় কি?

[ঈশ্বর দর্শনের উপায়। শাস্ত্র ও ধারণা]

শ্রীরামকৃষ্ণ। **গুরুবাক্যে বিশ্বাস।** তাঁর বাক্য ধরে ধরে গেলে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। যেমন সুতোর খি ধরে ধরে গেলে বস্তুলাভ হয়।

সাধক। তাঁকে কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বিষয়বুদ্ধির অগোচর। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তির লেশ থাক্‌লে তাঁকে পাওয়া যায় না। কিন্তু শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির, গোচর—যে মনে, যে বুদ্ধিতে, আসক্তির লেশমাত্র নাই। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, আর শুদ্ধ আত্মা,—একই জিনিষ।

সাধক। কিন্তু শাস্ত্রে বলছে,—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'—তিনি বাক্য মনের অগোচর।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও থাক্ থাক্! **সাধন না করলে শাস্ত্রের মানে বোঝা যায় না।** সিদ্ধি সিদ্ধি বল্লে কি হবে? পণ্ডিতেরা শ্লোক সব ফড়্‌র্ ফড়্‌র্ ক'রে বলে—কিন্তু তাতে কি হবে? সিদ্ধি গায় মাখলেও নেশা হয় না—খেতে হয়!

"শুধু বল্লে কি হবে 'দুধে আছে মাখন,' 'দুধে আছে মাখন'? দুধকে দই পেতে মন্থন কর,—তবে ত হবে!

সাধক। মাখন তোলা,—ও সব ত শাস্ত্রের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শাস্ত্রের কথা বল্লে বা শুন্‌লে কি হবে?—ধারণা করা চাই। পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, পাঁজি টিপ্‌লে একটুও পড়ে না।

সাধক। মাখন তোলা—আপনি তুলেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি—করেছি আর না করেছি—সে কথা থাক। আর এ সব কথা বোঝান বড় শক্ত। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে—ঘি কিরকম খেতে। তার উত্তর—কেমন ঘি, না যেমন ঘি।

[সাধুসঙ্গ—ঈশ্বরলাভের পূর্ব্বে।]

"এসব জান্‌তে গেলে **সাধুসঙ্গ দরকার।** কোন্‌টা কফের নাড়ী, কোন্‌টা পিত্তের নাড়ী, কোন্‌টা বায়ুর নাড়ী—এটা জান্‌তে গেলে বৈদ্যের সঙ্গে থাকা দরকার।

সাধক। কেউ কেউ অন্যের সঙ্গে থাক্‌তে বিরক্ত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে জ্ঞানের পর—ভগবান লাভের পর। আগে সাধু-সঙ্গ চাই না?

সাধক চুপ করিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কথা কহিতেছেন।

সাধক (গরম হইয়া)। তাঁকে কি জানতে পেরেছেন বলুন—প্রত্যক্ষেই হোক্ আর অনুভবেই হোক্। ইচ্ছা হয় পারেন বলুন, না হয় না বলুন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈষৎ হাসিতে হাসিতে)। কি বোলবো! কেবল আভাস বলা যায়।

সাধক। তাই বলুন!

নরেন্দ্র গান গাহিবেন। নরেন্দ্র বলিতেছেন, পাখোয়াজটা আন্‌লে না।

ছোট গোপাল। মহিম (মহিমাচরণ) বাবুর আছে—

শ্রীরামকৃষ্ণ। না ওর জিনিষ এনে কাজ নাই।

আগে কোন্নগরের একটি ভক্ত কালোয়াতি গান গাইতেছেন।

গানের সময় ঠাকুর সাধকের অবস্থা এক একবার দেখিতেছেন। গায়ক নরেন্দ্রের সহিত গান বাজনা সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক করিতেছে।

সাধক (গায়কের প্রতি)। তুমিও ত বাপু কম নও! এ সব তর্কে কি দরকার?

আর একজন তর্কে যোগ দিয়াছিলেন।

ঠাকুর সাধককে বলিতেছেন—'আপনি এঁকে কিছু বোক্‌লেন না?'

শ্রীরামকৃষ্ণ (কোন্নগরের ভক্তদের প্রতি)। কই, আপনাদের সঙ্গেও এঁর ভাল বনে না দেখছি।

নরেন্দ্র গান গাইতেছেন।

গান—যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে,
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে।

সাধক গান শুনিতে শুনিতে ধ্যানস্থ হইয়াছেন। ঠাকুরের তক্তাপোষের উত্তরে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। বেলা ৩টা ৪টা হইবে—পশ্চিমের রৌদ্র আসিয়া তাঁহার গায়ে পড়িয়াছে। ঠাকুর তাড়াতাড়ি একটি ছাতি লইয়া তাঁহার পশ্চিম দিকে রাখিলেন। যাহাতে রৌদ্র সাধকের গায়ে না লাগে। নরেন্দ্র গান গাইতেছেন।

গান—মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়,
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়।

তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত-অনলসম
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়।
শুনি তব নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে
লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে হে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়
কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়।
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে
বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[সমাধি-মন্দিরে।]

গান—সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে,
বহিছে অমৃতধার জুড়ায় শ্রবণ, ও প্রাণ রমণ হে।
গভীর বিষাদরাশি, নিমেষে বিনাশে,
যখনি তব নামসুধা শ্রবণে পরশে।
হৃদয় মধুময় তব নাম গানে, হয় হে হৃদয়নাথ চিদানন্দ ঘন হে।

নরেন্দ্র যাই গাইলেন—'হৃদয় মধুময় তব নাম গানে', ঠাকুর অমনি সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিস্থ হইবার প্রারম্ভে হস্তের অঙ্গুলি, বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলি, স্পন্দিত হইতে লাগিল।

কোন্নগরের ভক্তেরা ঠাকুরের সমাধি কখন দেখেন নাই। ঠাকুর চুপ করিলেন দেখিয়া তাঁহারা গাত্রোত্থান করিতেছিলেন।

ভবনাথ। আপনারা বসুন না। এঁর সমাধি অবস্থা।

কোন্নগরের ভক্তেরা আবার আসন গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্র গাইতেছেন—

গান—দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে র'চেছি আসন,
জগতপতি হে কৃপা করি, সেথা কি করিবে আগমন।

ঠাকুর ভাবাবেশে নীচে নামিয়া মেজেতে নরেন্দ্রের কাছে বসিলেন।

গান—চিদাকাশে হ'লো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে॥
জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়!

'জয় দয়াময়' এই নাম শুনিয়া ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া আবার সমাধিস্থ হইলেন।

[বিচার, বেদ বেদান্ত, শাস্ত্র। নরেন্দ্র ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।]

অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার মেজেতে মাদুরের উপর বসিলেন। নরেন্দ্র গান সমাপ্ত করিয়াছেন—তানপুরা যথাস্থানে রাখা হইয়াছে। ঠাকুরের এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে। তিনি ভাবাবস্থাতেই কথা বলিতেছেন। "এ কি বল দেখি মা, মাখম তুলে মুখের কাছে ধরো! পুকুরে চার ফেলবে না—ছিপ নিয়ে বসে থাকবে না—মাছ ধরে ওঁর হাতে দাও! কি হাঙ্গাম! মা! বিচার আর শুনবো না, শালারা ঢুকিয়ে দেয়—কি হাঙ্গাম! ঝেড়ে ফেলবো!

"সে বেদ বিধির পার!—বেদ বেদান্ত শাস্ত্র প'ড়ে কি তাঁকে পাওয়া যায়? (নরেন্দ্রের প্রতি) বুঝেচিস্? বেদে কেবল আভাস!"

নরেন্দ্র আবার তানপুরা আনিতে বলিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আমি গাইবো।" এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে—ঠাকুর গাহিতেছেন।

গান—'আমি ঐ খেদে খেদ করি শ্যামা।
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি গো মা।

"মা! বিচার কেন করাও?

ঠাকুর আবার গান গাহিতেছেন—

গান—এবার আমি ভাল ভেবেছি (মা),
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই যোগে জাগে জেগে আছি,
যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।

ঠাকুর বলিতেছেন—'আমি হুঁসে আছি।' ঠাকুরের এখনও ভাবাবস্থা।

গান—সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে।
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে॥

ঠাকুর বলিয়াছেন, 'মা বিচার আর শুনবো না।' নরেন্দ্র গাইতেছেন—

(আমায়) দে মা পাগল ক'রে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।
তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা,
ওমা ভক্ত-চিত্তহরা, ডুবাও প্রেম-সাগরে।

ঠাকুর ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—"দে মা পাগল ক'রে!— তাঁকে জ্ঞান বিচার ক'রে—শাস্ত্রের বিচার ক'রে—পাওয়া যায় না।"

ঠাকুর কোন্নগরের গায়কের কালোয়াতি গান ও রাগিণী আলাপ শুনিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন। ঠাকুর বিনীত ভাবে গায়ককে বলিতেছেন—বাবু! একটি আনন্দময়ীর নাম।

গায়ক। মহাশয়! মাপ করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গায়ককে হাতজোড় করিয়া, প্রণাম করিতে করিতে)। না বাপু! একটি জোর করতে পারি!"

এই বলিয়া ঠাকুর গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় বৃন্দার উক্তি কীর্ত্তন গান গাইয়া বলিতেছেন—

রাই বলিলে বলিতে পারে! (কৃষ্ণের জন্য জেগে আছে!)
(সারারাত জেগে আছে!) (মান করিলে করিতে পারে!)

"বাপু! তুমি ব্রহ্মময়ীর ছেলে! তিনি ঘটে ঘটে আছেন!—অবশ্য ব'লবো। চাষা গুরুকে বলেছিল—'মেরে মন্ত্র লবো!'

গায়ক (সহাস্যে)। জুতো মেরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রীগুরুদেবকে উদ্দেশে প্রণাম করিতে করিতে, সহাস্যে)। অত দূর নয়।

আবার ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন—"প্রবর্ত্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ;—তুমি কি সিদ্ধ, না সিদ্ধের সিদ্ধ?—আচ্ছা! গান কর।"

গায়ক রাগিণী আলাপ করিয়া গান গাইতেছেন।

গান—মন বারণ

[শব্দ ব্রহ্ম ও আনন্দ। 'মা, আমি না তুমি?']

শ্রীরামকৃষ্ণ (আলাপ শুনিয়া)। বাবু! এতেও আনন্দ হয়, বাবু!"

গান সমাপ্ত হইল। কোন্নগরের ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। সাধক হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিতেছেন।—"গোঁসাইজী! তবে আসি।" ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট—মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন—

"মা! আমি না তুমি? আমি কি করি?—না, না, তুমি।"

"তুমি বিচার শুন্‌লে,—না এত ক্ষণ আমি শুন্‌লাম?—না; আমি না;—তুমিই! (শুনলে)।

[রজোগুণী ও তমোগুণী সাধু। এ 'অহং' কার ?]

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।

ভবনাথ (সহাস্যে)। কি রকমের লোক! (অর্থাৎ সাধকটী)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তমোগুণী ভক্ত।

ভবনাথ। খুব শ্লোক বলতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি এক জনকে বলেছিলাম—'ও রজোগুণী সাধু—ও কে সিধে টিধে দেওয়া কেন।' আর এক জন সাধু আমায় শিক্ষা দিলে—'অমন কথা বোলো না!—সাধু তিন প্রকার—সত্ত্বগুণী, রজোগুণী, তমোগুণী।' সেই দিন থেকে আমি সব রকম সাধুকে মানি।

নরেন্দ্র (সহাস্যে)। কি, হাতী নারায়ণ ?—সবই নারায়ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তিনিই বিদ্যা অবিদ্যা রূপে লীলা কচ্ছেন। দুইই আমি প্রণাম করি। চণ্ডীতে আছে।

'তিনি লক্ষ্মী আবার হতভাগার ঘরে অলক্ষ্মী।' (ভবনাথের প্রতি) এটা কি বিষ্ণুপুরাণে আছে ?

ভবনাথ (সহাস্যে)। আজ্ঞা, তা জানি না। কোন্নগরের ভক্তরা আপনার সমাধি অবস্থা আসছে বুঝতে না পেরে উঠে যাচ্ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কে আবার বলছিলো—তোমরা বোসো।

ভবনাথ (সহাস্যে)। সে আমি!

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি বাছা ঘটাতেও যেমন, আবার তাড়াতেও তেমনি!

গায়কের সঙ্গে নরেন্দ্রের তর্ক হইয়াছিল,—সেই কথা হইতেছে।

[Doctrine of Non-resistance and Sri Ramakrishna.
নরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ—সত্ত্বের তমঃ।]

মুখুর্য্যে। নরেন্দ্রও ছাড়েন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মান করাতে এক জন সখি বলেছিল, 'শ্রীমতীর অহঙ্কার হয়েছে'। বৃন্দে বল্লে, এ 'অহং'কার ?—এ তাঁরই অহং। কৃষ্ণের গরবে গরবিনী। এরূপ রোখ চাই! একে বলে সত্ত্বের তমঃ। লোকে যা বলবে তাই কি শুনতে হবে ? বেশ্যাকে কি বলবে, আচ্ছা যা হয় তুমি করো। তা হলে বেশ্যার কথা শুনতে হবে ?

এইবার হরিনাম মাহাত্ম্যের কথা হইতেছে।

[হরিনাম মাহাত্ম্য।]

ভবনাথ। হরিনামে আমার গা যেন খালি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। ত্রিতাপ হরণ করেন।

"আর চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার করেছিলেন—অতএব ভাল। দ্যাখো চৈতন্যদেব কত বড় পণ্ডিত—আর তিনি অবতার—তিনি যে কালে এই নাম প্রচার করেছিলেন এ অবশ্য ভাল। (সহাস্যে) চাষারা নিমন্ত্রণ খাচ্ছে—তাদের জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমরা আমড়ার অম্বল খাবে? তারা বল্লে, বাবুরা যদি খেয়ে থাকেন তা হলে আমাদের দেবেন। তাঁরা যেকালে খেয়ে গেছেন সেকালে ভালই হয়েছে। (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর শিবনাথ (শাস্ত্রী) কে দেখিতে যাইবেন ইচ্ছা হইয়াছে—তাই মুখুর্য্যেদের বলিতেছেন, 'একবার শিবনাথকে দেখতে যাবো—তোমাদের গাড়ীতে গেলে আর ভাড়া লাগবে না।'

মুখুয্যে। যে আজ্ঞা, তাই এক দিন ঠিক করা যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। "আচ্ছা, আমাদের কি লাইক্ (like) করবে? অতো ওরা (ব্রাহ্ম ভক্তেরা) সাকার বাদীদের নিন্দা করে।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুয্যে তীর্থ যাত্রা করিবেন—ঠাকুরকে জানাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। সে কি গো! প্রেমের অঙ্কুর না হতে হতে যাচ্চো? অঙ্কুর হবে তার পর গাছ হবে, তার পর ফল হবে। তোমার সঙ্গে বেশ কথাবার্ত্তা চলছিল।

মহেন্দ্র। আজ্ঞা, একটু ইচ্ছা হয়েছে ঘুরে আসি। আবার শীঘ্র ফিরে আসবো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্ণ হইয়াছে। বেলা ৫টা হইবে। ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। ভক্তেরা বাগানে বেড়াইতেছেন। অনেকে শীঘ্র বিদায় লইবেন।

ঠাকুর উত্তরের বারাণ্ডায় আসিয়াছেন ও হাজরার সহিত কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র আজকাল, গুহদের বড় ছেলে অন্নদার কাছে, প্রায় যান।

হাজরা। গুহদের ছেলে অন্নদা শুনলাম বেশ কঠোর করছে। সামান্য সামান্য কিছু খেয়ে থাকে। চার দিন অন্তর অন্ন খায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বল কি! 'কে জানে কোন ভেক্‌সে নারায়ণ মিল্ যায়!'

হাজরা। নরেন্দ্র আগমনী গাইলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া)। কি রকম?

কিশোরী কাছে দাঁড়াইয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন—তুই ভাল আছিস?

ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় আসিয়াছেন।

শরৎকাল। ঠাকুর গেরুয়া রঙ্গে ছোপান একটী ফ্লানেলের জামা পরিতেছেন ও নরেন্দ্রকে বলিতেছেন—তুই আগমনী গেয়েছিস্?

ঠাকুর গোল বারান্দা হইতে নামিয়া নরেন্দ্রের সঙ্গে গঙ্গার পোস্তার উপর আসিলেন। সঙ্গে—মাষ্টার।

নরেন্দ্র গান গাইতেছেন।

কেমন করে পরের ঘরে, ছিলি উমা বল মা তাই।
কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে মরে যাই।
চিতাভস্ম মেখে অঙ্গে, জামাই বেড়ায় মহারঙ্গে।
তুই নাকি মা তারই সঙ্গে, সোনার অঙ্গে মাখিস ছাই॥
কেমনে মা ধৈর্য্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে।
এবার নিতে এলে পরে, বলব উমা ঘরে নাই॥

ঠাকুর দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

এখনও একটু বেলা আছে। সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে দেখা যাইতেছিলেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। তাঁহার এক দিকে উত্তরবাহিনী গঙ্গা। (কিয়ৎক্ষণ হইল জোয়ার আসিয়াছে)। পশ্চাতে পুষ্পোদ্যান। তাঁহার ডানদিকে নবৎ ও পঞ্চবটী দেখা যাইতেছে। কাছে নরেন্দ্র দাঁড়াইয়া গান গাইতেছেন।

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঘরে আসিয়াছেন ও জগন্মাতার নাম ও চিন্তা করিতেছেন।

নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যদু মল্লিক পার্শ্বের বাগানে আজ আসিয়াছেন। তিনি বাগানে আসিলে প্রায় ঠাকুরকে লোক পাঠাইয়া লইয়া যান। আজ লোক পাঠাইয়াছেন—ঠাকুরের যাইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত অধর সেন কলিকাতা হইতে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

[ভক্তসঙ্গে শ্রীযুক্ত যদুমল্লিকের বাগানে। শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব।]

ঠাকুর শ্রীযুক্ত যদুমল্লিকের বাগানে যাইবেন। লাটুকে বলিতেছেন—লণ্ঠনটা জ্বাল্,—একবার চল্।

ঠাকুর লাটুর সঙ্গে একাকী যাইতেছেন। মাষ্টার সঙ্গে আছেন

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তুমি নারানকে আনলে না কেন?

মাষ্টার বলিতেছেন—আমি কি সঙ্গে যাবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যাবে? অধর টধর সব রয়েছে,—আচ্ছা, এসো।

মুখুয্যেরা পথে দাঁড়াইয়াছিলেন। ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—ওঁরা কেউ যাবেন? (মুখুয্যেদের প্রতি) আচ্ছা, বেশ চলো। তা হলে শীঘ্র উঠে আসতে পারবো।

ঠাকুর যদুমল্লিকের বৈঠক খানায় আসিয়াছেন। সুসজ্জিত বৈঠকখানা। ঘর বারান্দায় দ্বালগিরি জ্বলিতেছে। শ্রীযুক্ত যদুলাল ছোট ছোট ছেলে-দের লইয়া আনন্দে দু একটী বন্ধু সঙ্গে বসিয়া আছেন। খানসামারা কেহ অপেক্ষা করিতেছে কেহ হাতপাখা লইয়া পাখা করিতেছে। যদু হাসিতে হাসিতে বসিয়া বসিয়া ঠাকুরকে সম্ভাষণ করিলেন ও তাঁহার সহিত অনেক-দিনের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

যদু গৌরাঙ্গভক্ত। তিনি ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখিয়া আসিয়া-ছেন। ঠাকুরের কাছে গল্প করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, চৈতন্য-লীলা নূতন অভিনয় হইতেছে—বড় চমৎকার হইয়াছে।

ঠাকুর আনন্দের সহিত চৈতন্যলীলা কথা শুনিতেছেন—মাঝে মাঝে যদুর একটী ছোট ছেলের হাত লইয়া খেলা করিতেছেন। মাষ্টারও মুখুয্যে ভ্রাতারা তাঁহার কাছে বসিয়া আছেন।

শ্রীযুক্ত অধর সেন কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর Vice-Chairmanএর কর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে কর্ম্মের মাহিয়ানা হাজার টাকা। অধর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনশ টাকা মাইনে পান। অধরের বয়স ত্রিশ বৎসর।

শ্রীরামকৃষ্ণ (যদুর প্রতি)। কৈ অধরের কর্ম্ম হলো না?

যদুও তাঁহার বন্ধুরা। অধরের কর্ম্মের বয়স যায় নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে যদু বলিতেছেন—'তুমি একটু তাঁর নাম করো।' ঠাকুর গৌরাঙ্গের ভাব গানের ছলে বলিতেছেন।

গান—আমার গৌর নাচে।

নাচে সংকীর্ত্তনে, শ্রীবাস অঙ্গনে, ভক্তগণ সঙ্গে ॥

গান—আমার গৌর রতন।

গান—গৌর চাহে বৃন্দাবন পানে আর ধারা বহে দুনয়নে!

(ভাব হবে বৈকি রে) (ভাব নিধি শ্রীগৌরাঙ্গের)

(ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়।) (বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে)

(সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে) (গৌর আপনার পায় আপনি ধরে)

(যার অন্তঃ কৃষ্ণ বহি র্গৌর)

গান—আমার অঙ্গ কেন গৌর। (ও গৌর হ'ল রে!)

কি করলে রে ধনী, অকালে সকাল কৈলে,

অকালেতে বরণ ধরালে ॥ এখনত, গৌর হতে দিন, বাকি আছে!

এখনত, দ্বাপর লীলা, শেষ হয় নাই!

একি হ'লরে! কোকিল ময়ূর, সকলই গৌর!

যে দিকে ফিরাই আঁখি (একি হ'ল রে)।

একি একি, গৌর ময় সকল দেখি ॥

রাই বুঝি মথুরায় এলো, তাইতে অঙ্গ বুঝি গৌর হ'ল!

ধনী কুমুরিয়ে পোকা ছিল, তাইতে আপনার বরণ ধরাইল।

এখনি যে অঙ্গ কাল ছিল, দেখতে দেখতে গৌর হ'ল।

রাই ভেবে কি রাই হলাম!

একিরে, যে রাধামন্ত্র জপ না করে,

রাই ধনী কি আপনার বরণ ধরায় তারে!

মথুরায় আমি কি নবদ্বীপে আমি, কিছু ঠাওরাতে নারি রে।

এখনও ত, মহাদেব অদ্বৈত হয় নাই (আমার অঙ্গ কেন গৌর)

এখনও ত বলাই দাদা নিতাই হয় নাই,

এখনও ত বিশাখা রামানন্দ হয় নাই।

এখনও ত ব্রহ্মা হরিদাস হয় নাই, এখনও ত নারদ শ্রীবাস হয় নাই!

এখনও ত মা যশোদা শচী হয় নাই।

একাই কেন আমি গৌর (যখন বলাই দাদা নিতাই হয় নাই তখন)

তবে রাই বুঝি মথুরায় এলো, তাইতে অঙ্গ কি আমার গৌর হ'ল।

(অতএব বুঝি আমি গৌর) এখনও ত পিতা নন্দ জগন্নাথ হয় নাই!

এখনও ত শ্রীরাধিকা গদাধর হয় নাই! আমার অঙ্গ কেন গৌর হ'ল ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[শ্রীযুক্ত রাখালের জন্য চিন্তা। যদু মল্লিক।]

গান সমাপ্ত হইলে মুখুয্যেরা গাত্রোত্থান করিলেন। ঠাকুরও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। কিন্তু ভাবাবিষ্ট। ঘরের বারান্দায় আসিয়া একবারে সমাধিস্থ হইয়া দণ্ডায়মান! বারান্দায় অনেকগুলি আলো জ্বলিতেছিল। বাগানের দ্বারবান ভক্ত লোক। ঠাকুরকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করান। ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দ্বারবানটী আসিয়া ঠাকুরকে পাখার হাওয়া করিতে লাগিলেন। বড় হাত পাখা।

বাগানের সরকার শ্রীযুক্ত রতন আসিয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। নারায়ণ! নারায়ণ!—এই নাম উচ্চারণ করিয়া তাহাদের সম্ভাষণ করিলেন।

ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর সদরফটকের কাছে আসিয়াছেন। ইতি মধ্যে মুখুয্যেরা ফটকের কাছে অপেক্ষা করিতেছেন।

অধর ঠাকুরকে খুঁজিতেছিলেন।

মুখুয্যে (সহাস্যে)। মহেন্দ্র বাবু পালিয়ে এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মুখুয্যেদের প্রতি)। এঁর সঙ্গে তোমরা সর্ব্বদা দেখা কোরো, আর কথা বার্ত্তা কোয়ো।

প্রিয় মুখুয্যে (সহাস্যে)। ইনি এখন আমাদের মাষ্টারী করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। গাঁজা খোরের স্বভাব গাঁজা খোর দেখলে আনন্দ করে! আমীর এলে কথা কয় না। কিন্তু যদি এক জন লক্ষী ছাড়া গাঁজা খোর আসে, তবে হয়ত কোলাকুলি করবে! (সকলের হাস্য)

ঠাকুর উদ্যান পথ দিয়া পশ্চিমাস্য হইয়া নিজের ঘরের অভিমুখে আসিতেছেন। পথে বলিতেছেন—'যদু খুব হিঁদু। ভাগবত থেকে অনেক কথা বলে।'

মণি কালীমন্দিরে আসিয়া প্রণামাদি করিয়া চরণামৃত পান করিতেছেন। ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত—মাকে দর্শন করিবেন।

রাত প্রায় নয়টা হইল। মুখুয্যেরা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অধর ও মাষ্টার মেঝেতে বসিয়া আছেন। ঠাকুর অধরের সহিত শ্রীযুক্ত রাখালের কথা কহিতেছেন।

রাখাল বৃন্দাবনে আছেন—বলরামের সঙ্গে। পত্রে সংবাদ আসিয়াছিল,

তাঁহার অসুখ হইয়াছে। দুই তিন দিন হইল ঠাকুর রাখালের অসুখ শুনিয়া এত চিন্তিত হইয়াছিলেন যে মধ্যাহ্নের সেবার সময় 'কি হবে!' বলিয়া হাজরার কাছে বালকের ন্যায় কেঁদেছিলেন। অধর রাখালকে রেজিষ্টারী করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার পান নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নারাণ চিঠি পেলে আর তুমি চিঠির জবাব পেলে না?—

অধর। আজ্ঞা, এখনও পাই নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর মাষ্টারকে লিখেছে!

ঠাকুরের চৈতন্য লীলা দেখিতে যাইবার কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে, ভক্তদের প্রতি)। যদু বলছিল, এক টাকার জায়গা থেকে বেশ দেখা যায়। সস্তা।

"একবার আমাদের পেনেটী নিয়ে যাবার কথা হয়েছিল—যদু আমাদের চলতি নৌকায় চড়তে বলেছিল! (সকলের হাস্য)।

"আগে ঈশ্বরের কথা একটু একটু শুনতো। একটী ভক্ত ওর কাছে যাতায়াত করতো—এখন আর তাকে দেখতে পাই না। কতকগুলো মোসাহেব ওর কাছে সর্ব্বদা থাকে—তারাই আরো গোল করেছে।

"ভারী হিসাবী! যেতে মাত্রই বলে কত ভাড়া। আমি বলি, তোমার আর শুনে কাজ নেই, তুমি আড়াই টাকা দিয়ো। তাইতে চুপ করে থাকে আর আড়াই টাকাই দেয়! (সকলের হাস্য)।

ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণপ্রান্তে পাইখানা প্রস্তুত হইয়াছে। তাই লইয়া শ্রীযুক্ত যদু মল্লিকের সহিত বিবাদ চলিতেছে। পাইখানার পাশে যদুর বাগান।

বাগানের মুহুরী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বিচারপতির কাছে এজাহার দিয়াছেন। এজাহার দেওয়ার পর হইতে তাঁহার বড় ভয় হইয়াছে। তিনি ঠাকুরকে জানাইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—অধর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সে আসিলে তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরো। শ্রীযুক্ত রামচক্রবর্ত্তী ভোলানাথকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুরের কাছে আনিয়াছেন ও সমস্ত বলিতেছেন।

রাম। এঁর (ভোলানাথের) এজাহার দিয়ে ভয় হয়েছে!

ঠাকুর চিন্তিতপ্রায় হইয়া উঠিয়া বসিলেন ও অধরকে সব কথা বলিতে বলিলেন। অধর সমস্ত শুনিয়া বলিতেছেন,—ও কিছুই না, একটু কষ্ট হবে। ঠাকুরের যেন গুরুতর চিন্তা দূর হইল।

রাত হইয়াছে। অধর বিদায় গ্রহণ করিবেন, প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। নারা'ণকে এনো।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—বিংশ খণ্ড।

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে মহেন্দ্র, রাখাল, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

16th September 1884.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[কাপ্তেনের ভক্তি ও পিতামাতার সেবা।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা দুইটা হবে। শরৎকাল। আজ ভাদ্র অমাবস্যা। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখোপাধ্যায়, মাষ্টার, বাবুরাম, হরিশ, কিশোরী, লাটু, মেজেতে কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া আছেন,—কেহ বা ঘরে যাতায়াত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত হাজরা বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন। রাখাল বলরামের সহিত বৃন্দাবনে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রাদি ভক্তদের প্রতি)। কলকাতায় কাপ্তেনের বাড়ীতে গিছলাম। ফিরে আস্‌তে অনেক রাত হয়েছিল।

"কাপ্তেনের কি স্বভাব! কি ভক্তি! ছোট কাপড়খানি পরে আরতি করে। একবার তিন বাতিওলা প্রদীপে আরতি করে,—তার পর আবার এক বাতিওলা প্রদীপে। আবার কর্পূরের আরতি।

"সে সময়ে কথা কয় না। আমায় ইসারা করে আসনে বস্‌তে বল্লে।

"পূজো করবার সময় চোখের ভাব—ঠিক যেন বোল্‌তা কামড়েছে!

"এদিকে গান গাইতে পারে না। কিন্তু সুন্দর স্তব পাঠ করে।

"তার মা'র কাছে নীচে বসে। মা—আসনের উপর বস্‌বে।

"বাপ ইংরেজের হাওয়ালদার। যুদ্ধক্ষেত্রে এক হাতে বন্দুক আর এক হাতে শিবপূজা করে। খানসামা শিব গড়ে গড়ে দিচ্ছে। শিবপূজা না করে জল খাবে না। ছয় হাজার টাকা মাহিনা বছরে।

"মাকে কাশীতে মাঝে মাঝে পাঠায়। সেখানে ১২।১৩ জন মার সেবায় থাকে। অনেক খরচা।

"বেদান্ত, গীতা, ভাগবত,—কণ্ঠস্থ।

"সে বলে, কলকাতার বাবুরা ম্লেচ্ছাচার।

"আগে হঠযোগ করেছিল,—তাই আমার সমাধি কি ভাবাবস্থা হলে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

"কাপ্তেনের পরিবার,—তার আবার আলাদা ঠাকুর, গোপাল। এবার তত কৃপণ দেখলাম না। সেও গীতা টীতা জানে।

"কি ভক্তি!—আমি যেখানে খাব সেইখানেই আঁচাব। খড়কে কাটাটি পর্য্যন্ত!

"পাঁঠার চচ্চড়ি করে;—কাপ্তেন বলে পনর দিন থাকে,—কিন্তু কাপ্তেনের পরিবার বল্লে—'নাহি নাহি; সাত রোজ'। কিন্তু বেশ লাগ্‌ল।

"ব্যঞ্জন সব একটু একটু। আমি বেশী খাই বলে; আজ কাল আমায় বেশী দেয়।

"তার পর খাবার পর, হয় কাপ্তেন, নয় তার পরিবার, বাতাস কর্‌বে।

"ওদের কিন্তু ভারি ভক্তি,—সাধুদের বড় সন্মান। পশ্চিমে লোকেদের সাধুভক্তি বেশী।

"জাঙ্‌ বাহাদুর (Jung Bahadur) এর ছেলেরা আর তার ভাইপো কর্ণেল এসেছিল। এখানে যখন এলো পেণ্টুলন খুলে, যেন কত ভয়ে।

[ঈশ্বরের দাসী।]

"কাপ্তেনের সঙ্গে একটী ওদের দেশের মেয়ে এসেছিল। ভারি ভক্ত,—বিবাহ হয় নাই। গীতগোবিন্দ গান কণ্ঠস্থ। তার গান শুনতে দ্বারিক বাবুরা এসে বসেছিল। আমি বল্লাম, এরা শুন্‌তে চাচ্ছে, লোক ভাল। যখন গীতগোবিন্দ গান গাইলে তখন দ্বারিক বাবু রুমালে চক্ষের জল পুছ্‌তে লাগল। বিয়ে কর নাই কেন, জিজ্ঞাসা করাতে বলে, 'ঈশ্বরের দাসী, আবার কার দাসী হ'ব?'

"আর, সব্বাই তাকে দেবী বলে খুব মানে—যেমন পুঁথিতে (শাস্ত্রে) আছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রাদির প্রতি)। আপনারা যে আসছো, তাতে কিছু কি উপকার হচ্ছে? কিছু হচ্ছে শুনলে, মনটা বড় ভাল থাকে। (মাষ্টারের প্রতি) এখানে লোক আসে কেন? তেমন লেখাপড়া জানি না—

মাষ্টার। আজ্ঞা, কৃষ্ণ যখন নিজে সব রাখাল গরু টরু হলেন (ব্রহ্মা হরণ

করবার পর) তখন রাখালদের মা'রা, নূতন রাখালদের পেয়ে, যশোদার বাড়ীতে আর আসেন না। গাভীরাও হাম্বা রবে ঐ নূতন বাছুরদের পিছে পিছে গিয়ে পড়তে লাগল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাতে কি হলো?

মাষ্টার। ঈশ্বর নিজেই সব হয়েছেন কি না, তাই এত আকর্ষণ। ঈশ্বর বস্তু থাকলেই মন টানে।

[হরিলীলা ও যোগমায়া। কৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ যোগমায়ার আকর্ষণ—ভেল্কী লাগিয়ে দেয়! রাধিকা সুবল বেশে—বাছুর কোলে—জটিলার ভয়ে যাচ্ছে; যখন যোগমায়ার শরণাগত হলো তখন জটিলা আবার আশীর্ব্বাদ করে!

"হরিলীলা সব যোগমায়ার সাহায্যে।

"গোপীদের ভালবাসা—পরকীয়া রতি। কৃষ্ণের জন্য গোপীদের প্রেমোন্মাদ হয়েছিল। নিজের সোয়ামীর জন্য অত হয় না। যদি কেউ বলে, ওরে তোর সোয়ামী এসেছে!' তা বলে, 'এসেছে, তা আসুক্‌গে;—ঐ খাবে এখন!' কিন্তু যদি পর পুরুষের কথা শুনে,—রসিক, সুন্দর, রসপণ্ডিত,—ছুটে দেখ্‌তে যাবে,—আর আড়াল থেকে উঁকি মেরে—দেখ্‌বে।

"যদি খোঁচ ধর যে 'তাঁকে দেখি নাই, তাঁর উপর কেমন ক'রে গোপীদের মত টান হবে?' তা শুনলেও সে টান হয়—

"না জেনে নাম শুনে কাণে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হ'লো।"

একজন ভক্ত। আজ্ঞা, বস্ত্রহরণের মানে কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অষ্টপাশ,—গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, কেবল লজ্জা বাকি ছিল। তাই তিনি ও পাশটাও ঘুচিয়ে দিলেন। ঈশ্বর লাভ হলে সব পাশ চলে যায়।

[যোগভ্রষ্ট ও ভোগান্তে ঈশ্বর লাভ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্র মুখুয্যে প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)। ঈশ্বরের উপর টান সকলের হয় না, আধার বিশেষে হয়। সংস্কার থাকলে হয়। তা না হলে বাগবাজারে এত লোক ছিল কেবল তোমরাই এখানে এলে কেন?

"আদাড়ে গুলোর হয় না। মলয় পর্ব্বতের হাওয়া লাগ্‌লে সব গাছ

চন্দন হয়; কেবল শিমুল, অশ্বথ, বট আর কয়েকটা গাছ,—চন্দন হয় না।

"তোমাদের টাকা কড়ির অভাব নাই। যোগভ্রষ্ট হ'লে ভাগ্যবানের ঘরে জন্ম হয়,—তার পর আবার ঈশ্বরের জন্য সাধনা করে।

মহেন্দ্র মুখো। কেন যোগভ্রষ্ট হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। পূর্ব্বজন্মে ঈশ্বরচিন্তা ক'রতে ক'রতে হয়ত হঠাৎ ভোগ করবার লালসা হ'য়েছে। এরূপ হ'লে যোগভ্রষ্ট হয়। আর পরজন্মে ঐরূপ জন্ম হয়।

মঃ মুখো। তার পর, উপায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কামনা থাকতে—ভোগ লালসা থাকতে—মুক্তি নাই।

"তাই খাওয়া পরা রমণ ফমন সব ক'রে নেবে।

"(সহাস্যে) তুমি কি বল?—সদারায় না পরদারায়?

মাষ্টার, মুখুয্যে, এঁরা হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভোগ লালসা থাকা ভাল নয়। আমি তাই জন্য যা যা মনে উঠতো অমনি ক'রে নিতাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত। ঠাকুরের নানা সাধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বড়বাজারের রংকরা সন্দেশ দেখে খেতে ইচ্ছা হ'লো। এরা আনিয়ে দিলে। খুব খেলুম,—তার পর অসুখ!

"ছেলেবেলা গঙ্গা নাইবার সময় (তখন নাথের বাগানে) একটি ছেলের কোমরে সোণার গোট দেখেছিলাম। এই অবস্থার পর সেই গোট পরতে সাধ হ'লো! তা বেশীক্ষণ রাখবার জো নাই,—গোট পরে ভিতর দিয়ে শিড়্ শিড়্ করে উপরে বায়ু উঠ্‌তে লাগ্‌লো—সোণা গায়ে ঠেকেছে কি না? একটু রেখেই খুলে ফেল্‌তে হ'লো। তা না হ'লে ছিঁড়ে ফেল্‌তে হবে!

"ধনেখালির খইচুর, খানাকুল কৃষ্ণনগরের সরভাজা, তাও খেতে সাধ হয়েছিল (সকলের হাস্য)।

"শম্ভুর চণ্ডীর গান শুন্‌তে ইচ্ছা হ'য়েছিল! সে গান শোনার পর আবার রাজনারাণের চণ্ডী শুন্‌তে ইচ্ছা হয়েছিল। তাও শোনা হ'লো।

"অনেক সাধুরা সে সময় আস্‌তো। তা সাধ হ'লো, তাদের সেবার জন্য আলাদা একটি ভাঁড়ার হয়। সেজো বাবু তাই ক'রে দিলে। সেই ভাঁড়ার থেকে সাধুদের সিদে, কাঠ, এ সব দেওয়া হোতো।

"একবার মনে উঠ্‌লো যে খুব ভাল জরীর সাজ প'রবো। আর রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাবো। সেজো বাবু নূতন সাজ, গুড়গুড়ি, সব পাঠিয়ে দিলে। সাজ পরা হলো। গুড়গুড়ি নানারকম করে টান্‌তে লাগলুম। একবার এপাস থেকে, একবার ওপাশ থেকে—উচু থেকে নিচু থেকে। তখন বল্লাম, মন্ এর নাম রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া! এই বলে গুড়গুড়ি ত্যাগ হয়ে গেল। সাজগুলো খানিক পরে খুলে ফেল্লাম,—পা দিয়ে মাড়াতে লাগলাম—আর তার উপর থু থু কর্‌তে লাগলাম—বল্লাম, এর নাম সাজ! এই সাজে রজোগুণ হয়!

[বৃন্দাবনে রাখাল ও বলরাম। রাখালের প্রথম ভাব।]

"রাখাল বলরামের সহিত বৃন্দাবনে আছেন। প্রথম প্রথম বৃন্দাবনের খুব সুখ্যাত করিয়া আর বর্ণনা করিয়া পত্রাদি লিখতেন। মাষ্টারকে পত্র লিখিয়াছিলেন, 'এ বড় উত্তম স্থান আপনি আস্‌বেন,—ময়ূর ময়ূরী সব নৃত্য করছে—আর নৃত্য গীত, সর্ব্বদাই আনন্দ!' তার পর রাখালের অসুখ হইয়াছে—বৃন্দাবনের জ্বর। ঠাকুর শুনিয়া বড়ই চিন্তিত আছেন। তাঁর জন্য চণ্ডীর কাছে মানসিক ক'রেছেন। ঠাকুর রাখালের কথা কহিতেছেন—"এইখানে বসে পা টিপ্‌তে টিপ্‌তে রাখালের প্রথম ভাব হ'য়েছিল। এক জন ভাগবতের পণ্ডিত এই ঘরে বসে ভাগবতের কথা বল্‌ছিল। সেই সকল কথা শুন্‌তে শুনতে রাখাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। তার পর একবারে স্থির!

"দ্বিতীয় বার ভাব বলরামের বাটীতে হয়েছিল—ভাবেতে শুয়ে পড়েছিল।

"রাখালের সাকারের ঘর—নিরাকারের কথা শুন্‌লে উঠে যাবে।

"তার জন্য চণ্ডীকে মান্‌লুম। সে যে আমার উপর সব নির্ভর ক'রেছিল—বাড়ী ঘর সব ছেড়ে! তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতাম—একটু ভোগের বাকি ছিল।

"বৃন্দাবন থেকে এঁকে লিখেছে, এ বেশ জায়গা—ময়ূর ময়ূরী নৃত্য কর্‌ছে;—এখন ময়ূর ময়ূরী—বড়ই মুস্কিলে ফেলেছে।

"সেখানে বলরামের সঙ্গে আছে। আহা! বলরামের কি স্বভাব! আমার জন্য ওদেশে (উড়িষ্যায় কোঠারে) যায় না। ভাই মুসোহারা বন্ধ ক'রেছিল। আর বলে পাঠিয়েছিল, 'তুমি এখানে এসে থাকো, মিছামিছি কেন অত টাকা খরচ কর।'—তা সে শুনে নাই—আমাকে দেখ্‌বে বলে।

"কি স্বভাব!—রাত দিন কেবল ঠাকুর লয়ে;—মালীরা ফুলের মালাই গাঁথ্‌ছে!

"টাকা বাঁচবে ব'লে, বৃন্দাবনে চার মাস থাক্‌বে। দু'শ টাকা মুসোহারা পায়।

[শ্রীমুখ কথিত চরিতামৃত। নরেন্দ্র ও ভবনাথ। নরেন্দ্রের প্রথম দর্শন।]

"ছোকরাদের ভালবাসি কেন?—ওদের ভিতর কামিনীকাঞ্চন এখনও ঢুকে নাই। আমি ওদের নিত্যসিদ্ধ দেখি।

"নরেন্দ্র যখন প্রথম এলো—ময়লা একখানা চাদর গায়ে,—কিন্তু চোখ মুখ দেখে বোধ হলো, ভিতরে কিছু আছে।

"তখন বেশী গান জানতো না। দুই একটা গান গাইলে,—

'মন চল নিজ নিকেতনে,' আর 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।'

"যখন আসতো,—এক ঘর লোক—তবু ওর দিক্ পানে চেয়েই কথা কহিতাম। ও বোলতো, 'এঁদের সঙ্গে কথা কন,'—তবে কইতাম।

"যদু মল্লিকের বাগানে কাঁদতুম,—ওকে দেখবার জন্য পাগল হ'য়েছিলাম!

"এখানে ভোলানাথের হাত ধরে কান্না!—ভোলানাথ বল্লে, 'একটা কায়েতের ছেলের জন্য ম'শয় আপনার এরূপ করা উচিত নয়'। মোটা বামুন এক দিন হাত জোড় করে বল্লে, 'মশায়, ওর সামান্য পড়াশুনো, ওর জন্য আপনি এত অধীর কেন হন?'

"ভবনাথ নরেন্দ্রের জুড়ী—দুজনে যেন স্ত্রী পুরুষ। তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রের কাছে বাসা করতে বললুম। ওরা দু'জনেই অরূপের ঘর।

[সন্ন্যাসী ও কামিনী। লোকশিক্ষার্থ ত্যাগ।]

"আমি ছোকরাদের মেয়েদের কাছে বেশী থাকতে বা আনাগোনা ক'রতে বারণ ক'রে দিই।

"হরিপদ এক ঘোষপাড়ার মাগীর পাল্লায় পড়েছে। সে বাৎসল্য ভাব করে। হরিপদ ছেলে মানুষ, কিছু বোঝে না। ওরা ছোকরা দেখলে ঐ রকম করে। শুনলাম, হরিপদ নাকি ওর কোলে শোয়। আর সে হাতে করে তাকে খাবার খাইয়ে দেয়। আমি ওকে বলে দিব—ও সব ভাল নয়। ঐ বাৎসল্য ভাব থেকেই আবার তাচ্ছল্য ভাব হয়।

"ওদের বর্ত্তমানের সাধন—মানুষ নিয়ে সাধন। মানুষকে মনে করে শ্রীকৃষ্ণ। ওরা বলে 'রাগকৃষ্ণ'। গুরু জিজ্ঞাসাকরে, 'রাগকৃষ্ণ পেয়েছিস ?' সে বলে 'হাঁ, পেয়েছি।'

"সে দিন সে মাগী এসেছিল। তার চাহনির রকম দেখলাম বড় ভাল নয়। তারি ভাবে বললাম, 'হরিপদকে নিয়ে যেমন কচ্চো কর—কিন্তু অন্যায় ভাব এনো না।'

"ছোকরাদের সাধনার অবস্থা। এখন কেবল ত্যাগ। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখবে না। আমি ওদের বলি, মেয়ে মানুষ ভক্ত হলেও তাদের সঙ্গে বসে কথা কবে না;—দাঁড়িয়ে একটু কথা কবে। সিদ্ধ হলেও এইরূপ করতে হয়—নিজের সাবধানের জন্য,—আর লোকশিক্ষার জন্য। আমিও মেয়েরা এলে একটু পরে বলি, তোমরা ঠাকুর দেখগে। তাতে যদি না উঠে, নিজে উঠে পড়ি। আমার দেখে আবার সবাই শিখবে।

[হরিলীলা ও আকর্ষণ। অবতারের আকর্ষণ। শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত।]

"আচ্ছা এই যে সব ছেলেরা আসছে, আর তোমরা সব আসছো, এর মানে কি ?

"এর (অর্থাৎ আমার) ভিতর অবশ্য কিছু আছে, তা না হলে টান হয় কেমন করে—কেন আকর্ষণ হয় ?

"ওদেশে যখন হৃদের বাড়ীতে (কামারপুকুরের নিকট, সিওড়ে) ছিলাম, তখন শ্যামবাজারে নিয়ে গেল। বুঝলাম গৌরাঙ্গভক্ত। গাঁয়ে ঢোকবার আগে দেখিয়ে দিলে। দেখলাম গৌরাঙ্গ !

"এমনি আকর্ষণ—সাত দিন সাত রাত লোকের ভিড় ! কেবল কীর্ত্তন আর নৃত্য। পাঁচিলে লোক ! গাছে লোক !

"নটবর গোস্বামীর বাড়ীতে ছিলাম। সেখানে রাত দিন লোকের ভিড়। আমি আবার পালিয়ে গিয়ে এক তাঁতীর ঘরে সকালে গিয়ে বস-

তাম। সেখানে আবার দেখি, খানিক পরে সব গিয়েছে! সব খোল করতাল নিয়ে গেছে!—আবার 'তাকুটী! তাকুটী!' করছে।

"খাওয়া দাওয়া বেলা তিনটার সময় হোতো!

"রব উঠে গেল—সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক এসেছে!

"পাছে আমার সরদিগরমি হয়, হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে যেতো;—সেখান আবার পিঁপড়ের সার! আবার খোল করতাল!—তাকুটী! তাকুটী! হৃদে বক্‌লে, আর বল্লে, 'আমরা কি কখনও কীর্ত্তন শুনি নাই?'

"সেখানকার গোঁসাইরা ঝগড়া করতে এসেছিল। মনে করেছিল, আমরা বুঝি তাদের পাওনা গণ্ডা নিতে এসেছি। দেখলে, আমি একখানা কাপড় কি এক গাছা সুতাও লই নাই!

"কে বলেছিল 'ব্রহ্মজ্ঞানী'। তাই গোঁসাইরা বিড়তে এসেছিল। এক জন জিজ্ঞাসা করলে, 'এঁর মালা, তিলক, নাই কেন?' তাতে তারাই এক জন বল্লে, 'নারকেলের বেল্লো আপনা আপনি খসে গেছে। নারকেলের বেল্লো ও কথাটী ঐখানে শিখেছি। জ্ঞান হলে উপাধি আপনি খসে পড়ে যায়।

"দূর গাঁ থেকে লোক এসে জমা হোতো। তারা রাত্রে থাকতো! যে বাড়ীতে ছিলাম, তার উঠানে রাত্রে মাগীরা অনেক সব শুয়ে আছে। হৃদে প্রস্রাপ করতে রাত্রে বাহিরে যাচ্ছিল, তা বলে, 'এইখানেই (উঠানে) কর।'

"আকর্ষণ কাকে বলে, ঐ খানেই (শ্যামবাজারে) বুঝলাম। হরিলীলায় যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেলকী লেগে যায়!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামী।]

মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত কথা কইতে কইতে বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামী আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে এই প্রথম দর্শন করিলেন। বয়স আন্দাজ ত্রিশের মধ্যে। গোস্বামী আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি)। আপনারা কি অদ্বৈতবংশ?

গোস্বামী। আজ্ঞা হাঁ।

ঠাকুর অদ্বৈতবংশ শুনিয়া গোস্বামীকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি)। অদ্বৈতগোস্বামীবংশ,—আকরের গুণ আছেই!

[আকর। বংশের মহাপুরুষ। ভেক। ব্রাহ্মণের পূজা।]

"নেকো আমের গাছে নেকো আমই হয় (ভক্তদের হাস্য)। খারাপ আম হয় না। তবে মাটীর গুণে একটু ছোট বড় হয়। আপনি কি বল?

গোস্বামী (বিনীত ভাবে)। আজ্ঞা, আমি কি জানি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি যাই বল;—অন্য লোকে ছাড়বে কেন?

"ব্রাহ্মণ, হাজার দোষ থাকুক—তবু ভরদ্বাজ গোত্র, শাণ্ডিল্য গোত্র,—বলে সকলের পূজনীয়। (মাষ্টারের প্রতি) শঙ্খচিলের কথাটি বলত।

মাষ্টার চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। বংশে মহাপুরুষ যদি জন্মে থাকেন তিনিই টেনে নেবেন—হাজার দোষ থাকুক।

"যখন গন্ধর্ব্ব কৌরবদের বন্দী করলে যুধিষ্ঠির গিয়ে তাদের মুক্ত করলেন। যে দুর্য্যোধন এত শত্রুতা করেছে—যার জন্য যুধিষ্টিরের বনবাস হয়েছে—তাকেই গিয়ে মুক্ত করলেন।

"তা ছাড়া ভেকের আদর করতে হয়। ভেক দেখলে সত্য বস্তুর উদ্দীপন হয়। চৈতন্যদেব গাধাকে ভেক পরিয়ে সাষ্টাঙ্গ হয়েছিলেন।

"শঙ্খচিলকে দেখলে প্রণাম করে কেন? কংশ মারতে যাওয়াতে ভগবতী শঙ্খচিল হয়ে উড়ে গিছলেন। তা এখনও শঙ্খচিল দেখলে সকলে প্রণাম করে।

[ঠাকুরের রাজভক্তি। Loyalty]।

"চানকের পল্টনের ভিতর ইংরেজকে আসতে দেখে সেপাইরা সেলাম করলে। কোয়ার সিং আমায় বুঝিয়ে দিলে, ইংরাজের রাজ্য তাই ইারাজকে সেলাম ক'রতে হয়'।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাম্প্রদায়িকতা। শাক্ত ও বৈষ্ণব।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। শাক্তের তন্ত্রমত। বৈষ্ণবের পুরাণ মত। বৈষ্ণব যা সাধন করে তা প্রকাশে দোষ নাই। তান্ত্রিকের সব গোপন। তাই তান্ত্রিককে সব বোঝা যায় না।

(গোস্বামীর প্রতি) আপনারা বেশ—কত জপ করেন কত হরিনাম করেন।

গোস্বামী (বিনীত ভাবে)। আজ্ঞা, আমরা আর কি করছি! আমি অতি অধম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। দীনতা; আচ্ছা ও ত আছে। আর এক আছে, 'আমি হরিনাম কচ্ছি,আমার আবার পাপ!' যে রাতদিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' 'আমি অধম' 'আমি অধম' করে সে তাই হয়ে যায়। কি অবিশ্বাস! তাঁর নাম এত করছে আবার বলে 'পাপ, পাপ'!

গোস্বামী এই কথা অবাক হয়ে শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমিও বৃন্দাবনে ভেক নিয়ে ছিলাম;—পনর দিন রেখেছিলাম। (ভক্তদের প্রতি) সব ভাবই কিছু দিন কিছু দিন করতাম, তবে শান্তি হ'তো।

(সহাস্যে) আমি সব রকম করেছি—সব পথই মানি। শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি। এখানে তাই সব মতের লোক আসে। আর সকলেই মনে করে ইনি আমাদেরই মতের লোক। আজ কালকার ব্রহ্মজ্ঞানীদেরও মানি।

"এক জনের একটি রংএর গামলা ছিল। গামলার আশ্চর্য্য গুণ যে যে যে রংএ কাপড় ছোপাতে চাইত তার কাপড় সেই রংএই ছুপে যেত।

"কিন্তু এক জন চালাক লোক বলেছিল, 'তুমি যে রংএ রঙ্গেছ, আমায় সেই রংটী দিতে হবে।' (ঠাকুরের ও সকলের হাস্য)।

"কেন একঘেয়ে হব? 'অমুক মতের লোক তা হলে আসবে না' এ ভয় আমার নাই। কেউ আসুক আর না আসুক তাতে আমার বয়ে গেছে;—লোক কিসে হাতে থাকবে, এমন কিছু আমার মনে নাই। অধর সেন বড় কর্ম্মের জন্য মাকে বলতে বলছিল—তা ওর সে কর্ম্ম হলো না। তাতে ও যদি কিছু মনে করে, আমার বয়ে গেছে!

"আবার কেশব সেনের বাড়ী গিয়ে আর এক ভাব হ'লো। ওরা নিরাকার নিরাকার করে;—তাই ভাবে বল্লুম, 'মা এখানে আসিস নি, এরা তোর রূপ টুপ মানে না!'

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এই সকল কথা শুনিয়া গোস্বামী চুপ করিয়া আছেন।

[শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। বিজয় এখন বেশ হয়েছে।

"হরি হরি বল্‌তে বল্‌তে মাটীতে পড়ে যায়!

"চারটে রাত পর্য্যন্ত কীর্ত্তন ধ্যান এই সব নিয়ে থাকে। এখন গেরুয়া পরে আছে।

"ঠাকুর বিগ্রহ দেখ্‌লে একবারে সাষ্টাঙ্গ!

"গদাধরের পাটবাড়ীতে আমার সঙ্গে গিছল—আমি বল্লাম, এখানে তিনি ধ্যান করতেন—সেই জায়গায় অমনি সাষ্টাঙ্গ!

"চৈতন্যদেবের পটের সম্মুখে আবার সাষ্টাঙ্গ।"

গোস্বামী। রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির সম্মুখে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সাষ্টাঙ্গ! আর আচারী খুব।

গোস্বামী। এখন সমাজে নিতে পারা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে লোকে কি বলবে, তা অত চায় না।

গোস্বামী। না, সমাজ তা হ'লে কৃতার্থ হয়—অমন লোককে পেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমায় খুব মানে।

"তাকে পাওয়াই ভার। আজ ঢাকায় ডাক, কাল আর এক জায়গায় ডাক। সর্ব্বদাই ব্যস্ত।

"তাদের সমাজে (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে) বড় গোল উঠেছে।

গোস্বামী। আজ্ঞা, কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাকে বল্‌ছে, 'তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো!—তুমি পৌত্তলিক।'

"আর অতি উদার সরল। **সরল না হ'লে ঈশ্বরের কৃপা হয় না।**

[গৃহস্থ ও 'এগিয়ে পড়'।]

এইবার ঠাকুর মুখুয্যেদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্র ব্যবসা করেন, কাহারও চাকরী করেন না। কনিষ্ঠ প্রিয়নাথ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এখন কিছু সংস্থান করিয়াছেন। আর চাকরি করেন না। জ্যেষ্ঠের বয়স ৩৫।৩৬ হইবে। তাঁহাদের বাড়ী কেদেটী গ্রামে। কলিকাতা বাগবাজারেও তাঁহাদের বসতবাটী আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। একটু উদ্দীপন হচ্চে ব'লে চুপ ক'রে থেকো

না। এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পর আরও আছে—রূপার খনি, সোণার খনি!

প্রিয় মুখুয্যে (সহাস্যে)। আজ্ঞা, পায়ে বন্ধন রয়েছে—এগুতে দেয় না!

শ্রীরামকৃষ্ণ। পায়ে বন্ধন থাক্‌লে কি হবে?—মন নিয়ে কথা।

"মনেই বদ্ধ মুক্ত। দুই বন্ধু—এক জন বেশ্যালয়ে গেল, এক জন ভাগবত শুনছে। প্রথমটী ভাবছে, ধিক্ আমাকে—বন্ধু হরিকথা শুনছে, আর আমি কোথা পড়ে রয়েছি! আর এক জন ভাবছে—ধিক্ আমাকে, বন্ধু কেমন আমোদ আহ্লাদ করছে, আর আমি শ্যালা কি বোকা! ছাখো প্রথমটিকে বিষ্ণুদূতে নিয়ে গেল—বৈকুণ্ঠে। আর দ্বিতীয়টিকে যমদূতে নিয়ে গেল।

প্রিয়। মন যে আমার বশ নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি! অভ্যাস যোগ। অভ্যাস কর, দেখবে মনকে যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই যাবে।

"মন ধোপাঘরের কাপড়। তার পর লালে ছোপাও লাল—নীলে ছোপাও নীল। যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে। (গোস্বামীর প্রতি) আপনাদের কিছু কথা আছে?

গোস্বামী (অতি বিনীতভাবে)। আজ্ঞা না,—দর্শন হ'লো। আর কথা ত সব শুন্‌ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুরদের দর্শন করুন।

গোস্বামী (অতি বিনীতভাবে)। একটু মহাপ্রভুর গুণানুকীর্ত্তন—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গোস্বামীকে গান শুনাইতেছেন—

গান। আমার অঙ্গ কেন গৌর হলো!

গান। গোরা চাহে বৃন্দাবনপানে
আর ধারা বহে দু'নয়নে॥
(ভাব হবে বই কি রে!) (ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের)
(যার অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ গৌর) (ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়)
(বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে) (সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে)
(গোরা আপনার পা আপনি ধরে)

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়।]

গান সমাপ্ত হইল—ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রতি)। এ তো আপনাদের (বৈষ্ণবদের)

হ'লো। আর যদি কেউ শাক্ত কি ঘোষপাড়ার মত আসে, তখন কি বল'বো!

"তাই এখানে সব ভাবই আছে—এখানে সব রকম লোক আসবে বলে; বৈষ্ণব, শাক্ত, কর্ত্তাভজা, বেদান্তবাদী, আবার ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী।

"তাঁরি ইচ্ছায় নানা ধর্ম্ম, নানা মত হয়েছে।

"তবে তিনি যার যা পেটে সয় তাকে সেইটি দিয়েছেন। মা সকলকে মাছের পোলোওয়া দেয় না। সকলের পেটে সয় না। তাই কায়কে মাছের ঝোল করে দেন।

"যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব, সে সেই ভাবটি নিয়ে থাকে।

"বারোয়ারীতে নানা মূর্ত্তি করে,—আর নানা মতের লোক যায়। রাধাকৃষ্ণ, হর-পার্ব্বতী, সীতারাম, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি রয়েছে, আর প্রত্যেক মূর্ত্তির কাছে লোকের ভিড় হয়েছে। যারা বৈষ্ণব তারা বেশী রাধাকৃষ্ণের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে। যারা শাক্ত তারা হরপার্ব্বতীর কাছে। যারা রাম ভক্ত তারা সীতারাম মূর্ত্তির কাছে।

"তবে যাদের কোন ঠাকুরের দিকে মন নেই তাদের আলাদা কথা। বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে,—বারোয়ারীতে এমন মূর্ত্তিও করে। ও সব লোক সেই খানে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে দেখে,—আর চীৎকার করে বন্ধুদের বলে, 'আরে ও সব কি দেখছিস্, এদিকে আয়! এদিকে আয়!' (সকলের হাস্য।)

গোস্বামী প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ। জগন্মাতার সেবা। মায়ে পোয়ে কথা।]

বেলা পাঁচটা হইয়াছে। ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় আসিয়াছেন। বাবুরাম, লাটু, মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি)। কেন এক ঘেয়ে হব। ওরা বৈষ্ণব আর গোঁড়া, মনে করে আমাদের মতই ঠিক আর সব ভুল। যে কথা বলিছি, খুব লেগেছে। (সহাস্যে) হাতির মাথায় অঙ্কুশ মারতে হয়। মাথায় নাকি ওদের কোষ থাকে। (সকলের হাস্য)

ঠাকুর এইবার ছোক্‌রাদের সঙ্গে ফষ্টি নাষ্টি করতে লাগলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি।) আমি এদের (ছোকরাদের) কেবল নিরামিশ দিই না। মাঝে মাঝে আঁস ধোয়া জল একটু একটু দিই। তা না হলে আস্‌বে কেন।

মুখুয্যেরা বারাণ্ডা হইতে চলিয়া গেলেন। বাগানে একটু বেড়াইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আমি জপ * * করতাম্। সমাধি হ'য়ে যেত। কেমন এর ভাব?

মাষ্টার (গম্ভীর ভাবে)। আজ্ঞা, বেশ!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) সাধু! সাধু!—কিন্তু ওরা (মুখুয্যেরা) কি মনে করবে?

মাষ্টার। কেন কাপ্তেন ত বলেছিলেন, আপনার বালকের অবস্থা। ঈশ্বর দর্শন করলে বালকের অবস্থা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর—বাল্য, পৌগণ্ড, যুবা। পৌগণ্ড অবস্থায় ফচকিমি ক'রে, হয়ত খেউড় মুখ দে বেরোয়। আর যুবা অবস্থায় সিংহের ন্যায় লোকশিক্ষা দেয়।

"তুমি না হয় ওদের (মুখুয্যেদের) বুঝিয়ে দিও।

মাষ্টার। আজ্ঞা, আমার বোঝাতে হবে না। ওরা কি আর জানে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোকরাদের সঙ্গে একটু আমোদ আহ্লাদ করিয়া এক জন ভক্তকে বলিতেছেন, "আজ অমাবস্যা, মার ঘরে যেও!"

সন্ধ্যার পর আরতির শব্দ শুনা যাইতেছে। ঠাকুর বাবুরামকে বলিতেছেন—"চল্‌রে চল। কালীঘরে!" ঠাকুর বাবুরামের সঙ্গে যাইতেছেন। মাষ্টার ও সঙ্গে আছেন। হরিশ বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন,—"এর আবার বুঝি ভাব লাগলো!"

উঠান দিয়া চলিতে চলিতে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের আরতি একটু দেখিলেন। তৎপরেই মা কালীর মন্দিরের অভিমুখে যাইতেছেন। যাইতে যাইতে হাত তুলিয়া জগন্মাতাকে ডাকিতেছেন,—"ওমা! ওমা! ব্রহ্মময়ী!" মন্দিরের সম্মুখের চাতালে উপস্থিত হইয়া মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। মার আরতি হইতেছে। ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও চামর লইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন।

আরতি সমাপ্ত হইল। যাঁরা আরতি দেখিতেছিলেন এক কালে

সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মন্দিরের বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিলেন। মহেন্দ্র মুখুয্যে প্রভৃতি ভক্তেরাও প্রণাম করিলেন।

আজ অমাবস্যা। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। গর্গর মাতোয়ারা! বাবুরামের হাত ধরিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে নিজের ঘরে ফিরিলেন।

ঘরের পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় ফরাস একটি আলো জালিয়া দিয়া গিয়াছে। ঠাকুর সেই বারাণ্ডায় আসিয়া একটু বসিলেন। মুখে 'হরি ওঁ!' 'হরি ওঁ!' 'হরি ওঁ!' ও তন্ত্রোক্ত নানাবিধ বীজমন্ত্র।

কিয়ংক্ষণ পরে ঠাকুর ঘরের মধ্যে নিজের আসনে পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়াছেন। এখনও ভাবের পূর্ণ মাত্রা।

মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়, বাবুরাম, প্রভৃতি ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন।

[Origin of Language. The Philosophy of Prayer]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া মার সহিত কথা কহিতেছেন—বলিতেছেন—

"মা, আমি ব'লবো তবে তুমি করবে—এ কথাই নয়।

"কথা কওয়া কি?—কেবল ইষারা বইত নয়!—কেউ বলছে, 'আমি খাবো';—আবার কেউ বলছে, 'যা আমি শুনবো না।'

"আচ্ছা, মা! যদি না বলতাম 'আমি খাবো' তা হলে কি যেমন খিদে তেমনি খিদে থাকতো না? তোমাকে বললেই তুমি শুনবে, আর ভিতরটা শুধু ব্যাকুল হ'লে তুমি শুনবে না,—তা কখন হ'তে পারে!

"তুমি যা আছ তাই আছ—তবে বলি কেন—প্রার্থনা করি কেন?

"ও, যেমন করাও তেমনি করি!

"যা! সব গোল হয়ে গেল!—কেন বিচার করাও!

ঠাকুর ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন!—ভক্তেরা অবাক হইয়া শুনিতেছেন।

[সংস্কার।]

এইবার ভক্তদের উপর ঠাকুরের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। তাঁকে লাভ ক'রতে হ'লে সংস্কার দরকার। একটু কিছু ক'রে থাকা চাই। তপস্যা! তা এ জন্মেই হোক আর পূর্ব্ব জন্মেই হোক।

"দ্রৌপদীর যখন বস্ত্রহরণ ক'রছিল, তার ব্যাকুল হ'য়ে ক্রন্দন শুনে ঠাকুর দেখা দিলেন। আর ব'ললেন—'তুমি যদি কারুকে কখনও বস্ত্র দান করে থাক, ত মনে করে দেখ—তবে লজ্জা নিবারণ হবে।' দ্রৌপদী বল্লেন, 'হাঁ মনে পড়্‌ছে। এক জন ঋষি স্নান কচ্ছিলেন,—তাঁর কপ্‌নী ভেসে গিছলো। আমি নিজের কাপড়ের আধখান ছিঁড়ে তাঁকে দিছলাম্।' ঠাকুর বল্লেন—'তবে আর তোমার ভয় নাই।' মাষ্টার ঠাকুরের আসনের পূর্ব্ব দিকের পাপোষের উপর বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তুমি ওটা বুঝেছ।

মাষ্টার। আজ্ঞা, সংস্কারের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একবার বল দেখি কি বল্লাম।

মাষ্টার। দ্রৌপদী নাইতে গিছলেন ইত্যাদি।

ঘরে হাজরা প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[হাজরা মহাশয়।]

হাজরা মহাশয় এখানে দুই বৎসর আছেন। তিনি ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরের নিকটবর্ত্তী সিওড় গ্রামে প্রথম তাঁহাকে দর্শন করেন। এই গ্রামে ঠাকুরের ভাগিনেয় (পিসীতাত ভগিনী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র) শ্রীযুক্ত হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের বাস। ঠাকুর তখন হৃদয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

সিওড়ের নিকটবর্ত্তী মরাগোড় গ্রামে হাজরা মহাশয়ের নিবাস। তাঁহার বিষয় সম্পত্তি জমি প্রভৃতি এক রকম আছে। পরিবার সন্তান সন্ততি আছে। এক রকম চলিয়া যায়। কিছু দেনাও আছে, আন্দাজ হাজার টাকা।

যৌবন কাল হইতে তাঁহার বৈরাগ্যের ভাব—কোথায় সাধু, কোথায় ভক্ত, খুঁজিয়া বেড়ান। যখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে প্রথম আসেন ও সেখানে থাকিতে চান ঠাকুর তাঁহার ভক্তিভাব দেখিয়া, ও দেশের পরিচিত বলিয়া, ওখানে যত্ন করিয়া নিজের কাছে রাখেন।

হাজরার জ্ঞানীর ভাব। ঠাকুরের ভক্তি ভাব ও ছোকরাদের জন্য ব্যাকুলতা পছন্দ করেন না। মাঝে মাঝে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে করেন। আবার কখনও সামান্য বলিয়া জ্ঞান করেন।

তিনি ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ পূর্ব্বের বারান্দায় আসন করিয়াছেন। সেই খানে মালা লইয়া অনেক জপ করেন। রাখাল প্রভৃতি ভক্তেরা বেশী জপ করেন না বলিয়া লোকের কাছে নিন্দা করেন।

তিনি আচারের বড় পক্ষপাতী। আচার আচার করিয়া তাঁহার এক প্রকার শুচিবাই হইয়াছে। তাঁহার বয়স প্রায় ৩৮ হইবে।

হাজরা মহাশয় ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর আবার ঈষৎ ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন ও কথা কহিতেছেন।

[ঈশ্বর প্রার্থনা কি শুনেন? ঈশ্বরের জন্য ক্রন্দন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)। তুমি যা করছ তা ঠিক,—কিন্তু ঠিক ঠিক বসছে না।

"কারু নিন্দা কোরো না, পোকাটীরও না। তুমি নিজেই ত বলো, লোমস মুনির কথা। যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি ওটাও বলবে—'যেন কারু নিন্দা না করি'।

হাজরা। (ভক্তি) প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এক—শো—বার!—যদি ঠিক হয়—যদি আন্তরিক হয়। বিষয়ী লোক যেমন ছেলে কি স্ত্রীর জন্য কাঁদে সেরূপ ঈশ্বরের জন্য কই কাঁদে?

"ও দেশে এক জনের পরিবারের অসুখ হয়েছিল।—সারবে না মনে করে লোকটা থর থর করে কাঁপতে লাগলো,—অজ্ঞান হয় আর কি!!

"এরূপ ঈশ্বরের জন্য কে হচ্ছে!

হাজরা ঠাকুরের পায়ের ধুলা লইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সঙ্কুচিত হইয়া)। উগুনো কি!

হাজরা। যাঁর কাছে আমি রয়েছি তাঁর পায়ের ধুলা লব না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে তুষ্ট কর সকলেই তুষ্ট হবে। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্!—ঠাকুর যখন দ্রৌপদীর হাঁড়ীর শাক খেয়ে বল্লেন, আমি তৃপ্ত হয়েছি তখন জগৎ শুদ্ধ জীব তৃপ্ত হয়েছিল—হেউ ঢেউ কচ্ছিল। কই মুনিরা খেলে কি জগৎ তুষ্ট হয়েছিল—হেউ ঢেউ হয়েছিল?

ঠাকুর এইবার, লোকশিক্ষার জন্য কিছু কর্ম্ম করতে হয়, এই কথা বলিতেছেন।

[লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)। জ্ঞানলাভের পরও লোকশিক্ষার জন্য পূজাদি কর্ম্ম রাখে।

"আমি কালীঘরে যাই, আবার ঘরের এই সব পট নমস্কার করি,—তাই সকলে করে। তার পর অভ্যাস হয়ে গেলে যদি না করে তা হলে মন হুস্‌ফুস করবে।

"বটতলায় সন্ন্যাসীকে দেখলাম। যে আসনে গুরুপাদুকা রেখেছে তারই উপরে শালগ্রাম রেখেছে! ও পূজা করছে! আমি জিজ্ঞাসা করলাম; 'যদি এতদূর জ্ঞান হয়ে থাকে তবে পূজা করা কেন?' সন্ন্যাসী বল্লে,—'সবই করা যাচ্ছে—এ ও একটা করলাম। কখনও ফুলটা এ পায়ে দিলাম, আবার কখনও একটা ফুল ও পায়ে দিলাম।'

"দেহ থাকতে কর্ম্মত্যাগ করবার যো নাই—পাঁক থাকতে ভুড় ভুড়ি হবেই *।

[The three stages and the Goal. শাস্ত্র, গুরুমুখ, ও সাধনা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)। এক জ্ঞান থাকলেই অনেক জ্ঞানও আছে।

"শুধু শাস্ত্র পড়ে কি হবে?

"শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে—চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন। তাই শাস্ত্রের মর্ম্ম সাধুমুখে, গুরুমুখে, শুনে নিতে হয়। তখন আর গ্রন্থের কি দরকার?

"চিঠীতে খবর এসেছে,—'পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবা,—আর এক খানা রেল পেড়ে কাপড় পাঠাইবা।' এখন চিঠিখানি হারিয়ে গেল। তখন ব্যস্ত হয়ে চার দিকে খোঁজে। অনেক খোঁজবার পর চিঠিখানি পেলে, পোড়ে দেখে,—লিখছে—'পাঁচসের সন্দেশ আর একখানা রেলপেড়ে কাপড় পাঠাইবা।' তখন চিঠিখানি আবার ফেলে দেয়। আর কি দরকার?—এখন সন্দেশ আর কাপড়ের যোগাড় করলেই হলো।

(মুখুয্যে, বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) সব সন্ধান জেনে তার পর ডুব দাও।

পুকুরের অমুক যায়গায় ঘটিটা পড়ে গেছে। যায়গাটি ঠিক করে দেখে নিয়ে সেইখানে ডুব দিতে হয়।

* ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ গীতা (১৭অ)

"শাস্ত্রের মর্ম্ম গুরু মুখে শুনে নিয়ে, তারপর সাধন করতে হয়। এই সাধন ঠিক ঠিক হলে তবে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।

"ডুব দিলে তবে ত ঠিক ঠিক সাধন হয়!

"বসে বসে শাস্ত্রের কথা নিয়ে কেবল বিচার করলে কি হবে?

"শ্যালারা পথে যাবারই কথা—ঐ নিয়ে মর'ছে!—মর্ শ্যালারা, ডুব দেয় না!!

'যদি বল ডুব দিলে ও হাঙ্গর কুমীরের ভয় আছে—কাম ক্রোধাদির ভয় আছে।—হলুদ মেখে ডুব দাও—তারা কাছে আসতে পারবে না। বিবেক বৈরাগ্য হলুদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[শ্রীরামকৃষ্ণের পুরাণ, তন্ত্র ও বেদ মতের সাধনা।]

শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। তিনি আমায় নানারূপ সাধন করিয়েছেন। প্রথম, পুরাণ মতের—তার পর তন্ত্র মতের, আবার বেদ মতের।

"প্রথমে পঞ্চবটীতে সাধনা করতাম্। তুলসী কানন হলো—তার মধ্যে বসে ধ্যান করতাম। কখনও ব্যাকুল হয়ে, 'মা! মা!' বলে ডাকতাম—বা 'রাম! রাম!' করতাম।

"যখন 'রাম রাম' কর্ত্তাম তখন হনুমানের ভাবে হয়তো একটা ল্যাজ পরে বসে আছি! উন্মাদের অবস্থা। সে সময়ে পূজা করতে করতে গরদের কাপড় পরে আনন্দ হতো—পূজারই আনন্দ!

"তন্ত্রমতের সাধনা বেলতলায়। তখন তুলসী গাছ—সজনের খাড়া—মনে হতো এক!

"সে অবস্থায় শিবানীর উচ্ছিষ্ট—সমস্ত রাত্রি পড়ে আছে—তা সাপে খেলে কি কিসে খেলে তার ঠিক নাই—ঐ উচ্ছিষ্টই আহার।

"কুকুরের উপর চড়ে তার মুখে লুচি দিয়ে খাওয়াতাম, আর নিজেও খেতাম। সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।

জমবে তাই আচমন। আমি সে মাটীতে পুকুর থেকে জল দিয়ে আচমন কল্লাম।

"অবিদ্যাকে নাশ না করলে হবে না। আমি তাই বাঘ হতাম। হয়ে অবিদ্যাকে খেয়ে ফেলতাম।

"বেদমতে সাধনেরসময় সন্ন্যাস নিলাম। তখন চাঁদনীতে পড়ে থাকতাম— হৃদুকে বলতাম,—'আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, চাঁদনীতে ভাত খাবো!

[প্রত্যক্ষ দর্শন ও শাস্ত্রজ্ঞান। ঠাকুরের অবস্থা—নিত্যলীলা যোগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম। মাকে বল্লাম, আমি মুখ্যু—তুমি আমায় জানিয়ে দাও—বেদ পুরাণ তন্ত্রে,—নানা শাস্ত্রে,— কি আছে।

"মা বল্লেন, বেদান্তের সার ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কথা বেদে আছে, তাঁকে তন্ত্রে বলে সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ—আবার তাঁকেই পুরাণে বলে সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ।

"গীতা দশবার বল্লে যা হয়—তাই গীতার সার। অর্থাৎ, ত্যাগী ত্যাগী।

"তাঁকে যখন লাভ হয়, তখন বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র,—কত নীচে পড়ে থাকে!

(হাজরার প্রতি) ওঁ উচ্চারণ করবার যো নাই।—এটি কেন হয়? সমাধি থেকে অনেক নেমে না এলে ওঁ উচ্চারণ করতে পারি না।

"প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যা যা অবস্থা হয় শাস্ত্রে আছে, সে সব হয়েছিল। বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিচাশবৎ, জড়বৎ।

"আর শাস্ত্রে যেরূপ আছে, সেরূপ দর্শনও হতো।

"কখন দেখতাম জগৎময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ!

"কখন চারদিকে যেন পারার হ্রদ,—ঝগ্ ঝগ্ করছে! আবার কখনও রূপা গলার মত দেখতাম।

"কখন দেখতাম রঙ্গমশালের আলো যেন জ্বলছে!

"তা হলেই হলো, শাস্ত্রের সঙ্গে ঐক্য হচ্ছে।

"আবার দেখালে, তিনিই জীব, জগৎ, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, হয়েছেন! ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে নামা। অনুলোম বিলোম।

"উঃ! কি অবস্থাতেই রেখেছে!—একটা অবস্থা যায় তো আর একটা আসে! যেন ঢেঁকির পাট্! একদিক নীচু হয় ত আর একদিক উঁচু হয়!

"যখন অন্তর্মুখ—সমাধিস্থ—তখনও দেখছি তিনি! আবার যখন বাহিরের জগতে মন এলো, তখনও দেখছি তিনি!

"যখন আরসীর এ পিঠ দেখ্‌ছি তখনও তিনি!—আবার যখন উল্টো পিঠ দেখ্‌ছি তখনও তিনি!

বাবুরাম আদি ভক্তেরা অবাক্ হইয়া এই সব কথা শুনিতেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[বিবেক ও মহাপুরুষের আশ্রয়। ঈশ্বর ভক্তবৎসল।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মুখুয্যে প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)। কাপ্তেনের ঠিক সাধকের অবস্থা।

"ঐশ্বর্য্য থাকলেই যে তাতে আসক্ত হতেই হবে, এমন কিছু নয়। শম্ভু (মল্লিক) বলত, 'হৃদু, পোঁটলা বেঁধে বসে আছি'! আমি বলতাম, কি অলক্ষণে কথা কও!—

'তখন শম্ভু বলে,—না,—বলো, এ সব ফেলে যেন তাঁর কাছে যাই!'

"তাঁর ভক্তের ভয় নাই। ভক্ত তাঁর আত্মীয়। তিনি তাদের টেনে নেবেন।

"দুর্য্যোধনেরা গন্ধর্ব্বের কাছে বন্দী হলে যুধিষ্ঠিরই উদ্ধার করলেন। বল্লেন, আত্মীয়দের ওরূপ অবস্থা হলে আমাদেরই কলঙ্ক।

[ঠাকুরবাড়ীর ব্রাহ্মণ ও পরিচারকগণমধ্যে ভক্তিদান।]

প্রায় নয়টা রাত্রি হইল। মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয় কলিকাতা ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ঠাকুর একটু উঠিয়া ঘরে ও বারান্দায় পাদচারণ করিতে করিতে বিষ্ণুঘরে উচ্চসংকীর্ত্তন হইতেছে শুনিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, তাহাদের সঙ্গে লাটু ও হরিশ জুটিয়াছে। ঠাকুর বলিলেন,—ও তাই!

ঠাকুর বিষ্ণুঘরে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরাও আসিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরাধাকান্তকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর দেখিলেন যে, ঠাকুরবাড়ীর ব্রাহ্মণেরা—যারা ভোগ রাঁধে, নৈবেদ্য করে দেয়, অতিথিদের পরিবেশন করে—এবং পরিচারকেরা, অনেকে একত্র

মিলিত হইয়া নামসংকীর্ত্তন করিতেছে। ঠাকুর একটু দাঁড়াইয়া তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন।

উঠানের মধ্য দিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় ভক্তদের বলিতেছেন—

"ছাখো, এরা সব কেউ বেশ্যার বাড়ী যায়, কেউ বাসন মাজে!

ঘরে আসিয়া ঠাকুর নিজ আসনে আবার বসিয়াছেন। যাঁহারা সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, তাঁহারা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিতেছেন—"টাকার জন্য যেমন ঘাম বার করো, তেমি হরিনাম করে নেচে গেয়ে ঘাম বার করতে হয়।

"আমি মনে করলাম, তোমাদের সঙ্গে নাচবো। গিয়ে দেখি যে, ফোড়ন টোড়ন সব পড়েছে—মেথি পর্য্যন্ত। (সকলের হাস্য)—আমি আর কি দিয়ে সম্বরা করবো!

"তোমরা মাঝে মাঝে হরিনাম করতে অমন এসো।

মুখুয্যে প্রভৃতি ভক্তেরা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুরের ঘরের ঠিক উত্তরের ছোট বারান্দাটীর পাশে মুখুয্যেদের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীতে বাতী জ্বালা হইয়াছে।

[ভক্ত বিদায় ও ঠাকুরের স্নেহ।]

ঠাকুর সেই বারান্দার চাতালের ঠিক উত্তরপূর্ব্ব কোণে উত্তরাস্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। একজন ভক্ত পথ দেখাইয়া একটী আলো আনিয়াছেন —ভক্তদের তুলিয়া দিবেন।

আজ অমাবস্যা—অন্ধকার রাত্রি। ঠাকুরের পশ্চিম দিকে গঙ্গা, সম্মুখে নহবৎ, পুষ্পোদ্যান ও কুঠী; ঠাকুরের ডানদিকে সদর ফটকে যাইবার রাস্তা।

ভক্তেরা তাঁহার চরণে মস্তক অবলুণ্ঠিত করিয়া একে একে গাড়ীতে উঠিতেছেন।

ঠাকুর একজন ভক্তকে বলিতেছেন—"ঈশানকে একবার বোলো না—ওর কর্ম্মের জন্য।"

গাড়ীতে বেশী লোক দেখিয়া,—পাছে ঘোড়ার কষ্ট হয়—ঠাকুর বলিতেছেন—"গাড়ীতে অত লোক কি ধরবে?"

ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। সেই ভক্তবৎসল মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে ভক্তেরা কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে লাটু, মাষ্টার, মণিলাল, মুখুয্যে প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

2nd October 1884.

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, ২রা অক্টোবর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশী-ত্রয়োদশী। শ্রীশ্রীবিজয়া দশমীর দুই দিন পরে। ১৭ই আশ্বিন ১২৯১। গত কল্য ঠাকুর কলিকাতায় অধরের বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। সেখানে নারান, বাবুরাম, মাষ্টার, কেদার, বিজয়, প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। ঠাকুর সেখানে ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। (শ্রীকথামৃত ২য় ভাগ)

ঠাকুরের কাছে আজ কাল লাটু, রামলাল, হরীশ থাকেন। বাবুরাম ও মাঝে মাঝে আসিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত রামলাল শ্রীশ্রীভবতারিণীর সেবা করেন। হাজরা মহাশয়ও আছেন।

আজ শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক, প্রিয় মুখুয্যে, তাঁহার আত্মীয় হরি; শিবপুরের একটি ব্রাহ্ম (দাড়ি আছে); বড় বাজার ১২ নং মল্লিক ষ্ট্রীটের মাড়োয়ারী ভক্তেরা—উপস্থিত আছেন। ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের কয়েকটী ছোকরা, সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি ভক্তেরা আসিলেন। মণিলাল পুরাতন ব্রাহ্ম ভক্ত।

[ব্রাহ্মসমাজ, প্রতিমাপূজা ও বিদ্বেষ ভাব। Dogmatism.]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণিলাল প্রভৃতির প্রতি)। **নমস্কার মানসে ই ভাল।** পায়ে হাত দিয়ে নমস্কারে কি দরকার। আর মানসে নমস্কার কর্‌লে কেউ কুণ্ঠিত হবে না।

"আমার ই ধর্ম্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা, এ ভাব ভাল নয়।

"আমি দেখি তিনি ই সব হ'য়ে রয়েছেন—মানুষ, প্রতিমা, শালগ্রাম,—সকলের ভিতরে ই এক দেখি। **এক ছাড়া দুই, আমি দেখি না।**

"অনেকে মনে করে আমাদের মত ঠিক, আর সব ভুল,—আমরা জিতেছি আর সব হেরেছে। কিন্তু যে এগিয়ে এসেছে সে হয় ত' একটুর

জন্য আটকে গেল! পেছনে যে পড়ে ছিল সে তখন এগিয়ে গেল। গোলকধাম খেলায়, অনেক এগিয়ে এসে, পোয়া (ঘুঁটী) আর পড়্‌ল না!

"হার জিত তাঁর হাতে। তাঁর কার্য্য কিছু বুঝা যায় না। দেখ না, ডাব অত উচুতে থাকে, রোদ পায়, তবু ঠাণ্ডা শক্তি!—এদিকে পান ফল জলে থাকে—গরম গুণ।

"মানুষের শরীর দেখ। মাথা যেটা মূল (গোড়া), সেটা উপরে চলে গেল।

[শ্রীরামকৃষ্ণ, চার আশ্রম ও যোগতত্ত্ব। ব্রাহ্মসমাজ ও 'মনোযোগ'।]

মণিলাল। আমাদের এখন কর্ত্তব্য?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কোন রকম ক'রে তাঁর সঙ্গে যোগ হ'য়ে থাকা। দুই পথ আছে,—**কর্ম্মযোগ আর মনোযোগ।**

"যারা আশ্রমে আছে, তাদের যোগ কর্ম্মের দ্বারা। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীরা * কাম্য কর্ম্মের ত্যাগ ক'রবে কিন্তু নিত্য-কর্ম্ম কামনাশূন্য হ'য়ে করবে! দণ্ডধারণ, ভিক্ষা করা; তীর্থ যাত্রা, পূজা, জপ, এ সব কর্ম্মের দ্বারা তাঁর সঙ্গে যোগ হয়।

"আর যে কর্ম্মই কর, ফলাকাঙ্খা ত্যাগ ক'রে কামনা শূন্য হ'য়ে ক'রতে পারলে তাঁর সঙ্গে যোগ হয়।

"আর এক পথ মনোযোগ। এরূপ যোগীর বাহিরের কোন চিহ্ন নাই। অন্তরে যোগ। যেমন জড়ভরত, শুকদেব। আরও, কত আছে,—এরা নামজাদা। এদের শরীরে চুল, দাড়ি, যেমন তেমনই থাকে।

"পরমহংস অবস্থায় কর্ম্ম উঠে যায়। স্মরণ মনন থাকে। সর্ব্বদাই মনের যোগ। যদি কর্ম্ম করে সে লোক শিক্ষার জন্য।

"কর্ম্মের দ্বারাই যোগ হউক আর মনের দ্বারাই যোগ হউক, ভক্তি হ'লে সব জান্‌তে পারা যায়।

"ভক্তিতে কুম্ভক আপনি হয়—একাগ্র মন হলেই বায়ু স্থির হ'য়ে যায়; আর বায়ু স্থির হলেই মন একাগ্র হয়, বুদ্ধি স্থির হয়। যার হয়, সে নিজে টের পায় না।

*কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োবিদুঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ। যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥

"ভক্তি যোগে সব পাওয়া যায়। আমি মা'র কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, 'মা যোগীরা যোগ ক'রে যা জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার ক'রে যা জেনেছে—আমায় জানিয়ে দাও—আমায় দেখিয়ে দাও!' মা আমায় সব দেখিয়ে দিয়েছেন। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর কাছে কাঁদলে তিনি সব জানিয়ে দেন। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র—এ সব শাস্ত্রে কি আছে সব তিনি আমায় জানিয়ে দিয়েছেন।

মণিলাল। হঠযোগ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হঠ যোগীরা দেহাভিমানী সাধু। কেবল নেতি ধৌতি করছে—কেবল দেহের যত্ন। ওদের উদ্দেশ্য আয়ু বৃদ্ধি করা। দেহ নিয়ে রাত দিন সেবা। ও ভাল নয়।

[মণিমল্লিক, সংসারী ও মনে ত্যাগ।]

"তোমাদের কর্ত্তব্য কি?—তোমরা মনে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ক'রবে। তোমরা সংসারকে কাকবিষ্ঠা বলতে পার না।

"গোস্বামীরা গৃহস্থ, তাই তাদের আমি বল্‌লাম, 'তোমাদের ঠাকুর সেবা রয়েছে, তোমরা সংসার ত্যাগ কি করবে?—তোমরা সংসারকে মায়া ব'লে উড়িয়ে দিতে পার না'।

"সংসারীদের যা কর্ত্তব্য চৈতন্যদেব বলেছিলেন,—'**জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবা, নাম সংকীর্ত্তন।**'

"কেশব সেন ব'লেছিল,—'উনি এখন 'দুইই কর' ব'লছেন। এক দিন কুটুস্ করে কাম্‌ড়াবেন।' তা নয়—কামড়াব কেন?

মণিমল্লিক। তাই কামড়ান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কেন? তুমি ত' তাই আছ—তোমার ত্যাগ করবার কি দরকার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[আচার্য্য, কামিনীকাঞ্চনত্যাগ ও লোকশিক্ষার অধিকার।]

সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম।

"যাদের দ্বারা তিনি লোক শিক্ষা দেবেন তাদের সংসার ত্যাগ করা দরকার। যিনি আচার্য্য তাঁর কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী হওয়া দরকার।

তা না হ'লে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। শুধু ভিতরে ত্যাগ হ'লে হবে না। বাহিরে ত্যাগও চাই, তবে লোক শিক্ষা হয়। তা না হ'লে লোকে মনে করে, ইনি যদিও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে বলছেন ইনি নিজে ভিতরে ভিতরে ঐ সব ভোগ করেন।

"এক জন কবিরাজ ঔষধ দিয়ে রোগীকে বল্লে, তুমি আর এক দিন এসো, খাওয়া দাওয়ার কথা ব'লে দিব। সে দিন তাঁর ঘরে অনেকগুলি গুড়ের নাগরি ছিল। রোগীর বাড়ী অনেক দূরে। সে আর এক দিন এসে দ্যাখা করলে। কবিরাজ বল্লে, 'খাওয়া দাওয়া সাবধানে করবি, গুড় খাওয়া ভাল নয়।' রোগী চ'লে গেলে, এক জন বৈদ্যকে বল্লে, 'ওকে অত কষ্ট দিয়ে আনা কেন? সেই দিন বল্লেই ত' হত'। বৈদ্য হেসে বল্লে, 'ওর মানে আছে। সে দিন ঘরে অনেকগুলি গুড়ের নাগরি ছিল। সে দিন যদি বলি রোগীর বিশ্বাস হ'ত না। সে মনে করত, ও'র ঘরে যেকালে এত গুড়ের নাগরি উনি নিশ্চয় কিছু কিছু খান। তা হ'লে গুড় জিনিসটা এত খারাপ নয়'। আজ আমি গুড়ের নাগরি লুকিয়ে ফেলেছি, এখন বিশ্বাস হবে।

"আদি সমাজের আচার্য্য—কে দেখ্‌লাম। শুনলাম নাকি দ্বিতীয় না তৃতীয় পক্ষের বিয়ে ক'রেছে!—বড় বড় ছেলে!

"এই সব আচার্য্য। এরা যদি বলে 'ঈশ্বর সত্য আর সব মিথ্যা' কে বিশ্বাস করবে!—এদের শিষ্য যা হবে বুঝতেই পারছ।

"হেগো গুরু তার পেদো শিষ্য!' সন্ন্যাসীও যদি মনে ত্যাগ করে, বাহিরে কামিনীকাঞ্চন লয়ে থাকে—তার দ্বারা লোক শিক্ষা হয় না। লোকে বলবে, লুকিয়ে লুকিয়ে গুড় খায়।

"সিঁতির মহেন্দ্র (কবিরাজ) রামলালের কাছে পাঁচটা টাকা দিয়ে গিছলো—আমি জানতে পারি নাই।

"রামলাল বল্লে পর, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাকে দিয়াছে! সে বল্লে, এখানকার জন্য। আমি প্রথমটা ভাবলুম, দুধের দেনা আছে, না হয় সেইটে শোধ দেওয়া যাবে। ও মা! খানিক রাত্রে ধড়মড় করে উঠে পড়েছি। বুকে যেন বিল্লি আঁচড়াচ্ছে! রামলালকে তখন গিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলুম—তোর খুড়ীকে কি দিয়েছে? সে বল্লে 'না'। তখন তাকে বল্লাম, তুই এক্ষণই ফিরিয়ে দিয়ে আয়! রামলাল তার পরদিন টাকা ফিরিয়ে দিলে।

"সন্ন্যাসীর পক্ষে টাকা লওয়া বা লোভে আসক্ত হওয়া কিরূপ জানো? যেমন ব্রাহ্মণের বিধবা অনেক কাল হবিষ্য খায় ব্রহ্মচর্য্য করে, বাগ্দী উপপতি করেছিল! (সকলে স্তম্ভিত)

"ও দেশে ভগী তেলীর অনেক শিষ্য সামন্ত হলো। শূদ্রকে সর্ব্বাই প্রণাম করে দেখে, জমীদার একটা দুষ্ট লোক লাগিয়ে দিলে। সে তার ধর্ম্ম নষ্ট করে দিলে—সাধন ভজন সব মাটি হয়ে গেলো।

[সাধুসঙ্গ ও শ্রদ্ধা।]

"তোমরা সংসারে আছ তোমাদের সৎসঙ্গ (সাধুসঙ্গ) দরকার।

"আগে সাধুসঙ্গ তার পর শ্রদ্ধা। সাধুরা যদি তাঁর নামগুণানুকীর্ত্তন না করে তা হ'লে কেমন করে লোকের ঈশ্বরে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি হবে? তিন পুরুষে আমীর জান্‌লে তবে ত লোকে মানবে?

(মাষ্টারের প্রতি) জ্ঞান হলেও সর্ব্বদা অনুশীলন চাই। ন্যাংটা বলতো, ঘটি এক দিন মাজলে কি হবে—ফেলে রাখলে আবার কলঙ্ক পড়বে।

"তোমার বাড়ীটায় একবার যেতে হবে। তোমার আড্ডাটা জানা থাকলে সেখানে গেলে আরও ভক্তদের সঙ্গে দেখা হবে। ঈশানের কাছে একবার যাবে।

[শ্রীযুক্ত কেশব সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।]

(মণিলালের প্রতি) কেশব সেনের মা এসেছিল। তাদের বাড়ীর ছোকরারা হরিনাম করলে। সে তাদের প্রদক্ষিণ করে হাততালি দিতে লাগলো। দেখলাম শোকে কাতর হয় নাই। এখানে এসে একাদশী করলে মালাটী লয়ে জপ করে। বেশ ভক্তি দেখলাম।

মণিলাল। কেশব বাবুর পিতামহ রামকমল সেন ভক্ত ছিলেন। তুলসী কাননের মধ্যে বসে নাম করতেন। কেশবের বাপ প্যারীমোহনও ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বাপ ওরূপ না হলে ছেলে অমন ভক্ত হয় না। দ্যাখো না, বিজয়ের অবস্থা।

"বিজয়ের বাপ ভাগবত পড়তে পড়তে ভাবে অজ্ঞান হয়ে যেত। বিজয় মাঝে মাঝে 'হরি! হরি!' বলে উঠে পড়ে।

"আজ কাল বিজয় যা সব (ঈশ্বরীয়রূপ) দর্শন করছে, সব ঠিক ঠিক।

"সাকার নিরাকারের কথা বিজয় বল্লে,—যেমন বহুরূপীর রং লাল,

নীল, সবুজও হচ্ছে,—আবার কোন রংই নাই। কখন সগুণ, কখন নির্গুণ।

[বিজয়, সরলতা ও ঈশ্বর লাভ।]

"বিজয় বেশ সরল। খুব উদার সরল না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

"বিজয় কাল অধর সেনের বাড়ীতে গিছলো! তা যেন আপনার বাড়ী—সব্বাই যেন আপনার।

"বিষয় বুদ্ধি না গেলে উদার সরল হয় না।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন—

গান—অমূল্যধন পাবি রে মন হলে খাঁটি।

"মাটী পাট করা না হলে হাঁড়ী তৈয়ার হয় না। ভিতরে বালি, ঢিল, থাকলে হাঁড়ী ফেটে যায়। তাই কুমোর আগে মাটী পাট করে।

"আরশীতে ময়লা পড়ে থাকলে মুখ দেখা যায় না। চিত্তশুদ্ধি না হ'লে স্বস্বরূপ দর্শন হয় না।

"দ্যাখো না, যেখানে অবতার সেই খানেই সরল। নন্দঘোষ, দশরথ, বসুদেব—এঁরা সব সরল।

"বেদান্তে বলে, শুদ্ধবুদ্ধি না হ'লে ঈশ্বরকে জান্‌তে ইচ্ছা হয় না। শেষ জন্ম বা অনেক তপস্যা না থাকলে উদার সরল হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুরের বালকের অবস্থা।]

ঠাকুরের পা একটু ফুলো ফুলো বোধ হওয়াতে তিনি বালকের ন্যায় চিন্তিত আছেন।

সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ আসিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রিয় মুখুয্যে প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি)। কাল নারা'ণকে বল্লাম, তোর পা টিপে দেখ্ দেখি ডোব্ হয় কি না। সে টিপে দেখলে ডোব হল;—তখন বাঁচলুম।

(মুখুয্যের প্রতি) তুমি একবার তোমার পা টিপে দ্যাখো তো।

"ডোব্ হয়েছে?

মুখুয্যে। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আ! বাঁচলুম।

মণিমল্লিক। কেন? আপনি স্রোতের জলে নাইবেন। সোরা ফোরা কেন খাওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো, তোমাদের রক্তের জোর আছে,—তোমাদের আলাদা কথা!

"আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছ।

"ঘাস বনে একদিন কি কামড়ালে। আমি শুনেছিলাম সাপে যদি আবার কামড়ায়, তা হ'লে বিষ তুলে লয়। তাই গর্ত্তে হাত দিয়ে রইলাম। একজন এসে বল্লে—ও কি কচ্ছেন?—সাপ যদি সেই খানটা আবার কামড়ায় তা হলে হয়। অন্য জায়গায় কামড়ালে হয় না।

"শরতের হিম ভাল শুনেছিলাম—কলকাতা থেকে গাড়ী করে আসবার সময় মাথা বা'র করে হিম লাগাতে লাগলাম। (সকলের হাস্য)

(সিঁতির মহেন্দ্রের প্রতি) "তোমাদের সিঁতির সেই পণ্ডিতটী বেশ। বেদান্তবাগীশ। আমায় মানে।

"যখন পণ্ডিতকে বল্লাম, তুমি অনেক পড়েছ—কিন্তু 'আমি অমুক পণ্ডিত', এ অভিমান ত্যাগ করো। তখন তার খুব আহ্লাদ।

"তার সঙ্গে বেদান্তের কথা হলো।

[শুদ্ধ-আত্মা ও অবিদ্যা। ব্রহ্ম ও মায়া। বেদান্তের বিচার।]

"(মাষ্টারের প্রতি) যিনি শুদ্ধ-আত্মা তিনি নির্লিপ্ত। তাঁতে মায়া বা অবিদ্যা আছে। এই মায়ার ভিতরে তিন গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। যিনি শুদ্ধ-আত্মা তাঁতে এই তিন গুণ রয়েছে অথচ তিনি নির্লিপ্ত। আগুণে যদি নীল বড়ি ফেলে দাও নীল শিখা দেখা যায়; রাঙ্গা বড়ি ফেলে দাও, লাল শিখা দেখা যায়। কিন্তু আগুনের আপনার কোন রং নাই।

"জলে নীল রং ফেলে দাও নীল জল হবে। আবার ফটকিরি ফেলে দিলে সেই জলেরই রং।

"মাংসের ভার লয়ে যাচ্ছে চণ্ডাল—সে শঙ্করকে ছুঁয়েছিল। শঙ্কর যাই বলেছেন, আমায় ছুঁলি!—চণ্ডাল বল্লে, ঠাকুর আমিও তোমায় ছুই নাই,—তুমিও আমায় ছোও নাই! তুমি শুদ্ধ আত্মা—নির্লিপ্ত।

"জড় ভরতও ঐ সকল কথা রাজা রহুগণকে বলেছিল।

"শুদ্ধ-আত্মা নির্লিপ্ত। আর শুদ্ধ আত্মাকে দেখা যায় না। জলে লবণ মিশ্রিত থাকলে লবণকে চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না।

"যিনি শুদ্ধ-আত্মা তিনিই **মহাকারণ**—কারণের কারণ। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ। পঞ্চভূত স্থূল। মন বুদ্ধি অহঙ্কার, সূক্ষ্ম। প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি, সকলের কারণ। ব্রহ্ম বা শুদ্ধ আত্মা, কারণের কারণ।

"**এই শুদ্ধ আত্মাই আমাদের স্বরূপ।**

"জ্ঞান কাকে বলে? এই স্ব স্বরূপকে জানা আর তাঁতে মন রাখা!

[কর্ম্ম কত দিন।]

"কর্ম্ম কতদিন?—যতদিন দেহ অভিমান থাকে, অর্থাৎ দেহই আমি এই বুদ্ধি থাকে। গীতায় ঐ কথা আছে। *

"দেহে আত্মবুদ্ধি করার নামই অজ্ঞান।

(শিবপুরের ব্রাহ্ম ভক্তের প্রতি) আপনি কি ব্রাহ্ম?

ব্রাহ্মভক্ত। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। আমি নিরাকার সাধকের চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারি।

"আপনি একটু ডুব দেবেন। উপরে ভাসলে রত্ন পাওয়া যায় না।

"আমি সাকার নিরাকার সব মানি।

[মাড়োয়ারীভক্ত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবাত্মা। চিত্ত।]

বড়বাজারের মাড়োয়ারী ভক্তেরা আসিয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের সুখ্যাত করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) আহা! এরা যে ভক্ত। সকলে ঠাকুরের কাছে যাওয়া—স্তব করা—প্রসাদ পাওয়া! এবার যাকে পুরোহিত রেখেছেন সেটী ভাগবতের পণ্ডিত।

মাড়োয়ারী ভক্ত। 'আমি তোমার দাস' যে বলে সে আমিটা কে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। লিঙ্গ শরীর বা জীবাত্মা। মন বুদ্ধি চিত্ত আর 'অহঙ্কার এই চারিটী জড়িয়ে লিঙ্গ শরীর।

মাড়োয়ারী ভক্ত। জীবাত্মাটি কে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অষ্টপাশ জড়িত আত্মা। আর চিত্ত কাকে বলে? যে ওহো! করে উঠে।

---

* নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুংকর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগী ত্যভিধীয়তে॥

[মাড়োয়ারি। মৃত্যুর পর কি হয়? মায়া কি?]

মাড়োঁয়ারী ভক্ত। মরলে কি হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। গীতার মতে মরবার সময় যা ভাববে তাই হবে। ভরত রাজা হরিণ ভেবে হরিণ হয়েছিল। তাই ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য সাধন করা চাই। রাত দিন তাঁর চিন্তা করলে মরবার সময়ও সেই চিন্তা আসবে।

মাড়োয়ারী ভক্ত। বিষয়ে বৈরাগ্য হয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। **এরই নাম মায়া।** মায়াতে সৎকে অসৎ বোধ হয়, অসৎকে সৎ বোধ হয়। সৎ অর্থাৎ যিনি নিত্য,—পরব্রহ্ম। অসৎ—সংসার—অনিত্য।

মাড়োয়ারী ভক্ত। শাস্ত্র পড়ি কিন্তু ধারণা হয় না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। পড়লে কি হবে?—সাধনা—তপস্যা—চাই! তাঁকে ডাকো।

"সিদ্ধি সিদ্ধি বল্লে কি হবে, কিছু খেতে হয়।

"এই সংসার কাঁটা গাছের মত। হাত দিলে রক্ত বেরোয়। যদি কাঁটা গাছ এনে, বসে বসে বল, 'ঐ গাছ পুড়ে গেল' তা কি অমনি পুড়ে যাবে? জ্ঞানাগ্নি আহরণ কর। সেই আগুণ লাগিয়ে দাও, তবে ত পুড়বে!

"সাধনের অবস্থায় একটু খাটতে হয় তার পর সোজা পথ। ব্যাঁক কাটিয়ে অনুকুল বায়ুতে নৌকা ছেড়ে দাও।

[আগে ত্যাগ তার পর জ্ঞানলাভ,—ঈশ্বরলাভ।]

"যতক্ষণ মায়ার ঘরের ভিতরে আছ, যতক্ষণ মায়া মেঘ রয়েছে, ততক্ষণ জ্ঞান সূর্য্য কাজ করে না। মায়াঘর ছেড়ে বাহিরে এসে দাঁড়ালে, (কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের পর) তবে জ্ঞানসূর্য্য অবিদ্যা নাশ করে। ঘরের ভিতরে আনলে আতস কাচে কাগজ পুড়ে না। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে, রোদটী কাচে পড়ে,—তখন কাগজ পুড়ে যায়।

"আবার মেঘ থাকলে আতস কাচে কাগজ পুড়ে না। মেঘটী সরে গেলে তবে হয়।

"কামিনীকাঞ্চন ঘর থেকে একটু সরে দাঁড়ালে—সরে দাঁড়ায়ে একটু সাধনা তপস্যা করলে—তবেই মনের অন্ধকার নাশ হয়—অবিদ্যা অহঙ্কার মেঘ পুড়ে যায়—জ্ঞান লাভ হয়! **কামিনীকাঞ্চনই মেঘ।**

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম। সন্ন্যাসী ও টাকা।]

(মাড়োয়াড়ীর প্রতি) ত্যাগীর বড় কঠিন নিয়ম। কামিনীকাঞ্চনের সংস্রব লেশ মাত্রও থাকবে না। টাকা নিজের হাতে তো লবে না,—আবার কাছেও রাখতে দেবে না।

"লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী, বেদান্তবাদী, এখানে প্রায় আসতো। বিছানা ময়লা দেখে বল্লে, আমি দশ হাজার টাকা লিখে দেবো তার সুদে তোমার সেবা চলবে।

"যাই ও কথা বল্লে, অমনি যেন লাঠী খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম!!

"চৈতন্য হবার পর তাকে বল্লুম, তুমি অমন কথা যদি আর মুখে বলো তা হলে এখানে আর এসো না। **আমার টাকা ছোঁবার জো নাই, কাছেও রাখবার জো নাই।**

"সে ভারি সূক্ষ্মবুদ্ধি,—বল্লে, 'তা হলে এখনও আপনার ত্যজ্য গ্রাহ্য আছে! তবে আপনার জ্ঞান হয় নাই।'

"আমি বল্লাম, আমার, বাপু, এতদূর হয় নাই! (সকলের হাস্য)

"লক্ষ্মীনারায়ণ তখন হৃদের কাছে দিতে চাইলে। আমি বল্লাম, 'তা হলে আমার বলতে হবে 'একে দে, ওকে দে'; না দিলে রাগ হবে! টাকা কাছে থাকাই খারাপ! সে সব হবে না।'

"আরসীর কাছে জিনিস থাকলে প্রতিবিম্ব হবে না?

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মুক্তিতত্ত্ব। বেদমত ও পুরাণমত।]

মাড়োয়ারী ভক্ত। মহারাজ, গঙ্গায় শরীর ত্যাগ করলে তবে মুক্তি হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান হলেই মুক্তি। যেখানেই থাকো,—ভাগাড়েই মৃত্যু হোক আর গঙ্গাতীরেই মৃত্যু হোক, জ্ঞানীর মুক্তি হবে।

"তবে অজ্ঞানের পক্ষে গঙ্গাতীর।

মাড়োয়ারী ভক্ত। কাশীতে মুক্তি হয় কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কাশীতে মৃত্যু হলে শিব সাক্ষাৎকার হন।—হয়ে বলেন, 'আমার এই যে সাকার রূপ এ মায়িকরূপ—ভক্তের জন্য এই রূপ ধারণ করি;—এই গ্যাখ্ অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মিলিয়ে যাই!' এই বলে সে রূপ অন্তর্ধান হয়।

"পুরাণমতে চণ্ডালেরও যদি ভক্তি হয় তার মুক্তি হবে। এ মতে নাম করলেই হয়। যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র,—এ সব দরকার নাই।

"বেদমত আলাদা। ব্রাহ্মণ না হলে মুক্তি হয় না। আবার ঠিক মন্ত্র উচ্চারণ না হলে পূজা গ্রহণ হয় না। যাগ, যজ্ঞ, মন্ত্র, তন্ত্র,—সব বিধি অনুসারে করতে হবে।

[কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। কলিতে ভক্তিযোগ।]

"কলিকালে বেদোক্ত কর্ম্ম করবার সময় কই। তাই কলিতে নারদীয় ভক্তি।

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। নিষ্কাম না করতে পারলে বন্ধনের কারণ হয়। তাতে আবার অন্নগত প্রাণ—সব কর্ম্ম বিধি অনুসারে করবার সময় নাই। দশমূল পাচন খেতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়! তাই ফিবার মিক্শ্চার।

"নারদীয় ভক্তি – তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন করা।

"কলির পক্ষে কর্ম্মযোগ ঠিক নয়,—ভক্তি যোগই ঠিক।

"সংসারে কর্ম্ম যত দিন ভোগ আছে করো। কিন্তু ভক্তি অনুরাগ চাই। তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন করলে কর্ম্মক্ষয় হবে।

"কর্ম্ম চিরকাল করতে হয় না। তাঁতে যত শুদ্ধা ভক্তি ভালবাসা হবে ততই কর্ম্ম কমবে। তাঁকে লাভ করলে কর্ম্ম ত্যাগ হয়। গৃহস্থের বৌর পেটে ছেলে হলে শাশুড়ী কর্ম্ম কমিয়ে দেয়। সন্তান হলে আর কর্ম্ম করতে হয় না।

[সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম! সংস্কার ও ঈশ্বর জন্য ব্যাকুলতা।]

দক্ষিণেশ্বর গ্রাম হইতে কতকগুলি ছোকরা আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন। বেলা ৪টা হইবে।

দক্ষিণেশ্বর নিবাসী ছোকরা। মহাশয় জ্ঞান কাকে বলে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর সৎ আর সমস্ত অসৎ এইটী জানার নাম জ্ঞান।

"যিনি সৎ তাঁর একটী নাম ব্রহ্ম আর একটী নাম কাল (মহাকাল)। তাই বলে 'কালে কত গেল—কত হলো রে ভাই।'

কালী যিনি কালের সহিত রমণ করেন। আদ্যাশক্তি। কাল ও কালী,—ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।

"সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য—তিন কালেই আছেন—আদি অন্ত রহিত।

তাঁকে মুখে বর্ণনা করা যায় না। হদ্দ বলা যায়,—তিনি চৈতন্যস্বরূপ আনন্দ স্বরূপ।

"জগৎ অনিত্য তিনিই নিত্য। জগৎ ভেল্কি স্বরূপ। বাজীকরই সত্য। বাজীকরের ভেল্কী অনিত্য।

ছোকরা। জগৎ যদি মায়া—ভেল্কী—এ মায়া যায় না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সংস্কার দোষে মায়া যায় না। অনেক জন্ম এই মায়ার সংসারে থেকে থেকে মায়াকে সত্য বলে বোধ হয়।

"সংস্কারের কত ক্ষমতা শোনো। এক জন রাজার ছেলে পূর্ব্বজন্মে ধোপার ঘরে জন্মেছিল। রাজার ছেলে হয়ে যখন খেলা করছে তখন সমবয়সীদের বলছে, ও সব খেলা থাক! আমি উপুড় হয়ে শুই, আর তোরা আমার পিঠে হুস্ হুস্ করে কাপড় কাচ্।

[গোবিন্দ পাল। গোপাল সেন। নিরঞ্জন। হীরানন্দ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে অনেক ছোকরা আসে,—কিন্তু কেউ কেউ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। তারা সংস্কার নিয়ে এসেছে।

"সে সব ছোকরা বিবাহের কথায় অ্যাঁ অ্যাঁ করে! বিবাহের কথা মনেই করে না। নিরঞ্জন ছেলে বেলা থেকে বলে, বিয়ে করবো না।

"অনেক দিন হলো (কুড়ি বছরের অধিক) বরাহনগর থেকে দুটী ছোকরা আসত। এক জনের নাম গোবিন্দ পাল, আর এক জনের নাম গোপাল সেন। তাদের ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরেতে মন। বিবাহের কথায় ভয়ে আকুল হতো। গোপালের ভাবসমাধি হতো। বিষয়ী দেখলে কুণ্ঠিত হোতো, যেমন ইদুর বিড়াল দেখে কুণ্ঠিত হয়। যখন ঠাকুরদের (Tagore) ছেলেরা ঐ বাগানে বেড়াতে এসেছিল তখন কুঠীর ঘরের দ্বার বন্ধ করলে, পাছে তাদের সঙ্গে কথা কইতে হয়।

"গোপালের পঞ্চবটী তলায় ভাব হয়েছিল। ভাবে আমার পায়ে হাত দিয়ে বল্লে, 'আমি তবে যাই। আমি আর এ সংসারে থাকতে পারছি না—আপনার এখন অনেক দেরী—আমি যাই।' আমিও ভাবাবস্থায় বল্লাম—'আবার আসবে' সে বল্লে আচ্ছা,' আবার আসবো।'

"কিছুদিন পরে গোবিন্দ এসে দেখা করলে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, গোপাল কই? সে বল্লে, গোপাল (শরীর ত্যাগ করে) চলে গেছে!

"অন্য ছোকরারা কি করে বেড়াচ্ছে!—কিসে টাকা হয়,—বাড়ী,—গাড়ী,—পোষাক,—তার পর বিবাহ,—এই জন্য ব্যস্ত হয়ে বেড়ায়। বিবাহ

করবে,—আগে কেমন মেয়ে খোঁজ ল্লায়। আবার সুন্দর কি না নিজে দেখতে যায়।

"এক জন আমায় বড় নিন্দে করে। কেবল বলে, ছোকরাদের ভালবাসি। যাদের সংস্কার আছে—শুদ্ধ আত্মা—ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল,—টাকা, শরীরের সুখ, এ সবের দিকে মন নাই,—তাদেরই আমি ভালবাসি।

"যারা বিয়ে করেছে যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে তা হলে সংসারে আসক্ত হবে না।

"হীরানন্দ বিয়ে করেছে। তা হোক সে বেশী আসক্ত হবে না।

*(শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিতীয় ভাগ—সপ্তবিংশতি খণ্ড।)

মণিলাল শিবপুরের ব্রহ্মভক্ত, মাড়োয়ারী ভক্তেরা ও ছোকরারা প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইল। দক্ষিণের বারান্দা ও পশ্চিমের গোল বারান্দায় ফরাস আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল ও ধুনা দেওয়া হইল।

ঠাকুর নিজের আসনে বসিয়া মার নাম করিতেছেন ও চিন্তা করিতেছেন। ঘরে মাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখুয্যে, তাঁহার আত্মীয় হরি মেজেতে বসিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ ধ্যান চিন্তার পরে ঠাকুর আবার ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। এখনও ঠাকুরবাড়ীর আরতির দেরি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। যে নিশিদিন তাঁর চিন্তা করছে তার সন্ধ্যার কি দরকার!

[বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ। ওঁকার ও সমাধি। তত্ত্বমসি। ওঁ তৎসৎ।]

"ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
দয়া ব্রত দান আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনেরই যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়।

"সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয় গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়।

"আমি বল্লুম,'অমন কথা আমিই বা বলতে যাবো কেন—আর তারাই বা শুনবে কেন?'

"মা মাছ রেঁধেছে—কোনও ছেলেকে পোলোয়া রেঁধে দেয়,—যার পেট ভাল নয় তাকে মাছের ঝোল করে দেয়। রুচি ভেদে, অধিকারী ভেদে, একই জিনিষ নানারূপ করে দিতে হয়।

মণি। আজ্ঞা হাঁ। দেশ কাল পাত্র ভেদে সব আলাদা রাস্তা। তবে যে রাস্তা দিয়েই যাওয়া যাক্ না কেন, শুদ্ধ মন হয়ে আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। এই কথা আপনি বলেন।

[মুখুর্য্যেদের হরি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও দান ধ্যান।]

ঠাকুর ঘরের ভিতর নিজের আসনে বসিয়া আছেন। মেজেতে মুখুয্যেদের হরি, মাষ্টার, প্রভৃতি বসিয়া আছেন। একটী অপরিচিত ব্যক্তি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। ঠাকুর পরে বলিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষুর লক্ষণ ভাল না—বিড়ালের ন্যায় কটা চক্ষু। ঠাকুরকে হরি তামাক সাজিয়া আনিয়া দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হুঁকা হাতে করিয়া, হরির প্রতি)। দেখি, তোর হাত দেখি। এই যে যব রয়েছে—এ বেশ ভাল লক্ষণ।

"হাত আলগা কর্ দেখি। (নিজের হাতে হরির হাত লইয়া যেন ওজন করিতেছেন।)—ছেলে মানসি বুদ্ধি এখনও আছে;—দোষ এখনও কিছু হয় নাই। (ভক্তদের প্রতি) আমি হাত দেখলে খল কি সরল বলতে পারি। (হরির প্রতি)। কেন,—শ্বশুর বাড়ী যাবি—বৌর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইবি—আর ইচ্ছে হয় একটু আমোদ আহ্লাদ করবি।

(মাষ্টারের প্রতি) কেমন গো? (মাষ্টার প্রভৃতির হাস্য)

মাষ্টার। আজ্ঞা, নতুন হাঁড়ী যদি খারাপ হয়ে যায়, তা হলে আর দুধ রাখা যাবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। এখন যে হয় নাই তা কি করে জানলে?

মুখুয্যেরা দুই ভাই—মহেন্দ্র ও প্রিয়নাথ। তাঁহারা চাকরি করেন না, তাঁহাদের ময়দার কল আছে। প্রিয়নাথ পূর্ব্বে ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম্ম করিতেন। ঠাকুর হরির নিকট মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরির প্রতি)। বড় ভাইটী বেশ, না?—বেশ সরল।

হরি। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। ছোট নাকি বড় সন (কৃপণ)?— এখানে এসে নাকি অনেক ভাল হয়েছে। আমায় বল্লে, আমি কিছু জানতুম না। (হরির প্রতি)। এরা (দুই ভাই) কিছু দান টান করে কি?

হরি। তেমন দেখতে পাই না। এঁদের বড় ভাই যিনি ছিলেন— তাঁর কাল হয়েছে—তিনি বড় ভাল ছিলেন—খুব দান ধ্যান ছিল।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও দেহের লক্ষণ। ৺মহেশ ন্যায়রত্নের ছাত্র।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি)। শরীরের লক্ষণ দেখে অনেকটা বুঝা যায়, তার হবে কি না। খল হলে হাত ভারী হয়।

"নাক টেপা হওয়া ভাল না। শম্ভুর নাকটী টেপা ছিল। তাই অতো জ্ঞান থেকেও তত সরল ছিল না।

"উন পাঁজুরে লক্ষণ ভাল না। আর হাড় পেকে—কনুয়ের গাঁট মোটা, হাত ছিনে। আর বিড়াল চক্ষু—বিড়ালের মতন কটা চোখ।

"ঠোট—ডোমের মত হলে—নীচবুদ্ধি হয়। বিষ্ণুঘরের পুরুত কয়মাস একৃটিং কর্ম্মে এসেছিল। তার হাতে খেতুম না—হঠাৎ মুখ দিয়ে বলে ফেলেছিলুম, 'ও ডোম'। তার পর সে একদিন বল্লে; 'হাঁ, আমাদের ঘর ডোম পাড়ায়—আমি ডোমের বাসন চাঙ্গারী বুনতে জানি।'

"আরো খারাপ লক্ষণ একচক্ষু, আর ট্যারা। বরং একচক্ষু কানা ভাল, তো ট্যারা ভাল নয়। ভারি দুষ্ট ও খল হয়।

"মহেশের (৺মহেশ ন্যায়রত্নের) এক জন ছাত্র এসেছিল। সে বলে, 'আমি নাস্তিক'। সে হৃদেকে বল্লে, 'আমি নাস্তিক, তুমি আস্তিক হয়ে আমার সঙ্গে বিচার করো'। তখন তাকে ভাল করে দেখলাম। দেখি, বিড়াল চক্ষু!

"আবার চলনেতে লক্ষণ ভাল মন্দ টের পাওয়া যায়।

"পুরুষাঙ্গের উপর চামড়াটী মুসলমানদের মত যদি কাটা হয় সে একটী খারাপ লক্ষণ। (মাষ্টার প্রভৃতির হাস্য।)

(মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে) তুমি ওটা দেখো—ও খারাপ লক্ষণ। (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর ঘর হইতে বারান্দায় বেড়াইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার ও বাবুরাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)। এক জন এসেছিল,—দেখলাম বিড়ালের মতন চক্ষু। সে বলে, 'আপনি জ্যোতিষ জানেন?—আমার কিছু কষ্ট আছে।'

"আমি বল্লাম,—'না;—বরানগরে যাও, সেখানে জ্যোতিষের পণ্ডিত আছে।'

বাবুরাম ও মাষ্টার নীলকণ্ঠের যাত্রার কথা কহিতেছেন। বাবুরাম নবীন সেনের বাটী হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া কাল রাত্রে এখানে ছিলেন। সকালে ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে নবীন নিয়োগীর বাড়ীতে নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনিয়াছিলেন।

[শ্রীরামকৃষ্ণ, মণি ও নিভৃত চিন্তা। 'ঈশ্বরের ইচ্ছা'। নারা'ণের জন্য ভাবনা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার ও বাবুরামের প্রতি)। তোমাদের কি কথা হচ্ছে?

মাষ্টার ও বাবুরাম। আজ্ঞা—নীলকণ্ঠের যাত্রার কথা হচ্ছে,—আর সেই গানটীর কথা—'শ্যামা পদের আশ নদীর তীরে বাস'।

ঠাকুর বারান্দায়—বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ মণিকে নিভৃত লইয়া বলিতেছেন—"**ঈশ্বর চিন্তা যত লোকে টের না পায় ততই ভাল।** হঠাৎ এই কথা বলিয়াই ঠাকুর চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর হাজরার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

হাজরা। নীলকণ্ঠ ত আপনাকে বলেছে, সে আসবে। তা ডাকতে গেলে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, রাত্রি জেগেছে,—ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি আসে, সে এক।

ঠাকুর ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে বাবুরাম ও মাষ্টার। ঠাকুর বাবুরামকে নারা'ণের বাড়ী গিয়া দেখা করিতে বলিতেছেন। নারা'ণকে **সাক্ষাৎ নারায়ণ** দেখেন। তাই তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। বাবুরামকে বলিতেছেন—'তুই বরং একখান ইংরাজী বই নিয়ে তার কাছে যাস।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[নীলকণ্ঠ ও ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনানন্দে।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে নিজের আসনে বসিয়া আছেন। বেলা প্রায় তিনটা হইবে। নীলকণ্ঠ পাঁচ সাত জন সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ঠাকুরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর পূর্ব্বাস্য হইয়া তাঁহাকে যেন অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। নীলকণ্ঠ ঘরের পূর্ব্ব দ্বার দিয়া আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন।

ঠাকুর সমাধিস্থ।—তাঁহার পশ্চাতে বাবুরাম,—সম্মুখে মাষ্টার নীলকণ্ঠ ও চমৎকৃত অন্যান্য যাত্রাওয়ালারা। খাটের উত্তর ধারে দীননাথ খাতাঞ্জি আসিয়া দর্শন করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে ঘর ঠাকুরবাড়ীর লোকে পরিপূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের কিঞ্চিৎ ভাব উপশম হইতেছে। ঠাকুর মেজেতে মাদুরে বসিয়াছেন—সম্মুখে নীলকণ্ঠ ও চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (আবিষ্ট হইয়া)। আমি ভাল আছি।

নীলকণ্ঠ (কৃতাঞ্জলি হইয়া)। আমায়ও ভাল করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তুমি ত ভাল আছ। 'ক'য়ে আকার 'কা', আবার আকার দিয়ে কি হবে? 'কা'এর উপর আবার আকার দিলে সেই 'কা'ই থাকে। (সকলের হাস্য)

নীলকণ্ঠ। আজ্ঞা, এই সংসারে পড়ে রয়েছি!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তোমায় সংসারে রেখেছেন পাঁচজনের জন্য।

"অষ্টপাশ তাই সব যায় না। দুএকটা পাশ তিনি রেখে দেন—লোক শিক্ষার জন্য। তুমি এই যাত্রাটী করেছো, তোমার ভক্তি দেখে কত লোকের উপকার হচ্ছে। আর তুমি সব ছেড়ে দিলে এঁরা (যাত্রাওয়ালারা) কোথায় যাবেন।

"তিনি তোমার দ্বারা কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কাজ শেষ হলে তুমি আর ফিরবে না। গৃহিনী সমস্ত সংসারের কাজ সেরে,—সকলকে খাইয়ে দাইয়ে—দাসদাসীদের পর্য্যন্ত খাইয়ে দাইয়ে—নাইতে যায়;—তখন আর ডাকাডাকি করলেও ফিরে না।

নীলকণ্ঠ। আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কৃষ্ণের বিরহে যশোদা উন্মাদিনী,—শ্রীমতীর কাছে গিয়েছেন। শ্রীমতী তখন ধ্যান কচ্ছিলেন। তিনি আবিষ্ট হয়ে যশোদাকে বল্লেন,—'আমি সেই মূল প্রকৃতি আদ্যাশক্তি! তুমি আমার কাছে বর নাও।' যশোদা বল্লেন, আর কি বর দেবে! এই বলো, যেন কায়মানোবাক্যে তার চিন্তা, তার সেবা করতে পারি। কর্ণেতে যেন তার নাম গুণ গান শুনতে পাই, হাতে যেন তার ও তার ভক্তের সেবা করতে পারি,—চক্ষে যেন তার রূপ, তার ভক্ত, দর্শন করতে পারি।

(নীলকণ্ঠের প্রতি) "তোমার যেকালে তাঁর নাম করতে চক্ষু জলে ভেসে

যায়, সেকালে আর তোমার ভাবনা কি!—তাঁর উপর তোমার ভালবাসা এসেছে।

"অনেক জানার নাম অজ্ঞান,—এক জানার নাম **জ্ঞান**—অর্থাৎ, এক ঈশ্বর সত্য, সর্ব্বভূতে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপের নাম **বিজ্ঞান**—তাঁকে লাভ করে নানা ভাবে ভালবাসার নাম বিজ্ঞান।

"আবার আছে তিনি এক দুয়ের পার—বাক্য মনের অতীত। লীলা থেকে নিত্য, আবার নিত্য থেকে লীলায় আসা,—এর নাম পাকা ভক্তি।

"তোমার ও গানটী বেশ—'শ্যামাপদ আশ নদীর তীরে বাস।'

"তা হলেই হলো,—তাঁর কৃপার উপর সব নির্ভর কচ্ছে।

"কিন্তু তা বলে তাঁকে ডাকতে হবে,—চুপ করে থাকলে হবে না। উকিল হাকিমকে সব বোলে শেষে বলে—'আমি যা বলবার বল্লাম, এখন হাকিমের হাত।'

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতেছেন—তুমি সকালে অতো গাইলে,—আবার এখানে এসেছ কষ্ট করে। এখানে কিন্তু অনারারী (honorary)।

নীলকণ্ঠ। কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। বুঝেছি, আপনি যা বলবেন।

নীলকণ্ঠ। **অমূল্য রতন নিয়ে যাব!!!**

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে অমূল্য রতন আপনার আছে। আবার ক এ আকার দিলে কি হবে?

"না হলে, তোমার গান অতো ভাল লাগে কেন? রামপ্রসাদ সিদ্ধ তাই তার গান ভাল লাগে।

"সাধারণ জীবকে বলে মানুষ। যার চৈতন্য হয়েছে সেই **মানহুঁস**। তুমি তাই মানহুঁস।

"তোমার গান হবে শুনে আমি আপনি যাচ্ছিলাম—তা নিয়োগীও বলতে এসেছিল।

ঠাকুর ছোট তক্তাপোষের উপর নিজের আসনে গিয়া বসিয়াছেন। নীলকণ্ঠকে বলিতেছেন, একটু মায়ের নাম শুনবো।

নীলকণ্ঠ সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া গান গাইতেছেন—

গান—**শ্যামাপদ আশ, নদীর তীরে বাস**

গান—**মহিষমর্দ্দিনী**

এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইয়াছেন।

নীলকণ্ঠ গানে বলিতেছেন, 'যার জটায় গঙ্গা তিনি রাজরাজেশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন!'

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। নীলকণ্ঠ ও ভক্তগণ তাঁহাকে বোড়য়া বেড়িয়া গান গাইতেছেন ও নৃত্য করিতেছেন।

গান—শিব শিব।

এই গানের সঙ্গেও ঠাকুর ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর নীলকণ্ঠকে বলিতেছেন,—আমি আপনার সেই গানটী শুন্‌বো, কল্‌কাতায় যা শুনেছিলাম।

মাষ্টার। শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর, নবনটবর, তপতকাঞ্চনকায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, হাঁ।

নীলকণ্ঠ গাইতেছেন—(শ্রীকথামৃত, চতুর্থ ভাগ, ৪৫ পৃষ্ঠা।)

গান—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, নবনটবর, তপতকাঞ্চনকায়॥

প্রেমের বন্যে ভেসে যায়,—এই ধুয়া ধরিয়া ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে আবার নাচিতেছেন। সে অপূর্ব্ব নৃত্য যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা কখনই ভুলিবেন না। ঘর লোকে পরিপূর্ণ, সকলেই উন্মত্তপ্রায়! ঘরটী যেন শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভাবাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার বাটীর কয়েকটি মেয়েরা আসিয়াছিলেন; তাঁহারা উত্তরের বারাণ্ডা হইতে এই অপূর্ব্ব নৃত্য ও সংকীর্ত্তন দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ও একজনের ভাব হইয়াছিল। মনোমোহন ঠাকুরের ভক্ত ও শ্রীযুক্ত রাখালের সম্বন্ধী।

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন,—

গান—যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝুরে, তারা তারা দু ভাই এসেছে রে!

সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতেছেন ও আঁখর দিতেছেন—

'রাধার প্রেমে মাতোয়ারা, তারা তারা দু ভাই এসেছে রে!'

উচ্চসংকীর্ত্তন শুনিয়া চতুর্দ্দিকের লোক আসিয়া জমিয়াছে। দক্ষিণের, উত্তরের ও পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায়, সব লোক দাঁড়াইয়া। যাঁহারা নৌকা করিয়া যাইতেছেন, তাঁহারাও এই মধুর সংকীর্ত্তনের শব্দ শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন।

কার্ত্তন সমাপ্ত হইল। ঠাকুর জগন্মাতাকে প্রণাম করিতেছেন ও বলিতেছেন—ভাগবত, ভক্ত, ভগবান,—জ্ঞানীদের নমস্কার, যোগীদের নমস্কার, ভক্তদের নমস্কার।

এই বার ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে পশ্চিমের গোল বারাণ্ডায় আসিয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আজ কোজাগর পূর্ণিমার পর দিন। চতুর্দ্দিকে চাঁদের আলো। ঠাকুর নীলকণ্ঠের সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

[ঠাকুর কে ? 'আমি' খোঁজা। ঘরে চণ্ডী।]

নীলকণ্ঠ। আপনিই সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ!

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও গুণো কি!—আমি সকলের দাসের দাস।

"গঙ্গারই ঢেউ। ঢেউএর কখন গঙ্গা হয়?

নীলকণ্ঠ। আপনি যা বলুন, আমরা আপনাকে তাই দেখ্ছি!

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট হইয়া, করুণ স্বরে)। বাপু, আমার 'আমি' খুঁজতে যাই, কিন্তু খুঁজে পাই না!

"হনুমান বলেছিলেন—হে রাম, কখন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ,—তুমি প্রভু আমি দাস,—আবার যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়—তখন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি।

নীলকণ্ঠ। আর কি বলবো, আমাদের কৃপা করবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তুমি কত লোককে পার কোর্‌ছ—তোমার গান শুনে কত লোকের উদ্দীপন হচ্ছে।

নীলকণ্ঠ। পার করছি বল্‌ছেন। কিন্তু আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নিজে ডুবি না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। যদি ডোবো ত' ঐ সুধা-হ্রদে!

ঠাকুর নীলকণ্ঠকে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহাকে আবার বলিতেছেন—"তোমার এখানে আসা!—যাকে অনেক সাধ্য সাধনা করে তবে পাওয়া যায়! তবে একটা গান শোনো।—

গিরি গণেশ আমার শুভকারী।

পূজে গণপতি, পেলাম হৈমবতী, যাও হে গিরিরাজ আনো গিয়ে গৌরী॥
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আন্‌বো চণ্ডী, শুনবো কত চণ্ডী, কত আসবেন দণ্ডী, যোগী জটাধারী॥

"চণ্ডী যেকালে এসেছেন—সেকালে কত যোগী জটাধারীও আস্‌বে!

ঠাকুর হাসিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তদের বলিতেছেন—"আমার বড় হাসি পাচ্ছে! ভাব্‌ছি—এঁদের (যাত্রাওয়ালাদের) আবার আমি গান শোনাচ্চি।

নীলকণ্ঠ। আমরা যে গান গেয়ে বেড়াই, তার পুরস্কার আজ হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কোন জিনিষ বেচ্‌লে এক খাঁমচা ফাউ দেয়—তোমরা ওখানে গাইলে এখানে ফাউ দিলে! (সকলের হাস্য।)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

চতুর্থ ভাগ—ত্রয়োবিংশ খণ্ড।

সোমবার, ১৩ই জুলাই ১৮৮৫ খৃঃ অঃ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[পূর্ণ, ছোট নরেন, গোপালের মা।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত বলরামের বাড়ীর বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। আষাঢ় শুক্ল প্রতিপদ, বেলা ৯টা হইয়াছে।

কল্য শ্রীশ্রীরথযাত্রা। এবার রথে বলরাম ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার বাড়ীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথবিগ্রহের নিত্য সেবা হয়। একখানি ছোট রথও আছে;—রথের দিন বাহিরের বারান্দায় টানা হইবে।

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। কাছে নারাণ, তেজচন্দ্র, বলরাম ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা আছেন। পূর্ণ সম্বন্ধে কথা হইতেছে। পূর্ণের বয়স পনর হইবে। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আচ্ছা, সে (পূর্ণ) কোন্ পথ দিয়ে এসে দেখা করবে?—দ্বিজকে ও পূর্ণকে তুমিই মিলিয়ে দিও।

"এক সত্তার আর এক বয়সের লোক, আমি মিলিয়ে দিই। এর মানে আছে। দু'জনেরি উন্নতি হয়। পূর্ণর কেমন অনুরাগ দেখেছ!

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ, আমি ট্রামে ক'রে যাচ্চি, ছাদ থেকে আমাকে দেখে, রাস্তার দিকে দৌড়ে এলো,—আর সেইখান থেকেই ব্যাকুল হ'য়ে নমস্কার করলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাশ্রুনয়নে)। আহা! আহা!—কি না ইনি আমার পরমার্থের (পরমার্থ লাভের জন্য) সংযোগ ক'রে দিয়েছেন। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল না হ'লে এরূপ হয় না।

[পুরুষসত্তা, দৈবস্বভাব। নারায়ণ সন্তান। শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত।]

"এ তিন জনের পুরুষ সত্তা—নরেন্দ্র, ছোট নরেন আর পূর্ণ। ভবনাথের নয়,—ওর মেদী ভাব (প্রকৃতি ভাব)।

"পূর্ণর যে অবস্থা, এতে হয় শীঘ্র দেহনাশ হবে—ঈশ্বরলাভ হ'লো আর কেন;—বা কিছু দিনের মধ্যে তেড়ে ফুঁড়ে বেরুবে।

"দৈব-স্বভাব—দেবতার প্রকৃতি। এতে লোকভয় কম থাকে। যদি গলায় মালা, গায়ে চন্দন, ধূপ ধূনার গন্ধ দেওয়া যায়, তাহ'লে একবারে সমাধি হ'য়ে যায়!—ঠিক বোধ হ'য়ে যায় যে, অন্তরে নারায়ণ আছেন—নারায়ণ দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন! আমি টের পেয়েছি।

"দক্ষিণেশ্বরে যখন আমার প্রথম এইরূপ অবস্থা হ'লো, কিছু দিন পরে একটি ভদ্রঘরের বামুনের মেয়ে এসেছিল। বড় সুলক্ষণা। যাই গলায় মালা আর ধূপ ধূনা দেওয়া হ'ল, অমনি সমাধিস্থ! কিছুক্ষণ পরে আনন্দ,—আর ধারা পড়্‌তে লাগল। আমি তখন প্রণাম ক'রে বললুম, 'মা, আমার হ'বে?' তা ব'ল্‌লে 'হাঁ।' তবে পূর্ণকে আর একবার দেখা। তা দেখার সুবিধা কই?

"কলা ব'লে বোধ হয়। কি আশ্চর্য্য! অংশ শুধু নয়, কলা!

"কি চতুর!—পড়াতে নাকি খুব!—তবে ত ঠিক ঠাউরেছি!

"তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেন। ও দেশে যাবার রাস্তায় রণজিত রায়ের দীঘি আছে। রণজিত রায়ের ঘরে ভগবতী কন্যা হ'য়ে জন্মেছিলেন। এখনও চৈত্র মাসে মেলা হয়। আমার বড় যাবার ইচ্ছা হয়।—আর এখন হয় না।

[রণজিত রায় ও ভগবতী কন্যা।]

"রণজিত রায় ওখানকার জমীদার ছিল। তপস্যার জোরে তাঁকে কন্যা-রূপে পেয়েছিল। মেয়েটীকে বড়ই স্নেহ করে। সেই স্নেহের গুণে তিনি আট্‌কে ছিলেন, বাপের কাছ ছাড়া প্রায় হ'তেন না। এক দিন সে জমী-দারীর কাজ ক'র্‌ছে, ভারি ব্যস্ত, মেয়েটী ছেলের স্বভাবে কেবল বল্‌ছে, 'বাবা, এটা কি, ওটা কি।' বাপ, অনেক মিষ্টি ক'রে বল্‌লে—'মা এখন যাও, বড় কাজ পড়েছে।' মেয়ে কোন মতে যায় না। শেষে বাপ অন্যমনস্ক হ'য়ে বললে, 'তুই এখান থেকে দূর হ'। মা তখন এই ছুতো করে বাড়ী থেকে চ'লে গেলেন। সেই সময় একজন শাঁখারী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে শাঁখা পরা হ'লো। দাম দেবার কথায় ব'ল্লেন, 'ঘরের অমুক কুলুঙ্গিতে টাকা আছে লবে।' এই ব'লে সেখান থেকে চ'লে গেলেন, আর দেখা গেল না। এ দিকে শাঁখারী টাকার জন্য ডাকাডাকি ক'রছে। তখন মেয়ে বাড়ীতে নাই দেখে সকলে ছুটে এলো। রণজিত রায় নানাস্থানে লোক পাঠালে সন্ধান করবার জন্য। শাঁখারীর টাকা ঠিক সেই কুলুঙ্গিতে পাওয়া

গেল। রণজিত রায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চেন, এমন সময় লোকজন এসে বল্লে যে দীঘিতে কি দেখা যাচ্চে। সকলে দীঘির ধারে গিয়ে দেখে যে, শাঁখা পরা হাতটী জলের উপর তুলেছেন। তার পর আর দেখা গেল না। এখনও ভগবতীর পূজা ঐ মেলার সময় হয়—বারুণির দিনে। এ সব সত্য।

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্র এখন এ সব বিশ্বাস করে।

"পূর্ণর বিষ্ণুর অংশে জন্ম। মানসে বিল্বপত্র দিয়ে পূজা করলুম; তা হ'লো না;—তুলসী চন্দন দিলাম, তখন হোলো!

"তিনি নানারূপে দর্শন দেন। কখন নররূপে, কখন চিন্ময় ঈশ্বরীয় রূপে। রূপ মান্‌তে হয়। কি বল!

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ।

[প্রকৃতিভাব ও রূপদর্শন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। কামারহাটীর বামনী (গোপালের মা) কত কি ছাখে! একলাটি গঙ্গার ধারে একটি বাগানে নির্জ্জন ঘরে থাকে, আর জপ করে। গোপাল কাছে শোয়! (বলিতে বলিতে ঠাকুর চমকিত হইলেন)। কল্পনায় নয়, সাক্ষাৎ! দেখ্‌লে, গোপালের হাত রাঙা! সঙ্গে সঙ্গে বেড়ায়!—মাই খায়!—কথা কয়। নরেন্দ্র শুনে কাঁদ্‌লে!

"আমিও আগে অনেক দেখতুম্। এখন আর ভাবে তত দর্শন হয় না। এখন প্রকৃতিভাব কম পড়্‌ছে। বেটা ছেলের ভাব আস্‌ছে। তাই ভাব অন্তরে, বাহিরে তত প্রকাশ নাই।

"ছোট নরেনের পুরুষ ভাব,—তাই মন লীন হয়ে যায়। ভাবাদি নাই। নিত্যগোপালের প্রকৃতিভাব। তাই খ্যাঁচা ম্যাঁচা;—ভাবে তার শরীর লাল হ'য়ে যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[কামিনীকাঞ্চনত্যাগ ও পূর্ণাদি।]

(বিনোদ, দ্বিজ, তারক, মোহিৎ, তেজচন্দ্র, নারা'ণ, বলরাম, অতুল।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আচ্ছা, লোকের তিল তিল ক'রে ত্যাগ হয়, এদের কি অবস্থা!

"বিনোদ বল্লে, 'স্ত্রীর সঙ্গে শুতে হয়, বড়ই মন খারাপ হয়।'

"দেখো, সঙ্গ হউক আর নাই হউক, এক সঙ্গে শোয়াও খারাপ। গায়ের ঘর্ষণ, গায়ের গরম!

"দ্বিজর কি অবস্থা! কেবল গা দোলায় আর আমার পানে তাকিয়ে থাকে! একি কম? সব মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এলো, তা হ'লে তো সবই হ'লো।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার?]

"আমি আর কি?—তিনি। আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। এর (আমার) ভিতর ঈশ্বরের সত্তা রয়েছে! তাই তো, এখন এতো লোকের আকর্ষণ বাড়ছে। ছুঁয়ে দিলিই হয়! সে টান সে আকর্ষণ ঈশ্বরেরই আকর্ষণ।

"তারক (বেলঘরের) ওখান থেকে (দক্ষিণেশ্বর থেকে) বাড়ী ফিরে যাচ্চে। দেখলাম, এর ভিতর থেকে শিখার ন্যায় জল্ জল্ ক'রতে ক'রতে কি বেরিয়ে গেল,—পেছু পেছু।

"কয়েক দিন পরে তারক আবার এলো (দক্ষিণেশ্বরে)। তখন সমাধিস্থ হয়ে তার বুকে পা দিলে – এর ভিতর যিনি আছেন।

"আচ্ছা, এমন ছোকরাদের মতন আর কি ছোকরা আছে?

মাষ্টার। মোহিতটী বেশ। আপনার কাছে দু একবার গিয়েছিল। দুটো পাশের পড়া পড়ছে, আর ঈশ্বরে খুব অনুরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হ'তে পারে, তবে অত উঁচু ঘর নয়। শরীরের লক্ষণ তত ভাল নয়। মুখ থ্যাবড়ানো।

"এদের উঁচু ঘর। তবে শরীর ধারণ করলেই বড় গোল। আবার শাপ হলো তো সাত জন্ম আস্‌তে হবে। বড় সাবধানে থাক্‌তে হয়। বাসনা থাক্‌লেই শরীর ধারণ।

একজন ভক্ত। যাঁরা অবতার—দেহ ধারণ ক'রে এসেছেন, তাঁ'দের কি বাসনা?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। দেখেছি, আমার সব বাসনা যায় নাই। এক সাধুর আলোয়ান দেখে বাসনা হয়েছিল, ঐ রকম পরি। এখনও আছে। জানি কিনা আর একবার আস্‌তে হবে।

বলরাম (সহাস্যে)। আপনার জন্ম কি আলোয়ানের জন্য? (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। একটা সৎ কামনা রাখ্‌তে হয়। ঐ চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে দেহত্যাগ হবে বলে। সাধুরা চার ধামের একধাম বাকি রাখে। অনেকে জগন্নাথক্ষেত্র বাকি রাখে। তা হলে জগন্নাথ চিন্তা ক'রতে ক'রতে শরীর যাবে।

গেরুয়া পরা এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরকে অভিবাদন করিলেন। তিনি ভিতরে ভিতরে ঠাকুরের নিন্দা করেন, তাই বলরাম হাসিতেছেন। ঠাকুর অন্তর্য্যামী, বলরামকে বলিতেছেন,—'তা হোক, বলুক্‌গে ভণ্ড।'

[তেজচন্দ্র ও সংসারত্যাগের প্রস্তাব।]

ঠাকুর তেজচন্দ্রের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তেজচন্দ্রের প্রতি)। তোকে এত ডেকে পাঠাই,—আসিস্‌ না কেন? আচ্ছা, ধ্যান ট্যান করিস, তা হ'লেই, আমি সুখী হব। আমি তোকে আপনার বলে জানি, তাই ডাকি।

তেজচন্দ্র। আজ্ঞা, আপীষ যেতে হয়,— কাজের ভিড়।

মাষ্টার (সহাস্যে)। বাড়ীতে বিয়ে, তাতে দশ দিন আপীষের ছুটী নিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে!—অবসর নাই, অবসর নাই! এই বল্লি, সংসার ত্যাগ কর্‌বি!

নারাণ। মাষ্টার মশাই একদিন বলেছিলেন—'Wilderness of this World (সংসার অরণ্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তুমি ঐ গল্পটা বল ত, এদের উপকার হবে। শিষ্য ঔষধ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে আছে। গুরু এসে বল্লেন, এর প্রাণ বাঁচতে পারে, যদি এই বড়ি কেউ খায়। এ বাচবে, কিন্তু বড়ি যে খাবে সে মরে যাবে।

"আর ওটাও বল খ্যাঁচা ম্যাচা। সেই হঠযোগী যে মনে করেছিল যে, পরিবারাদি এরাই আমার আপনার লোক। (তৃতীয়ভাগ শ্রীকথামৃত)।

মধ্যাহ্নে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রসাদ পাইলেন। বলরামের জগন্নাথ দেবের সেবা আছে। তাই ঠাকুর বলেন, 'বলরামের শুদ্ধ অন্ন।' আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন।

বৈকাল হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে সেই ঘরে বসিয়া আছেন। কর্ত্তাভজা চন্দ্রবাবুও আছেন। রসিক ব্রাহ্মণটীও আছেন;

তাঁহার স্বভাব এক রকম ভাঁড়ের ন্যায়,—এক একটী কথা কন আর সকলে হাসে।

ঠাকুর কর্ত্তাভজাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন,—রূপ, স্বরূপ, রজঃ, বীজ, পাকপ্রণালী ইত্যাদি।

[ঠাকুরের ভাবাবস্থা। অতুল ও তেজচন্দ্রের ভ্রাতা।]

প্রায় ছটা বাজে। শ্রীযুক্ত গিরীশের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অতুল, ও তেজচন্দ্রের ভ্রাতা আসিয়াছেন। ঠাকুর ভাবসমাধিস্থ হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবে বলিতেছেন,—"চৈতন্যকে ভেবে কি অচৈতন্য হয়?—ঈশ্বরকে চিন্তা করে কেউ কি বেহেড্ হয়?—তিনি যে বোধস্বরূপ। নিত্য, শুদ্ধ, বোধ রূপ!

আগন্তুকদের ভিতর কেউ কি মনে কারতেছিলেন যে, বেশী ঈশ্বর চিন্তা করিয়া ঠাকুরের মাথা খারাপ্ হইয়া গিয়াছে?

ঠাকুর রসিক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন—

['এগিয়ে পড়'। সামান্য রসিকতা।]

"কি সামান্য ঐহিক বিষয় নিয়ে তুমি রাতদিন ফষ্টিনাষ্টি করে সময় কাটাচ্ছ। ঐটী ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দাও। যে নুনের হিসাব করতে পারে, সে মিশ্রির হিসাবও করতে পারে।

রসিক ব্রাহ্মণ। আপনি টেনে নিন!

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি করব, তোমার চেষ্টার উপর সব নির্ভর করছে। 'এ মন্ত্র নয়,—এখন, মন তোর!'

"ও সামান্য রসিকতা ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়,—তারে বাড়া, তারে বাড়া,—আছে। ব্রহ্মচারী কাঠুরিয়াকে এগিয়ে পড়তে বলেছিল। সে প্রথম এগিয়ে ছ্যাখে চন্দনের কাঠ,—তার পর ছ্যাখে রূপার খনি,—তার পর সোণার খনি,—তার পর হীরা মাণিক!

রসিক ব্রাহ্মণ। এ পথের শেষ নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ। যেখানে শান্তি সেই খানে 'তিষ্ঠ।' ঠাকুর একজন আগন্তুক সম্বন্ধে বলিতেছেন।

"ওর ভিতর কিছু বস্তু দেখতে পেলেম না। যেন ওলম্বা কুল।

সন্ধ্যা হইল। ঘরে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন ও মধুর স্বরে তাঁর নাম করিতেছেন। ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছেন।

কাল রথযাত্রা। ঠাকুর আজ এই বাটীতেই রাত্রিবাস করিবেন।

অন্তঃপুরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আবার বড় ঘরে ফিরিলেন। রাত প্রায় দশটা হইবে। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন 'ঐ ঘর থেকে (অর্থাৎ পার্শ্বের পশ্চিমের ছোট ঘর থেকে) গামছাটা আন ত'।

ঠাকুরের সেই ছোট ঘরটিতেই শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। রাত সাড়ে দশটা হইল। ঠাকুর শয়ন করিলেন।

গ্রীষ্মকাল। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন, 'বরং পাখাটা আনো।' তাঁহাকে পাখা করিতে বলিলেন। রাত বারটার সময় ঠাকুরের একটু নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বলিলেন 'শীত করছে, আর কাজ নাই।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[শ্রীশ্রীরথযাত্রাদিবসে বলরামমন্দিরে ভক্তসঙ্গে।]

আজ শ্রীশ্রীরথযাত্রা। মঙ্গলবার। অতি প্রত্যুষে ঠাকুর উঠিয়া একাকী নৃত্য করিতেছেন ও মধুর কণ্ঠে নাম করিতেছেন।

মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। ক্রমে ভক্তেরা আসিয়া প্রণাম করিয়া ঠাকুরের কাছে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুর পূর্ণর জন্য বড় ব্যাকুল। মাষ্টারকে দেখিয়া তাঁরই কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি পূর্ণকে দেখে কিছু উপদেশ দিতে?

মাষ্টার। আজ্ঞা, চৈতন্যচরিত পড়তে বলেছিলাম,—তা সে সব কথা বেশ বল্‌তে পারে। আর আপনি বলেছিলেন, সত্য ধরে থাক্‌তে, সেই কথাও বলেছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, 'ইনি অবতার' এ সব কথা জিজ্ঞাসা করলে কি বল্‌ত।

মাষ্টার। আমি বলেছিলাম, চৈতন্যদেবের মত এক জনকে দেখবে ত চল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর কিছু?

মাষ্টার। আপনার সেই কথা। ডোবাতে হাতী নামলে জল তোলপাড় হয়ে যায়,—ক্ষুদ্র আধার হলেই ভাব উপছে পড়ে।

"মাছ ছাড়ার কথায় বলেছিলাম, কেন অমন কর্‌লে! হৈ চৈ হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ তাই ভাল। নিজের ভাব ভিতরে ভিতরে থাকাই ভাল।

[ভূমিকম্প ও শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞানী ও দেহনাশ।]

প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজে। বলরামের বাটী হইতে মাষ্টার গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন। পথে হঠাৎ ভূমিকম্প। তিনি তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তেরাও দাঁড়াইয়া আছেন। ভূমিকম্পের কথা হইতেছে। কম্প কিছু বেশী হইয়াছিল। ভক্তেরা অনেকে ভয় পাইয়াছেন।

মাষ্টার। আমাদের সব নীচে যাওয়া উচিত ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে ঘরে বাস, তারই এই দশা! এতে আবার লোকের অহঙ্কার। (মাষ্টারের প্রতি) তোমার আশ্বিন মাসের ঝড় মনে আছে?

মাষ্টার। আজ্ঞা, হাঁ। তখন খুব কম বয়স—নয় দশ বছর বয়স—একঘরে একলা ঠাকুরদের ডাকছিলাম।

মাষ্টার বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন—ঠাকুর হঠাৎ আশ্বিনের ঝড়ের দিনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? আমি যে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে একাকী এক ঘরে বসে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেছিলাম, ঠাকুর কি সব জানেন ও আমাকে মনে করাইয়া দিতেছেন? উনি কি জন্মাবধি আমাকে গুরুরূপে রক্ষা করছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। দক্ষিণেশ্বরে অনেক বেলায়—তবে কি কি রান্না হ'ল। গাছ সব উল্‌টে পড়েছিল।

"দেখ যে ঘরে বাস, তারই এ দশা।

"তবে পূর্ণ জ্ঞান হলে মরা মারা এক বোধ হয়। মলেও কিছু মরে না,—মেরে ফেল্লেও কিছু মরে না।* যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য। সেই একরূপে নিত্য একরূপে লীলা। লীলা রূপ ভেঙ্গে গেলেও নিত্য আছেই। জল স্থির থাকলেও জল,—হেল্লে দুল্লেও জল। হেলা দোলা থেমে গেলেও সেই জল।

ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে ভক্তসঙ্গে আবার বসিয়াছেন। মহেন্দ্র মুখুয্যে, হরিবাবু, ছোট নরেন, ও অন্যান্য অনেকগুলি ছোকরা ভক্ত বসিয়া আছেন। হরিবাবু একলা একলা থাকেন ও বেদান্ত চর্চ্চা করেন। বয়স ২৩।২৪ হবে। বিবাহ করেন নাই। ঠাকুর তাঁহাকে বড় ভাল বাসেন। সর্ব্বদা তাঁহার

* 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' 'নায়ং হন্তি ন হন্যতে।' গীতা।

কাছে যাইতে বলেন। তিনি একলা একলা থাকতে চান বলিয়া হরিবাবু ঠাকুরের কাছে অধিক যাইতে পারেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরিবাবুর প্রতি)। কিগো, তুমি অনেক দিন আস নাই।

[হরিবাবু। অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টবাদ। জ্ঞান ও বিজ্ঞান।]

"তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। বেদান্তে কি আছে?—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। কিন্তু যতক্ষণ 'ভক্তের আমি' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ লীলাও সত্য। 'আমি' যখন তিনি পুছে ফেলবেন, তখন যা আছে তাই আছে। মুখে বলা যায় না। যতক্ষণ 'আমি' রেখে দিয়েছেন ততক্ষণ সবই নিতে হবে। কলাগাছের খোল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মাজ পাওয়া যায়। কিন্তু খোল থাকলেই মাজ আছে। মাজ থাক্‌লেই খোল আছে। খোলেরই মাজ, মাজেরই খোল। নিত্য বল্লেই লীলা আছে বুঝায়। লীলা বল্লেই নিত্য আছে বুঝায়।

"তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব হয়েছেন। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁহাকে **ব্রহ্ম** বলি। যখন সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, সংহার করছেন,—তখন তাঁকে **শক্তি** বলি। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। জল স্থির থাকলেও জল, হেল্লে দুল্লেও জল।

"'আমি' বোধ যায় না। যতক্ষণ 'আমি' বোধ থাকে, তত ক্ষণ জীবজগৎ মিথ্যা বলবার যো নাই। বেলের খোলাটা আর বিচী গুলো ফেলে দিলে, সমস্ত বেলটার ওজন পাওয়া যায় না।

"যে ইট, চুণ, সুরকি থেকে ছাদ, সেই ইট, চুণ সুরকি থেকেই সিঁড়ি। যিনি ব্রহ্ম, তাঁর সত্তাতেই জীবজগৎ।

"ভক্তেরা—বিজ্ঞানীরা—নিরাকার সাকার দুই লয়,—অরূপ রূপ দুই গ্রহণ করে। ভক্তি-হিমে ঐ জলেরই খানিকটা বরফ হয়ে যায়। আবার জ্ঞান-সূর্য্য উদয় হলে ঐ বরফ গলে আবার যেমন জল তেমনি জল হয়।

[বিচারান্তে মনের নাশ ও ব্রহ্মজ্ঞান।]

"যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার, ততক্ষণ নিত্যেতে পৌঁছান যায় না। মনের দ্বারা বিচার করতে গেলেই জগৎকে ছাড়বার যো নাই,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দ,—ইন্দ্রিয়ের এই সকল বিষয়কে ছাড়বার যো নাই। বিচার বন্ধ হলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান। এ মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। **আত্মা দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়।** শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা, একই

"দেখনা, একটা জিনিস দেখতেই কতগুলো দরকার—চক্ষু দরকার, আলো দরকার, আবার মনের দরকার। এই তিনটার মধ্যে একটা বাদ দিলে তার দর্শন হয় না। এই মনের কাজ যতক্ষণ চলছে, ততক্ষণ কেমন করে বল্‌বে যে, জগৎ নাই, কি, আমি নাই?

"মনের নাশ হলে—সঙ্কল্প বিকল্প চলে গেলে—সমাধি হয়—ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কিন্তু সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নী—নীতে অনেক ক্ষণ থাকা যায় না।

[ঈশ্বরদর্শন ও তাঁর সঙ্গে আলাপ।]

ছোট নরেনের দিকে তাকাইয়া ঠাকুর বলিতেছেন, 'শুধু ঈশ্বর আছেন, বোধে বোধ কর্‌লে কি হবে? ঈশ্বর দর্শন হলেই যে সব হয়ে গেল, তা নয়। **তাঁকে ঘরে আন্‌তে হয়,—আলাপ কর্‌তে হয়।**

'কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে।

"রাজাকে কেউ কেউ দেখেছে। কিন্তু দু এক জন বাড়ীতে আন্‌তে পারে, আর খাওয়াতে দাওয়াতে পারে।

মাষ্টার গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[শ্রীমুখকথিতচরিতামৃত। ৺কাশীধামে শিব দর্শন। ব্রহ্মাণ্ড শালগ্রাম।

বেলা দশটা বাজিয়াছে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। মাষ্টার গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও কাছে বসিলেন।

ঠাকুর ভাবে পূর্ণ হইয়া কত কথাই বলিতেছেন। মাঝে মাঝে **অতি গুহ্য দর্শনকথা** একটু আধটু বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সেজ বাবুর সঙ্গে যখন কাশী গিয়েছিলাম, মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছ দিয়া আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। **হঠাৎ শিবদর্শন।** আমি নৌকার ধারে এসে দাঁড়িয়ে **সমাধিস্থ।** মাঝিরা হৃদেকে বল্‌তে লাগ্‌ল, 'ধর! ধর!'—পাছে পড়ে যাই। যেন জগতের যত গম্ভীর নিয়ে সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমে দেখ্‌লাম, দূরে দাঁড়িয়ে তার পর কাছে আস্‌তে দেখ্‌লাম, তার পর আমার ভিতরে মিলিয়ে গেলেন!

"ভাবে দেখ্‌লাম, সন্ন্যাসী হাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একটী ঠাকুর-বাড়ীতে ঢুকলাম—সোণার অন্নপূর্ণা দর্শন হলো।

"তিনিই এই সব হয়েছেন,—কোন কোন জিনিসে বেশী প্রকাশ।

(মাষ্টারাদির প্রতি) শালগ্রাম তোমরা বুঝি মান না—ইংলিশম্যান্‌রা মানে না। তা তোমরা মানো আর নাই মানো। সুলক্ষণ শালগ্রাম,—বেশ চক্র থাকবে,—গোমুখী,আর আর সব লক্ষণ থাকবে—তা হলে ভগবানের পূজা হয়।

মাষ্টার। আজ্ঞা, সুলক্ষণযুক্ত মানুষের ভিতর যেমন ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্র আগে সব মনের ভুল বল্‌ত; এখন সব মান্‌ছে।

ঈশ্বর দর্শনের কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইয়াছে। ভাব সমাধিস্থ। ভক্তেরা এক দৃষ্টে চুপ করিয়া দেখিতেছেন। অনেক ক্ষণ পরে ভাব সম্বরণ করিলেন ও কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। কি দেখ্‌ছিলাম! ব্রহ্মাণ্ড একটী শালগ্রাম!—তার ভিতর তোমার দুটো চক্ষু দেখ্‌ছিলাম!

মাষ্টার ও ভক্তেরা এই অদ্ভুত,অশ্রুতপূর্ব্ব দর্শনকথা অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন।

এই সময় আর একটী ছোকরা ভক্ত,শারদা, প্রবেশ করিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন।

[শারদা। নরেন্দ্র। গোপালের মা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (শারদার প্রতি)। (দক্ষিণেশ্বরে) যাস্ না কেন? কলিকাতায় যখন আসি, তখন আসিস্ না কেন?

শারদা। আমি খবর পাই না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এইবার তোকে খবর দিব।

(মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে) এক খানা ফর্দ্দ করো তো—ছোকরাদের।

মাষ্টার ও ভক্তেরা হাসিতেছেন।

শারদা। বাড়ীতে বিয়ে দিতে চায়। ইনি (মাষ্টার) বিয়ের কথায় আমাদের কত বার বকেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখন বিয়ে কেন?

(মাষ্টারের প্রতি) "শারদার বেশ অবস্থা হয়েছে। আগে সঙ্কোচ ভাব ছিল। যেন ছিপের ফাতা টেনে নিত। এখন মুখে আনন্দ এসেছে।

ঠাকুর এক জন ভক্তকে বলিতেছেন, 'তুমি একবার পূর্ণর জন্য যাবে?'

এইবার নরেন্দ্র আসিয়াছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে জল খাওয়াইতে বলিলেন। নরেন্দ্রকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। নরেন্দ্রকে খাওয়াইয়া যেন সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবা করিতেছেন। গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছেন, যেন সূক্ষ্মভাবে হাত পা টিপিতেছেন। এই সময়ে গোপালের মা ('কামারহাটীর বামনী') ঘরের মধ্যে আসিলেন। ঠাকুর বলরামকে কামারহাটীতে লোক পাঠাইয়া গোপালের মাকে আনিতে বলিয়াছিলেন। তাই গোপালের মা আজ আসিয়াছেন। গোপালের মা ঘরের মধ্যে আসিয়াই বলিতেছেন, 'আমার আনন্দে চক্ষে জল পড়ছে!' এই বলিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোপালের মার প্রতি)। সে কি গো! এই তুমি আমাকে গোপাল বল,—আবার নমস্কার!

"যাও বাড়ীর ভিতর গিয়ে একটী বেন্নন রাঁধ গে—খুব ফোঁড়ন দিও—যেন এখান পর্য্যন্ত গন্ধ আসে। (সকলের হাস্য)।

গোপালের মা। এঁরা (বাড়ীর লোকেরা) কি মনে কর্‌বে।

গোপালের মা কি ভাবিতেছেন যে, এখানে নূতন এসেছি,—যদি আলাদা রাঁধব বলে বাড়ীর লোকেরা কিছু মনে করে!

গোপালের মা বাড়ীর ভিতর যাইবার আগে নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কাতর স্বরে বলিতেছেন,—'বাবা! আমার কি হয়েছে, না বাকি আছে?'

আজ রথযাত্রা। শ্রীশ্রীজগন্নাথের ভোগরাগাদি হইতে একটু দেরী হইয়াছে। এইবার ঠাকুরের সেবা হইবে। অন্তঃপুরে যাইতেছেন। সেখানে মেয়ে ভক্তেরা অনেকে ব্যাকুল হইয়া আছেন,—তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিবেন।

ঠাকুরের অনেক স্ত্রীলোক ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথা পুরুষ ভক্তদের কাছে বেশী বলিতেন না। কেহ মেয়ে ভক্তদের কাছে যাতায়াত করিলে বলিতেন, 'বেশী যাস নাই, পড়ে যাবি!' কখন কখন বলিতেন, 'যদি স্ত্রীলোক ভক্তিতে গড়াগড়ি যায়, তবুও তার কাছে যাতায়াত করবে না।' মেয়ে ভক্তেরা আলাদা থাকবে—পুরুষভক্তেরা আলাদা থাকবে। তবেই উভয়ের মঙ্গল। আবার বলিতেন, "মেয়েভক্তদের গোপাল ভাব—'বাৎসল্য ভাব' বেশী ভাল নয়। ঐ 'বাৎসল্য' থেকেই আবার একদিন 'তাচ্ছল্য' হয়!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[রথযাত্রা। নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে—সঙ্কীর্ত্তনানন্দে।]

(স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will) ও ছোট নরেন। নরেন্দ্রের গান।)

বেলা ১টা হইয়াছে। ঠাকুর আহারান্তে আবার বৈটকখানা ঘরে আসিয়া ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। একটী ভক্ত পূর্ণকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। ঠাকুর মহানন্দে মাষ্টারকে বলিতেছেন, 'এই গো! পূর্ণ এসেছে।' নরেন্দ্র, ছোট নরেন, না'রাণ, হরিপদ ও অন্যান্য ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন ও ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন।

ছোট নরেন। আচ্ছা, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will) আছে কি না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কে, খোঁজ দেখি। 'আমি' খুজতে খুঁজতে তিনি বেরিয়ে পড়েন! 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী'। চীনের পুতুল দোকানে চিঠি হাতে করে যায়! শুনেছ!

"ঈশ্বরই কর্ত্তা। আপনাকে অকর্ত্তা জেনে,কর্ত্তার ন্যায় কায করো।

"যতক্ষণ উপাধি ততক্ষণ অজ্ঞান; আমি পণ্ডিত, আমি জ্ঞানী, আমি ধনী, আমি মানী, আমি কর্ত্তা, বাবা, গুরু,—এ সব অজ্ঞান থেকে হয়। 'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী'—এই জ্ঞান। অন্য সব উপাধি চলে গেল। কাঠ পোড়া শেষ হলে আর শব্দ থাকে না—উত্তাপও থাকে না। সব ঠাণ্ডা!—শান্তিঃ! শান্তিঃ শান্তিঃ!

এই বার নরেন্দ্রকে গান গাইতে বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একটু গা না।

নরেন্দ্র। ঘরে যাই—অনেক কাজ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বাছা, আমাদের কথা শুনবে কেন?

'যার আছে কানে সোণা, তার কথা আনা আনা।

যার আছে পোঁদে ট্যানা, তার কথা কেউ শোনে না!' (সকলের হাস্য)।

"তুমি গুহদের বাগানে যেতে পারো। প্রায় শুনি, আজ কোথায়, না গুহদের বাগানে!—এ কথা বল্‌তুম্ না, তা তুই কেঁড়েলি করলি—

নরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চুপ করে আছেন। বলছেন, যন্ত্র নাই—শুধু গান—

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমাদের বাছা যেমন অবস্থা!—এইতে পারো তো গাও। তাতে বলরামের বন্দোবস্ত!—

"বলরাম বলে, 'আপনি নৌকা করে আসবেন,—একান্ত না হয় গাড়ী করে আসবেন।' (সকলের হাস্য)। খ্যাঁট দিয়েছে। আজ তাই বৈকালে নাঁচিয়ে নেবে (সকলের হাস্য)। এখান থেকে এক দিন গাড়ী করে দিছলো—৮৹ ভাড়া;—আমি বল্লাম, বার আনায় দক্ষিণেশ্বরে যাবে? তা বলে, 'ও অমন হয়'। গাড়ী রাস্তায় যেতে যেতে একধার ভেঙ্গে পড়ে গেল! (সকলের উচ্চহাস্য)। আবার ঘোড়া মাঝে মাঝে একবারে থেমে যায়! কোনমতে চলে না; গাড়োয়ান এক এক বার খুব মারে, আর এক এক বার দৌড়ায়! (সকলের উচ্চহাস্য)। তার পর রাম খোল বাজাবে—আর আমরা নাচবো—রামের তালবোধ নাই (সকলের হাস্য)। বলরামের ভাব,—আপনারা গাও, নাচো,-আনন্দ করো! (সকলের হাস্য)।

ভক্তেরা বাটী হইতে আহারাদি করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতেছেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুয্যেকে দূর হইতে প্রণাম করিতে দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন—আবার সেলাম করিতেছেন। কাছের একটী ছোকরা ভক্তকে বলিতেছেন,—'ওকে (মহেন্দ্রকে) বল্‌না, 'সেলাম করলে';—ও বড় অলকট্‌ অলকট্‌ (Olcott) করে। (সকলের হাস্য)। গৃহস্থ ভক্তেরা অনেকে নিজেদের বাটীর পরিবারদের আনিয়াছেন;—তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিবেন ও রথের সম্মুখে কীর্ত্তনানন্দ দেখিবেন। রাম, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিয়াছেন। ছোকরা ভক্তেরা অনেকে আসিয়াছেন।

এইবার নরেন্দ্র গান গাইতেছেন—

গান— কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার!

হয়ে পূর্ণকাম বোলবো হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার॥

গান— নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।

তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥

বলরাম আজ কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন,—বৈষ্ণবচরণ ও বেনোয়ারীর কীর্ত্তন। এইবার বৈষ্ণবচরণ গাহিতেছেন—

গান— শ্রীদুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার।

দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার॥

গান একটু শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ;—ছোট নরেন ধরিয়া আছেন। সহাস্যবদন। ক্রমে সব স্থির! এক ঘর ভক্তেরা অবাক হইয়া দেখিতেছেন। মেয়ে ভক্তেরা চিকের মধ্য হইতে

দেখিতেছেন। সাক্ষাৎ নারায়ণ বুঝি দেহ ধারণ করিয়া ভক্তের জন্য আসিয়াছেন! কি করে ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয়, তাই বুঝি শিখাতে এসেছেন!

নাম করিতে করিতে অনেকক্ষণ পরে ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি আসন গ্রহণ করিলে, বৈষ্ণবচরণ আবার গান ধরিলেন—

গান— হরি হরি বলরে বীণে!

গান— বিফলে দিন যায় রে বীণে, শ্রীহরির সাধনা বিনে।

এইবার আর এক কীর্ত্তনীয়া বেণোয়ারীর গান হইতেছে। বেনোয়ারী রূপ গাইতেছেন। কিন্তু সদাই গান গাহিতে গাহিতে 'আহা! আহা!' বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। তাহাতে শ্রোতারা কেহ হাসে, কেহ বিরক্ত হয়।

অপরাহ্ণ হইয়াছে। ইতিমধ্যে বারাণ্ডায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেই ছোট রথখানি, ধ্বজা পতাকা দিয়া সুসজ্জিত করিয়া, আনা হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম চন্দনচর্চ্চিত ও বসন ভূষণ ও পুষ্পমালা দ্বারা সুশোভিত হইয়াছেন। ঠাকুর বেনোয়ারীর কীর্ত্তন ফেলিয়া বারাণ্ডায় রথাগ্রে গমন করিলেন,—ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রথের রজ্জু ধরিয়া একটু টানিলেন—তৎপরে রথাগ্রে নৃত্য ও কীর্ত্তন ভক্তসঙ্গে করিতেছেন। অন্যান্য গানের সঙ্গে ঠাকুর পদ ধরিলেন—

যাদের হরি বলিতে নয়ন ঝুরে, তারা তারা দুভাই এসেছে রে!
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে, তারা তারা দুভাই এসেছে রে!

আবার—

নদে টলমল টলমল করে, গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে।

ছোট বারান্দাতে রথের সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন ও নৃত্য হইতেছে। উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন ও খোলের শব্দ শুনিয়া বাহিরের লোক অনেকে বারাণ্ডা মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ঠাকুর হরিপ্রেমে মাতোয়ারা! ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাচিতেছেন!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[নরেন্দ্রের গান। ঠাকুরের ভাবাবেশে নৃত্য।]

রথাগ্রে কীর্ত্তন ও নৃত্যের পর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। মণি প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহার পদসেবা করিতেছেন।

নরেন্দ্র ভাবে পূর্ণ হইয়া তান্‌পুরা লইয়া আবার গান গাহিতেছেন।

গান— এসো মা এসো মা, ও হৃদয়র মা, পরাণ পুতলি গো,
হৃদয়-আসনে, হও মা আসীন, নিরখি তোমারে গো।

গান— মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
আমি জানি গো ও দীনদয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা॥
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা।
তুমি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সদাশিবের মনোরমা॥
তুমি জলে তুমি স্থলে, তুমি আদ্যমূলে গো মা।
তুমি সর্ব্বঘটে অর্ঘপুটে, সাকার আকার নিরাকারা॥

গান— তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা॥
যথা আমি যাইনাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো।
আকুল নয়নজলে, ঢালো গো কিরণধারা॥
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হলে, না হেরি কূল কিনারা;
কখন বিপথে যদি ভ্রমিতে চায় এ হৃদি,
অমনি ও মুখ হেরি, সরমে সে হয় সারা॥

একজন ভক্ত নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, 'তুমি ঐ গানটা গাইবে?—
অন্তরে জাগিছো গো মা অন্তরযামিনী!

শ্রীরামকৃষ্ণ। দুর! এখন ও সব গান কি! এখন আনন্দের গান—"শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী।"

নরেন্দ্র গাইতেছেন—

গান— কখন কি রঙ্গে থাকো মা শ্যামা, সুধাতরঙ্গিণী!
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী॥

ভাবোন্মত্ত হইয়া নরেন্দ্র বার বার গাহিতে লাগিলেন—
'কভু কমলে কমলে থাকো মা পূর্ণব্রহ্মসনাতনী।'

ঠাকুরও প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন,—ও গাইতেছেন, 'ওমা পূর্ণব্রহ্মসনাতনী!'

অনেকক্ষণ নৃত্যের পর ঠাকুর আবার আসন গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্র ভাবাবিষ্ট হইয়া সাশ্রু নয়নে গান গাইছেন শুনিয়া ঠাকুর অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

রাত্রি প্রায় নয়টা হইবে, এখনও ভক্তসঙ্গে ঠাকুর বসিয়া আছেন। আবার বৈষ্ণবচরণের গান শুনিতেছেন।

গান— শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর তপত কাঞ্চন কায়।

গান—চিনিব কেমনে হে তোমায়, (হরি)। ওহে বঙ্কুরায়,ভুলে আছ মথুরায়॥
হাতীচড়া জোড়া পরা,ভুলেছ কি ধেনুচরা,ব্রজের মাখন চুরি করা,মনেকিছু হয়।

রাত্রি দশটা এগারটা হইল। ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, আর সব্বাই বাড়ী যাও। (নরেন্দ্র ও ছোট নরেনকে দেখাইয়া) এরা দুজন থাকলেই হ'লো। (গিরীশের প্রতি) তুমি কি বাড়ী গিয়ে খাবে? থাকো তো খানিক থাকো। তামাক!—ওহ বলরামের চাকরও তেমনি। ডেকে দেখনা—দেবেনা। (সকলের হাস্য)।

"কিন্তু তুমি তামাক খেয়ে যেও।

শ্রীযুক্ত গিরীশের সঙ্গে একটি চসমাপরা বন্ধু আসিয়াছেন। তিনি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুর গিরীশকে বলিতেছেন—

"তোমাকে আর হরে প্যালাকে বলি, জোর করে কারুকে নিয়ে এসো না,—**সময় না হলে হয় না।**

একটী ভক্ত প্রণাম করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটী ছেলে। ঠাকুর সস্নেহে বলিতেছেন, 'তবে তুমি এসো,—আবার উটি সঙ্গে আছে'

নরেন্দ্র, ছোট নরেন, আর দু একটী ভক্ত, আরও একটু থাকিয়া বাটী ফিরিবেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[সুপ্রভাত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। মধুর নৃত্য ও নামকীর্ত্তন।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বৈঠকখানার পশ্চিম দিকের ছোট ঘরে শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন।

রাত ৪টা হইয়াছে। ঘরের দক্ষিণে যে বারাণ্ডা, তাহাতে একখানি টুল পাতা আছে। তাহার উপর মাষ্টার বসিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঠাকুর বারাণ্ডায় আসিলেন। মাষ্টার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি আর একবার উঠেছিলাম। আচ্ছা, সকাল বেলা কি যাবো?

ভক্ত। আজ্ঞা, সকাল বেলায় ঢেউ একটু কম থাকে।

সবে ভোর হইয়াছে। এখনও ভক্তেরা আসিয়া জুটেন নাই। ঠাকুর মুখ ধুইয়া মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। পশ্চিমের ঘরটীর উত্তর দরোজার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন ও নাম করিতেছেন, কাছে মাষ্টার। কিয়ৎক্ষণ পরে অনতিদূরে গোপালের মা আসিয়া দাঁড়াইলেন। অন্তঃপুরের দ্বারের অন্তরালে ২।১টী স্ত্রীলোক ভক্ত আসিয়া ঠাকুরকে দেখিতেছেন। যেন শ্রীবৃন্দাবনের গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিতেছেন! অথবা নবদ্বীপের ভক্ত মহিলারা প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে আড়াল হইতে দেখিতেছেন!

রাম নাম করিয়া ঠাকুর কৃষ্ণনাম করিতেছেন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ! গোপীকৃষ্ণ! গোপী! গোপী!—রাখালজীবন কৃষ্ণ!—নন্দনন্দন কৃষ্ণ! গোবিন্দ! গোবিন্দ!

আবার শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করিতেছেন—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। হরেকৃষ্ণ হরে রাম, রাধে গোবিন্দ!

আবার বলিতেছেন আলেখ নিরঞ্জন! নিরঞ্জন বলিয়া কাঁদিতেছেন। তাঁহার কান্না দেখিয়া ও কাতর স্বর শুনিয়া, কাছে দণ্ডায়মান ভক্তেরা কাঁদিতেছেন। ঠাকুর কাঁদিতেছেন আর বলিতেছেন,—নিরঞ্জন! আয় বাপ—খারে নরে—কবে তোরে খাইয়ে জন্ম সফল করবো! তুই আমার জন্য দেহ ধারণ করে নররূপে এসেছিস্।'

আবার জগন্নাথের কাছে আর্ত্তি করিতেছেন। বলিতেছেন, জগন্নাথ! জগবন্ধু! দীনবন্ধু! আমি তো জগৎছাড়া নই নাথ! আমায় দয়া কর!

আবার প্রেমোন্মত্ত হইয়া গাহিতেছেন—'উড়িষ্যা জগন্নাথ ভজ বিরাজ জি'!

এইবার নারায়ণের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নাচিতেছেন ও গাহিতেছেন, শ্রীমন্নারায়ণ! শ্রীমন্নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ।

নাচিতে নাচিতে আবার গান গাহিতেছেন—

গান— হলাম যার জন্য পাগল, তারে কই পেলাম সই।
ব্রহ্মা পাগল বিষ্ণু পাগল আর পাগল শিব,
তিন পাগলে যুক্তি করে ভাঙ্গলে নবদ্বীপ।

আর এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবনের মাঠে,
রাইকে রাজা সাজায়ে, আপনি কোটাল সাজে!

আজ সংক্রান্তি বুধবার ৩২ আষাঢ়, ১৫ই জুলাই ১৮৮৫ খৃঃঅঃ।

এইবার ঠাকুর ভক্তসঙ্গে ছোট ঘরটীতে গিয়া বসিয়াছেন। দিগম্বর!—যেন পাঁচ বৎসরের বালক। মাষ্টার, বলরাম আরও দুই একটী ভক্ত বসিয়া আছেন।

[রূপদর্শন কখন? অতি গুহ্য কথা। শুদ্ধ-আত্মা ছোকরা ও নারায়ণ দর্শন।]

(রামলালা, নিরঞ্জন, পূর্ণ, নরেন্দ্র, বেলঘরের তারক, ছোট নরেন।)

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করা যায়। যখন উপাধি সব চলে যায়,—বিচার বন্ধ হয়ে যায়,—তখন দর্শন হয়। তখন মানুষ অবাক্ সমাধিস্থ হয়! থিয়েটারে গিয়ে বসে লোকে কত গল্প করে,—এ গল্প সে গল্প। যাই পর্দ্দা উঠে যায় সব গল্প টল্প বন্ধ হয়ে যায়। যা দেখে তাইতেই মগ্ন হয়ে যায়!

"তোমাদের অতি গুহ্য কথা বল্‌ছি। কেন পূর্ণ, নরেন্দ্র, এদের সব এত ভালবাসি। জগন্নাথের সঙ্গে মধুর ভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল। জানিয়ে দিলে, 'তুমি শরীর ধারণ করেছ—এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্য এই সব ভাব ল'য়ে থাকো।'

"রামলালার উপর যা যা ভাব হ'তো, তাই পূর্ণাদিকে দেখে হচ্চে! রামলালাকে নাওয়াতাম খাওয়াতাম, শোয়াতাম,—সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতাম,—রামলালার জন্য বসে বসে কাঁদতাম; ঠিক এই সব ছেলেদের নিয়ে তাই হ'য়েছে!

"দেখ না নিরঞ্জন। কিছুতেই—লিপ্ত নয়। নিজের টাকা দিয়ে গরীবদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়। বিবাহের কথায় বলে, 'বাপরে! ও বিশালক্ষীর দ! ওকে দেখি যে একটা জ্যোতিঃর উপর বসে রয়েছে!

"পূর্ণ উচু সাকার ঘর—বিষ্ণুর অংশে জন্ম। আহা কি অনুরাগ!

(মাষ্টারের প্রতি) "দেখলে না,—তোমার দিকে চাইতে লাগলো—যেন গুরুভাইএর উপর—যেন ইনি আমার আপনার লোক! আর একবার দেখা কর'বে বলেছে। বলে কাপ্তেনের ওখানে দেখা হবে।

"নরেন্দ্রের খুব উচু ঘর,—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। এতো ভক্ত আস্‌ছে ওর মত একটি নাই।

"এক একবার বসে বসে আমি খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারুর দশদল, কারুর ষোড়শদল, কারুর শতদল; কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল!

"অন্যেরা কলসী, ঘটী এসব হ'তে পারে;—নরেন্দ্র জালা!

"ডোবা পুষ্করিণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দিঘী!- যেমন হালদার পুকুর।

"মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানা রকম মাছ,—পোনা, কাঠী বাটা, এই সব।

'খুব আধার,—অনেক জিনিষ ধরে। বড়, ফুটোওলা বাঁশ।

"নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয় সুখের, বশ নয়। পুরুষ পায়রা। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে লয়,—মাদী পায়রা চুপ ক'রে থাকে।

"বেলঘরের তারককে মৃগেল বলা যায়।

"নরেন্দ্র পুরুষ, গাড়ীতে তাই ডানদিকে বসে। ভবনাথের মেদী ভাব ওকে তাই অন্যদিকে বসতে দিই।

"নরেন্দ্র সভায় থাক্‌লে আমার বল।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখুয্যে আসিয়া প্রণাম করিলেন। বেলা আটটা হইবে। হরিপদ, তুলসীরাম, ক্রমে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। বাবুরামের জ্বর হইয়াছে,—আসিতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারাদির প্রতি)। ছোট নরেন এলো না? মনে করেছে, আমি চলে গেছি। (মুখুয্যের প্রতি) কি আশ্চর্য্য! সে (ছোট নরেন)। ছেলেবেলায়, স্কুল থেকে এসে, ঈশ্বরের জন্য কাঁদতো! (ঈশ্বরের জন্য কান্না কি কমেতে হয়!

"আবার বুদ্ধি খুব। বাঁশের মধ্যে বড় ফুটোওলা বাঁশ!

"আর আমার উপর সব মনটা। গিরীশ ঘোষ বল্লে, নবগোপালের বাড়ী যেদিন কীর্ত্তন হয়েছিল, সেদিন (ছোট নরেন) গিছিল,—কিন্তু 'তিনি কই' বল্লে আর হুঁস নাই,—লোকের গায়ের উপর দিয়েই চলে যায়!

"আবার ভয় নাই—যে বাড়ীতে বক্‌বে। দক্ষিণেশ্বরে তিন রাত্রি সমানে থাকে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

[ভক্তিযোগের গূঢ় রহস্য। জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়।]

[মুখুয্যে, হরিবাবু, পূর্ণ, নিরঞ্জন, মাষ্টার, বলরাম।]

মুখুয্যে। হরি (বাগবাজারের হরিবাবু) আপনার কালকার কথা শুনে অবাক্! বলে, সাংখ্যদর্শনে, পাতঞ্জলে, বেদান্তে,—ও সব কথা আছে। ইনি সামান্য নন!'

শ্রীরামকৃষ্ণ। কৈ, আমি সাংখ্য, বেদান্ত পাড় নাই।

"পূর্ণ জ্ঞান আর পূর্ণ ভক্তি একই। 'নেতি' 'নেতি' করে বিচারের শেষ হলে,ব্রহ্মজ্ঞান হয়।—তার পর যা ত্যাগকরে গিছিল তাই আবার গ্রহণ করে। ছাদে উঠবার সময় সাবধানে উঠতে হয়। তার পর দেখে, যে ছাদ ও যে জিনিসে তৈয়িরি—ইট চুণ সুরকি—সিঁড়ি ও সেই জিনিসে তৈয়িরি!

"যার উচ্চ বোধ আছে তার নীচু বোধ আছে। জ্ঞানের পর, উপর নীচে এক বোধ হয়।

"প্রহ্লাদের যখন তত্ত্বজ্ঞান হ'ত তখন সোঽহং হয়ে থাকৃতেন। যখন দেহবুদ্ধি আস্‌ত, তখন 'দাসোহম্', আমি দাস, এই ভাব আস্‌ত।

"হনুমানেরও কখনও সোহম্, কখন 'দাস আমি', 'আমি তোমার অংশ,' এই ভাব আসত।

"কেন ভক্তি নিয়ে থাকা?—তা না হ'লে মানুস কি নিয়ে থাকে! কি নিয়ে দিন কাটায়!

"আমি তো যাবার নয়, আমি ঘট থাকতে 'সোঽহং' হয় না। যখন সমাধিস্থ হ'লে 'আমি' পুছে যায়,—তখন যা আছে তাই। রামপ্রসাদ বলে, 'তার পর,আমি ভাল কি তুমি ভাল, তা তুমিই জান্‌বে!'

"যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ ভক্তের মত থাকাই ভাল! আমি ভগবান এটি ভাল না।

"হে জীব, ভক্তবৎ নচ কৃষ্ণবৎ!—তবে যদি তিনি নিজে টেনে লন তবে আলাদা কথা। যেমন মনিব চাকরকে ভাল বেসে বলছে, 'আয় আয় কাছে বস, আমিও যা তুইও তা।'

"গঙ্গারই ঢেউ ঢেউয়ের গঙ্গা হয় না!

"শিবের দুই অবস্থা। যখন আত্মারাম তখন সোঽহং অবস্থা,—যোগেতে সব স্থির। যখন 'আমি' একটি আলাদা বোধ থাকে তখন 'রাম! রাম!' করে নৃত্য।

"যাঁর অটল আছে তাঁর টলও আছে!

"এই তুমি স্থির হ'য়ে আছ আবার তুমিই কিছুক্ষণ পরে কাজ করবে।

"জ্ঞান আর ভক্তি একই জিনিস।—তবে একজন বলছে 'জল,' আর একজন 'জলের খানিকটা চাপ'।

[দুই সমাধি। সমাধির প্রতিবন্ধক—কামিনী কাঞ্চন।]

"সমাধি মোটা মুটি দুই রকম।—জ্ঞানের পথে, বিচার করতে করতে, অহং নাশের পর, যে সমাধি তাকে স্থিত সমাধি বা জড় সমাধি (নির্ব্বিকল্প-সমাধি) বলে। ভক্তি পথের সমাধিকে ভাব সমাধি বলে! এতে সম্ভোগের জন্য,—আস্বাদনের জন্য, রেখার মত একটু অহং থাকে। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থাকলে এ সব ধারণা হয় না।

"কেদারকে বল্লুম, কামিনী কাঞ্চনে মন থাকলে হবে না। ইচ্ছা হ'ল একবার তার বুকে হাত বুলিয়ে দি,—কিন্তু পারলাম না। ভিতরে অঙ্কট বঙ্কট! ঘরে বিষ্ঠার গন্ধ ঢুকতে পারলাম না। যেমন স্বয়ম্ভু লিঙ্গ কাশী পর্য্যন্ত জড়। সংসারে আসক্তি,—কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি,—থাকলে হ'বে না।

"ছোকরাদের ভিতর এখনও কামিনী কাঞ্চন ঢোকে নাই; তাইত ওদের অত ভালবাসি। হাজরা বলে, ধনীর ছেলে দেখে,—সুন্দর ছেলে দেখে,—তুমি ভাল বাস'। তা যদি হয় তা হলে হরীশ, নোটো, নরেন্দ্র,—এদের ভালবাসি কেন। নরেন্দ্রের ভাত নুনদে খাবার পয়সা জোটে না।

"ছোকরাদের ভিতর বিষয়বুদ্ধি এখনও ঢোকে নাই। তাই অন্তর অত শুদ্ধ।

"আর অনেকেই নিত্যসিদ্ধ। তাদের জন্ম থেকেই ঈশ্বরের দিকে টান। যেমন বাগান একটা কিনেছ। পরিষ্কার করতে করতে এক জায়গায়, বসানো জলের কল পাওয়া গেল। একবারে জল কল কল করে বেরুচ্ছে!

[পূর্ণ ও নিরঞ্জন। মাতৃসেবা। বৈষ্ণবদের মহোৎসবের ভাব।]

বলরাম। মহাশয় সংসার মিথ্যা, একবারে জ্ঞান, পূর্ণের কেমন করে হ'ল?

শ্রীরামকৃষ্ণ। জন্মান্তরীন্। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সব করা আছে। শরীরই ছোট হয় আবার বৃদ্ধ হয়—আত্মা সেরূপ নয়।

"ওদের কেমন জান,—ফল আগে তার পর ফুল। আগে দর্শন,—তার পর গুণ মহিমা শ্রবণ; তার পর মিলন!

"নিরঞ্জনকে দেখ—তার লেনা দেনা নাই!—যখন ডাক পড়বে তখন যেতে পারবে।

"তবে যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে। আমি মাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করতাম। সেই জগতের মা ই মা হ'য়ে এসেছেন। তাই কারু শ্রাদ্ধ,—শেষে ইষ্টের পূজা হ'য়ে পড়ে। কেউ মরে গেলে বৈষ্ণবদের মহোৎসব হয়, তারও এই ভাব।

"যত ক্ষণ নিজের শরীরের খপর আছে তত-ক্ষণ মার খপর নিতে হবে। তাই হাজরাকে বলি, নিজের কাশি হ'লে মিছরি মরিচ কর্‌তে হয়—নিজের জন্য মরিচ লবনের জোগাড় করতে হয়;—যতক্ষণ এসব করতে হয়, ততক্ষণ মার খপরও নিতে হয়।

"তবে যখন নিজের শরীরের খপর নিতে পাচ্ছি না,—তখন অন্য কথা। তখন ঈশ্বরই সব ভার লন।

"নাবালক নিজের ভার নিতে পারে না। তাই তার অছি (Guardian) হয়। নাবালকের অবস্থা,—যেমন চৈতন্য দেবের অবস্থা!

মাষ্টার গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুরের ঈশ্বরদর্শন কথা। দুটী সাধ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে সেই ছোট ঘরে কথা কহিতেছেন! মহেন্দ্র মুখুয্যে, বলরাম, তুলসী, হরিপদ, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তেরা বসিয়া আছেন। গিরিশ ঠাকুরের কৃপা পাইয়া সাত আট মাস যাতায়াত করিতেছেন। মাষ্টার ইতিমধ্যে গঙ্গা স্নান করিয়া ফিরিয়াছেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে বসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার অদ্ভুত ঈশ্বরদর্শনকথা একটু একটু বলিতেছেন।

"কালী ঘরে এক দিন ন্যাংটা আর হলধারী অধ্যাত্ম (রামায়ণ) পড়ছে। হটাৎ দেখলাম নদী, তার পাশে বন, সবুজ রং গাছপালা,—রাম লক্ষ্মণ, জাঙ্গিয়া পরা, চলে যাচ্ছেন! এক দিন কুঠীর সম্মুখে অর্জ্জুনের রথ দেখলাম!—সারথির বেশে ঠাকুর বসে আছেন। সে এখনও মনে আছে।

"আর একদিন, দেশে কীর্ত্তন হচ্ছে,—সম্মুখে গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি!

"একজন ন্যাংটো সঙ্গে সঙ্গে—থাকৃত,—তার ধনে হাত দিয়ে ফচ্‌কিমি করতুম। তখন খুব হাসতুম। এ ন্যাংটো মূর্ত্তি আমারই ভিতর থেকে, বেরুত। পরমহংস মূর্ত্তি,—বালকের ন্যায়!

"ঈশ্বরীয় রূপ কত যে দর্শন হয়েছে তা বলা যায় না। সেই সময়ে বড় পেটের ব্যাম। ঐ সকল্ অবস্থায় পেটের ব্যাম বড় বেড়ে যে'ত। তাই রূপ দেখলে শেষে থুথু করতুম;—কিন্তু পেছনে গিয়ে, ভূতে পাওয়ার মত, আবার আমায় ধরৃত! ভাবে বিভোর হ'য়ে থাকতাম, দিন রাত কোথা দিয়ে যে'ত। তার পরদিন পেট ধুয়ে ভাব বেরুত! (হাস্য)

গিরিশ (সহাস্যে)। আপনার কুষ্ঠি দেখ ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। দ্বিতীয়ার চাঁদে জন্ম। আর রবি চন্দ্র বুধ,—এ ছাড়া আর কিছু বড় একটা নাই।

গিরিশ। কুম্ভ রাশি। কর্কট আর বৃষে রাম আর কৃষ্ণ;—সিংহে চৈতন্য দেব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দুটি সাধ ছিল।—প্রথম ভক্তের রাজা হব; দ্বিতীয়, সুঁট্‌কে সাধু হব না।

[ঠাকুরের সাধন কেন?]

গিরিশ (সহাস্যে)। আপনার সাধন করা কেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। ভগবতী শিবের জন্য অনেক কঠোর সাধন করেছিলেন,—পঞ্চতপা, শীত কালে জলে গা বুড়িয়ে থাকা, সূর্য্যের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকা!

"স্বয়ং কৃষ্ণ রাধাযন্ত্র নিয়ে অনেক সাধন করে ছিলেন। যন্ত্র ব্রহ্মযোনি,—তাঁরই পূজা, ধ্যান! এই ব্রহ্মযোনি থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হচ্ছে।

"অতিগুহ্য কথা! বেলতলায় দর্শন হতো,—লক্ লক্ কোরতো!

"বেলতলায় অনেক তন্ত্রের সাধন হয়েছিল। মড়ার মাথা নিয়ে। আবার * * আসন। বাম্‌নি সব যোগাড় করতো।

(হরিপদর দিকে অগ্রসর হইয়া) "সেই অবস্থায় ছেলেদের ধন, ফুল চন্দন দিয়ে পূজা না করলে, থাক্‌তে পারতাম না"।

"আর একটি অবস্থা হ'ত। যে দিন অহংকার করতুম তার পর দিনই অসুখ হ'ত।

মাষ্টার শ্রীমুখনিঃসৃত অশ্রুতপূর্ব্ব বেদান্ত বাক্য শুনিয়া অবাক হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। ভক্তেরাও যেন সেই পূতসলিলা পতিতপাবনী শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবতগঙ্গায় স্নান করিয়া বসিয়া আছেন!

সকলে চুপ করিয়া আছেন।

[পূর্ণ ও মাষ্টার।]

তুলসী। ইনি হাসেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভিতরে হাসি আছে। ফল্গুনদীর উপরে বালি,—খুঁড়লে জল পাওয়া যায়। (মাষ্টারের প্রতি) তুমি জিহ্ব ছোলো না! রোজ জিহ্ব ছুলবে।

বলরাম। আচ্ছা, এঁর (মাষ্টারের) কাছে পূর্ণ আপনার কথা অনেক শুনেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। আগেকার কথা,—ইনি জানেন,—আমি জানি না।

বলরাম। পূর্ণ স্বভাবসিদ্ধ। তবে এঁরা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এঁরা হেতুমাত্র।

নয়টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিবেন,—তাহার উদ্যোগ হইতেছে। বাগবাজারের ৺অন্নপূর্ণার ঘাটে নৌকা ঠিক করা আছে। ঠাকুরকে ভক্তেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন।

ঠাকুর দুই একটি ভক্তের সহিত নৌকায় গিয়া বসিলেন। গোপালের মা ঐ নৌকায় উঠিলেন,—দক্ষিণেশ্বরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বৈকালে হাঁটিয়া কামারহাটি যাইবেন।

ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরের ঘরের ক্যাম্পখাটটি (Camp khat) সারাইতে দেওয়া হইয়াছিল। সেখানিও নৌকায় তুলিয়া দেওয়া হইল। এই খাট খানিতে শ্রীযুক্ত রাখাল প্রায় শয়ন করিতেন।

আজ কিন্তু মঘা নক্ষত্র। যাত্রা বদলাইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আগত শনিবারে বলরামের বাটীতে আবার শুভাগমন করিবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—চতুর্বিংশ খণ্ড।

দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাষ্টার, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

৯ই আগষ্ট, ১৮৮৫।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[দ্বিজ, দ্বিজের পিতা, ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। মাতৃঋণ ও পিতৃঋণ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশরমন্দিরে সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা তিনটা চারটা হইবে।

ঠাকুরের গলার অসুখের সূত্রপাত হইয়াছে। তথাপি সমস্ত দিন কেবল ভক্তদের মঙ্গলচিন্তা করিতেছেন—কিসে তাহারা সংসারে বদ্ধ না হয়,—কিসে তাহাদের জ্ঞানভক্তি লাভ হয়,—কিসে তাহাদের ঈশ্বরলাভ হয়।

দশ বার দিন হইল (২৮শে জুলাই, মঙ্গলবার) তিনি কলিকাতায় শ্রীযুক্ত নন্দ বসুর বাটীতে ঠাকুরদের ছবি দেখিতে, ও বলরাম প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তদের বাড়ী, শুভাগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাখাল বৃন্দাবন হইতে আসিয়া কিছু দিন বাড়ীতে ছিলেন। আজকাল তিনি, লাটু, হরীশ, শ্রীযুক্ত রামলাল, - ঠাকুরের কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীমা কএক মাস হইল ঠাকুরের সেবার্থে দেশ হইতে শুভাগমন করিয়াছেন। তিনি নবতে আছেন। 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী' আসিয়া কএকদিন তাঁহার কাছে আছেন।

ঠাকুরের কাছে দ্বিজ, দ্বিজর পিতা ও ভাইরা, মাষ্টার প্রভৃতি বসিয়া আছেন।

দ্বিজর বয়স ষোল বছর হইবে। তাঁহার মাতার পরলোক প্রাপ্তির পর পিতা দ্বিতীয় সংসার করিয়াছেন। দ্বিজ মাষ্টারের সহিত প্রায় ঠাকুরের কাছে আসেন,—কিন্তু তাঁহার পিতা তাহাতে বড় অসন্তুষ্ট।

দ্বিজর পিতা অনেক দিন ধরিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবেন বলিয়াছিলেন। তাই আজ আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় সদাগর অফিসের একজন কর্ম্মচারী—ম্যানেজার। তিনি হিন্দুকলেজে ডি এল রিচার্ডসনের কাছে পড়িয়াছিলেন ও হাইকোর্টের ওকালতী পাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (দ্বিজর পিতার প্রতি)। আপনার ছেলেরা এখানে আসে তাতে কিছু মনে করবে না।

"আমি বলি, চৈতন্য লাভের পর সংসারে গিয়ে থাক। অনেক পরিশ্রম করে যদি কেউ সোণা পায় সে মাটীর ভিতর রাখতে পারে,—বাক্সের ভিতরও রাখতে পারে, জলের ভিতরও রাখতে পারে,—সোণার কিছু হয় না।

"আমি বলি অনাসক্ত হয়ে সংসার কর। হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গ—তা হলে হাতে আটা লাগবে না।

"কাঁচা মনকে সংসারে রাখতে গেলে মন মলিন হয়ে যায়। জ্ঞান লাভ করে তবে সংসারে থাকতে হয়।

"শুধু জলে দুধ রাখলে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। মাখম তুলে জলের উপর রাখলে আর কোন গোল থাকে না।

দ্বিজের পিতা। আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। আপনি যে এদের বকেন টকেন, তার মানে বুঝেছি। আপনি ভয় দেখান্। ব্রহ্মচারী সাপকে বল্লে—'তুই ত বড় বোকা! তোকে কামড়াতেই আমি বারণ করেছিলাম। তোকে ফোঁস করতে বারণ করি নাই! তুই যদি ফোঁস কত্তিস্ তা হলে তোর শত্রুরা তোকে মারতে পারত না।' আপনি ছেলেদের বকেন ঝকেন,—সে কেবল ফোঁস করেন।

দ্বিজের পিতা হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভাল ছেলে হওয়া পিতার পুণ্যের চিহ্ন। যদি পুষ্করিণীতে ভাল জল হয়—সেটী পুষ্করিণীর মালিকের পুণ্যের চিহ্ন।

"ছেলেকে আত্মজ বলে। তুমি আর তোমার ছেলে কিছু তফাৎ নয়। তুমি একরূপে ছেলে হয়েছ। একরূপে তুমি বিষয়ী, আফিসের কাজ করছো, সংসারে ভোগ করছো;—আর একরূপে তুমিই ভক্ত হয়েছ—তোমার সন্তানরূপে। শুনেছিলাম, আপনি খুব ঘোর বিষয়ী। তা ত নয়!

(সহাস্যে) "এ সব ত আপনি জানেন। তবে আপনি নাকি আট পিটে, এতেও হুঁ দিয়ে যাচ্চেন্।

দ্বিজর পিতা ঈষৎ হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে এলে আপনি কি বস্তু, তা এরা জানতে পারবে। বাপ কত বড় বস্তু! যে, বাপ মাকে ফাঁকি দিয়ে, ধর্ম্ম করবে,—তার ছাই হবে!

"মানুষের অনেকগুলি ঋণ আছে। পিতৃ-ঋণ, দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ। এ ছাড়া আবার মাতৃঋণ আছে। আবার পরিবারের সম্বন্ধেও ঋণ আছে—প্রতিপালন করতে হবে। সতী হলে, মরবার পরও তার জন্য কিছু সংস্থান করে যেতে হয়।

"আমি মার জন্য বৃন্দাবনে থাকতে পারলাম না। যাই মনে পড়ল—মা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে আছেন, অমনি আর বৃন্দাবনে মন টিকল না!

"আমি এদের বলি, সংসারও কর, আবার ভগবানেতেও মন রাখ।—সংসার ছাড়্তে বলি না,—এও কর, ওও কর।

পিতা। আমি বলি, পড়া শুনা ত চাই,—আপনার এখানে আসতে বারণ করি না। তবে ছেলেদের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়ে সময় না কাটে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এর (দ্বিজের) অবশ্য সংস্কার ছিল। এ দুই ভায়ের হল'না কেন? আর এরই বা হল কেন?

"জোর করে আপনি কি বারণ করতে পারবেন। যার যা (সংস্কার) আছে, তাই হবে।

পিতা। হাঁ, তা বটে।

ঠাকুর মেজেতে দ্বিজর পিতার কাছে আসিয়া মাদুরের উপর বসিয়াছেন। কথা কহিতে কহিতে এক এক বার তাঁহার গায়ে হাত দিতেছেন।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ঠাকুর মাষ্টার প্রভৃতিকে বলিতেছেন, "এঁদের সব ঠাকুর দেখিয়ে আনো—আমি ভাল থাকলে সঙ্গে যেতাম"।

ছেলেদের সন্দেশ দিতে বলিলেন। দ্বিজর পিতাকে বলিলেন, "এরা একটু খাবে, মিষ্টমুখ করতে হয়"।

দ্বিজর বাবা দেবালয় ও ঠাকুরদের দর্শন করিয়া বাগানে একটু বেড়াইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে দক্ষিণপূর্ব্ব বারাণ্ডায় ভূপেন, দ্বিজ, মাষ্টার, প্রভৃতির সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন। ক্রীড়াচ্ছলে ভূপেন ও মাষ্টারের পিঠে চাপড় মারিলেন। দ্বিজকে সহাস্যে বলিতেছেন,—"তোর বাপকে কেমন বল্লাম"।

সন্ধ্যার পর দ্বিজর পিতা আবার ঠাকুরের ঘরে আসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই বিদায় লইবেন।

দ্বিজর পিতার গরম বোধ হইয়াছে—ঠাকুর নিজে হাতে করিয়া পাখা দিতেছেন। পিতা বিদায় লইলেন। ঠাকুর নিজে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর মুক্তকণ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণ কি সিদ্ধপুরুষ না অবতার ?]

(ঠাকুরের পাঁচপ্রকার সমাধি—ষড়চক্রভেদ—যোগতত্ত্ব—কুণ্ডলিনী।)

রাত আটটা হইয়াছে। ঠাকুর মহিমাচরণের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে রাখাল, মাষ্টার, মহিমাচরণের দু একটি সঙ্গী,—আছেন।

মহিমাচরণ আজ রাত্রে থাকিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। আচ্ছা, কেদারকে কেমন দেখছো ?—দুধ দেখেছে না খেয়েছে ?

মহিমা। হাঁ, আনন্দ ভোগ করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নৃত্যগোপাল ?

মহিমা। খুব !—বেশ অবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ। আচ্ছা, গিরীশ ঘোষ কেমন হয়েছে।

মহিমা। বেশ হয়েছে। কিন্তু ওদের থাক আলাদা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্র ?

মহিমা। আমি পনর বৎসর আগে যা ছিলুম, এ তাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ছোট নরেন ? কেমন সরল ?

মহিমা। হাঁ, খুব সরল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, ঠিক বলেছ। (চিন্তা করিতে করিতে) আর কে আছে ?

"যে সব ছোকরা এখানে আস্‌ছে, তাদের—দু'টি জিনিষ জান্‌লেই হ'ল। তা হলে আর বেশী সাধন ভজন কত্তে হবে না—প্রথম, আমি কে—তার পর, ওরা কে। ছোকরারা অনেকেই অন্তরঙ্গ।

"যারা অন্তরঙ্গ, তাদের মুক্তি হবে না। বায়ুকোণে আর একবার (আমার) দেহ হবে।

"ছোকরাদের দেখে আমার প্রাণ শীতল হয়! আর যারা ছেলে করেছে, মামলা মোকদ্দামা করে বেড়াচ্চে—কামিনীকাঞ্চন নিয়ে রয়েছে—তাদের দেখলে কেমন করে আনন্দ হবে ? শুদ্ধ-আত্মা না দেখলে কেমন করে থাকি !

মহিমাচরণ শাস্ত্র হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছেন,—আর তন্ত্রোক্ত ভূচরী খেচরী শাম্ভবী প্রভৃতি নানা মুদ্রার কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, আমার আত্মা সমাধির পর মহাকাশে পাখীর মত উড়ে বেড়ায়, এই রকম কেউ কেউ বলে।

"হৃষিকেশ সাধু এসেছিল। সে বল্লে যে, 'সমাধি পাঁচপ্রকার—তা তোমার সবই হয় দেখছি। পিপীলিকাবৎ, মীনবৎ, কপিবৎ, পক্ষিবৎ, তির্য্যগ্‌বৎ'।

"কখনও বায়ু উঠে পিঁপড়ের মত শিড়্‌ শিড়্‌ করে!—কখনও সমাধি অবস্থায় ভাব-সমুদ্রের ভিতর আত্মা-মীন আনন্দে খেলা করে!

"কখনও পাশ ফিরে রয়েছি, মহাবায়ু বানরের ন্যায় আমায় ঠেলে—আমোদ করে!—আমি চুপ করে থাকি। সেই বায়ু হঠাৎ যেন বানরের ন্যায় লাফ দিয়ে সহস্রারে উঠে যায়! তাই ত তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি!

"আবার কখনও পাখীর মত এ ডাল থেকে ও ডাল, ও ডাল থেকে এ ডাল,—মহাবায়ু উঠ্‌তে থাকে! যে ডালে বসে, সে স্থান আগুনের মত বোধ হয়। হয়ত মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান থেকে হৃদয়, এইরূপ ক্রমে মাথায় উঠে!

"কখনও বা মহাবায়ু তির্য্যক্ গতিতে চলে—এঁকে বেঁকে! ঐরূপ চলে চলে শেষে মাথায় এলে সমাধি হয়।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ত্ব*।]

"কুলকুণ্ডলিনী না জাগলে চৈতন্য হয় না। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী আছেন। চৈতন্য হ'লে তিনি সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এই সব চক্র ভেদ করে, শেষে শিরোমধ্যে গিয়ে পড়েন। এরি নাম মহাবায়ুর গতি—তবেই শেষে সমাধি হয়।

"শুধু পুঁথি পড়লে চৈতন্য হয় না—তাঁকে ডাকতে হয়। ব্যাকুল হলে—তবে কুলকুণ্ডলিনী জাগেন। শুনে, বই পড়ে, জ্ঞানের কথা!—তাতে কি হবে!

"আমার এই অবস্থা যখন হোলো,তার ঠিক আগে আমায় দেখিয়ে দিলে—কিরূপ কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরণ হয়ে, ক্রমে ক্রমে সব পদ্মগুলি ফুটে যেতে লাগলো, আর সমাধি হলো। এ অতি গুহ্য কথা। দেখলাম, ঠিক আমার মতন বাইশ, তেইস্ বছরের ছোকরা, সুষুম্না নাড়ীর ভিতর গিয়ে, জিহ্বা

* যোগতত্ত্ব—শিবসংহিতা।

দিয়ে, যোনিরূপ পদ্মের সঙ্গে, রমণ করতে লাগলো! প্রথমে, গুহ্য লিঙ্গ নাভি। চতুর্দ্দল ষড়্দল দশদল পদ্ম সব অধোমুখ হয়ে ছিল। উর্দ্ধমুখ হ'ল!

"হৃদয়ে যখন এলো—বেশ মনে পড়ছে—জিহ্বা দিয়ে রমণ করবার পর দ্বাদশদল অধোমুখপদ্ম উর্দ্ধমুখ হলো,—আর প্রস্ফুটিত হলো! তার পর কণ্ঠে ষোড়শদল আর কপালে দ্বিদল। শেষে সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হলো! **সেই অবধি আমার এই অবস্থা!**

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর মুক্তকণ্ঠ। ঠাকুর সিদ্ধপুরুষ না অবতার ?]

ঈশ্বরের সঙ্গে কথা—মায়াদর্শন—ভক্ত আসিবার অগ্রে তাদের দর্শন—কেশব সেনকে ভাবাবেশে দর্শন—অখণ্ডসচ্চিদানন্দ দর্শন ও নরেন্দ্র—ও কেদার—ঠাকুরের জ্যোতির্ম্ময় দেহ—ঠাকুরের বাবার স্বপ্ন—ন্যাংটা, ও ঠাকুরের তিন দিনে সমাধি—সেবক মথুর বাবু—কুঠীর উপর ভক্তদের জন্য ব্যাকুলতা—অবিরত সমাধি।

ঠাকুর এই কথা বলিতে বলিতে নামিয়া আসিয়া মেজেতে মহিমাচরণের নিকট বসিলেন। কাছে মাষ্টার ও আরও দু একটী ভক্ত। ঘরে রাখালও আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। আপনাকে অনেক দিন বলবার ইচ্ছা ছিল,—পারি নাই—আজ বলতে ইচ্ছা হচ্ছে।

"আমার যা অবস্থা—আপনি বলেন, 'সাধন করলেই ও রকম হয়', তা নয়। এতে (আমাতে) কিছু বিশেষ আছে।

মাষ্টার, রাখাল, প্রভৃতি ভক্তেরা অবাক্ হইয়া ঠাকুর কি বলিবেন উৎসুক হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। **কথা কয়েছে**!—শুধু দর্শন নয়—কথা কয়েছে! বটতলায় দেখলাম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে—তার পর কত হাসি! খেলার ছলে আঙ্গুল মটকান হলো! তার পর কথা!—**কথা কয়েছে!**

"তিন দিন করে কেঁদেছি, আর বেদ পুরাণ তন্ত্র—এ সব শাস্ত্রে কি আছে—(তিনি) সব দেখিয়ে দিয়েছেন!

"মহামায়ার মায়া যে কি, তা এক দিন দেখালে। ঘরের ভিতর ছোট জ্যোতি ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগলো! আর জগৎকে ঢেকে ফেলতে লাগলো!

"আবার দেখালে,—যেন মস্ত দিঘী, পানায় ঢাকা! হাওয়াতে পানা একটু সরে গেল,—অমনি জল দেখা গেল। কিন্তু দেখতে দেখতে চার দিক্‌কার পানা, নাচতে নাচতে এসে, আবার ঢেকে ফেল্লে! দেখালে, ঐ জল যেন সচ্চিদানন্দ, আর পানা যেন মায়া। মায়ার দরুণ সচ্চিদানন্দকে দেখা যায় না,—যদিও এক একবার চকিতের ন্যায় দেখা যায় তো আবার মায়াতে ঢেকে ফেলে!

"কিরূপ লোক (ভক্ত) এখানে আসবে, তাদের আসবার আগে, দেখিয়ে দেয়। বটতলা থেকে বকুলতলা পর্য্যন্ত চৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তনের দল দেখালে। তাতে বলরামকে দেখলাম—না হলে মিছরি এ সব দেবে কে!

"আর এঁকে দেখেছিলাম।

[শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশব সেন ও তাঁহার সমাজে হরিনাম ও মায়ের নাম প্রবেশ।]

"কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে তাকে দেখলাম! সমাধি অবস্থায় দেখলাম। দেখলাম, কেশবসেন আর তার দল। এক ঘর লোক আমার সাম্‌নে বসে রয়েছে। কেশবকে দেখাচ্ছে, যেন একটী ময়ূর তার পাখা বিস্তার করে বসে রয়েছে! পাখা অর্থাৎ দল বল। কেশবের মাথায় দেখলাম লালমণি। ওটী রজোগুণের চিহ্ন। কেশব শিষ্যদের বলছে—'ইনি কি বলছেন, তোমরা সব শোনো'। মাকে বল্লাম, মা এদের ইংরাজী ত,—এদের বলা কেন? তার পর মা বুঝিয়ে দিলে যে, কলিতে এ রকম হবে। তখন এখান থেকে হরিনাম আর মায়ের নাম ওরা নিয়ে গেল।

"তাই মা কেশবের দল থেকে বিজয়কে নিলে। কিন্তু আদিসমাজে গেল না।

(নিজেকে দেখাইয়া) "এর (আমার) ভিতর একটা কিছু আছে। গোপাল সেন বলে একটী ছেলে আসতো—অনেক দিন হ'ল। এর ভিতর যিনি আছেন গোপালের বুকে পা দিলে। সে ভাবে বলতে লাগলো, 'তোমার এখন দেরী আছে। আমি ঐহিকদের সঙ্গে থাকতে পারছি না';—তার পর 'যাই' বলে বাড়ী চলে গেল। তার পর শুনলাম দেহত্যাগ করেছে। সেই বোধ হয় নিত্যগোপাল।

"আশ্চর্য্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ !—আবার তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক।—একধারে কেদার, চুনী, আর আর অনেক সাকারবাদী ভক্ত। বেড়ার আর এক ধারে টকটকে লাল সুরকীর কাঁড়ির মত জ্যোতিঃ! তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র !—সমাধিস্থ!

"ধ্যানস্থ দেখে বল্লুম, 'ও নরেন্দ্র!' একটু চোখ চাইলে!—বুঝলুম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে!—তখন বল্লাম, 'মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর!—তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে!'—কেদার সাকারবাদী, উঁকি মেরে দেখে শিউরে উঠে পলালো!

"তাই ভাবি এর (নিজের) ভিতর মা স্বয়ং ভক্ত লয়ে লীলা করছেন। যখন প্রথম এই অবস্থা হোলো, তখন জ্যোতিতে দেহ জ্বল্ জ্বল্ করতো। বুক লাল হয়ে যেতো! তখন বল্লুম, 'মা বাইয়ে প্রকাশ হোয়ো না, ঢুকে যাও, ঢুকে যাও!' তাই এখন এই হীন দেহ।

"তা না হলে লোকে জ্বালাতন করতো। লোকের ভিড় লেগে যেতো—সেরূপ জ্যোতির্ম্ময় দেহ থাকলে। এখন বাহিরে প্রকাশ নাই। এতে আগাছা পালায়—যারা শুদ্ধ ভক্ত, তারাই কেবল থাকবে।

"এই যে ব্যারাম হয়েছে কেন?—এর মানে ঐ। যাদের সকাম ভক্তি, তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে।

"সাধ ছিল—মাকে বলেছিলাম, 'মা, ভক্তের রাজা হব!'

"আবার মনে উঠলো, 'যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে, তার এখানে আসতেই হবে!' আসতেই হবে!' ছাখো, তাই হচ্ছে—সেই সব লোকই আসছে!

"এর ভিতরে কে আছেন, আমার বাপেরা জানতো। বাপ গয়াতে স্বপ্নে দেখেছিলেন,—রঘুবীর বলছেন, 'আমি তোমার ছেলে হব।'

"এর ভিতরে তিনিই আছেন। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ! একি আমার কর্ম্ম! স্ত্রীসম্ভোগ স্বপনেও হোলো না!

"ন্যাংটা বেদান্তের উপদেশ দিলে। তিন দিনেই সমাধি! মাধবী-তলায় ঐ সমাধি অবস্থা দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে বলছে, 'আরে এ কেয়া রে!'

"পরে সে বুঝতে পারলে—এর ভিতর কে আছে। তখন আমায় বলে,

'তুমি আমায় ছেড়ে দাও!' ও কথা শুনে আমার ভাবাবস্থা হয়ে গেল;— আমি সে অবস্থায় বল্লাম, 'বেদান্ত বোধ না হলে তোমার যাবার যো নাই।'

"তখন রাত দিন তার কাছে। কেবল বেদান্ত! বাম্‌নী বলতো, 'বাবা, বেদান্ত শুনো না!—ওতে তোমার ভক্তির হানি হবে।'

"মাকে যাই বল্লাম, 'মা এ দেহ রক্ষা কেমন করে হবে, আর সাধু ভক্ত লয়ে কেমন করে থাকবো!—একটা বড় মানুষ জুটিয়ে দাও!' তাই সেজ বাবু চৌদ্দ বৎসর ধরে সেবা করলে!

"এর ভিতর যিনি আছে, আগে থাকতে জানিয়ে দেয়, কোন থাকের ভক্ত আসবে। যাই দেখি গৌরাঙ্গ রূপ সাম্‌নে এসেছেন, অমনি বুঝতে পারি, গৌরভক্ত আসছে। যদি শাক্ত আসে, তা হলে শক্তিরূপ,—কালীরূপ— দর্শন হয়।

"কুঠীর উপর থেকে আরতির সময় চেঁচাতাম, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়!' দ্যাখো, এখন সব ক্রমে ক্রমে এসে জুটছে!'

"এর ভিতর তিনি নিজে রয়েছেন—যেন নিজে থেকে এই সব ভক্ত লয়ে কাজ করছেন!

"এক একজন ভক্তের অবস্থা কি আশ্চর্য্য! ছোট নরেন—এর কুম্ভক আপনি হয়!—আবার সমাধি! এক এক বার কখন কখন আড়াই ঘণ্টা! কখনও বেশী! কি আশ্চর্য্য!

"সব রকম সাধন এখানে হয়ে গেছে—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ। হঠযোগ পর্য্যন্ত—আয়ু বাড়াবার জন্য। এর ভিতর এক জন আছে। তা না হলে সমাধির পর ভক্তি ভক্ত লয়ে কেমন করে আছি! কোয়ার সিং বলতো, 'সমাধির পর ফিরে আসা লোক কখন দেখি নাই!—তুমিই নানক!'

"চার দিকে ঐহিক লোক—চার দিকে কামিনীকাঞ্চন —এতোর ভিতর থেকে এমন অবস্থা!—সমাধি, ভাব, লেগেই রয়েছে! তাই প্রতাপ (ব্রাহ্মসমাজের শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার)—কুক সাহেব যখন এসেছিল, জাহাজে আমার অবস্থা (সমাধি অবস্থা) দেখে বল্লে, 'বাবা! যেন ভূতে পেয়ে রয়েছে!'

রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি অবাক্ হইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে এই সকল আশ্চর্য্য কথা শুনিতেছেন।

মহিমাচরণ কি ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিলেন?

এই সমস্ত কথা শুনিয়া ও তিনি বলিতেছেন,—'আজ্ঞা, আপনার প্রারব্ধ বশতঃ এরূপ'সব হয়েছে।' তাঁহার মনের ভাব,— ঠাকুর একটী সাধু বা ভক্ত।

ঠাকুর তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিতেছেন, 'হাঁ, প্রাক্তন। যেন বাবুর অনেক বাড়ী আছে— এখানে একটা বৈঠকখানা। ভক্ত তাঁর বৈঠকখানা।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[রাখালের ভাব। অনাহত শব্দ ও গভীররাত্রি। স্বপ্নে ঈশ্বরদর্শন।]

রাত নয়টা হইল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। মহিমাচরণের সাধ—ঘরে ঠাকুর থাকিবেন—ব্রহ্মচক্র রচনা করিবেন। তিনি রাখাল, মাষ্টার, কিশোরী ও আর দু একটী ভক্তকে লইয়া মেজেতে চক্র করিলেন। সকলকে ধ্যান করিতে বলিলেন। **রাখালের ভাবাবস্থা** হইয়াছে। ঠাকুর নামিয়া আসিয়া তাঁহার বুকে হাত দিয়া মার নাম করিতে লাগিলেন। রাখালের ভাব সম্বরণ হইল।

রাত একটা হইবে। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথি। চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার। দু একটী ভক্ত গঙ্গার পোস্তার উপর একাকী বেড়াইতেছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একবার উঠিয়াছেন। তিনিও বাহিরে আসিলেন ও ঐ ভক্তদের বলিতেছেন, 'ন্যাংটা বলতো এই সময়ে—এই গভীর রাত্রে— **অনাহত শব্দ** শোনা যায়!'

শেষ রাত্রে মহিমাচরণ ও মাষ্টার ঠাকুরের ঘরেই মেজেতে শুইয়া আছেন। রাখালও ক্যাম্প খাটে শুইয়াছেন।

ঠাকুর পাঁচ বছরের ছেলের ন্যায় দিগম্বর হইয়া মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন।

প্রত্যূষ হইল। ঠাকুর মার নাম করিতেছেন। পশ্চিমের বারাণ্ডায় গিয়া গঙ্গা দর্শন করিলেন। ঘরের মধ্যস্থিত দেবদেবীর যত পট ছিল, কাছে

গিয়া নমস্কার করিলেন। ভক্তেরা শয্যা হইতে উঠিয়া প্রণামাদি করিয়া প্রাতঃকৃত্য করিতে গেলেন।

ঠাকুর পঞ্চবটীতে একটী ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। ভক্তটী স্বপ্নে চৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবাবিষ্ট হইয়া)। আহা! আহা!

ভক্ত। আজ্ঞা, ও স্বপনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বপন কি কম!

ঠাকুরের চক্ষে জল। গদ গদ স্বর!

এক জন ভক্তের জাগরণ অবস্থায় দর্শন কথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—'তা আশ্চর্য্য কি! আজ কাল নরেন্দ্রও ঈশ্বরীয় রূপ দেখে!'

মহিমাচরণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, ঠাকুরবাড়ীর প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকের শিবের মন্দিরে গিয়া, নির্জ্জনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন।

বেলা আটটা হইয়াছে। মণি গঙ্গাস্নান করিয়া ঠাকুরের কাছে আসিলেন। 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী' ও দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণীর প্রতি)। এঁকে কিছু প্রসাদ খেতে দাও তো গা; লুচি টুচি। তাকের উপর আছে।

ব্রাহ্মণী। আপনি আগে খান। তার পর উনি প্রসাদ পাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)। তুমি আগে জগন্নাথের আটকে খাও, তার পর প্রসাদ।

প্রসাদ পাইয়া মণি শিবমন্দিরে শিব দর্শন করিয়া ঠাকুরের কাছে আবার আসিলেন ও প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)। তুমি এসো। আবার কাজে যেতে হবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—পঞ্চবিংশ খণ্ড।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে রাখাল, মাষ্টার,
পণ্ডিত শ্যামাপদ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

২৭ অগাষ্ট, ১৮৮৫।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সমাধিমন্দিরে। পণ্ডিত শ্যামাপদের প্রতি কৃপা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমন্দিরে দু একটী ভক্তসঙ্গে ঘরে বসিয়া আছেন। অপরাহ্ণ পাঁচটা। বৃহস্পতিবার, ১২ই ভাদ্র, শ্রাবণ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া।

ঠাকুরের অসুখের সূত্রপাত হইয়াছে। তথাপি ভক্তেরা কেহ আসিলে শরীরকে শরীর জ্ঞান করেন না। হয়ত সমস্ত দিন তাঁহাদের লইয়া কথা কহিতেছেন,—কখনও বা গান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত মধু ডাক্তার প্রায় নৌকা করিয়া আসেন—ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য। ভক্তেরা বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। মধু ডাক্তার যাহাতে প্রত্যহ আসিয়া দেখেন, এই তাঁহাদের ইচ্ছা। মাষ্টার ঠাকুরকে বলিতেছেন, 'উনি বহুদর্শী লোক, উনি রোজ দেখলে ভাল হয়।'

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিলেন। ইঁহার নিবাস আঁটপুর গ্রামে। সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া পণ্ডিত 'সন্ধ্যা করিতে যাই', বলিয়া গঙ্গাতীরে চাঁদনীর ঘাটে গমন করিলেন।

সন্ধ্যা করিতে করিতে পণ্ডিত কি আশ্চর্য্য দর্শন করিলেন। সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে তিনি ঠাকুরের ঘরে আসিয়া মেজেতে বসিলেন। ঠাকুর মার নাম ও চিন্তার পর নিজের আসনেই বসিয়া আছেন। ঠাকুরের পাপোষের উপর মাষ্টার বসিয়া আছেন। রাখাল, লাটু প্রভৃতি ঘরে যাতায়াত করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, পণ্ডিতকে দেখাইয়া)। ইনি একজন বেশ লোক। (পণ্ডিতের প্রতি) 'নেতি' 'নেতি' করে যেখানে মনের শান্তি হয়, সেইখানেই তিনি।

[ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ ও পণ্ডিত শ্যামাপদ। 'সমাধিমন্দিরে'।]

"সাত দেউড়ীর পর রাজা আছেন। প্রথম দেউড়ীতে গিয়ে দেখে যে,

একজন ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ অনেক লোকজন নিয়ে বসে আছেন; খুব জাঁক জমক। রাজাকে যে দেখতে গিয়েছে, সে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'এই কি রাজা?' সঙ্গী ঈষৎ হেসে বল্লে, 'না'।

"দ্বিতীয় দেউড়ী আর অন্যান্য দেউড়ীতে ও ঐরূপ বল্লে। দ্যাখে, যত এগিয়ে যায়, ততই ঐশ্বর্য্য! আর জাঁকজমক! সাত দেউড়ী পার হয়ে যখন দেখলে, তখন আর সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলে না!—রাজার অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শন করে অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো!—বুঝলে এই রাজা!—এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত। মায়ার রাজ্য ছাড়িয়ে গেলে তাঁকে দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর সাক্ষাৎকারের পর আবার দ্যাখে, এই মায়া জীব-জগৎ তিনিই হয়েছেন!

"এই সংসার ধোকার টাটী—স্বপ্নবৎ,—এই বোধ হয়, যখন 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে। তাঁর দর্শনের পর আবার 'এই সংসার মজার কুটী!'

"শুধু শাস্ত্র পড়লে কি হবে? পণ্ডিতেরা কেবল বিচার করে।

পণ্ডিত। আমায় কেউ পণ্ডিত বল্লে ঘৃণা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঐটী তাঁর কৃপা! পণ্ডিতরা কেবল বিচার করে। কিন্তু কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে। সাক্ষাৎকারের পর সব নারায়ণ দেখবে—**নারায়ণই সব হয়েছেন!**

পণ্ডিত নারায়ণের স্তব শুনাইতেছেন। ঠাকুর আনন্দে বিভোর।

পণ্ডিত। সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ। আপনার অধ্যাত্ম (রামায়ণ) দেখা আছে?

পণ্ডিত। আজ্ঞা হাঁ, একটু দেখা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওতে জ্ঞান ভক্তি পরিপূর্ণ। শবরীর উপাখ্যান, অহল্যার স্তব, সব ভক্তিতে পরিপূর্ণ!

"তবে একটী কথা আছে। তিনি বিষয়বুদ্ধি থেকে অনেক দূর।

পণ্ডিত। যেখানে বিষয়বুদ্ধি, সেখানে তিনি 'সুদূরম্',—আর যেখানে তা নাই, সেখানে তিনি 'অদূরম্'। উত্তরপাড়ার এক জমিদার মুখুয্যেকে দেখে এলাম—বয়স হয়েছে—কেবল নভেলের গল্প শুনছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অধ্যাত্মে আর একটী বলছে, যে তিনিই জীব জগৎ!

পণ্ডিত আনন্দিত হইয়া যমলার্জ্জুনের এই ভাবের স্তব শ্রীমদ্‌ভাগবত, দশম স্কন্ধ, হইতে আবৃত্তি করিতেছেন—

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রহ্মণো বিদুঃ ॥'
ত্বমেকং সর্ব্বভূতানাং দেহস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্ব্বক্ষেত্রবিচারবিৎ ॥'

ঠাকুর স্তব শুনিয়া সমাধিস্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। পণ্ডিত বসিয়া আছেন। পণ্ডিতের কোলে ও বক্ষে একটী চরণ রাখিয়া ঠাকুর হাসিতেছেন।

পণ্ডিত চরণ ধারণ করিয়া বলিতেছেন,'গুরো চৈতন্যং দেহি!' ঠাকুর ছোট তক্তার কাছে পুর্ব্বাস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

পণ্ডিত ঘর হইতে চলিয়া গেলে ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন,—'আমি যা বলি মিলছে? যারা আন্তরিক ধ্যান জপ করেছে তাদের এখানে আসতেই হবে!

রাত দশটা হইল। ঠাকুর একটু সামান্য সুজির পায়স খাইয়া শয়ন করিয়াছেন। মণিকে বলিতেছেন, "পায়ে হাতটা বুলিয়ে দাও ত।"

কিয়ৎক্ষণ পরে গায়ে ও বক্ষস্থলে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন।

সামান্য নিদ্রার পর মণিকে বলিতেছেন, 'তুমি শোওগে;—দেখি একলা থাকলে যদি ঘুম হয়। ঠাকুর রামলালকে বলিতেছেন, 'ঘরের ভিতর ইনি (মণি) আর রাখাল শু'লে হয়'।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যীশুখৃষ্ট। JESUS CHRIST.]

প্রত্যূষ হইল। ঠাকুর গাত্রোত্থান করিয়া মার চিন্তা করিতেছেন। অসুস্থ হওয়াতে ভক্তেরা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সেই মধুর নাম শুনিতে পাইলেন না। ঠাকুর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঘরে নিজের আসনে আসিয়া বসিয়াছেন। মণিকে বলিতেছেন, "আচ্ছা, রোগ কেন হলো?

মণি। আজ্ঞা, মানুষের মতন সব না হলে জীবের সাহস হবে না।

তারা দেখছে যে, এই দেহের এত অসুখ, তবুও আপনি ঈশ্বর বই আর কিছুই জানেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। বলরামও বল্লে, 'আপনারই এই, তা হলে আমাদের আর হবে না কেন ?

"সীতার শোকে রাম ধনুক তুলতে না পারাতে লক্ষ্মণ আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কিন্তু পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে !

মণি। ভক্তের দুঃখ দেখে যীশুখ্রীষ্টও অন্য লোকের মত কেঁদেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি হয়েছিল ?

মণি। মার্থা (Martha) মেরী (Mary) দুই ভগ্নী, আর ল্যাজেরাস্ (Lazarus) ভাই—তিন জনই যীশুখৃষ্টের ভক্ত। ল্যাজেরাসের মৃত্যু হয়। যীশু তাদের বাড়ী আসছিলেন। পথে এক জন ভগ্নী (মেরী) দৌড়ে গিয়ে পদতলে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, 'প্রভু তুমি যদি আসতে, তা হলে সে মরতো না !' যীশু তার কান্না দেখে কেঁদেছিলেন।

"তার পর তিনি গোরের কাছে গিয়ে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। অমনি ল্যাজেরাস প্রাণ পেয়ে উঠে এলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার কিন্তু উ গুণো হয় না।

মণি। সে আপনি করেন না—ইচ্ছা করে। ও সব সিদ্ধাই (Miracle) তাই আপনি করেন না। ও সব করলে লোকদের দেহেতেই মন যাবে—শুদ্ধা ভক্তির দিকে মন যাবে না। তাই আপনি করেন না।

"আপনার সঙ্গে যীশুখৃষ্টের অনেক মেলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। আর কি কি মেলে ?

মণি। আপনি ভক্তদের উপবাস কর্ত্তে কি অন্য কোন কঠোর কর্ত্তে বলেন না—খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধেও কোন কঠিন নিয়ম নাই। যীশুখৃষ্টের শিষ্যেরা রবিবারে নিয়ম না করে খেয়েছিল, তাই যারা শাস্ত্র মেনে চলত, তারা তিরস্কার করেছিল। যীশু বল্লেন, 'ওরা খাবে, খুব করবে ; যত দিন বরের সঙ্গে আছে, বরযাত্রীরা আনন্দই করবে' !

শ্রীরামকৃষ্ণ। এর মানে কি ?

মণি। অর্থাৎ যতদিন অবতারের সঙ্গে সঙ্গে আছে, ততদিন অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গগণ কেবল আনন্দই করবে—কেন নিরানন্দ হবে ?—অবতার যখন স্বধামে চলে যাবেন, তখন তাদের নিরানন্দের দিন আসবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। আর কিছু মেলে ?

মণি। আজ্ঞা, আপনি যেমন বলেন—'ছোকরাদের ভিতর কামিনীকাঞ্চন ঢুকে নাই; ওরা উপদেশ ধারণা করতে পারবে,—যেমন নূতন হাঁড়িতে দুধ রাখা যায়। দই পাতা হাঁড়িতে রাখলে নষ্ট হতে পারে'। তিনিও সেইরূপ বলতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি বলতেন ?

মণি। 'পুরোণো বোতলে নূতন মদ রাখলে বোতল ফেটে যেতে পারে। আর পুরাণো কাপড়ে নূতন তালি দিলে শীঘ্র ছিঁড়ে যায়।'

"আবার আপনি যেমন বলেন, 'মা আর আপনি এক', তিনিও তেমনি বলতেন, 'বাবা আর আমি এক।' (I and my Father are one').

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। আর কিছু ?

মণি। আপনি যেমন বলেন, 'ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন'। তিনিও বলতেন, 'ব্যাকুল হয়ে দোরে ঘা মারো, দোর খোলা পাবে'। ('Knock and it shall be opened unto you').

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, অবতার যদি হয়, তা পূর্ণ, না অংশ, না কলা ? কেউ কেউ বলে পূর্ণ।

মণি। আজ্ঞা, পূর্ণ অংশ কলা ও সব আমি ভাল বুঝতে পারি না। তবে যেমন বলেছিলেন, ঐটে আমি বেশ বুঝেছি! পাঁচিলের মধ্যে গোল ফাঁক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি বল দেখি ?

মণি। প্রাচীরের ভিতর একটী গোল ফাঁক—সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে প্রাচীরের ওধারের মাঠ দেখা যাচ্ছে! সেইরূপ আপনার ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত ঈশ্বর দেখা যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, দু তিন ক্রোশ একবারে দেখা যাচ্ছে!

মণি চাঁদনীর ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া আবার ঠাকুরের কাছে ঘরে উপনীত হইলেন। বেলা আটটা হইয়াছে।

মণি লাটুর কাছে আটকে চাইছেন—শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের আটকে। শ্রীরামকৃষ্ণ কাছে আসিয়া মণিকে বলিতেছেন, 'তুমি ওটা (প্রসাদ খাওয়া) কোরো—যারা ভক্ত হয়, প্রসাদ না হলে খেতে পারে না।'

মণি। আজ্ঞা, আমি কাল অবধি বলরাম বাবুর বাড়ী থেকে জগন্নাথের আটকে এনেছি—তাই রোজ একটী দুটী খাই।

মণি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন ও বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। ঠাকুর সস্নেহে বলিতেছেন,—"তবে তুমি সকাল সকাল এসো—আবার ভাদ্র মাসের রৌদ্র—বড় খারাপ।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ ষড়্‌বিংশ—খণ্ড।

দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে জন্মাষ্টমী-দিবসে নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

31st August ; 1st September ; 2nd September 1885.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[পূর্ণ, মাষ্টার, গঙ্গাধর, সুবোধ, ক্ষীরোদ, নিতাই।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। রাত আটটা হইবে।

আজ সোমবার, ১৬ই ভাদ্র, শ্রাবণ কৃষ্ণা ষষ্ঠী।

ঠাকুর অসুস্থ—গলার অসুখের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু নিশিদিন এক চিন্তা, কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়। এক এক বার বালকের ন্যায় অসুখের জন্য কাতর হন;—আবার পরক্ষণেই সব ভুলিয়া গিয়া ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা! আর ভক্তের প্রতি স্নেহ ও বাৎসল্যে উন্মত্তপ্রায়।

দুই দিন হইল—গত শনিবার রাত্রে—শ্রীযুক্ত পূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন—'আমার খুব আনন্দ হয়। মাঝে মাঝে রাত্রে আনন্দে ঘুম হয় না!'

ঠাকুর পত্রপাঠ শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—'আমার গায়ে রোমাঞ্চ হচ্ছে! ঐ আনন্দের অবস্থা ওর পরে থেকে যাবে; দেখি চিঠিখানা।'

পত্রখানি হাতে করে মুড়ে টিপে বলিতেছেন,—'অন্যের চিঠি ছুঁতে পারি না; এর বেশ ভাল চিঠি।'

সেই রাত্রে একটু শুইয়াছেন। হঠাৎ গায়ে ঘাম—শয্যা হইতে উঠিয়া বলিতেছেন,—'আমার বোধ হচ্ছে, এ অসুখ সারবে না।'

এই কথা শুনিয়া ভক্তেরা সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য আসিয়াছেন ও অতি নিভৃতে নবতে বাস করেন। তিনি যে নবতে আছেন, ভক্তেরা প্রায় কেহ জানিতেন না। একটী ভক্তস্ত্রীলোকও কয়দিন নবতে আছেন। তিনি ঠাকুরের ঘরে প্রায় আসেন ও দর্শন করেন।

ঠাকুর তাঁহাকে পর দিন রবিবারে বলিতেছেন,—'তুমি অনেক দিন এখানে আছ, লোকে কি মনে করবে ? বরং দশ দিন বাড়ী গিয়ে থাকগে।'

মাষ্টার এই সমস্ত কথা শুনিলেন।

আজ সোমবার। ঠাকুর অসুস্থ রহিয়াছেন। রাত প্রায় আটটা হইয়াছে। ঠাকুর ছোট খাটটীতে পেছন ফিরিয়া দক্ষিণ দিকে শিয়র করিয়া শুইয়া আছেন। গঙ্গাধর সন্ধ্যার পর কলিকাতা হইতে মাষ্টারের সহিত আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া আছেন। ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দুটী ছেলে এসেছিল। শঙ্কর ঘোষের নাতির ছেলে (সুবোধ). আর একটী তাদের পাড়ার ছেলে (ক্ষীরোদ)। বেশ ছেলে দুটী। তাদের বল্লুম, আমার এখন অসুখ, তোমার কাছে গিয়ে উপদেশ নিতে। তুমি একটু যত্ন কোরো।

মাষ্টার। আজ্ঞা হাঁ, আমাদের পাড়ায় তাদের বাড়ী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে দিন আবার গায়ে ঘাম দিয়ে ঘুম ভেঙ্গে গিছলো। এ অসুখটা কি হ'ল !

[ভগবান্ ডাক্তার। নিতাই ডাক্তার।]

মাষ্টার। আজ্ঞা, আমরা একবার ভগবান রুদ্রকে দেখাব ঠিক করেছি। এম-ডি পাশ করা। খুব ভাল ডাক্তার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কত নেবে ?

মাষ্টার। অন্য যায়গা হলে কুড়ি পঁচিশ টাকা নিতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে থাক্।

মাষ্টার। আজ্ঞা, আমরা হদ্দ চার পাঁচ টাকা দেবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, এই রকম করে যদি একবার বলো,—'দয়া করে তাঁকে একবার দেখবেন চলুন।'

"এখানকার কথা কিছু শুনে নাই ?

মাষ্টার। বোধ হয় শুনেছে। এক রকম কিছু নেবে না বলেছে, তবে আমরা দেবো ; কেন না, তা হলে আবার আসবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নিতাই (ডাক্তার)কে আনো তো সে বরং ভাল ! আর ডাক্তাররা এসেই বা কি করছে, কেবল টিপে বাড়িয়ে দেয়।

রাত নয়টা হইল। ঠাকুর একটু সুজির পায়েস খাইতে বসিলেন।

খাইতে কোন কষ্ট হইল না। তাই আনন্দ করিতে করিতে মাষ্টারকে বলিতেছেন,—'একটু খেতে পারলাম, তাই মনটায় বেশ আনন্দ হলো'।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[জন্মাষ্টমীদিবসে নরেন্দ্র, রাম, গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।]

(বলরাম, মাষ্টার, গোপালের মা, রাখাল, লাটু, ছোট নরেন, পঞ্জাবী সাধু, নবগোপাল, কাটোয়ার বৈষ্ণব, রাখাল ডাক্তার।)

আজ জন্মাষ্টমী, মঙ্গলবার। ১৭ই ভাদ্র ; ১লা সেপ্টেম্বর,—১৮৮৫।

ঠাকুর স্নান করিবেন। একটী ভক্ত তেল মাখাইয়া দিতেছেন। ঠাকুর দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া তেল মাখিতেছেন। মাষ্টার গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

স্নানান্তে ঠাকুর গামছা পরিয়া দক্ষিণাস্য হইয়া সেই বারান্দা হইতেই ঠাকুর-দের উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিতেছেন। শরীর অসুস্থ বলিয়া কালীঘরে বা বিষ্ণুঘরে যাইতে পারিলেন না।

আজ জন্মাষ্টমী। রামাদি ভক্তেরা ঠাকুরের জন্য নববস্ত্র আনিয়াছেন। ঠাকুর নববস্ত্র পরিধান করিয়াছেন—বৃন্দাবনী কাপড় ও গায়ে লাল চেলী। তাঁহার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ দেহ নববস্ত্রে শোভা পাইতে লাগিল। বস্ত্র পরিধান করিয়াই তিনি ঠাকুরদের প্রণাম করিলেন।

আজ জন্মাষ্টমী। গোপালের মা গোপালের জন্য কিছু খাবার করিয়া কামারহাটী হইতে আনিয়াছেন। তিনি আসিয়া ঠাকুরকে দুঃখ করিতে করিতে বলিতেছেন—তুমি ত খাবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই ছাখো, অসুখ হয়েছে।

গোপালের মা। আমার অদৃষ্ট!—একটু হাতে করো!

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি আশীর্ব্বাদ করো।

গোপালের মা ঠাকুরকেই গোপাল বলিয়া সেবা করিতেন।

ভক্তেরা মিছরি আনিয়াছেন। গোপালের মা বলিতেছেন,—'এ মিছরি নবতে নিয়ে যাই।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন,—এখানে ভক্তদের দিতে হয়। কে একশ বার চাইবে, এইখানেই থাক্।

বেলা এগারটা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিতে-

ছেন। শ্রীযুক্ত বলরাম, নরেন্দ্র, ছোট নরেন, নবগোপাল, কাটোয়া হইতে একটী বৈষ্ণব, ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিলেন। রাখাল, লাটু, আজ কাল থাকেন। একটী পঞ্জাবী সাধু পঞ্চবটীতে কয়দিন রহিয়াছেন।

ছোট নরেনের কপালে একটী আব ছিল। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন —তুই আবটা কাট না,—ও ত গলায় নয়—মাথায়। ওতে আর কি হবে— লোকে একশিরা কাটাচ্ছে। (ছোট নরেনের হাস্য)।

পঞ্জাবী সাধুটী উদ্যানের পথ দিয়া যাইতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন— আমি ওকে টানি না। জ্ঞানীর ভাব। দেখি যেন শুকনো কাঠ!

শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্যের কথা হইতেছে।

বলরাম। তিনি বলেছেন যে, নরেন্দ্রের যেমন বুকে পা দিয়ে (ভাবাবেশ) হয়েছিলো, কই আমার ত তা হয় নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি জান, **কামিনীকাঞ্চনে মন থাকলে ছড়ানো মন কুড়ান দায়।** ওর সালিসী করতে হয়, বলেছে। আবার বাড়ীর ছেলেদের বিষয় ভাবতে হয়। নরেন্দ্রাদির মন ত ছড়ানো নয়—ওদের ভিতর এখনো কামিনীকাঞ্চন ঢোকে নাই।

"কিন্তু (শ্যামাপদ) খুব লোক!

কাটোয়ার বৈষ্ণব ঠাকুরকে প্রশ্ন করিতেছেন। বৈষ্ণবটী একটু ট্যারা।

[পরজন্ম। মানুষজন্ম।]

বৈষ্ণব। ম'শয়, আবার জন্ম কি হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। গীতায় আছে, মৃত্যুসময় যে যা চিন্তা করে দেহত্যাগ করবে, তার সেই ভাব লয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়। হরিণকে চিন্তা করে ভরত রাজার হরিণ-জন্ম হয়েছিল।

বৈষ্ণব। এটী যে হয়, কেউ চোখে দেখে বলে ত বিশ্বাস হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা জানি না বাপু। আমি নিজের ব্যামো সারাতে পারছি না—আবার মলে কি হয়!

"তুমি যা বল্‌ছো, এ সব হীনবুদ্ধির কথা। ঈশ্বরে কিসে ভক্তি হয়, এই চেষ্টা করো। **ভক্তি লাভের জন্যই মানুষ হয়ে জন্মেছ।** বাগানে আম খেতে এসেছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা, এ সব খপরে কাজ কি? জন্মজন্মান্তরের খপর!

[গিরীশ ঘোষ ও অবতারবাদ। কে পবিত্র।]

শ্রীযুক্ত গিরীশ ঘোষ দুই একটী বন্ধু সঙ্গে গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত।

কিছু পান করিয়াছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছেন। ও ঠাকুরের চরণে মাথা দিয়া কাঁদিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে তাঁহার গা চাপড়াইতে লাগিলেন! একজন ভক্তকে ডাকিয়া বলিতেছেন—'ওরে, একে তামাক খাওয়া।'

গিরীশ মাথা তুলিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতেছেন,—তুমিই পূর্ণ ব্রহ্ম! তা যদি না হয়, সবই মিথ্যা!

"বড় খেদ রইলো তোমার সেবা করতে পেলুম না"। (এই কথাগুলি এরূপ স্বরে বলিতেছেন, যে দু একটী ভক্ত কাঁদিতেছেন!)

"দাও বর ভগবন্, এক বৎসর তোমার সেবা করবো। মুক্তি ছড়াছড়ি—প্রস্রাব করে দি। বল, তোমার সেবা এক বৎসর করবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানকার লোক ভাল নয়—কেউ কিছু বলবে!

গিরীশ। তা হবে না, বলো—

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, তোমার বাড়ীতে যখন যাবো—

গিরিশ। না তা নয়। এই খানে করবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (জিদ দেখিয়া)। আচ্ছা, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

ঠাকুরের গলায় অসুখ। গিরীশ আবার কথা কহিতেছেন—"বল আরাম হয়ে যাক!—আচ্ছা, আমি ঝাড়িয়ে দেবো। কালী! কালী!"

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার লাগবে!

গিরীশ। ভাল হয়ে যা! (ফুঁ) ভাল যদি না হয়ে থাকে তো—যদি আমার ও পায়ে কিছু ভক্তি থাকে, তবে অবশ্য ভাল হবে!—বল, ভাল হয়ে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)। যা বাপু, আমি ও সব বলতে পারি না। রোগ ভাল হবার কথা মাকে বলতে পারি না।

"আচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় হবে।

গিরীশ। আমায় ভুলোনো! তোমার ইচ্ছায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ। ছি, ও কথা বলতে নাই। ভক্তবৎ ন চ কৃষ্ণবৎ। তুমি যা ভাবো, তুমি ভাবতে পারো। আপনার গুরু তো ভগবান —তা বলে ও সব কথা বলায় অপরাধ হয়—ও কথা বলতে নাই।

গিরীশ। বল, ভাল হয়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, যা হয়েছে তা যাবে।

গিরীশ নিজের ভাবে মাঝে মাঝে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"হ্যাগা, এবার রূপ নিয়ে আস নাই কেন গা?"

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন—"এবার বুঝি বাঙ্গলা উদ্ধার!"

কোন কোন ভক্ত ভাবিতেছেন, বাঙ্গলা উদ্ধার কেন, সমস্ত জগৎ উদ্ধার!

গিরীশ আবার বলিতেছেন—"ইনি এখানে রয়েছেন কেন কেউ বুঝছো? —জীবের দুঃখে কাতর হয়ে এসেছেন; তাদের উদ্ধার করবার জন্য!"

গাড়োয়ান ডাকিতেছিল। গিরীশ গাত্রোত্থান করিয়া তাহার কাছে যাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। ত্যাখো, কোথায় যায়—মারবে না তো!

মাষ্টারও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন।

গিরীশ আবার ফিরিয়াছেন ও ঠাকুরকে স্তব করিতেছেন—"ভগবন্, পবিত্রতা আমায় দাও! যাতে কখনও একটুও পাপ চিন্তা না হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি পবিত্র ত আছো!—তোমার যে বিশ্বাস ভক্তি! তুমি ত আনন্দে আছ?

গিরীশ। আজ্ঞা না; মন খারাপ—অশান্তি—তাই খুব মদ খেলুম।

কিয়ৎক্ষণ পরে গিরীশ আবার বলিতেছেন—ভগবন্, আশ্চর্য্য হচ্ছি যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের সেবা করছি! এমন কি তপস্যা করিছি যে, এই সেবার অধিকারী হয়েছি!

ঠাকুর মধ্যাহ্নের সেবা করিলেন। অসুখ হওয়াতে অতি সামান্য একটু আহার করিলেন।

ঠাকুরের সর্ব্বদাই ভাবাবস্থা—জোর করিয়া শরীরের দিকে মন আনিতেছেন। কিন্তু শরীর রক্ষা করিতে বালকের ন্যায় অক্ষম। বালকের ন্যায় ভক্তদের বলিতেছেন,—'এখন একটু খেলুম—একটু শোবো। তোমরা একটু বাইরে গিয়ে বসো।'

ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। ভক্তেরা আবার ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিয়াছেন।

[গিরিশ ঘোষ। গুরু ও ইষ্ট দ্বিবিধ ভক্ত।]

গিরীশ। হ্যাঁ গা, গুরু আর ইষ্ট,—কিন্তু গুরু-রূপটী বেশ লাগে—ভয় হয় না—কেন গা?

"ভাব দেখলে দশ হাত তফাতে যাই—ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি ইষ্ট, তিনিই গুরুরূপ হয়ে আসেন। শবসাধনের পর যখন ইষ্ট দর্শন হয়, গুরুই এসে শিষ্যকে বলেন—এ (শিষ্য) ঐ (তোর ইষ্ট)। এই কথা বলেই ইষ্টরূপেতে লীন হয়ে যান। শিষ্য আর গুরুকে দেখতে পায় না। যখন পূর্ণজ্ঞান হয়, তখন কেবা গুরু কেবা শিষ্য।

'সে বড় কঠিন ঠাঁই। গুরুশিষ্যে দেখা নাই॥'

একজন ভক্ত। গুরুর মাথা শিষ্যের পা।

গিরীশ (আনন্দে)। হাঁ।

নবগোপাল। শোনো মানে। শিষ্যের মাথাটা গুরুর জিনিষ, আর গুরুর পা শিষ্যের জিনিষ। শুন্‌লে?

গিরীশ। না, ও মানে নয়! বাপের ঘাড়ে ছেলে কি চড়ে না? তাই শিষ্যের পা।

নবগোপাল। সে তেমনি কচি ছেলে থাকলে ত হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ। দু রকম ভক্ত আছে। এক থাকের বিল্লীর ছার স্বভাব। তাদের সব নির্ভর—মা যা করে। বিল্লীর ছা কেবল মিউ মিউ করে। কোথায় যাবে, কি করবে—কিছুই জানে না। মা কখন হেঁশালে রাখছে—কখন বা বিছানার উপরে রাখছে। এরূপ ভক্ত ঈশ্বরকে আম্মোক্তারী (বকলমা) দেয়। আম্মোক্তারি দিয়ে নিশ্চিন্ত।

"শিখরা বলেছিল—ঈশ্বর দয়ালু। আমি বল্লাম—তিনি আমাদের মা বাপ, তিনি আবার দয়ালু কি? ছেলের জন্ম দিয়ে বাপ মা লালন পালন করবে না,—তো কি বামনপাড়ার লোকেরা এসে করবে? এ ভক্তদের ঠিক বিশ্বাস—তিনি আপনার মা, আপনার বাপ।

"আর এক থাক ভক্ত আছে, তাদের বানরের ছার স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো সো করে মাকে আঁকড়ে ধরে। এদের একটু কর্তৃত্ব বোধ আছে। আমায় তীর্থ করতে হবে, জপ তপ করতে হবে, ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে, তবে আমি ঈশ্বরকে ধরতে পারবো,—এদের এই ভাব।

"দুজনেই ভক্ত।

(ভক্তদের প্রতি)। যত এগোবে ততই দেখবে, তিনিই সব হয়েছেন—তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু তিনিই ইষ্ট। তিনিই জ্ঞান ভক্তি সব দিচ্ছেন।

[কেশবসেন ও 'এগিয়ে পড়া' ।]

"যত এগোবে, দেখবে, চন্দন কাঠের পরও আছে ;—রূপার খনি,—সোণার খনি,—হীরে মাণিক ! তাই এগিয়ে পড়।

"আর 'এগিয়ে পড়' এ কথাই বা বলি কেমন করে !—সংসারী লোকদের বেশী এগোতে গেলে সংসার টংসার ফক্কা হয়ে যায়। কেশব সেন উপাসনা কচ্ছিলো,—বলে,—হে ঈশ্বর, তোমার ভক্তিনদীতে যেন ডুবে যাই।' সব হয়ে গেলে আমি কেশবকে বল্লাম—ওগো, তুমি ভক্তিনদীতে ডুবে যাবে কি করে ? ডুবে গেলে, চিকের ভিতর যারা আছে তাদের কি হবে ! তবে এক কর্ম্ম কোরো—'মাঝে মাঝে ডুব দিও আর এক এক বার আড়ায় উঠো ! (সকলের হাস্য)

[বৈষ্ণব ও 'কলকলানি' । ধারণা । সত্যকথা ।]

কাটোয়ার বৈষ্ণব তর্ক করিতেছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন—

"তুমি কলকলানি ছাড়। ঘি কাঁচা থাকলেই কলকল করে।

"একবার তাঁর আনন্দ পেলে বিচারবুদ্ধি পালিয়ে যায়। মধুপানের আনন্দ পেলে আর ভনভনানি থাকে না।

"বই পড়ে কতকগুলো কথা বলতে পারলে কি হবে ! পণ্ডিতেরা কত শ্লোক বলে—'শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী !'—এই সব।

"সিদ্ধি সিদ্ধি' মুখে বল্লে কি হবে। কুলকুচো করলেও কিছু হবে না। পেটে ঢুকুতে হবে ! তবে নেশা হবে। ঈশ্বরকে নির্জ্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে না ডাকলে, এ সব কথা ধারণা হয় না।

ডাক্তার রাখাল ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন—'এসো গো বসো !' বৈষ্ণবের সহিত কথা চলিতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মানুষ আর মানহুঁস্। যার চৈতন্য হয়েছে, সেই মানহুঁস্। চৈতন্য না হলে বৃথা মানুষ জন্ম !

"আমাদের দেশে পেটমোটা গোঁফওয়ালা অনেক লোক আছে। তবু দশ ক্রোশ দূর থেকে ভাল লোককে পাল্কী করে আনে কেন—ধার্ম্মিক সত্যবাদী দেখে। তারা বিবাদ মিটবে। শুধু যারা পণ্ডিত, তাদের আনে না।

"সত্যকথা কলির তপস্যা। 'সত্যকথা, অধীনতা, পরস্ত্রী মাতৃ সমান'।

ঠাকুর বালকের মত ডাক্তারকে বলিতেছেন—বাবু, আমার এটা ভাল করে দাও।

ডাক্তার। আমি ভাল কোরবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। ডাক্তার নারায়ণ—আমি সব মানি।

[Reconciliation of Free Will and God's Will ; of Liberty and Necessity.]

"যদি বলো সব নারায়ণ, তবে চুপ করে থাকলেই হয়; তা আমি মাহুত নারায়ণও মানি। (প্রথমভাগ, প্রথমখণ্ড, শ্রীকথামৃত।)

"শুদ্ধমন আর শুদ্ধ আত্মা একই। শুদ্ধ মনে যা উঠে, সে তাঁরই কথা। তিনিই 'মাহুত নারায়ণ।' তাঁর কথা শুনবো না কেন। তিনিই কর্ত্তা। একটু আমি যতক্ষণ রেখেছেন, তাঁর আদেশ শুনে কাজ করবো।

ঠাকুরের গলার অসুখ এইবার ডাক্তার দেখিবেন। ঠাকুর বলিতেছেন—

"মহেন্দ্র সরকার জিব টিপেছিল, যেমন গরুর জিবকে টিপে!

ঠাকুর আবার বালকের ন্যায় ডাক্তারের জামায় বারংবার হাত দিয়ে বলিতেছেন—বাবু! বাবু! তুমি এইটে ভাল করে দাও।

Laryngoscope দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—বুঝেছি, এতে ছায়া পড়বে।

নরেন্দ্র গান গাইলেন। ঠাকুরের অসুখ বলিয়া বেশী গান হইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[শ্রীভগবান্ রুদ্র ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।]

(গিরোবান্ধা। টাকা স্পর্শন। সঞ্চয়।)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নে সেবা করিয়া নিজের আসনে বসিয়া আছেন। ডাক্তার ভগবান্ রুদ্র ও মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে রাখাল, লাটু প্রভৃতি ভক্তেরাও আছেন।

আজ বুধবার, নন্দোৎসব, ১৮ই ভাদ্র, শ্রাবণ অষ্টমী নবমী তিথি; ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। ঠাকুরের অসুখের বিষয় সমস্ত ডাক্তার শুনিলেন। ঠাকুর নীচে মেজেতে আসিয়া ডাক্তারের কাছে বসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দ্যাখো গা, ঔষধ সহ্য হয় না। ধাত আলাদা।

"আচ্ছা, এটা তোমার কি মনে হয়? টাকা ছুঁলে হাত এঁকে বেঁকে যায়! নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়! আর যদি আমি গিরো (গ্রন্থি) বাঁধি, যতক্ষণ না গিরো খোলা হয়, ততক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকবে!

এই বলিয়া একটী টাকা আনিতে বলিলেন। ডাক্তার দেখিয়া অবাক, যে হাতের উপর টাকা দেওয়াতে হাত বাঁকিয়া গেল; আর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল! টাকাটী স্থানান্তরিত করিবার পর ক্রমে ক্রমে তিন বার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িয়া তবে হাত পুনর্ব্বার শিথিল হইল!

ডাক্তার (মাষ্টারের প্রতি)। Action on the nerves (স্নায়ুর উপর ক্রিয়া)।

ঠাকুর আবার ডাক্তারকে বলিতেছেন—

"আর একটী অবস্থা আছে। কিছু সঞ্চয় করবার যো নাই! শম্ভু মল্লিকের বাগানে এক দিন গিছলাম। তখন বড় পেটের অসুখ। শম্ভু বল্লে—একটু একটু আফিম খেও, তা হলে কম পড়বে। আমার কাপড়ের খোঁটে একটু আফিম বেঁধে দিলে। যখন ফিরে আসছি ফটকের কাছে, কে জানে ঘুরতে লাগলাম—যেন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। তার পর যখন আফিমটা খুলে ফেলে দিলে, তখন আবার সহজ অবস্থা হয়ে বাগানে ফিরে এলাম!

"দেশেও আম পেড়ে নিয়ে আসছি—আর চলতে পারলাম না; দাঁড়িয়ে পড়লাম! তার পর সেগুলো একটা ডোবের মতন যায়গায় রাখতে হলো—তবে আসতে পারলাম! আচ্ছা, ওটা কি?

ডাক্তার। ওর পেছনে আর একটা (শক্তি) আছে। মনের শক্তি।

মণি। ইনি বলেন এটী Godforce (ঈশ্বরের শক্তি)। আপনি বলছেন মনের শক্তি (Will force)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। আবার এমনি অবস্থা, যদি কেউ বল্লে, 'কমে গেছে,' ত অমনি অনেকটা কমে যায়। সে দিন ব্রাহ্মণী বল্লে, 'আট আনা কমে গেছে,—অমনি নাচতে লাগলুম!'

ঠাকুর ডাক্তারের স্বভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি ডাক্তারকে বলিতেছেন "তোমার স্বভাবটী বেশ। জ্ঞানের দুটী লক্ষণ—শান্ত স্বভাব, আর অভিমান থাকবে না।"

মণি। এঁর (ডাক্তারের) স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। আমি বলি, তিন টান হলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। মায়ের ছেলের উপর টান, সতীর পতির উপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান।—যা হ'ক, আমার বাপু এটী (ব্যারমটী) ভাল করো।

ডাক্তার এইবার অসুখের স্থানটী দেখিবেন। গোল বারান্দায় এক খানি কেদারাতে ঠাকুর বসিলেন। ঠাকুর প্রথমে ডাক্তার সরকারের কথা বলিতেছেন—'শ্যালা, গোরুর মত জিব টিপলে!'

ভগবান। তিনি বোধ হয় ইচ্ছা করে ওরূপ করেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না তা নয়, খুব ভাল করে দেখবে বলে টিপেছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ সপ্তবিংশ খণ্ড।

[শ্যামপুকুর বাটীতে ডাক্তার সরকার, নরেন্দ্র, শশী, শরৎ, মাষ্টার, গিরীশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।]

২৩ অক্টোবর, ১৮৮৫।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বাটীতে চিকিৎসার্থ ভক্তসঙ্গে বাস করিতেছেন।

আজ কোজাগর পূর্ণিমা, শুক্রবার। বেলা ১০টা হইবে।

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। মাষ্টার তাঁহার পায়ে মোজা পরাইয়া দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। Comforterটা কেটে পায় পরলে হয় না? বেশ গরম।

মাষ্টার হাসিতেছেন।

গত কল্য বৃহস্পতিবার রাত্রে ডাক্তার সরকারের সহিত অনেক কথা হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীকথামৃত প্রথম ভাগে এ সব কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

ঠাকুর সে সকল কথা উল্লেখ করিয়া মাষ্টারকে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—'কাল কেমন তুঁহু তুঁহু বল্লুম!'

ঠাকুর কাল বলিয়াছিলেন—জীবেরা ত্রিতাপে জ্বলছে, তবু বলে বেশ আছি। বেঁকা কাঁটা দিয়ে হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে,—তবু বলে, 'আমার হাতে কিছু হয় নাই'। জ্ঞানাগ্নি দিয়ে এই কাঁটা পোড়াতে হবে।

[জ্ঞানাগ্নি, হোমাগ্নি ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।]

ছোট নরেন ঐ কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন,—'কালকের বাঁকা কাঁটার কথাটী বেশ! জ্ঞানাগ্নিতে জ্বালিয়ে দেওয়া।'

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার সাক্ষাৎ ঐ সব অবস্থা হোতো।

"কুঠীর পেছন দিয়ে যেতে যেতে—গায়ে যেন হোমাগ্নি জ্বলে গেল!

"পদ্মলোচন বলেছিল,—'তোমার অবস্থা সভা করে লোকদের বলবো!' তার পর কিন্তু তার মৃত্যু হলো।

বেলা এগারটার সময় ঠাকুরের সংবাদ লইয়া ডাক্তার সরকারের বাটীতে মণি আসিয়াছেন।

ডাক্তার ঠাকুরের সংবাদ লইয়া তাঁহারই বিষয় কথাবার্ত্তা কহিতেছেন—তাঁহার কথা শুনিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন।

ডাক্তার (সহাস্যে)। আমি কাল কেমন বল্লাম, 'তুঁহু তুঁহু' বলতে গেলে তেমনি ধুনুরির হাতে পড়তে হয়!

মণি। আজ্ঞা হাঁ, তেমন গুরুর হাতে না পড়লে অহঙ্কার যায় না।

"কাল ভক্তির কথা কেমন বল্লেন!—ভক্তি মেয়ে মানুষ, অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে।

ডাক্তার। হাঁ ওটী বেশ কথা। কিন্তু তা বলে জ্ঞান তো আর ছেড়ে দেওয়া যায় না।

মণি। পরমহংসদেব তা ত বলেন না। তিনি জ্ঞান ভক্তি দুইই লন—নিরাকার সাকার। ভক্তি হিমে জলের খানিকটা বরফ হলো, আবার জ্ঞানসূর্য্য উদয় হলে বরফ গলে গেল। অর্থাৎ ভক্তিযোগে সাকার, জ্ঞান-যোগে নিরাকার।

"আর কেমন দেখেছেন ঈশ্বরকে এত কাছে দেখছেন যে তাঁর সঙ্গে সর্ব্বদা কথা কচ্ছেন। ছোট ছেলেটীর মত তাঁকে বলছেন—'মা বড় লাগছে!'

"আর কি Observation (দর্শন)! Museumএ, (যাদুঘরে) fossil (জানোয়ার পাথর) হয়ে গেছে দেখেছিলেন। অমনি সাধুসঙ্গের উপমা হয়ে গেল! পাথরের কাছে থেকে থেকে পাথর হয়ে গেছে, তেমনি সাধুর কাছে থাকতে থাকতে সাধু হয়ে যায়।

ডাক্তার। ঈশান বাবু কাল অবতার অবতার করছিলেন। অবতার আবার কি!—মানুষকে ঈশ্বর বলা!

মণি। ওঁদের যা যা বিশ্বাস, তা আর interfere (তাতে হস্তক্ষেপ) করে কি হবে?

ডাক্তার। হাঁ, কাজ কি।

মণি। আর ও কথাটীতে কেমন হাসিয়েছেন!—'একজন দেখে গেল, একটা বাড়ী পড়ে গেছে কিন্তু খপরের কাগজে ওটী লিখা নাই। অতএব ও বিশ্বাস করা যাবে না।'

ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন,—কেননা ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'তোমার Scienceএ অবতারের কথা নাই, অতএব অবতার নাই!'

বেলা দ্বিপ্রহর হইল। ডাক্তার মণিকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি

অন্যান্য রোগী দেখিয়া গিয়া অবশেষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে যাইবেন।

ডাক্তার সে দিন গিরীশের নিমন্ত্রণে 'বুদ্ধলীলা' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি, গাড়ীতে বসিয়া মণিকে বলিতেছেন,—'বুদ্ধকে দয়ার অবতার বল্লে ভাল হতো,—বিষ্ণুর অবতার কেন বল্লে!'

ডাক্তার মণিকে হেদুয়ার চৌমাথায় নামাইয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুরের পরমহংসঅবস্থা। আনন্দের কোয়াসা। 'লাগ ভেল্কী'।]

বেলা ৩টা হইবে। ঠাকুরের কাছে ২।১টী ভক্ত বসিয়া আছেন। তিনি 'ডাক্তার কখন আসিবেন' আর 'কটা বেজেছে,' বালকের ন্যায় অধৈর্য্য হইয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ডাক্তার আজ সন্ধ্যার পর আসিবেন।

হঠাৎ ঠাকুরের বালকের ন্যায় অবস্থা হইয়াছে!

বালিস কোলে করিয়া যেন বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইয়া ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন! ভাবাবিষ্ট! বালকের ন্যায় হাসিতেছেন—আর এক রকম করিয়া কাপড় পরিয়াছেন।

মণি প্রভৃতি অবাক হইয়া দেখিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভাব উপশম হইল। ঠাকুরের খাবার সময় হইয়াছে, তিনি একটু সুজি খাইলেন।

মণির কাছে নিভৃতে অতিগুহ্য কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি, একান্তে)। এত ক্ষণ ভাবাবস্থায় কি দেখছিলাম জান?—"তিন চার ক্রোশ ব্যাপী সিওড়ে যাবার রাস্তার মাঠ! সেই মাঠে আমি একাকী!—সেই যে পনর ষোল বছরের ছোকরার মত পরমহংস বটতলায় দেখেছিলাম, আমার ঠিক সেই রূপ দেখলাম!

"চতুর্দ্দিকে আনন্দের কোয়াসা!—তারই ভিতর থেকে ১৩।১৪ বছরের একটি ছেলে উঠ্‌ল, মুখটি দেখা যাচ্ছে।

"দুই জনেই দিগম্বর!—তার পর আনন্দে মাঠে দৌড়াদৌড়ি আর খেলা।

"দৌড়াদৌড়ি করে তার জলতৃষ্ণা পেলে। সে একটা পাত্রে করে জল খেলে। জল খেয়ে আমায় দিতে আসে। আমি বল্লাম, "ভাই, তোর এঠো খেতে পারব না"। তখন সে হাস্‌তে হাস্‌তে গিয়ে গ্লাসটি ধুয়ে আর এক গ্লাস্ জল এনে দিলে।

['ভয়ঙ্করা কালকামিনী' ও ভেলকী।]

ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার মণির সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার অবস্থা বদ্‌লাচ্ছে!—প্রসাদ খাওয়া উঠে গেল!—সত্য মিথ্যা এক হয়ে যাচ্ছে!—

"আবার কি দেখছিলাম জান?—ঈশ্বরীয় রূপ! ভগবতী মূর্ত্তি!—পেটের ভিতর ছেলে - তাকে বার করে আবার গিলে ফেল্‌ছে!—ভিতরে যতটা যাচ্চে, শূন্য হয়ে যাচ্চে! আমায় দেখাচ্ছে যে, সব শূন্য!

"যেন বলছে, লাগ্ ভেল্কি! লাগ্! লাগ্! লাগ্!

মণি ঠাকুরের কথা ভাবিতেছেন। বাজিকরই সত্য আর সব মিথ্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, তখন পূর্ণকে আকর্ষণ কল্লাম, তা হোলো না কেন? এইতে একটু বিশ্বাস কমে যাচ্ছে!

মণি। ও সব ত সিদ্ধাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঘোর সিদ্ধাই!

মণি। সেই অধরসেনের বাড়ী থেকে গাড়ী করে আপনার সঙ্গে আমরা যখন দক্ষিণেশ্বরে আস্‌ছিলাম—বোতল ভেঙ্গে গেল। একজন আপনাকে বল্লেন যে, এতে কি হানি হবে, আপনি একবার দেখুন। আপনি বল্লেন, আমার দায় পড়েছে, দেখবার জন্য—ও সব ত সিদ্ধাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঐ রকম হরির লুটের ছেলে!—রোগ ভাল করা!—এ সব সিদ্ধাই। যারা অতি নীচু ঘর, তারাই ঈশ্বরকে ডাকে রোগ ভালর জন্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[পূর্ণজ্ঞান। দেহ ও আত্মা আলাদা। শ্রীমুখকথিতচরিতামৃত]

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যায় বসিয়া আছেন—মার চিন্তা ও

নাম করিতেছেন। ভক্তেরা অনেকে তাঁহার কাছে নিঃশব্দে বসিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার সরকার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে লাটু, শশী, শরৎ, ছোট নরেন, পল্টু, ভুপতি, গিরীশ প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা আসিয়াছেন। গিরীশের সঙ্গে থিয়েটারের শ্রীযুক্ত রামতারণ আসিয়াছেন—গান গাইবেন।

ডাক্তার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। কাল রাত তিনটার সময় আমি তোমার জন্য বড় ভেবেছিলুম। বৃষ্টি হ'ল,—ভাবলুম দোর টোর খুলে রেখেছ—না কি করেছে, কে জানে!

শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারের স্নেহ দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছেন। আর বলিতেছেন,—বল কি গো!

"যতক্ষণ দেহটা আছে, ততক্ষণ যত্ন করতে হয়।

"কিন্তু দেখছি যে, এটা আলাদা। কামিনীকাঞ্চনের উপর ভালবাসা যদি একবারে চলে যায়,তা হলে ঠিক বুঝতে পারা যায় যে,দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা। নারকেলের জল সব শুকিয়ে গেলে মালা আলাদা, শাঁস আলাদা,—হয়ে যায়। তখন নার্‌কেল টের পাওয়া যায়,—ঢপর্‌ ঢপর্‌ করছে। যেমন খাপ্‌ আর তরবার,—খাপ্‌ আলাদা, তরবার আলাদা।

"তাই দেহের অসুখের জন্য তাঁকে বেশী বলতে পারি না।

গিরীশ। পণ্ডিত শশধর বলেছিলেন, 'আপনি সমাধি অবস্থায় দেহের উপর মনটা আন্‌বেন,—তা হলে অসুখ সেরে যাবে।' ইনি ভাবে দেখলেন, যে শরীরটা যেন ধ্যাড় ধ্যাড় করছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ। অনেক দিন হলো,—আমার তখন খুব ব্যামো। কালী ঘরে ব'সে আছি,—মার কাছে প্রার্থনা করতে ইচ্ছা হলো! কিন্তু ঠিক আপনি বল্‌তে পাল্লাম না। বল্লুম,—মা, হৃদে বলে তোমার কাছে ব্যামোর কথা বল্‌তে। আর বেশী বল্‌তে পাল্লাম না—বল্‌তে বল্‌তে অমনি দপ্‌ করে মনে পড়লো সুসাইট্ (Asiatic Society's Museum) সেখান কার তারেবাঁধা মানুষের হাড়ের দেহ (skeleton)। অমনি বল্লুম—'মা তোমার নাম গুণ করে বেড়াব—দেহটা একটু তার দিয়ে এঁটে দাও, সেখানকার মত!'

"সিদ্ধাই চাইবার জো নাই!

"প্রথম প্রথম হৃদে বলেছিল—(হৃদের অণ্ডার (under) ছিলাম কি না)—

'মার কাছে একটু ক্ষমতা চেও'। কালীঘরে ক্ষমতা চাইতে গিয়ে দেখলাম ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের রাঁড়—কাপড় তুলে ভড়্ ভড়্ করে হাগছে! তখন হৃদের উপর রাগ হলো,—কেন সে সিদ্ধাই চাইতে শিখিয়ে দিলে।

[শ্রীযুক্ত রামতারণের গান। ঠাকুরের ভাবাবস্থা।]

এইবার রামতারণের গান হইতেছে।

গান—আমার এই সাধের বীণে, যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে, বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার॥
তানে মানে বাঁধলে ডুরী, শত ধারে রয় মাধুরী।
বাজেনা আলগা তারে, টানে ছিঁড়ে কোমল তার॥

ডাক্তার (গিরীশের প্রতি)। গান এ সব কি Original (নূতন)?

গিরীশ। না Edwin Arnoldএর্ thought. (আর্নল্ড্ সাহেবের ভাব লয়ে গান)

রামতারণ প্রথমে বুদ্ধচরিত হইতে গান গাইতেছেন।

গান—জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই,
ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।

* * * * * *

কর হে চেতন কে আছ চেতন, কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন,
কে আছ চেতন ঘুমাইও না আর, দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তমো নাশ হও হে প্রকাশ, তোমা বিনে আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই শরণ চাই!

এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন।

গান—কোঁ কোঁ কোঁ বহরে ঝড়।

এই গানটি সমাপ্ত হইলে ঠাকুর বলিতেছেন,—"এ কি করলে!—পায়েসের পর নিম ঝোল!"—

"যাই গাইলে—'কর তমোনাশ' অমনি দেখলাম সূর্য্য!—উদয় হবা মাত্র চার দিকের অন্ধকার ঘুচে গেল! আর সেই সূর্য্যের পায়ে সব শরণাগত হয়ে পড়্ছে!

রামতারণ আবার গাহিতেছেন—(শ্রীকথামৃত—তৃতীয় ভাগ।)

দীনতারিণী দুরিতবারিণী, সত্ত্বরজঃতমঃ ত্রিগুণধারিণী,
সৃজনপালননিধনকারিণী, সগুণা নির্গুণা সর্ব্বস্বরূপিণী।

গান—ধরম করম সকলি গেল, শ্যামাপূজা বুঝি হলো না।
মন নিবারিতে নারি কোন মতে, ছি, ছি, কি জ্বালা বল না।

এই গান শুনিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইলেন।

গান—রাঙা জবা কে দিলে তোর পায়ে মুটো মুটো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ছোট নরেন প্রভৃতির ভাবাবস্থা।

গান সমাপ্ত হইল। ভক্তেরা অনেকে ভাবাবিষ্ট হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। ছোট নরেন ধ্যানে মগ্ন। কাষ্ঠের ন্যায় বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছোট নরেনকে দেখাইয়া, ডাক্তারের প্রতি)। এ অতি শুদ্ধ! বিষয়-বুদ্ধির লেশ এতে লাগে নাই।

ডাক্তার ছোট নরেনকে দেখিতেছেন। এখনও ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই।

মনোমোহন (ডাক্তারের প্রতি, সহাস্যে)। আপনার ছেলের কথায় বলেন,—'ছেলেকে যদি পাই, বাপ্‌কে চাই না!'

ডাক্তার। অই তো!—তাইতো বলি, তোমরা ছেলে নিয়েই ভোলো! (অর্থাৎ ঈশ্বরকে ছেড়ে অবতার বা ভক্তকে নিয়ে ভোলো)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। বাপকে চাই না—তা বলছি না।

ডাক্তার। তা বুঝিছি!—এ রকম দু'একটা না বল্লে হবে কেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার ছেলেটি বেশ সরল। শম্ভু রাঙা মুখ করে বলেছিল—'সরল ভাবে ডাক্‌লে তিনি শুনবেনই শুনবেন!'

"ছোকরাদের অত ভালবাসি কেন, জান? ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়—ঠাকুরসেবায় চলে।

"জোলো দুধ্ অনেক জ্বাল দিতে হয়—অনেক কাঠ পুড়ে যায়!

"ছোকরারা যেন নূতন হাঁড়ি—পাত্র ভাল—দুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়। তাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয়! বিষয়ী লোকদের শীঘ্র হয় না। দই পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখাতে ভয় হয়, পাছে দুধ নষ্ট হ'য়ে যায়।

"তোমার ছেলের ভিতর বিষয়বুদ্ধি ঢোকে নাই।—কামিনীকাঞ্চন ঢোকে নাই।

ডাক্তার। বাপের খাচ্ছেন, তাই!—

"নিজের ক'রতে হ'লে দেখতুম, বিষয়বুদ্ধি ঢোকে কি না!

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা বটে, তা বটে। তবে কি জানো, তিনি বিষয়বুদ্ধি থেকে অনেক দূর, তা না হলে হাতের ভিতর।

[সন্ন্যাসী ও নারী। সন্ন্যাসী ও কাঞ্চন। টাকার ঠিক ব্যবহার।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তার সরকার ও ডাক্তার দোকড়ীর প্রতি)। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ আপনাদের পক্ষে নয়। আপনারা মনে ত্যাগ করবে। গোস্বামীদের তাই বল্লাম,—তোমরা ত্যাগের কথা কেন বোলছো?—ত্যাগ করলে তোমাদের চল্‌বে না—শ্যামসুন্দরের সেবা রয়েছে।

"সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্যাগ। তারা স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখ্‌বে না। মেয়ে মানুষ তাদের পক্ষে বিষবৎ। অন্ততঃ দশ হাত অন্তরে, একান্ত পক্ষে এক হাত অন্তরে থাকবে। হাজার ভক্ত স্ত্রীলোক হলেও তাদের সঙ্গে বেশী আলাপ করবে না।

"এমন কি সন্ন্যাসীর এরূপ স্থানে থাকা উচিত, যেখানে স্ত্রীলোকের মুখ দেখা যায় না,—বা অনেক কাল পরে দেখা যায়।

"টাকাও সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ। টাকা কাছে থাকলেই ভাবনা, অহঙ্কার, দেহের সুখের চেষ্টা, ক্রোধ,—এই সব এসে পড়ে। রজোগুণ বৃদ্ধি করে। আবার রজোগুণ থাকলেই তমোগুণ। তাই সন্ন্যাসী কাঞ্চন স্পর্শ করে না। ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।

"তোমরা জানবে যে, টাকাতে ডাল ভাত হয়, পরবার কাপড় হয়,—থাকবার একটি স্থান হয়, ঠাকুরের সেবা হয়,—সাধু ভক্তের সেবা হয়।

"জমাবার চেষ্টা মিথ্যা। অনেক কষ্টে মৌমাছি চাক তৈয়ার করে,—আর একজন এসে ভেঙ্গে নিয়ে যায়!

ডাক্তার। জমাচ্চেন কার জন্য?—না একটা বদ ছেলের জন্য!

শ্রীরামকৃষ্ণ। বদ ছেলে!—পরিবারটা হয়তো নষ্ট—উপপতি করে!—তোমারি ঘড়ি, তোমারি চেন, তাকে দেবে!

"তোমাদের পক্ষে স্ত্রীলোক একবারে ত্যাগ নয়। স্ব-দারায় গমন দোষের নয়। **তবে ছেলে পুলে হয়ে গেলে, ভাই ভগ্নীর মত থাকতে হয়।**

"কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থাকলেই বিদ্যার অহঙ্কার, টাকার অহঙ্কার, উচ্চপদের অহঙ্কার—এই সব হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[অহংকার ও ডাক্তার সরকার। 'বিদ্যার আমি' ও লোকশিক্ষা (lecture)।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান লাভ করা যায় না। উচু ঢিপিতে জল জমে না। খাল জমিতে চারদিককার জল হুড় হুড় করে আসে।

ডাক্তার। কিন্তু খাল জমিতে যে চারদিকের জল আসে, তার ভিতর ভাল জলও আছে, খারাপ জলও আছে,—ঘোলা জল, হেগো জল,—ঐ সবও আছে। পাহাড়ের উপরও খাল জমি আছে। নৈনিতাল, মানসরোবর—যেখানে কেবল আকাশের শুদ্ধ জল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেবল আকাশের জল,—বেশ।

ডাক্তার। আর উচু যায়গার জল চারদিকে দিতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। একজন সিদ্ধ মন্ত্র পেয়েছিল। সে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলে দিলে—তোমরা এই মন্ত্র জপে ঈশ্বরকে লাভ করবে।

ডাক্তার। হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে একটী কথা আছে, যখন ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়, তখন ভাল জল—হেগো জল—এ সব হিসাব থাকে না। তাঁকে জানবার জন্য কখন ভাল লোকের কাছেও যায়, কখন কাঁচা লোকের কাছেও যায়। কিন্তু তাঁর কৃপা হলে ময়লা জলে কিছু হানি করে না। যখন তিনি জ্ঞান দেন, তখন কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, সব জানিয়ে দেন।

"পাহাড়ের উপর খাল জমি থাকতে পারে, কিন্তু বজ্জাৎ-আমি রূপ পাহাড়ে থাকে না। বিদ্যার-আমি, ভক্তের-আমি, যদি হয় তবেই আকাশের শুদ্ধ জল এসে জমে।

"উচু যায়গার জল চারদিকে দিতে পারা যায় বটে। সে বিদ্যার আমি-রূপ পাহাড় থেকে হতে পারে।

"তাঁর আদেশ না হলে লোকশিক্ষা হয় না। শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানের পর 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন—লোকশিক্ষার জন্য। তাঁকে লাভ না করে লেক্‌চার্ (Lecture)! সে লেক্‌চারে লোকের কি উপকার হবে?

"নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে গিছলাম। তাদের উপাসনার পর বেদীতে

বসে লেক্‌চার্ দিলে। শ্যালা লিখে এনেছে!— পড়বার সময় আবার চারদিকে চায়!—ধ্যান কচ্ছে, তা এক একবার আবার চায়!

"যে ঈশ্বর দর্শন করে নাই, তার উপদেশ ঠিক ঠিক হয় না। একটা কথা যদি ঠিক হলো, তো আর একটা গোলমেলে হয়ে যায়।

"সামাধ্যায়ী লেক্‌চার্ দিলে। বলে,— ঈশ্বর বাক্য মনের অতীত— তাঁতে কোন রস নাই—তোমরা প্রেমভক্তিরূপ রস দিয়ে তাঁর ভজনা কর।

"দ্যাখো, **যিনি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ**, তাঁকে এইরূপ বলছে! এ লেক্‌চারে কি হবে? এতে কি লোকশিক্ষা হয়? এক জন বলেছিল—আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোঁড়া আছে। গোয়ালে আবার ঘোঁড়া! (সকলের হাস্য)। তাতে বুঝতে হবে ঘোঁড়া নাই!

ডাক্তার (সহাস্যে)। গরুও নাই। (সকলের হাস্য।)

ভক্তদের মধ্যে যাঁহারা ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। ভক্তদের দেখিয়া ডাক্তার আনন্দ করিতেছেন।

মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'ইনি কে' 'ইনি কে'। পল্টু, ছোট নরেন, ভূপতি, শরৎ, শশী প্রভৃতি ছোকরা ভক্তদিগকে মাষ্টার এক একটী করিয়া দেখাইয়া ডাক্তারের কাছে পরিচয় দিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শশী সম্বন্ধে মাষ্টার বলিতেছেন—'ইনি বি, এ (B. A.) পরীক্ষা দিবেন।'—ডাক্তার একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। দ্যাখো গো! ইনি কি বল্‌ছেন।

ডাক্তার শশীর পরিচয় শুনিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারকে দেখাইয়া, ডাক্তারের প্রতি)। ইনি সব ইস্কুলের ছেলেদের উপদেশ দেন।

ডাক্তার। তা শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি আশ্চর্য্য, আমি মূর্খ!—তবু লেখাপড়া-ওয়ালারা এখানে আসে, এ কি আশ্চর্য্য! এতে ত বলতে হবে, ঈশ্বরের খেলা!

আজ কোজাগর পূর্ণিমা। রাত প্রায় নয়টা হইবে। ডাক্তার ছটা হইতে বসিয়া আছেন ও এই সকল ব্যাপার দেখিতেছেন।

গিরীশ (ডাক্তারের প্রতি)। আচ্ছা, মশায়, এ রকম কি আপনার হয়?— এখানে আসবো না আসবো না করছি,—যেন কে টেনে আনে!— আমার নাকি হয়েছে, তাই বলছি।

ডাক্তার। তা এমন বোধ হয় না। তবে heartএর কথা heartই জানে। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) আর এ সব বলাও কিছু নয়।



গিরীন্দ্র, মহিমাচরণ, গঙ্গাধর, হরিশ, বুড়োগোপাল, শশী। বিনোদ, মাষ্টার, কালী, নবগোপাল, ভূপতি। মণিমল্লিক, ফকির, সুরেন্দ্র। অতুল, তারক, ছোটগোপাল বৈকুণ্ঠ, বাবুরাম,



শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।



শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন।



শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।



ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—অষ্টবিংশ খণ্ড।

শ্যামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার, প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

২৪এ অক্টোবর, ১৮৮৫।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ডাক্তার সরকার ও সর্ব্বধর্ম্ম পরীক্ষা (Comparative Religion)]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র, মহিমাচরণ, মাষ্টার, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্যামপুকুরের বাটীতে দ্বিতলা ঘরে বসিয়া আছেন। বেলা প্রায় একটা হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার এ (হোমিওপ্যাথিক) চিকিৎসা বেশ।

ডাক্তার। এতে রোগীর অবস্থা বইয়ের সঙ্গে মেলাতে হয়। যেমন ইংরাজী-বাজনা,—দেখে পড়া আর গাওয়া।

"গিরীশ ঘোষ কই ?—থাক্ থাক্ কাল জেগেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, সিদ্ধির নেশার মত ভাবাবস্থায় হয়, ওটা কি ?

ডাক্তার (মাষ্টারের প্রতি)। Nervous centres,—action বন্ধ হয়, তাই অসাড়—এ দিকে পা টলে যত Energies brain এর দিকে যায়।

"এই nervous system নিয়ে Life। ঘাড়ের কাছে আছে—medulla Oblongata ; তার হানি হলে Life extinct হ'তে পারে।

শ্রীযুক্ত মহিমা চক্রবর্ত্তী সুষুম্না নাড়ীর ভিতরে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির কথা বলিতেছেন ;—"Spinal Cord এর ভিতর সুষুম্না নাড়ী সূক্ষ্ম ভাবে আছে—কেউ দেখ্‌তে পায় না। মহাদেবের বাক্য।

ডাক্তার। মহাদেব man in the maturityকে examine করেছে। Europeanরা Embryo থেকে maturity পর্য্যন্ত সমস্ত stage দেখেছে।।

"Comparative history সব জানা ভাল। সাঁওতালদের history পড়ে জানা গেছে যে, কালী একজন সাঁওতালী মাগী ছিল—খুব লড়াই করেছিল। (সকলের হাস্য।)

"তোমরা হেঁসো না। আবার Comparative anatomyতে কত উপকার

হয়েছে, শোনো। প্রথমে Pancreatic juice ও bileএর (পিত্তের) actionএর (ক্রিয়ার) তফাৎ বোঝা যাচ্ছিল না। তার পর Claude Bernard খরগোষের stomach, liver, প্রভৃতি examine করে দেখালে যে, bileএর action আর ঐ juiceএর action আলাদা।

"তা হলেই দাঁড়ালো যে, lower animalদের আমাদের দেখা উচিত—শুধু মানুষকে দেখলে হবে না।

"সেইরূপ Comparative Religion তে বিশেষ উপকার।

"এই যে ইনি (পরমহংসদেব) যা বলেন, তা অত অন্তরে লাগে কেন? এঁর সব ধর্ম্ম দেখা আছে—হিঁদু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত বৈষ্ণব,—এ সব ইনি নিজে করে দেখেছেন। মধুকর নানা ফুলে বসে মধু সঞ্চয় করলে তবেই চাকৃটি বেশ হয়।

মাষ্টার (ডাক্তারের প্রতি)। ইনি (মহিমাচরণ) খুব Science পড়েছেন।

ডাক্তার (সহাস্যে)। কি Maxmuller's Science of Religion?

মহিমা (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আপনার অসুখ, ডাক্তারেরা আর কি করবে? যখন শুনলাম যে আপনার অসুখ করেছে, তখন ভাবলাম যে, ডাক্তারের অহঙ্কার বাড়াচ্চেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ইনি খুব ভাল ডাক্তার। আর খুব বিদ্যা।

মহিমাচরণ। আজ্ঞা হাঁ, উনি জাহাজ আর আমরা সব ডিঙ্গি।

ডাক্তার বিনীত হইয়া হাত জোড় করিতেছেন।

মহিমা। তবে ওখানে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে) সবই সমান।

ঠাকুর নরেন্দ্রকে গান গাইতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র গাইতেছেন—

[নরেন্দ্রের গান।]

গান—তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হবনা ক পথহারা।
গান—অহঙ্কারে মত্ত সদা, অপার বাসনা।
গান—চমৎকার অপার, জগৎ রচনা তোমার!
শোভার আগার, বিশ্ব সংসার!
গান—মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্তের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে,
আমিও দুয়ারে তব, হয়েছি হে উপনীত।

কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শোনাব গীতি এসেছি তাহারি লাগি।
গায় যথা রবি শশী, সেই সভা মাঝে বসি,
একান্তে গাইতে চাহে এই ভকতের চিত।

গান—ওহে রাজরাজেশ্বর, দেখা দাও!
চরণে উৎসর্গ দান করিতেছি এই প্রাণ,
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও।
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময়,
মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে শোধন করিয়ে লও।

গান—হরি রস মদিরা পিয়ে মম মানস মাতো'রে।
লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলি কাঁদো রে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর 'যো কুচ হায় সো তুঁহি হায়!'

ডাক্তার। আহা!

গান সমাপ্ত হইল। ডাক্তার মুগ্ধপ্রায় হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার অতি ভক্তিভাবে হাত জোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিতেছেন, 'তবে আজ যাই,—আবার কাল আসবো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ। একটু থাকো না! গিরীশ ঘোষকে খপর দিয়েছে।

(মহিমাচরণকে দেখাইয়া) "ইনি (মহিমা) বিদ্বান্, হরিনামে নাচেন ; অহঙ্কার নাই—কোন্নগরে চলে গিছলেন—আমরা গিছলাম বলে ; আবার স্বাধীন, ধনবান্, কারু চাকরী করতে হয় না।

(নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) এ কেমন ?

ডাক্তার। খুব ভাল!

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর ইনি—

ডাক্তার। আহা, খুব!

[হিন্দুদর্শন।]

মহিমাচরণ। হিন্দুদের দর্শন না পড়লে দর্শন পড়াই হয় না। সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ইউরোপ জানে না—বুঝতেও পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কি তিন পথ তুমি বলো ?

মহিমা। সৎপথ—জ্ঞানের পথ। তার পর চিৎপথ, যোগের। কর্ম্ম-যোগ। তাই চার আশ্রমের ক্রিয়া কি কি কর্ত্তব্য এর ভিতর আসছে।

তার পর আনন্দপথ—ভক্তিপ্রেমের পথ।—আপনাতে তিন পথেরই ব্যাপার আছে—আপনি তিন পথেরই খপর বাত্‌লে দেন। (ঠাকুর হাসিতেছেন)।

মহিমা। আমি আর কি বলবো? জনক বক্তা, শুকদেব শ্রোতা!

ডাক্তার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

[সমাধিমন্দিরে। নিত্যগোপাল। জপাৎ সিদ্ধি।]

সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিয়াছে। আজ কোজাগর পূর্ণিমার পরদিন, শনিবার, ৯ই কার্ত্তিক। ঠাকুর **সমাধিস্থ**। দাঁড়াইয়া আছেন। নিত্যগোপালও তাঁহার কাছে ভক্তিভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।

ঠাকুর উপবিষ্ট হইয়াছেন—নিত্যগোপাল পদসেবা করিতেছেন। দেবেন্দ্র, কালীপদ প্রভৃতি অনেকগুলি ভক্ত কাছে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (দেবেন্দ্র প্রভৃতির প্রতি)। এমনি মনে উঠছে, নিত্যগোপালের এ অবস্থাগুলো এখন যাবে,—ওর সব মন কুড়িয়ে আমাতেই আসবে,—যিনি এর ভিতর আছেন, তাঁতে।

"নরেন্দ্রকে দেখছো না?—সব মনটা ওর আমারি উপর আস্‌ছে!

ভক্তেরা অনেকে বিদায় লইতেছেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। একজন ভক্তকে জপের কথা বলিতেছেন—"জপ করা কিনা নির্জ্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। একমনে নাম করতে করতে—জপ করতে করতে—তাঁর রূপ দর্শন হয়—তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। শিকলে বাঁধা কড়িকাঠ গঙ্গার গর্ভে ডুবান আছে—শিকলের আর একদিক তীরে বাঁধা আছে। শিকলের এক একটী পাপ (Link) ধরে ধরেগিয়ে, ক্রমে ডুব মেরে শিকল ধরে ধরে যেতে যেতে ঐ কড়িকাঠ স্পর্শ করা যায়। ঠিক সেই রূপ জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।"

কালীপদ (সহাস্যে, ভক্তদের প্রতি)। আমাদের এ খুব ঠাকুর!—জপ, ধ্যান, তপস্যা, করতে হয় না!

এই সময় ঠাকুর হঠাৎ বলিতেছেন—'এটা কেমন কচ্ছে!'

ঠাকুরের গলায় অসুখ করিতেছে। দেবেন্দ্র বলিতেছেন—'এ কথায় আর ভুলি না!' দেবেন্দ্রের এই মনের ভাব যে, ঠাকুর কেবল ভক্তদের ভুলাইবার জন্য অসুখ দেখাইতেছেন।

ভক্তেরা বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাত্রে কয়েকটি ছোকরা ভক্ত পালা করিয়া থাকিবেন। আজ মাষ্টারও রাত্রে থাকিবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—ঊনত্রিংশ খণ্ড।



শ্যামপুকুর বাটীতে, নরেন্দ্র, মণি প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

২৭এ অক্টোবর, ১৮৮৫।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুরের অসুখ কেন। নরেন্দ্রের প্রতি, তীব্র বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের উপদেশ।]

ঠাকুর শ্যামপুকুর বাটীতে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা দশটা হইয়াছে।

আজ মঙ্গলবার, আশ্বিন কৃষ্ণা চতুর্থী তিথি, ১২ই কার্তিক।

২৬শে অক্টোবর, ১১ই কার্ত্তিকের, কথা ও ডাক্তার সরকারের সহিত বিচার, শ্রীকথামৃত প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঠাকুর নরেন্দ্র, মণি প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র। ডাক্তার কাল কি করে গেল!

একজন ভক্ত। সুতোয় মাচ গিঁথেছিল, ছিঁড়ে গেল!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। বঁড়শি বেঁধা আছে, মরে ভেসে উঠ্‌বে।

নরেন্দ্র একটু বাহিরে গেলেন, আবার আসিবেন। ঠাকুর মণির সহিত পূর্ণ সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমায় বলছি—এ সব জীবের শুন্‌তে নাই—প্রকৃতিভাবে পুরুষকে (ঈশ্বরকে) আলিঙ্গন চুম্বন করতে ইচ্ছা হয়।

মণি। নানা রকম খেলা—আপনার রোগ পর্য্যন্ত খেলার মধ্যে। এই রোগ হয়েছে বলে এখানে নূতন নূতন ভক্ত আসছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। ভূপতি বলে, রোগ না হলে শুধু বাড়ী ভাড়া করলে লোকে কি ব'লত।—আচ্ছা, ডাক্তারের কি হ'ল?

মণি। এদিকে দাস্য মানা আছে—'আমি দাস তুমি প্রভু'। আবার বলে—মানুষ উপমা আনো কেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ্‌লে !

"আজ কি আর তুমি তার কাছে যাবে ?

মণি। খপর দিতে যদি হয়, তবে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বঙ্কিম ছেলেটি কেমন ? এখানে যদি আসতে না পারে, তুমি না হয় তারে সব বলবে।—চৈতন্য হবে।

[নরেন্দ্রের প্রতি সন্ন্যাসের উপদেশ।]

(আগে সংসারের গোছগাছ, না আগে ঈশ্বর ?)

নরেন্দ্র আসিয়া কাছে বসিলেন। নরেন্দ্র পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। মা ও ভাই এরা আছেন, তাহাদের ভরণ পোষণ করিতে হইবে। নরেন্দ্র আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। মধ্যে বিদ্যাসাগরের বৌবাজারের স্কুলে, কয়েক মাস শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বাটীর একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন,—এই চেষ্টা কেবল করিতেছেন।

ঠাকুর সমস্তই অবগত আছেন—নরেন্দ্রকে একদৃষ্টে সস্নেহে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আচ্ছা, কেশব সেনকে বল্লাম,—যদৃচ্ছালাভ। যে বড় ঘরের ছেলে তার খাবার জন্য ভাবনা হয় না—সে মাসে মাসে মুসোহারা পায়। তবে নরেন্দ্রের অত উঁচু ঘর তবু হয় না কেন ? ভগবানে মন সব সমর্পণ করলে তিনি ত সব জোগাড় করে দিবেন !

মাষ্টার। আজ্ঞা হবে ; এখনও ত সব সময় যায় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য হলে ওসব হিসাব থাকে না। 'বাড়ীর সব বন্দোবস্ত করে দিব তারপরে সাধনা করবো'—তীব্র বৈরাগ্য হলে এরূপ মনে হয় না। (সহাস্যে)। গোঁসাই লেক্‌চার দিয়েছিল। তা বলে, দশ হাজার টাকা হলে ঐ থেকে খাওয়া দাওয়া এই সব হয়—তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বরকে বেশ ডাকা যেতে পারে !'

"কেশব সেনও ঐ ইঙ্গিত করেছিল। বলেছিল,—'মহাশয়, যদি কেউ বিষয় আশয় ঠিক ঠাক করে, ঈশ্বর চিন্তা করে—তা পারে কি না ?—তার তাতে কিছু দোষ হতে পারে কি ?

"আমি বল্লাম, তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়া, আত্মীয় কাল সাপের

মত বোধ হয়। তখন, 'টাকা জমাবো,' 'বিষয় ঠিক ঠাক করবো' এ সব হিসাব আসে না। **ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু!**—ঈশ্বরকে ছেড়ে বিষয় চিন্তা!

"একটা মাগীর ভারি শোক হয়েছিল। আগে নৎটা কাপড়ের আঁচলে বাঁধলে,—তার পর 'ওগো! আমার কি হলো গো!' বলে আছড়ে পড়লো—কিন্তু খুব সাবধান নৎটা না ভেঙ্গে যায়। (সকলের হাস্য)।

নরেন্দ্র বসিয়াছিলেন। এই সকল কথা শুনিয়া বাণবিদ্ধের ন্যায় একটু কাইত্ হইয়া শুইয়া পড়িলেন। মাষ্টার তাঁর মনের অবস্থা বুঝিয়াছেন।

মাষ্টার (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে)। শুয়ে পড়লে যে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে)। 'আমি তো আপনার ভাসুরকে নিয়ে আছি তাইতেই লজ্জায় মরি, এরা সব (অন্য মাগীরা) পরপুরুষ নিয়ে কি করে থাকে!'

মাষ্টার নিজে সংসারে আছেন, তাহাতে খুব লজ্জিত হওয়া উচিত। নিজের দোষ কেহ দেখে না—অপরের ত্যাখে! ঠাকুর এই কথা বলিতেছেন। এক জন স্ত্রীলোক ভাসুরের সঙ্গে নষ্ট হইয়াছিল। সে নিজের দোষ কম মনে করিতেছে—অন্য নষ্ট স্ত্রীলোকদের দোষ বেশী মনে করিতেছে। বলে, 'ভাসুর তো আপনার লোক, তাইতেই লজ্জায় মরি!'

[মুক্তহস্ত কে? চাকরী ও খোসামোদের টাকা।]

নীচে একজন বৈষ্ণব গান গাইতেছিল। ঠাকুর শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। বৈষ্ণবকে কিছু পয়সা দিতে বলিলেন। একজন ভক্ত কিছু দিতে গেলেন।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কি দিলে। একজন ভক্ত বলিলেন—'তিনি দু পয়সা দিয়াছেন।'

ঠাকুর বলিতেছেন—'চাকরি করা টাকা কিনা!—অনেক কষ্টের টাকা—খোসামোদের টাকা! আমি মনে করেছিলাম চার আনা দিবে!'

[ছোট নরেন, অতুল, মুনসেফ, বাগচী। আলেখ্যদর্শন।]

ছোট নরেন ঠাকুরকে যন্ত্র আনিয়া তাড়িতের-প্রকৃতি, দেখাইবেন বলিয়াছেন। আজ আনিয়া দেখাইলেন।

বেলা দুইটা হইবে। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত অতুল

তাঁহার একটী বন্ধু মুনসেফ্‌কে আনিয়াছেন। শিকদার পাড়ার প্রসিদ্ধ চিত্রকর বাগছিও আসিয়াছেন। বাগছি কয়েকখানি চিত্র ঠাকুরকে উপহার দিলেন।

ঠাকুর আনন্দের সহিত পট দেখিতেছেন। ষড়্‌ভুজ মুর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তদের বলিতেছেন—'ছাখো ছাখো কেমন হয়েছে !'

ভক্তদের আবার দেখাইবার জন্য 'অহল্যা পাষাণীর' পট আনিতে বলিলেন। পটে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া আবার আনন্দ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত বাগছির মেয়েদের মত লম্বা চুল। ঠাকুর বলিতেছেন, অনেক কাল হ'ল দক্ষিণেশ্বরে একটী সন্ন্যাসী দেখেছিলাম। ন হাত লম্বা চুল। সন্ন্যাসীটী 'রাধে, রাধে' করতো। ঢং নাই।

[নরেন্দ্রের গান]।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র গান গাইতেছেন। গান গুলি বৈরাগ্য পূর্ণ। ঠাকুরের মুখে তীব্র বৈরাগ্যের কথা ও সন্ন্যাসের উপদেশ শুনিয়া কি নরেন্দ্রের উদ্দীপন হইল ?

গান—যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে,
আছি নাথ দিবানিশি আশা পথ নিরখিয়ে।

গান।

অন্তরে জাগিছে ওমা অন্তর যামিনী।
কোলে করে আছ মোরে দিবস যামিনী ॥
অধম সুতের প্রতি, কেন এত স্নেহ প্রীতি।
প্রেমে আহা একবারে যেন পাগলিনী !
(ওমা) এবার ভেবেছি সার, মা আমার আমি মার,
চলিব সুপথে সদা শুনে তব বাণী ;
করে মাতৃস্তন্য পান, হব বীর বলবান, আনন্দে বলিব জয় ভক্ত প্রসবিনী।

গান—কি সুখ জীবনেওহে নাথ দয়াময় হে,
যদি চরণ সরোজে, পরাণ মধুপ, চির মগন না হয় হে !

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—ত্রিংশ খণ্ড।

[শ্যামপুকুর বাটীতে হরিবল্লভ, মিশ্র, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।]

৩১ অক্টোবর, ১৮৮৫।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[শ্রীযুক্তবলরামের জন্য চিন্তা। শ্রীযুক্তহরিবল্লভ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে ভক্তসঙ্গে চিকিৎসার্থ বাস করিতেছেন। আজ শনিবার। আশ্বিন, কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি; ১৬ই কার্ত্তিক। বেলা নয়টা হইয়াছে।

ভক্তেরা দিবারাত্রি থাকেন—ঠাকুরের সেবার্থ। এখনও কেহ সংসার ত্যাগ করেন নাই।

শ্রীযুক্ত বলরাম সপরিবারে ঠাকুরের সেবক। বলরাম যে বংশে জন্মিয়াছেন—সে অতি ভক্ত বংশ। তাঁহার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন। বৃন্দাবনে একাকী বাস করেন—তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের কুঞ্জে। তাঁহার পিতৃব্য পুত্র শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ ঘোষ, ও বাটীর অন্যান্য সকলেই, বৈষ্ণব।

হরিবল্লভ কটকের প্রধান উকিল। পরমহংসদেবের কাছে বলরাম যাতায়াত করেন—বিশেষতঃ মেয়েদের লইয়া যান—শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। দেখা হইলে বলরাম বলিয়াছিলেন, "তুমি তাঁহাকে (ঠাকুরকে) একবার দর্শন কর—তারপর যা হয় বোলো।"

আজ হরিবল্লভ আসিয়াছেন, তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অতি ভক্তি ভাবে প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি করে ভাল হবে!—আপনি কি দেখছো শক্ত ব্যামো?

হরিবল্লভ। আজ্ঞা, ডাক্তাররা বলতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মেয়েরা পায়ের ধূলা লয়। তা ভাবি একরূপে তিনিই (ঈশ্বর) ভিতরে আছেন—হিসাব আনি।

হরিবল্লভ। আপনি সাধু। আপনাকে সকলে প্রণাম করবে তাতে দোষ কি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, কপিল,—এরা কেউ হলে হোতো। আমি কি!

"আপনি আবার আসবেন" ?

হরিবল্লভ। আজ্ঞা, আমাদের টানেই আস্‌বো—আপনি বলছেন কেন।

হরিবল্লভ বিদায় লইবেন—ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। তাঁহার পায়ের ধূলা লইতে যাইতেছেন—ঠাকুর পা সরাইয়া লইতেছেন। কিন্তু হরিবল্লভ ছাড়িলেন না—জোর করিয়া পায়ের ধূলা লইলেন।

হরিবল্লভ গাত্রোত্থান করিলেন। ঠাকুর যেন তাঁহাকে খাতির করিবার জন্য দাঁড়াইলেন। ঠাকুর বলিতেছেন,—"বলরাম অনেক দুঃখ করে। আমি মনে কল্লাম, একদিন যাই—গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করি। তা আবার ভয় হয়। পাছে তোমরা বল, 'একে কে আনলে!'

হরিবল্লভ।—ও সব কথা কে আপনাকে বলেছে!—কিছু ভাববেন না।

হরিবল্লভ চলিয়া গেলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। ভক্তি আছে—তা না হলে জোর করে পায়ের ধুলা নিলে কেন।

"সেই যে তোমায় বলেছিলাম, 'ভাবে দেখলাম ডাক্তার ও আর একজনকে'—এই সেই আর একজন। তাই দেখ, এসেছে।

মাষ্টার।—আজ্ঞে ভক্তিরই ঘর।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি সরল!

ডাক্তার সরকারের কাছে ঠাকুরের অসুখের সংবাদ দিবার জন্য মাষ্টার শাঁখারিটোলায় আসিয়াছেন। ডাক্তার আজ আবার ঠাকুরকে দেখিতে যাইবেন।

ডাক্তার ঠাকুরের ও মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্তদের কথা বলিতেছেন।

ডাক্তার। কৈ তিনি (মহিমাচরণ) সে বইতো আনেন নাই—যে বই আমাকে দেখাবেন বলেছিলেন! বল্লে, ভুল হয়েছে। তা হতে পারে—আমারও হয়।

মাষ্টার। তাঁর বেশ পড়া শুনা আছে।

ডাক্তার। তা হলে এই দশা!

ঠাকুরের সম্বন্ধে ডাক্তার বলিতেছেন, "শুধু ভক্তি নিয়ে কি হবে—জ্ঞান যদি না থাকে!"

মাষ্টার। কেন ঠাকুর ত বলেন—জ্ঞানের পর ভক্তি। তবে তাঁর জ্ঞান ভক্তি—আর আপনাদের 'জ্ঞান ভক্তি'র মানে অনেক তফাৎ।

"তিনি যখন বলেন—'জ্ঞানের পর ভক্তি' তার মানে—তত্ত্বজ্ঞানের পর ভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি—ভগবানকে জানার পর ভক্তি। আপনাদের জ্ঞান মানে—Sense-knowledge (ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে পাওয়া জ্ঞান।)

প্রথমটী not verifiable by our standard তত্ত্বজ্ঞান ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞানের দ্বারা ঠিক করা যায় না। দ্বিতীয়টী, (জড়জ্ঞান) verifiable.

ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন। আবার অবতার সম্বন্ধে যথা কহিতেছেন।

ডাক্তার। অবতার আবার কি? আর পায়ের ধুলা লওয়া কি!

মাষ্টার। কেন, আপনি তো বলেন experiment সময় তাঁর স্থষ্টি দেখে ভাব হয়, মানুষ দেখলে ভাব হয়। তা যদি হয় তা হলে ঈশ্বরকে কেন না মাথা নোয়াবো! মানুষের হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন।

"হিন্দু ধর্ম্মে ত্মাখে সর্ব্বভুতে নারায়ণ। এটা তত আপনার জানা নাই। সর্ব্বভুতে যদি থাকেন তাঁকে প্রণাম কর্ত্তে কি?

"পরমহংসদেব বলেন, কোনো কোনো জিনিসে তিনি বেশী প্রকাশ। সূর্য্যের প্রকাশ জলে, আর্শীতে। জল সব জায়গায় আছে—কিন্তু নদীতে, পুষ্করণীতে, বেশী প্রকাশ। ঈশ্বরকেই নমস্কার করা হয়—মানুষকে নয়। God is God—not, Man is God.

"তাঁকে তো reasoning (সামান্য বিচার) করে জানা যায় না—সমস্ত বিশ্বাসের উপরে নির্ভর। এই সব কথা ঠাকুর বলেন।

আজ মাষ্টারকে ডাক্তার তাঁহার একখানি বই উপহার দিলেন—Physiological Basis of Psychology 'as a token of brotherly regards'.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও Jesus Christ. খৃষ্টের আবির্ভাব।]

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। বেলা এগারটা হইবে। মিশ্রনামক একটী খৃষ্টান ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর হইবে।

মিশ্র খৃষ্টানবংশে জন্মিয়াছেন। যদিও সাহেবের পোষাক,—ভিতরে গেরুয়া আছে। এখন সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার জন্মস্থান পশ্চিমাঞ্চলে। একটী ভ্রাতার বিবাহের দিনে তাঁহার এবং আর একটী ভ্রাতার এক দিনে মৃত্যু হয়। সেই দিন হইতে মিশ্র সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি Quaker সম্প্রদায় ভুক্ত।

মিশ্র। 'ওহি রাম ঘট ঘটমে লেটা!'

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট নরেনকে আস্তে আস্তে বলিতেছেন,—যাহাতে মিশ্রও শুনিতে পান—'এক রাম তাঁর হাজার নাম।'

"খ্রীষ্টানেরা যাঁকে God বলে হিন্দুরা তাঁকেই রাম, কৃষ্ণ, ঈশ্বর,— এই সব বলে। পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে, এক ঘাটে হিন্দুরা জল খাচ্ছে, বলছে জল। খ্রীষ্টানরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে—বলছে 'Water'; God, যিশু। মুসলমানেরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে—বলছে, পানি; আল্লা।

মিশ্র। মেরির ছেলে Jesus নয়। Jesus স্বয়ং ঈশ্বর।

(ভক্তদের প্রতি) ইনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এখন এই আছেন—আবার এক সময় সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

"আপনারা (ভক্তেরা) এঁকে চিনতে পাচ্চেন না। আমি আগে থেকে এঁকে দেখেছি—এখন সাক্ষাৎ দেখছি। দেখেছিলাম—একটী বাগান, উনি উপরে আসনে বসে আছেন; মেজের উপর আর একজন বসে আছেন;— তিনি তত advanced (উন্নত) নন।

"এই দেশে চার জন দ্বারবান আছেন। বোম্বাই অঞ্চলে তুকারাম ও কাশ্মীরে Robert Michael;—এখানে ইনি;—আর পূর্ব্বদেশে আর এক-জন আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'তুমি কিছু দেখতে টেকতে পাও'?

মিশ্র। আজ্ঞে, বাটীতে যখন ছিলাম তখন থেকে জ্যোতি দর্শন হ'ত। তার পর যীশুকে দর্শন করেছি। সে রূপ আর কি বলব!—সে সৌন্দর্য্যের কাছে কি স্ত্রীর সৌন্দর্য্য!

কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে মিশ্র জামা পেণ্টলুন খুলিয়া ভিতরের গেরুয়ার কৌপীন দেখাইলেন।

ঠাকুর বারাণ্ডা হইতে আসিয়া বলিতেছেন—"বাহ্যে হলো না—এঁকে (মিশ্রকে) দেখলাম, বীরের ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছে।"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর **সমাধিস্থ** হইতেছেন। পশ্চিমাস্য হইয়া দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ঠাকুর মিশ্রকে দেখিতে দেখিতে হাসিতেছেন। এখনও দাঁড়াইয়া। ভাবাবেশে মিশ্রকে shake hand (হস্তধারণ) করিতেছেন ও হাসিতেছেন! হাত ধরিয়া বলিতেছেন, তুমি যা চাইছ তা হয়ে যাবে। ঠাকুরের বুঝি যিশুর ভাব হইল! তিনি আর যিশু কি এক?

মিশ্র (করযোড়ে)। আমি সে দিন থেকে মন, প্রাণ, শরীর,—সব আপনাকে দিয়েছি! (ঠাকুর ভাবাবেশে হাসিতেছেন।)

ঠাকুর উপবেশন করিলেন। মিশ্র ভক্তদের কাছে তাঁহার পূর্ব্বকথা সব বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহার দুই ভাই বরের সভায় সামিয়ানা চাপা পড়িয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন,—তাহাও বলিলেন।

ঠাকুর মিশ্রকে যত্ন করিবার কথা ভক্তদের বলিয়া দিলেন।

[নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার, প্রভৃতি সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে]

ডাক্তার সরকার আসিয়াছেন। ডাক্তারকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ।

কিঞ্চিৎ ভাব উপশমের পর ঠাকুর ভাবাবেশে বলিতেছেন—"কারণানন্দের পর সচ্চিদানন্দ!—কারণের কারণ!" ডাক্তার বলিতেছেন, হাঁ!

শ্রীরামকৃষ্ণ। বেহুঁশ হই নাই।

ডাক্তার বুঝিয়াছেন যে ঠাকুরের ঈশ্বরের আবেশ হইয়াছে! তাই বলিতেছেন,—"না, তুমি খুব হুঁশে আছ!"

ঠাকুর সহাস্যে বলিতেছেন—

'সুরাপান করি না আমি সুধা খাই জয়কালী বলে,
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লিয়ে প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে, (মা)
জ্ঞান শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটি, পান করে মোর মন মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা,
প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে।'

গান শুনিয়া ডাক্তার ভাবাবিষ্টপ্রায় হইলেন। ঠাকুরেরও আবার ভাবাবেশ হইল। ভাবে ডাক্তারের কোলে চরণ বাড়াইয়া দিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে ভাব সম্বরণ হইল,—তখন চরণ গুটাইয়া লইয়া ডাক্তারকে বলিতেছেন—"উহ্! তুমি কি কথাই বলেছ! তাঁরি কোলে বসে আছি, তাঁকে ব্যারামের কথা বোলবো না ত কাকে বোলব!—ডাকতে হয় তাঁকেই ডাকবো!" এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

আবার ভাবাবিষ্ট।—ভাবে ডাক্তারকে বলিতেছেন—"তুমি খুব শুদ্ধ। তা না হলে পা রাখতে পারি না।" আবার বলিতেছেন,

'শান্ত ও হি হ্যায় যো রামরস চাখে!'

"বিষয় কি?—ওতে আছে কি?—টাকা, কড়ি, মান, শরীরের সুখ,—ওতে আছে কি? 'রাম্‌কো যো চিনা নাই দিল্‌ চিনা হ্যায় সো কেয়া রে!'

এত অসুখের উপর ঠাকুরের ভাবাবেশ হইতেছে দেখিয়া ভক্তেরা চিন্তিত হইয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন,—"ঐ গানটি হলে আমি থাম্‌বো—'হরিরসমদিরা'। নরেন্দ্র কক্ষান্তরে ছিলেন, তাঁকে ডাকান হইল। তিনি তাঁহার দেবদুর্লভ কণ্ঠে গান শুনাইতেছেন—

গান—হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাতো রে!
(একবার) লুটায়ে অবনীতল হরি হরি বলি কাঁদো রে।
গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাও রে,
নাচো হরি বোলে দু বাহু তুলে, হরিনাম বিলাও রে।
হরি প্রেমানন্দরসে অনুদিন ভাসো রে,
গাও হরিনাম হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশো রে।

শ্রীরামকৃষ্ণ।—আর সেইটি? চিদানন্দ সিন্ধুনীরে?

নরেন্দ্র গাইতেছেন—

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী,
মহাভাব রসলীলা কি মাধুরি—মরি মরি।
মহাযোগে সব একাকার হইল, দেশকাল ব্যবধান সব (ঘুচিল রে)
এখন আনন্দে মাতিয়া, দু'বাহু তুলিয়া, বল রে মন হরি হরি।

গান—চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন!

ডাক্তার একাগ্রমনে গান শুনিতেছেন। গান সমাপ্ত হইলে বলিতেছেন,—'চিদানন্দ সিন্ধুনীরে, ঐটি বেশ!' ডাক্তারের আনন্দ দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন—

"ছেলে বলেছিল, বাবা, তুমি একটু (মদ) চেখে দেখ, তার পর নয় আমায় ছাড়তে বল ত ছাড়া যাবে।' বাবা খেয়ে বল্লে, 'তুমি বাছা ছাড় আমার আপত্তি নাই,—কিন্তু আমি ছাড়ছি না!' (ডাক্তার ও সকলের হাস্য।)

"সে দিন মা দেখালে দু'টি লোককে। ইনি তার ভিতর একজন। খুব জ্ঞান হবে দেখলাম,—কিন্তু শুষ্ক। (ডাক্তারের প্রতি, সহাস্যে) কিন্তু তুমি রোস্‌বে!"—(ডাক্তার চুপ করিয়া আছেন।)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—একত্রিংশ খণ্ড।

[কাশীপুর উদ্যানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে।]

২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ। মাষ্টার, নিরঞ্জন, ভবনাথ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কাশীপুরে বাস করিতেছেন। এতো অসুখ—কিন্তু এক চিন্তা—কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়। নিশিদিন কোনো না কোনো ভক্তের বিষয় চিন্তা করিতেছেন।

শুক্রবার ১১ই ডিসেম্বর, ২৭এ অগ্রহায়ণ, শুক্লাপঞ্চমীর দিন শ্যামপুকুর হইতে ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে আইসেন। আজ বারো দিন হইল।

ছোকরা ভক্তেরা ক্রমে ক্রমে কাশীপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন—ঠাকুরের সেবার জন্য। এখনও বাটী হইতে অনেকে যাতায়াত করিতেছেন। গৃহী ভক্তেরা প্রায় প্রত্যহ আসিয়া দেখিয়া যান—মধ্যে মধ্যে রাত্রেও থাকেন।

ভক্তেরা প্রায় সকলেই জুটিয়াছেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভক্তসমাগম হইতেছে। শেষের ভক্তেরা সকলেই আসিয়া পড়িয়াছেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষাশেষী (অক্টোবর মাসে) শশী ও শরৎ ঠাকুরকে দর্শন করেন; কালেজের পরীক্ষাদির পর ১৮৮৫র মাঝামাঝি হইতে তাঁহারা সর্ব্বদা যাতায়াত করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ষ্টার থিয়েটরে শ্রীযুক্ত গিরীশ (ঘোষ) ঠাকুরকে দর্শন করেন। তিন মাস পরে অর্থাৎ ডিসেম্বরের প্রারম্ভ হইতে তিনি সর্ব্বদা যাতায়াত করেন। ১৮৮৪, ডিসেম্বরের শেষে শারদা ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দর্শন করেন। সুবোধ ও ক্ষীরোদ ১৮৮৫র আগষ্ট মাসে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন।

আজ সকালে প্রেমের ছড়াছড়ি। নিরঞ্জনকে বল্‌ছেন, 'তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসব।' কালীপদর বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন,

'চৈতন্য হও!' আর চিবুক ধরিয়া তাহাকে আদর করিতেছেন;—আর বলিতেছেন, 'যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা আহ্নিক করেছে, তার এখানে আস্‌তেই হবে।' আজ সকালে দুইটি ভক্ত স্ত্রীলোকের উপরও কৃপা করিয়াছেন। সমাধিস্থ হইয়া তাহাদের বক্ষে চরণ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন—তাঁহারা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; এক জন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'আপনার এত দয়া!' প্রেমের ছড়াছড়ি! সিঁতির গোপালকে কৃপা করিবেন বলিয়া বলিতেছেন, 'গোপালকে ডেকে আন্‌।'

আজ বুধবার, ৯ই পৌষ; অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুর জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর অতি মৃদুস্বরে দু একটী ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে কালী, চুনীলাল, মাষ্টার, নবগোপাল, শশী, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তেরা আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। একটী টুল কিনে আন্‌বে—এখানকার জন্য। কত নেবে?

মাষ্টার। আজ্ঞা, দু তিন টাকার মধ্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জলপিড়ি যদি বারো আনা হয়, ওর দাম অত হবে কেন?

মাষ্টার। বেশী হবে না;—ওরই মধ্যে হয়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, কাল আবার বৃহস্পতিবারের বারবেলা,—তুমি তিনটের আগে আস্‌তে পারবে না?

মাষ্টার। যে আজ্ঞা, আসব।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার? অসুখের গুহ্য উদ্দেশ্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আচ্ছা, এ অসুখটা কদ্দিনে সারবে?

মাষ্টার। একটু বেশী হয়েছে—দিন নেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কত দিন?

মাষ্টার। পাঁচ ছ মাস হতে পারে।

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর বালকের ন্যায় অধৈর্য্য হইলেন। আর বলিতেছেন—'বল কি?'

মাষ্টার। আজ্ঞা, সব সারতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই বল।—আচ্ছা, এত ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন, ভাব, সমাধি!—তবে এমন ব্যাম কেন?

মাষ্টার। আজ্ঞা, খুব কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি উদ্দেশ্য?

মাষ্টার। আপনার অবস্থা পরিবর্ত্তন হবে।—নিরাকারের দিকে ঝোঁক হচ্ছে।—'বিদ্যার আমি' পর্য্যন্ত থাকছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, লোকশিক্ষা বন্ধ হচ্ছে—আর বলতে পারি না। **সব রামময় দেখছি!**—এক একবার মনে হয়, কাকে আর বল্‌ব!

"দ্যাখো না,—এই বাড়ী ভাড়া হয়েছে বলে, কত রকম ভক্ত আস্‌ছে!

"কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা শশধরের মত **সাইন বোর্ড** ত হবে না,—'অমুক সময় লেক্‌চার হইবে!' (ঠাকুরের ও মাষ্টারের হাস্য।)

মাষ্টার। আর একটী উদ্দেশ্য,—লোক বাছা। পাঁচ বছরে তপস্যা করে যা না হতো, এই কয় দিনে ভক্তদের তা হয়েছে। সাধনা, প্রেম, ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা হলো বটে। এই নিরঞ্জন বাড়ী গিছলো।

(নিরঞ্জনের প্রতি) তুই বল্‌ দেখি কি রকম বোধ হয়।

নিরঞ্জন। আজ্ঞে, আগে ভালবাসা ছিল বটে,—কিন্তু এখন ছেড়ে থাকতে পারবার যো নাই!

মাষ্টার। আমি এক দিন দেখেছিলাম, এরা কত বড় লোক!

শ্রীরামকৃষ্ণ। কোথায়?

মাষ্টার। আজ্ঞা, এক পাশে দাঁড়িয়ে শ্যামপুকুরের বাড়ীতে দেখেছিলাম। বোধ হোলো, এরা এক এক জন কত বিঘ্ন বাধা ঠেলে ওখানে এসে বসে রয়েছে—সেবার জন্য।

[সমাধিমন্দিরে। নিরাকার। অন্তরঙ্গ নির্ব্বাচন।]

এই কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। **সমাধিস্থ!**

ভাবের উপশম হইলে মাষ্টারকে বলিতেছেন—

"**দেখলাম সাকার থেকে সব নিরাকারে যাচ্ছে!**—আর আর কথা বল্‌তে ইচ্ছা যাচ্ছে, কিন্তু পারছি না।

"আচ্ছা, ঐ নিরাকারে ঝোঁক,—ওটা কেবল লয় হবার জন্য;—না?

মাষ্টার (অবাক্ হইয়া)। আজ্ঞা, তাই হবে!

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখনও দেখ্‌ছি **নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ** এই রকম করে রয়েছে! * * * কিন্তু চাপলাম খুব কষ্টে।

"লোক বাছা যা বল্‌ছ, তা ঠিক। এই অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ কে বহিরঙ্গ, বোঝা যাচ্ছে।

"যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে, তারা অন্তরঙ্গ। আর যারা একবার এসে 'কেমন আছেন মশাই', জিজ্ঞাসা করে, তারা বহিরঙ্গ।

"ভবনাথকে দেখ্‌লে না? শ্যামপুকুরে বরটী সেজে এলো। জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন আছেন'—তার পর আর দেখা নাই! নরেন্দ্রের খাতিরে ঐ রকম তাকে করি; কিন্তু মন নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত।]

[শ্রীরামকৃষ্ণ কে? মণির কাছে মুক্তকণ্ঠ।]

আহুস্ত্বাম্ ঋষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)। তিনি ভক্তের জন্য দেহ ধারণ করে যখন আসেন, তখন তাঁ'র সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও আসে। কেউ অন্তরঙ্গ, কেউ বহিরঙ্গ। কেউ রসদ্দার।

"দশ এগারো বছরের সময় দেশে বিশালাক্ষী দেখতে গিয়ে মাঠে প্রথম এই অবস্থা হয়। কি দেখলাম!—একবারে বাহ্যশূন্য!

"যখন বাইস্ তেইস্ বছর বয়স কালীঘরে (দক্ষিণেশ্বরে) বল্লে, 'তুই কি অক্ষর হতে চাস?'—অক্ষর মানে জানি না! হলধারীকে জিজ্ঞাসা করলাম। হলধারী বল্লে, 'ক্ষর মানে জীব, অক্ষর মানে পরমাত্মা'।

"যখন আরতি হোতো, কুঠীর উপর থেকে চীৎকার করতাম, 'ওরে কে কোথায় ভক্ত আছিস আয়!—ঐহিক লোকদের সঙ্গে থেকে আমার প্রাণ যায়!'

"ইংলিশম্যানকে (ইংরাজি-পড়া লোককে) বললাম। তারা বলে, 'ও সব মনের ভুল! তখন 'তাই হবে' বলে শান্ত হলাম! কিন্তু এখন ত সেই সব মিলছে!—সব ভক্ত এসে জুটছে!

"আবার দেখালে পাঁচ জন সেবায়েত। প্রথম, সেজো বাবু (মথুর

বাবু)। তার পর **শম্ভু মল্লিক**,—তাকে আগে কখন দেখি নাই। ভাবে দেখলাম,—গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় তাজ। যখন অনেকদিন পরে শম্ভুকে দেখলাম, তখন মনে পড়ল,—একেই আগে ভাবাবস্থায় দেখেছি! আর তিন জন সেবায়েত এখনও ঠিক হয় নাই। কিন্তু সব গৌর বরণ। **সুরেন্দ্র** অনেকটা রসদার বলে বোধ হয়।

"এই অবস্থা যখন হ'লো, ঠিক আমার মত একজন এসে, ঈড়া পিঙ্গলা, সুষুম্না, নাড়ী সব ঝেড়ে দিয়ে গেল! ষড়চক্রের এক একটি পদ্মে জিহ্বা দিয়ে রমণ করে, আর অধোমুখ পদ্ম ঊর্দ্ধমুখ হয়ে উঠে! শেষে সহস্রার পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে গেল।

"যখন যেরূপ লোক আসবে, আগে দেখিয়ে দিতো। এই চক্ষে—ভাবে নয়—দেখলাম, **চৈতন্য দেবের সঙ্কীর্ত্তন** বটতলা থেকে বকুল তলার দিকে যাচ্চে। তাতে **বলরামকে** দেখলাম, আর যেন **তোমায়** দেখলাম্। **চুনীকে** আর তোমাকে আনাগোনায় উদ্দীপন হয়েছে।

"**শশী** আর **শরৎকে** দেখেছিলাম, ঋষি কৃষ্ণের (Christ) দলে ছিল।

"বটতলায় একটী ছেলে দেখেছিলাম। হৃদে বল্লে, 'তবে তোমার একটী ছেলে হবে'। আমি বল্লাম, 'আমার যে মাতৃ যোনি! আমার ছেলে কেমন করে হবে?' সেই ছেলে **রাখাল**!

"বল্লাম, মা এ রকম অবস্থা যদি করলে, তা'হলে এক জন বড় মানুষ জুটিয়ে দাও। তাই **সেজ বাবু** চোদ্দ বছর ধরে সেবা কল্লে! সে কত কি!—আলাদা ভাঁড়ার করে দিলে—সাধু-সেবার জন্য।—গাড়ী, পাল্কী—যাকে যা দিতে বলেছি; তাকে তা দেওয়া! বামনী খতাতো—প্রতাপরুদ্র।

"**বিজয়** এই রূপ (অর্থাৎ ঠাকুরের মূর্ত্তি) দর্শন করেছে। এ কি বলো দেখি?—বলে, 'তোমায় যেমন ছোঁয়া, ঐরূপ ছুঁয়েছি!'

"নোটো (লাটু) খতালে, একত্রিশ জন ভক্ত।

"কৈ, তেমন বেশী কৈ!—তবে কেদার আর বিজয় কতকগুলো কচ্ছে!

"ভাবে দেখালে, শেষে পায়েস খেয়ে থাক্‌তে হবে!

"এ অসুখে পরিবার (ভক্তদের শ্রীশ্রী মা) পায়েস্ খাইয়ে দিচ্ছিল,—তখন কাঁদলাম এই বলে, 'এই কি পায়েস খাওয়া!—এই কষ্টে!'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ—দ্বাত্রিংশৎ খণ্ড

কাশীপুর উদ্যানে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।

১১ই মার্চ্চ, ১৮৮৬।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয়।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে হলঘরে ভক্তসঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। রাত্রি প্রায় আটটা হইল।

ঘরে নরেন্দ্র, শশী, মাষ্টার, 'বুড়োগোপাল', শরৎ। আজ বৃহস্পতিবার,—২৮ শে ফাল্গুন, ১২৯২ সাল ;—ফাল্গুন মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথি

ঠাকুর অসুস্থ—একটু শুইয়া আছেন। ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। শরৎ দাঁড়াইয়া পাখা করিতেছেন। ঠাকুর অসুখের কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভোলানাথের কাছে গেলে তেল দেবে। আর সে বলে দেবে, কি রকম করে লাগাতে হবে।

বুড়োগোপাল। তা হলে কাল সকালে আমরা গিয়ে আনবো।

মাষ্টার। আজ কেউ গেলে বলে দিতে পারে।

শশী। আমি যেতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (শরৎকে দেখাইয়া)। ও যেতে পারে।

শরৎ কিয়ৎক্ষণ পরে দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে মুহুরী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে তেল আনিতে যাত্রা করিলেন।

ঠাকুর শুইয়া আছেন। ভক্তেরা নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ঠাকুর হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন। নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। ব্রহ্ম অলেপ। তিন গুণ তাঁতে আছে কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত।

"যেমন বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ দুই-ই পাওয়া যায়,—কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত।

"কাশীতে শঙ্করাচার্য্য পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে যাচ্ছিল—হঠাৎ তাঁকে ছুঁয়ে ফেল্লে। শঙ্কর বল্‌লেন,—তুই আমায় ছুঁয়ে ফেল্‌লি! চণ্ডাল বল্লে,—ঠাকুর, তুমিও আমায় ছোঁও নাই, আমিও তোমায় ছুঁই নাই! আত্মা নির্লিপ্ত। তুমি সেই শুদ্ধ আত্মা।

"ব্রহ্ম আর মায়া। জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়।

"মায়া আবরণস্বরূপ। এই দেখ এই গামছা আড়াল করলাম,—আর প্রদীপের আলো দেখা যাচ্চে না।

ঠাকুর গামছাটি আপনার ও ভক্তদের মাঝ খানে ধরিলেন। বলিতেছেন,—"এই দেখ, আমার মুখ আর দেখা যাচ্ছে না।

"রামপ্রসাদ যেমন বলেছে—'মশারি তুলিয়া দেখ—

"ভক্ত কিন্তু মায়া ছেড়ে দেয় না। মহামায়ার পূজা করে। শরণাগত হয়ে বলে, 'মা, পথ ছেড়ে দাও! তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে।'

"জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি,—এই তিন অবস্থা জ্ঞানীরা উড়িয়ে দেয়। ভক্তরা এ সব অবস্থাই লয়—যতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ সবই আছে। যতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ ত্মাখে যে, তিনিই মায়া, জীবজগৎ, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—তিনিই সব হয়েছেন!

নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মায়াবাদ শুক্‌নো। কি বল্লাম, বল্ দেখি।

নরেন্দ্র। শুক্‌নো।

ঠাকুর নরেন্দ্রের হাত মুখ স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আবার কথা কহিতেছেন—"এ সব (নরেন্দ্রের সব) ভক্তের লক্ষণ। জ্ঞানীর সে আলাদা লক্ষণ,—মুখ চেহারা শুক্‌নো হয়।

"জ্ঞানী জ্ঞানলাভ করবার পরও বিদ্যামায়া নিয়ে থাকে—ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য—এই সব নিয়ে থাকে। এর দুটী উদ্দেশ্য। প্রথম লোকশিক্ষা হয়, তার পর রসাস্বাদনের জন্য।

"জ্ঞানী যদি সমাধিস্থ হয়ে চুপ করে থাকে, তা হলে লোকশিক্ষা হয় না। তাই শঙ্করাচার্য্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন।

"আর ঈশ্বরের আনন্দ ভোগ করবার জন্য—সম্ভোগ করবার জন্য—ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকে।

"এই 'বিদ্যার আমি' কি 'ভক্তের আমি'—এতে দোষ নাই। 'বজ্জাৎ

আমি' তে দোষ হয়। তাঁকে দর্শন করবার পর বালকের স্বভাব হয়। 'বালকের আমি'তে কোন দোষ নাই। যেমন আর্শির মুখ—লোককে গালাগাল দেয় না।

"পোড়া দড়ি দেখ্‌তেই দড়ির আকার, ফুঁ দিলে উড়ে যায়। জ্ঞানাগ্নিতে অহংকার পুড়ে গেছে। এখন আর কারও অনিষ্ট করে না। নামমাত্র 'আমি'।

"নিত্যেতে পৌঁছে আবার লীলায় থাকা—যেমন ওপারে গিয়ে আবার এপারে আসা। লোকশিক্ষার জন্য—আর বিলাসের জন্য ;—আমোদের জন্য।

ঠাকুর অতি মৃদুস্বরে কথা কহিতেছেন। একটু চুপ করিলেন। আবার ভক্তদের বলিতেছেন—

"শরীরের এই রোগ—কিন্তু অবিদ্যামায়া রাখে না। এই দ্যাখো, রামলাল, কি বাড়ী, কি পরিবার, আমার মনে নাই!—কে না পূর্ণ কায়েত, তার জন্য ভাবছি!—ওদের জন্য ত ভাবনা হয় না!

"তিনিই বিদ্যামায়া রেখে দিয়েছেন—লোকের জন্য—ভক্তের জন্য।

"কিন্তু বিদ্যামায়া রাখলে আবার আস্‌তে হবে। অবতারাদি বিদ্যামায়া রাখে! একটু বাসনা থাকলেই আবার আসতে হয়—ফিরে ফিরে আসতে হয়। সব বাসনা গেলে মুক্তি। ভক্তরা কিন্তু মুক্তি চায় না!

"যদি কাশীতে কারুর দেহত্যাগ হয় তা হলে মুক্তি হয়—আর আস্‌তে হয় না। জ্ঞানীদের মুক্তি।

নরেন্দ্র। সে দিন মহিম চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে আমরা গিছলাম।

ঠাকুর (সহাস্যে)। তার পর।

নরেন্দ্র। ওর মত এমন শুষ্ক জ্ঞানী দেখি নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। কি হয়েছিল?

নরেন্দ্র। আমাদের গান গাইতে বল্লে। গঙ্গাধর গাইলে—

শ্যামনামে প্রাণ পেয়ে ইতি উতি চায়,
সম্মুখে তমালবৃক্ষ দেখিবারে পায়।

"গান শুনে বল্লে—ও সব গান কেন? প্রেম ট্রেম ভাল লাগে না! তা ছাড়া, আমরা মাগ ছেলে নিয়ে থাকি, এ সব গান এখানে কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। ভয় দেখেছ!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ ত্রয়ত্রিংশৎ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[কাশীপুর উদ্যানে নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে।]

১৭ই এপ্রিল, ১৮৮৬।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে বাস করিতেছেন। শরীর খুব অসুস্থ—কিন্তু ভক্তদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল। আজ শনিবার, ৫ই বৈশাখ, চৈত্র শুক্লাচতুর্দ্দশী। পূর্ণিমাও পড়িয়াছে।

কয়দিন ধরিয়া প্রায় প্রত্যহ নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন—পঞ্চবটীতে ঈশ্বর-চিন্তা করেন—সাধনা করেন। আজ সন্ধ্যার সময় ফিরিলেন। সঙ্গে শ্রীযুক্ত তারক ও কালী।

রাত আটটা হইয়াছে। জ্যোৎস্না ও দক্ষিণে হাওয়া বাগানটীকে সুন্দর করিয়াছে। ভক্তেরা অনেকে নীচের ঘরে ধ্যান করিতেছেন। নরেন্দ্র মণিকে বলিতেছেন—'এরা ছাড়াচ্ছে' (অর্থাৎ ধ্যান করিতে করিতে উপাধি বর্জ্জন করিতেছে)।

কিয়ৎক্ষণ পরে মণি উপরের হলঘরে ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাঁহাকে ডাবর ও গামছা পরিষ্কার করিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন। তিনি পশ্চিমের পুষ্করিণীর ঘাট হইতে চাঁদের আলোতে ঐগুলি ধুইয়া আনিলেন।

পর দিন সকালে ঠাকুর মণিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি গঙ্গাস্নানের পর ঠাকুরকে দর্শন করিয়া হলঘরের ছাদে গিয়াছিলেন।

মণির পরিবার পুত্রশোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে বাগানে আসিবার কথা বলিলেন। ও এখানে আসিয়া প্রসাদ পাইতে বলিলেন।

ঠাকুর ইসারা করিয়া বলিতেছেন—"এখানে আস্‌তে বলবে;—দুদিন থাকবে;—কোলের ছেলেটীকে যেন নিয়ে আসে;—আর এখানে এসে খাবে।"

মণি। যে আজ্ঞা। খুব ঈশ্বরে ভক্তি হয়, তা হলে বেশ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইসারা করিয়া বলিতেছেন—"উঁহু ঃ—(শোক) ঠেলে দেয় (ভক্তিকে)। আর এত বড় ছেলে!

"কৃষ্ণকিশোরের ভবনাথের মত দুই ছেলে। দুটো আড়াইটে পাশ! মারা গেল। অতো বড় জ্ঞানী!—প্রথম প্রথম সামলাতে পারলে না।

"আমায় ভাগ্যিস্ ঈশ্বর দেন নি!

"অর্জ্জুন অত বড় জ্ঞানী। সঙ্গে কৃষ্ণ। তবু অভিমন্যুর শোকে একবারে অধীর!

"কিশোরী আসে না কেন?

একজন ভক্ত। সে রোজ গঙ্গাস্নানে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে আসে না কেন?

ভক্ত। আজ্ঞে, আসতে বলবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (লাটুর প্রতি)। হরীশ আসে না কেন?

[মেয়েদের লজ্জাই ভূষণ।]

মাষ্টারের বাটীর নয় দশ বছরের দুটী মেয়ে ঠাকুরের কাছে কাশীপুর বাগানে আসিয়া 'দুর্গানাম জপ সদা' 'মজলো আমার মন ভ্রমরা' ইত্যাদি গান শুনাইয়াছিল। ঠাকুর যখন মাষ্টারের শ্যামপুকুর তেলিপাড়ার বাটীতে শুভাগমন করেন (২০ অক্টোবর, ১৮৮৪; ১৫ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, উত্থান একাদশীর দিন) তখন এই দুটীমেয়ে ঠাকুরকে গান শুনাইয়াছিল। ঠাকুর গান শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যখন ঠাকুরের কাছে কাশীপুর বাগানে আজ তাহারা উপরে গান গাইতেছিল, ভক্তেরা নীচে হইতে শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা আবার তাহাদের নীচে ডাকাইয়া গান শুনিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তোমার মেয়েদের আর গান শিখিও না। আপনা আপনি গায় সে এক। যার তার কাছে গাইলে লজ্জা ভেঙ্গে যাবে। লজ্জা মেয়েদের বড় দরকার।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও আত্মপূজা।]

ঠাকুরের সম্মুখে পুষ্পপাত্রে ফুল চন্দন আনিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঠাকুর শয্যায় বসিয়া আছেন। ফুল চন্দন দিয়া আপনাকেই পূজা করিতেছেন। সচন্দন পুষ্প কখনও মস্তকে, কখনও কণ্ঠে, কখনও হৃদয়ে, কখনও নাভিদেশে, ধারণ করিতেছেন।

মনোমোহন কোন্নগর হইতে আসিলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

ঠাকুর আপনাকে এখনও পূজা করিতেছেন। নিজের গলায় পুষ্পমালা দিলেন।

যেন প্রসন্ন হইয়া মনোমোহনকে নির্ম্মাল্য প্রদান করিলেন; মণিকে একটি চম্পক দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[বৌদ্ধধর্ম্ম, নরেন্দ্র ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব।]

বেলা নয়টা হইয়াছে; ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন; ঘরে শশীও আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। নরেন্দ্র আর শশী কি বলছিল—কি বিচার ক'রছিল ?

মাষ্টার (শশীর প্রতি)। কি কথা হচ্ছিল গা ?

শশী। নিরঞ্জন বুঝি বলেছে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। 'ঈশ্বর নাস্তি অস্তি,' এই সব কি কথা হচ্ছিল।

শশী (সহাস্যে)। (নরেন্দ্রকে) ডাক্‌ব ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ডাক্।

নরেন্দ্র আসিয়া উপবেশন করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কর।

(নরেন্দ্রের প্রতি) কি কথা হচ্ছিল, বল্।

নরেন্দ্র। পেট গরম হয়েছে। ও আর কি বোলবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সেরে যাবে।

মাষ্টার (সহাস্যে)। বুদ্ধ অবস্থা কি রকম ?

নরেন্দ্র। আমার কি হ'য়েছে, তাই বোলবো।

মাষ্টার। ঈশ্বর আছেন—তিনি কি বলেন ?

নরেন্দ্র। ঈশ্বর আছেন কি করে বলছেন ? তুমিই জগৎ সৃষ্টি করছো। Berkeley কি বলেছেন, জানো ত।

মাষ্টার। হাঁ তিনি বলেছেন বটে—Their **Esse** is **percipii** The existence of external objects depends upon their perception.) 'যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের কায চলছে ততক্ষণই জগৎ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ। ন্যাংটা বলতো, 'মনেই জগৎ আবার মনেতেই লয় হয়।'

"কিন্তু যতক্ষণ আমি আছে, ততক্ষণ সেব্য সেবকই ভাল।

নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রতি)। বিচার যদি কর, তা হ'লে ঈশ্বর আছেন কেমন করে বলবে। আর বিশ্বাসের উপর যদি যাও, তা হলে সেব্য সেবক মান্‌তেই হবে। তা যদি মানো—আর মানতেই হবে—তা হলে দয়াময়ও বলতে হবে।"

"তুমি কেবল দুঃখটাই মনে করে রেখেছ। তিনি যে এত সুখ দিয়েছেন, তা ভুলে যাও কেন। তাঁর কত কৃপা। তিনটি বড় বড় জিনিষ আমাদের দিয়েছেন—মানুষ জন্ম দিয়েছেন, ঈশ্বরকে জানবার ব্যাকুলতা দিয়েছেন, আর মহাপুরুষের সঙ্গ দিয়েছেন।"

'মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।'

সকলে চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। আমার কিন্তু বেশ বোধ হয়, ভিতরে একটী আছে।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত আসিয়া বসিলেন। হোমিওপ্যাথিক মতে ঠাকুরের চিকিৎসা করিতেছেন। ঔষধাদির কথা হইয়া গেলে, ঠাকুর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মনোমোহনকে দেখাইতেছেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্র বলিতেছেন,—'উনি আমার মামাত ভাইএর ছেলে।'

নরেন্দ্র নীচে আসিয়াছেন। আপনা আপনি একটু গান গাইতেছেন।

'সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ।
সপ্ত লোক ভুলে শোক তোমারে পাইয়ে, কোথা আমি অতি দীন হীন।'

নরেন্দ্রের একটু পেটের অসুখ করিয়াছে। মাষ্টারকে বলিতেছেন—"প্রেম ভক্তির পথে থাক্‌লে দেহের উপর মন আসে। তা না হ'লে আমি কে?—আমি মানুষও নই—দেবতাও নই—আমার সুখও নাই, দুঃখও নাই।'

[ঠাকুরের আত্মপূজা। সুরেন্দ্রের প্রতি প্রসাদ। সুরেন্দ্রের সেবা।]

রাত্রি নয়টা হইল। সুরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা ঠাকুরের কাছে পুষ্পমালা

আনিয়া নিবেদন করিয়াছেন। ঘরে বাবুরাম, নরেন্দ্র, লাটু, মাষ্টার প্রভৃতি আছেন।

ঠাকুর সুরেন্দ্রের মালা নিজে গলায় ধারণ করিয়াছেন। সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

যিনি অন্তরে আছেন, ঠাকুর তাঁহারই বুঝি পূজা করিতেছেন।

হঠাৎ সুরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতেছেন। সুরেন্দ্র শয্যার কাছে আসিলে প্রসাদী মালা (যে মালা নিজে পরিয়াছিলেন) লইয়া নিজে তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন!

সুরেন্দ্র মালা পাইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর আবার তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলিতেছেন। সুরেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ ঠাকুরের পদসেবা করিলেন।

[কাশীপুরে ভক্তগণের সংকীর্ত্তন।]

ঠাকুর যে ঘরে আছেন তাহার পশ্চিম দিকে একটি পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর ঘাটের চাতালে কয়েকটী ভক্ত খোল করতাল লইয়া গান গাইতেছেন। ঠাকুর লাটুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—'তোমরা একটু হরিনাম কর।'

মাষ্টার, বাবুরাম প্রভৃতি এখনও ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। তাঁহারা শুনিতেছেন, ভক্তেরা গাহিতেছেন।

'হরি বোলে আমার গৌর নাচে।'

ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—'তোমরা নীচে যাও। ওদের সঙ্গে গান কর;—আর নাচ্‌বে।'

তাঁহারা নীচে আসিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার লোক পাঠাইয়াছেন। বলেছেন, এই আঁখরগুলি দেবে—১। গৌর নাচতেও জানে রে! ২। গৌরের ভাবের বালাই যাই রে! ৩। গৌর আমার নাচে দুই বাহু তুলে!

কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। সুরেন্দ্র ভাবাবিষ্টপ্রায় হইয়া গান গাইতেছেন—

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা!
আমি তাদের পাগলা ছেলে, আমার মায়ের নাম শ্যামা॥
বাবা বব বম্‌ বলে, মদ খেয়ে মা গায় পড়ে ঢলে,
শ্যামার এলোকেশ দোলে; রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর গাজে,ঐ নূপুর বাজে শুন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(২১এ এপ্রেল ১৮৮৬)

[নরেন্দ্র ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব। ভবনাথ। পূর্ণ। সুরেন্দ্র।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া হীরানন্দ গাড়ীতে উঠিতেছেন। গাড়ীর কাছে নরেন্দ্র, রাখাল, দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত মিষ্টালাপ করিতেছেন। বেলা দশটা হইয়াছে। হীরানন্দ আবার কাল আসিবেন। সে সকল কথা শ্রীকথামৃত দ্বিতীয় ভাগ, সপ্তবিংশ খণ্ডে বিবৃত আছে।

আজ বুধবার, ৯ই বৈশাখ, চৈত্র কৃষ্ণা তৃতীয়া। নরেন্দ্র উদ্যানপথে বেড়াইতে বেড়াইতে মণির সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহার বাটীতে মা ও ভাইদের বড় কষ্ট—এখনও সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন নাই। তজ্জন্য চিন্তিত আছেন।

নরেন্দ্র। বিদ্যাসাগরের ইস্কুলের কর্ম্ম আর আমার দরকার নাই। গয়াতে যাব মনে করছি। একটা জমিদারীর ম্যানেজারের কর্ম্মের কথা এক জন বলেছে।

"ঈশ্বর টীশ্বর নাই!

মণি (সহাস্যে)। সে তুমি এখন বলছ, পরে বলবে না। Scepticism ঈশ্বর লাভের পথের একটা Stage. এই সব Stage পার হলে, আরও এগিয়ে পড়লে, তবে ভগবানকে পাওয়া যায়,—পরমহংসদেব বলেছেন।

নরেন্দ্র। যেমন গাছ দেখছি, অমনি করে কেউ ভগবানকে দেখেছে?

মণি। হাঁ, ঠাকুর দেখেছেন।

নরেন্দ্র। সে মনের ভুল হতে পারে।

মণি। যে যে অবস্থায় যা দেখে, সেই অবস্থায় তা তার পক্ষে reality ('সত্য')। যতক্ষণ স্বপন দেখছো—তুমি একটা বাগানে গিয়েছো,—ততক্ষণ বাগানটী তোমার পক্ষে reality; কিন্তু তোমার অবস্থা বদলালে—যেমন জাগরণ অবস্থায়—তখন তোমার ওটা ভুল বলে বোধ হতে পারে।

"যে অবস্থায়—ঈশ্বর দর্শন করা যায়,—সে অবস্থা হলে তখন reality বোধ হবে।

নরেন্দ্র। আমি **Truth** চাই। সে দিন পরমহংস মশায়ের সঙ্গেই খুব তর্ক করলাম।

মণি (সহাস্যে)। কি হয়েছিল ?

নরেন্দ্র। উনি আমায় বলছিলেন, 'আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।'

"আমি বল্লাম, হাজার লোকে ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে না বোধ হয়, ততক্ষণ বোলবো না।"

"তিনি বল্লেন—'অনেকে যা বলবে, তাই ত সত্য—তাই ত ধর্ম্ম !'

"আমি বল্লাম, আমি নিজে ঠিক না বুঝলে অন্য লোকের কথা শুনবো না।

মণি (সহাস্যে)। তোমার ভাব Copernicus, Berkeley,—এদের মত। জগতের লোক বলছে—সূর্য্যই চল্‌ছে, Copernicus তা শুনলে না;—জগতের লোক বলছে external world (জগৎ) আছে, Berkeley তা শুনলে না। তাই Lewis বলেছেন, 'Why was not Berkeley a philosophical Copernicus ?'

নরেন্দ্র। এক খানা History of Philosophy দিতে পারেন ?

মণি। কি, Lewis ?

নরেন্দ্র। না, Ueberweg ;—German পড়তে হবে।

মণি। তুমি বলছো, 'সামনে গাছের মতন কেউ কি দেখেছে !' তা ঈশ্বর মানুষ হয়ে যদি এসে বলেন, 'আমি ঈশ্বর !' তা হ'লে তুমি কি বিশ্বাস করবে ? তুমি Lazarusএর গল্প ত জান ? যখন Lazarus পরলোকে গিয়ে Abrahamকে বল্লে যে, আমি আত্মীয় বন্ধুদের বলে আসি যে, সত্যই পরলোক আর নরক আছে। Abraham বল্লেন, তুমি গিয়ে বল্লে কি তারা বিশ্বাস করবে ? তারা বলবে, কে একটা জোচ্চোর এসে এই সব কথা বলছে !

"ঠাকুর বলেছেন, তাঁকে বিচার করে জানা যায় না। বিশ্বাসেই সমস্ত হয়,—জ্ঞান বিজ্ঞান। দর্শন, আলাপ,—সব।

ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার অন্নচিন্তা হইয়াছে। তিনি মাষ্টারের কাছে আসিয়া বলিতেছেন, 'বিদ্যাসাগরের নূতন ইস্কুল হবে, শুনলাম। আমারও তো খ্যাটের জোগাড় করতে হবে। ইস্কুলের একটা কাজ করলে হয় না ?'

[রামলাল। পূর্ব্বের গাড়ীভাড়া। সুরেন্দ্রের খসখসের পরদা।]

বেলা তিনটে চারটে হইবে। ঠাকুর শুইয়া আছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল পদসেবা করিতেছেন। ঘরে সিঁতির গোপাল ও মণি আছেন। রামলাল দক্ষিণেশ্বর হইতে আজ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন।

ঠাকুর মণিকে জানালা বন্ধ করিয়া দিতে বলিতেছেন—ও পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে।

শ্রীযুক্ত পূর্ণকে গাড়ী ভাড়া করিয়া কাশীপুরের উদ্যানে আসিতে বলিয়াছিলেন। তিনি দর্শন করিয়া গিয়াছেন। গাড়ীভাড়া মণি দিবেন। ঠাকুর গোপালকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'এঁর কাছে টাকা পেয়েছ?' গোপাল বলিতেছেন,—'আজ্ঞা হাঁ'।

রাত নয়টা হইল। সুরেন্দ্র, রাম, প্রভৃতি কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

বৈশাখ মাসের রৌদ্র—দিনের বেলা ঠাকুরের ঘর বড়ই গরম হয়। সুরেন্দ্র তাই খস্‌খস্ আনিয়া দিয়াছেন। পরদা করিয়া জানালায় টাঙ্গাইয়া দিলে ঘর বেশ ঠাণ্ডা হইবে।

সুরেন্দ্র। কৈ খস্‌খস্ কেউ পরদা করে টাঙ্গিয়ে দিলে না?—কেউ মনোযোগ করে না!

একজন ভক্ত (সহাস্যে)। ভক্তদের এখন ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা। এখন সোঽহং;—জগৎ মিথ্যা। আবার 'তুমি প্রভু, আমি দাস' এই ভাব যখন আসবে তখন এই সব সেবা হবে! (সকলের হাস্য।)

পঞ্চম ভাগ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পঞ্চম ভাগে ও পরে অন্যান্য ভাগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক কথা আবার বলিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি মঙ্গলবার, ১০ই আশ্বিন, ১৩১৭। নবম্যাদি কল্পারম্ভ ও দেবীর বোধন। ২৭এ সেপ্টেম্বর, ১৯১০।

পরিশিষ্ট ঠাকুরের শ্রীমুখকথিতচরিতামৃত অবলম্বন করিয়া তাঁহার জন্ম, বাল্য, সাধনাবস্থা, ভক্ত সমাগম, ইত্যাদি কথা ধারাবাহিক রূপে বলিবার ও ইচ্ছা রহিল। শ্রীম—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

চতুর্থ ভাগ-বরাহনগর মঠ।

২১, ২২ অক্টোবর, ১৮৮৭।

[নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি মঠের ভাইদের ৺ শিবরাত্রি ব্রত।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বরাহনগর মঠ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি আজ ৺ শিবরাত্রির উপবাস করিয়া আছেন। দুই দিন পরে ঠাকুরের জন্মতিথি পূজা হইবে।

বরাহনগর মঠ সবে পাঁচ মাস স্থাপিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যধামে বেশী দিন যান নাই। নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি ভক্তদের তীব্র বৈরাগ্য। এক দিন শ্রীযুক্ত রাখালের পিতা তাঁহাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলেন। রাখাল পিতাকে বলিলেন, "কেন আপনারা কষ্ট করে আসেন! আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদের ভুলে যাই!" সকলেরই তীব্র বৈরাগ্য! সর্ব্বদা সাধন ভজন লইয়া আছেন। এক উদ্দেশ্য—কিসে ভগবান দর্শন হয়।

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা কখনও জপ ধ্যান করেন, কখনও শাস্ত্র পাঠ করেন। নরেন্দ্র বলেন, "গীতায় ভগবান্ যে নিষ্কাম কর্ম্ম করতে বলেন,—সে পূজা, জপ, ধ্যান এই সব কর্ম্ম—অন্য কর্ম্ম নহে।"

আজ সকালে নরেন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহার বাটীর মোকদ্দমার তদ্বির করিতে হইতেছে। আদালতে সাক্ষী দিতে হয়।

মাষ্টার বেলা নয়টার সময় মঠে উপনীত হইয়াছেন। তিনি দানাদের ঘরে প্রবেশ করিলে পর, তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীযুক্ত তারক আনন্দে শিবের গান ধরিলেন—'তা থৈয়া তা থৈয়া নাচে ভোলা!'

তাঁহার গানের সহিত রাখালও যোগ দিলেন। আর গান গাহিয়া দুইজনেই নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন।

'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বববম্ বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল মাল॥
গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে।
ধক ধক ধক মৌলি বন্ধ, জ্বলে শশাঙ্ক ভাল॥

মঠের ভায়েরা সকলে উপবাস করিয়া আছেন। ঘরে এখন নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, কালী, বাবুরাম, তারক, হরীশ, সিঁতির গোপাল, শারদা, মাষ্টার আছেন। যোগিন, লাটু, শ্রীবৃন্দাবনে আছেন। তাঁহারা এখনও মঠ দেখেন নাই।

আজ সোমবার ৺শিবরাত্রি। আগামী শনিবারে শরৎ, কালী, নিরঞ্জন, শারদা, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনার্থ, ৺পুরীধামে যাত্রা করিবেন।

শ্রীযুক্ত শশী দিনরাত ঠাকুরের সেবা লইয়া আছেন।

পূজা হইয়া গেল। শরৎ তানপুরা লইয়া গান গাহিতেছেন।—

শিব শঙ্কর বম্ বম্ (ভোলা), কৈলাস পতি মহারাজ রাজ!
উড়ে শৃঙ্গ কি খেয়াল, গলে ব্যাল মাল, লোচন বিশাল, লালে লাল;
ভালে চন্দ্র শোভে, সুন্দর বিরাজে।

নরেন্দ্র কলিকাতা হইতে এই মাত্র আসিয়াছেন। এখনও স্নান করেন নাই। কালী নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মোকদ্দমার কি খবর'?

নরেন্দ্র (বিরক্ত হইয়া)। তোদের ও সব কথায় কাজ কি?

নরেন্দ্র তামাক খাইতেছেন ও মাষ্টার প্রভৃতির সহিত কথা কহিতেছেন। "কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে হ'বে না। কামিনী নরকস্য দ্বারম্। যত লোক স্ত্রীলোকের বশ। শিব আর কৃষ্ণ এদের আলাদা কথা। শক্তিকে শিব দাসী করে রেখে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সংসার করেছিলেন বটে, কিন্তু কেমন নির্লিপ্ত!— ফস্ করে বৃন্দাবন কেমন ত্যাগ করলেন।"

রাখাল। আবার দ্বারিকা কেমন ত্যাগ করলেন!

নরেন্দ্র গঙ্গাস্নান করিয়া মঠে ফিরিলেন। হাতে ভিজে কাপড় ও গামছা। শারদা এতক্ষণ সমস্ত গায়ে মাটি মাখা—আসিয়া নরেন্দ্রকে সাষ্টাঙ্গ হইয়া নমস্কার করিলেন। তিনিও শিবরাত্রের উপবাস করিয়াছেন —গঙ্গাস্নানে যাইবেন। নরেন্দ্র ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন। ও উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎ কাল ধ্যান করিলেন।

ভবনাথের কথা হইতেছে। ভবনাথ বিবাহ করিয়াছেন, কর্ম্ম কাজ করিতে হইতেছে। নরেন্দ্র বলিতেছেন, "ওরা ত সংসারী কীট!"

অপরাহ্ন হইল। শিবরাত্রির পূজার আয়োজন হইতেছে। বেল কাঠ ও বিল্বপত্র আহরণ করা হইল। পূজান্তে হোম হইবে।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুরঘরে ধূনা দিয়া শশী অন্যান্য ঘরেও ধূনা লইয়া

গেলেন। প্রত্যেক দেবদেবীর পটের কাছে প্রণাম করিয়া অতি ভক্তিভরে নাম উচ্চারণ করিতেছেন। "শ্রীশ্রীগুরুদেবায় নমঃ! শ্রীশ্রীকালিকায়ৈ নমঃ! শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরামেভ্যো নমঃ! শ্রীশ্রীষড়্‌ভূজায় নমঃ! শ্রীশ্রীরাধা-বল্লভায় নমঃ! শ্রীনিত্যানন্দায়, শ্রীঅদ্বৈতায়, শ্রীভক্তেভ্যো নমঃ! শ্রীগোপালায়, শ্রীশ্রীযশোদায়ৈ নমঃ! শ্রীরামায়, শ্রীলক্ষ্মণায়, শ্রীবিশ্বামিত্রায় নমঃ!

মঠের বেলতলায় শিবপূজার আয়োজন। রাত্রি নয়টা হইয়াছে। এইবার প্রথম পূজা হইবেক। সাড়ে এগারটার সময়, দ্বিতীয় পূজা। চারি প্রহরে চার পূজা। নরেন্দ্র, রাখাল, শরৎ, কালী, সিঁতির গোপাল প্রভৃতি মঠের ভাইরা সকলেই বেলতলায় উপস্থিত। ভূপতি ও মাষ্টার ও আছেন। মঠের ভাইদের মধ্যে এক জন পূজা করিতেছেন।

কালী গীতা পাঠ করিতেছেন। সৈন্যদর্শন,—সাঙ্খ্য যোগ,—কর্ম্মযোগ। পাঠের মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রের সহিত কথা ও বিচার হইতেছে।

কালী। আমিই সব। আমি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছি।

নরেন্দ্র। আমি সৃষ্টি কর্‌ছি কই? আর এক শক্তিতে আমায় করাচ্ছে! এই নানা কার্য্য,—চিন্তা পর্য্যন্ত,—তিনি করাচ্ছেন।

মাষ্টার (স্বগতঃ)। ঠাকুর বলেন, যতক্ষণ আমি 'ধ্যান করছি' এই বোধ, ততক্ষণ আদ্যাশক্তির এলাকা! **শক্তি মানতে হবেই।**

কালী নিস্তব্ধ হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতেছেন। তার পর বলিতেছেন—"কার্য্য যা বল্লে ও সব মিথ্যা!—চিন্তা আদপেই হয় নাই—ও সব মনে কল্লে হাসি পায়—"

নরেন্দ্র। "সোঽহং" বল্‌লে যে 'আমি' বোঝায়, সে এ 'আমি' নয়। মন, দেহ, এ সব বাদ দিলে যা থাকে সেই 'আমি'।

গীতাপাঠান্তে কালী শান্তিবাদ করিতেছেন—শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

এই বার নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য গীত করিতে করিতে বিল্বমূল বার বার পরিক্রমণ করিতেছেন। মাঝে মাঝে সমস্বরে **শিব গুরু! শিব গুরু!** এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন।

গভীর রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথি। চারি দিক অন্ধকার! জীব জন্তু সকলই নিস্তব্ধ!

গৈরিক-বস্ত্রধারী; এই কৌমার-বৈরাগ্যবান্‌, ভক্তগণের কণ্ঠে উচ্চারিত—

শিবগুরু! শিবগুরু! এই মহামন্ত্রধ্বনি মেঘগম্ভীর রবে অনন্ত আকাশে উঠিয়া **অখণ্ড সচ্চিদানন্দে** লীন হইতে লাগিল!

পূজা সমাপ্ত হইল। অরুণোদয় হয় হয়! নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে গঙ্গাস্নান করিলেন।

সকাল হইল। স্নানান্তে ভক্তগণ মঠে ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণামানন্তর দানাদের ঘরে* (অর্থাৎ বৈটকখানা ঘরে) ক্রমে ক্রমে আসিয়া একত্রিত হইতেছেন। **নরেন্দ্র** সুন্দর নব গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। বসনের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তাঁহার মুখের ও দেহের তপস্যাসম্ভূত অপূর্ব্ব স্বর্গীয় পবিত্র জ্যোতিঃ মিশাইয়াছে! বদনমণ্ডল তেজঃ পরিপূর্ণ, আবার প্রেমানুরঞ্জিত! যেন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরের একটী ফুট জ্ঞানভক্তি শিখাইবার জন্য দেবদেহ ধারণ করিয়াছেন—অবতার লীলায় সহায়তার জন্য! যে দেখিতেছে, সে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছে না! নরেন্দ্রের বয়ঃক্রম ঠিক চতুর্ব্বিংশতি বৎসর। ঠিক এই বয়সে শ্রীচৈতন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভক্তদের পারণের জন্য শ্রীযুক্ত বলরাম তাঁহার বাটী হইতে ফল মিষ্টান্নাদি পূর্ব্বদিনেই (শিবরাত্রির দিনে) পাঠাইয়াছেন।

রাখাল প্রভৃতি দু একটী ভক্ত সঙ্গে নরেন্দ্র ঘরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতেছেন। একটী দুটী খাইয়াই আনন্দ করিতে করিতে বলিতেছেন, 'ধন্য বলরাম!' 'ধন্য বলরাম!' (সকলের হাস্য।)

এইবার নরেন্দ্র বালকের ন্যায় রহস্য করিতেছেন। রসগোল্লা মুখে করিয়া একবারে স্পন্দহীন! চক্ষু নিমেষশূন্য! নরেন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া একজন ভক্ত ভাণ করিয়া তাঁহাকে ধারণ করিলেন—পাছে পড়িয়া যান!

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র—(রসগোল্লা মুখে রহিয়াছে)—চোখ চাহিয়া বলিতেছেন, 'আমি—ভাল—আছি!' (সকলের উচ্চহাস্য।)

মাষ্টার প্রভৃতিকে সিদ্ধি ও ৺প্রসাদ মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইল।

মাষ্টার আনন্দের হাট দেখিতেছেন। ভক্তেরা জয়ধ্বনি করিতেছেন।—

'জয় গুরু মহারাজ! জয় গুরু মহারাজ!'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

দৈনিক চরিত্র ১৮৮২-১৮৮৬।



প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

উপক্রমণিকা—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত। ১ম ভাগ।

কালীবাড়ী ও উদ্যান। ১ম ভাগ, ১ম খণ্ড।

দক্ষিণেশ্বর, ১৮৮২।

১৮৮২ খৃঃ মার্চ্চ, বসন্তকাল, ফাল্গুন মাস, রবিবার; দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়—শ্রীযুক্ত মাষ্টারের প্রথম দর্শন। সন্ধ্যার সময়। শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি অবস্থা দর্শন। মাষ্টারের সহিত নানা বিষয়ে কথা। নরেন্দ্রাদির সহিত কথা। ঠাকুরের গান। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের গান। (১মভাগ, ১ম খণ্ড)।

উপস্থিত—মাষ্টার, নরেন্দ্র, ভবনাথ, রামলাল, প্রভৃতি।

৫-৮-৮২ শ্রাবণ-কৃষ্ণা-ষষ্ঠী। কলিকাতা। বিদ্যাসাগরের বাদুড় বাগানের বাড়ীতে শুভাগমন। (বেলা ৫টা হইতে ৯টা)।

বিষয়—বিদ্যাসাগরের সহিত কথা। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্ম-যোগ। গান ও সমাধি। বলরামের আগমন ও দর্শন।

উপস্থিত—ভবনাথ, মাষ্টার, হাজরা প্রভৃতি। (৩য় ভাগ, ১ম খণ্ড)।

২৪-৮-৮২ শ্রাবণ-শুক্লা-দশমী। দক্ষিণেশ্বর। বৈকাল ও সন্ধ্যা।

বিষয়—মণি প্রভৃতির প্রতি উপদেশ। যোগতত্ত্ব ও মহামায়া।

উপস্থিত—রাখাল, মাষ্টার, হাজরা প্রভৃতি। (৩য় ভাগ, ২য় খণ্ড)।

১৬, ১৭-১০-৮২ আশ্বিন-শুক্লা-চতুর্থী, পঞ্চমী। দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়—নরেন্দ্রাদির সহিত কথা। শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত—ঠাকুরের প্রথম ঈশ্বর দর্শন ও ভাবাবস্থা। নরেন্দ্রাদি সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনানন্দ ও নৃত্য। নরেন্দ্র এখনও ব্রাহ্মসমাজে। নরেন্দ্রের পঞ্চবটীতে ধ্যান।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার, হাজরা, নরেন্দ্রের দুই একটী ব্রাহ্মবন্ধু, নানকপন্থী সাধু প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ১ম খণ্ড)।

২২-১০-৮২ আশ্বিন-শুক্লা-দশমী। বিজয়া। দক্ষিণেশ্বর। অপরাহ্ণ।

বিষয়—মণি ও বলরামের সহিত কথা। মণি ও মাতৃধ্যান। শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত—শ্রীবৃন্দাবন দর্শন। (৩য় ভাগ, ৩য় খণ্ড)।

উপস্থিত—রাখাল, হাজরা, মণি, বলরাম প্রভৃতি।

২৭-১০-৮২ কোজাগর-পূর্ণিমা। কেশবের সঙ্গে, গঙ্গাবক্ষে ও রাজপথে। (বেলা ৫টা হইতে রাত ৮টা)।

বিষয়—শ্রীযুক্ত কেশব সেন প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে নৌকাবিহার। সমাধি। ব্রহ্ম ও শক্তি। ঠাকুরের গান। (১ম ভাগ, ২য় খণ্ড)।

উপস্থিত—কেশব, নীলমাধব, কৃষ্ণবিহারী, নন্দলাল; মাষ্টারাদি।

২৮-১০-৮২ আশ্বিন-কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া, সিঁতি ব্রাহ্মসমাজে। বেণী পালের উদ্যানবাটীতে উৎসব। বেলা ৩।৪টা হইতে রাত ৯।১০টা।

উপস্থিত—শিবনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তগণ। ভবনাথ, মাষ্টার বেণীপাল প্রভৃতি। (১ম ভাগ, ৩য় খণ্ড)।

১৬-১২-৮২ অগ্রহায়ণ-শুক্লা-চতুর্থী। দক্ষিণেশ্বর। বেলা ২।৩টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। (১ম ভাগ, চতুর্থ খণ্ড)।

বিষয়—বিজয় (গোস্বামী) প্রভৃতির প্রতি উপদেশ।

উপস্থিত—বিজয় (গোস্বামী), নবকুমার, বলরাম, মাষ্টার প্রভৃতি।

দক্ষিণেশ্বর, ১৮৮৩।

১-১-৮৩ অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাষ্টমী। দক্ষিণেশ্বর-মন্দির। সকাল হইতে।

বিষয়—প্রাণকৃষ্ণের প্রতি উপদেশ। বেদান্ত। কেদারের গোপীভাব ও ঠাকুরের সমাধি। বৈরাগীর গান। মাড়োয়ারী ভক্তদের প্রতি উপদেশ।

উপস্থিত—প্রাণকৃষ্ণ, রাখাল, মাষ্টার, কেদার, মাড়োয়ারী ভক্ত, হাজরা, আগড়পাড়ার আশু, বৈরাগী গায়ক। (৪র্থ ভাগ, ১ম খণ্ড)।

২৫-২-৮৩ মাঘ-কৃষ্ণা-তৃতীয়া। দক্ষিণেশ্বর। মধ্যাহ্নের পর।

বিষয়—নিত্যগোপালাদির প্রতি উপদেশ। (৪র্থ ভাগ, ২য় খণ্ড)।

উপস্থিত—নিত্যগোপাল, রাম, কেদার, জ্ঞানবাবু, রাখাল, মাষ্টার।

১১-৩-৮৩ ফাল্গুন-শুক্লা-দ্বিতীয়া। দক্ষিণেশ্বরে জন্ম-মহোৎসব।

বিষয়—রামনামে সমাধি। অখণ্ড ও অবতার। পঞ্চবটীমূলে কীর্ত্তন। রামাদি ভক্তদের পূজা ও ঠাকুরের সমাধি। গোস্বামীর প্রতি উপদেশ।

উপস্থিত—ভবনাথ, রাখাল, ভবনাথের বন্ধু কালীকৃষ্ণ, মাষ্টার, রাম, নিত্যগোপাল, কেদার, দক্ষিণেশ্বরনিবাসী বেদান্তবাদী গৃহস্থ, গোস্বামী, রাখালের বাপ, গিরীন্দ্র, রামলাল, বৃন্দে ঝি। ত্রৈলোক্যবাবু। (২য় ভাগ, ২য় খণ্ড)।

২৯-৩-৮৩ ফাল্গুন-কৃষ্ণা-পঞ্চমী। দক্ষিণেশ্বর (মধ্যাহ্নের পর)।

বিষয়—ব্রাহ্মভক্ত ত্রৈলোক্য ও অমৃতের সহিত কথা। রাখাল দৃষ্টে ঠাকুরের সমাধি। গেরুয়া বসন ও সন্ন্যাসী। মিথ্যা ও নববৃন্দাবন নাটক। নিত্যসিদ্ধ। সমাধিতত্ত্ব। (১ম ভাগ, ৫ম খণ্ড)।

উপস্থিত—রাখাল, মাষ্টার, ব্রাহ্মভক্ত ত্রৈলোক্য ও অমৃত প্রভৃতি।

৭-৪-৮৩ ফাল্গুন অমাবস্যা। বলরাম মন্দিরে (মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন)।

বিষয়—নরেন্দ্রের গান। ব্রাহ্মভক্তের সহিত কথা। পঞ্চদশী। সংসারী ও শাস্ত্রার্থ। রামদয়াল (পীড়িত) দেখিয়া কুশল প্রশ্ন। (৪র্থ ভাগ, ৩য় খণ্ড)।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, মাষ্টার, ব্রাহ্মভক্ত, প্রভৃতি।

৮-৪-৮৩ চৈত্র-শুক্লা-প্রতিপদ। দক্ষিণেশ্বর (মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন)।

বিষয়—মণিলালের সহিত কথা। কাশী দর্শন। প্রেমতত্ত্ব। রামলালের গান ও সমাধি। অধরের প্রথম দর্শন। (২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড)।

উপস্থিত—মণিলাল, ঠাকুরদাস প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তগণ। রাখাল।

১৫-৪-৮৩ চৈত্র-শুক্লা-অষ্টমী। সুরেন্দ্রের বাটীতে ৺অন্নপূর্ণাপূজা।

বিষয়—উকিল বৈদ্যনাথের সহিত কথা। Free Will. সংকীর্ত্তন ও সমাধি। ভক্তসঙ্গে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দর্শন। অপরাহ্ন ও রাত্রি। (২য়, ৪র্থ)।

উপস্থিত—রাখাল, সুরেন্দ্র, মাষ্টার, উকীল বৈদ্যনাথ প্রভৃতি।

২-৫-৮৩ চৈত্র-কৃষ্ণা-দশমী। নন্দনবাগান, ৺কাশীশ্বর মিত্রের বাড়ীতে,—ব্রাহ্মসমাজে। অপরাহ্ন ও সন্ধ্যার পর।

বিষয়—শ্রীজানকী ঘোষালের সহিত কথা। ব্রহ্মোপাসনা। 'ছয় রিপু—মোড় ফিরাও'। অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ। পংক্তিতে বসিয়া ব্রাহ্ম ভক্তদের সহিত ঠাকুরের ভোজন।

উপস্থিত—রাখাল, মাষ্টার, জানকী, রবীন্দ্র (ঠাকুর), উকীল ৺ভৈরব বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি। (৪র্থভাগ, ৪র্থ খণ্ড)।

২-৬-৮৩ বৈশাখ-কৃষ্ণা-দ্বাদশী। কলিকাতা, রাম বাবুর বাড়ী।

বিষয়—শ্রীভাগবত-কথা, গোপী-প্রেম। অপরাহ্ন ও রাত্রি।

উপস্থিত—রাম, কথক ঠাকুর, মাষ্টার প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ৫ম খণ্ড)

৪-৬-৮৩ বৈশাখ-কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী। সাবিত্রী চতুর্দ্দশী। দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়—শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত—ঠাকুরের প্রেমোন্মাদ। গুরুর কৃপা। মণিলাল ও নিরাকার-বাদ। ভগবতী দাসীর সহিত জানবাজারের কথা। গান। (বেলা ৯টা হইতেও মধ্যাহ্নের পর)।

উপস্থিত—মণিলাল, রাখাল, ত্রৈলোক্য বিশ্বাস, পূজারী রাম চাটুয্যে, মাষ্টার ; ভগবতী দাসী প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ খণ্ড)।

৫-৬-৮৩ বৈশাখ-অমাবস্যা। দক্ষিণেশ্বর। অপরাহ্ণ।

বিষয়—শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত। হাজরা অবতার মানিতেছেন না। মণির সহিত ঠাকুরের নিভৃতে কথা।

উপস্থিত—হাজরা, রাখাল, মণি প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ৭ম খণ্ড)।

৮-৬-৮৩ জ্যৈষ্ঠ-শুক্লা-তৃতীয়া। দক্ষিণেশ্বর। সন্ধ্যার পর।

বিষয়—ঠাকুরের সমাধি ও শ্রীচরণ পূজা। তারকের প্রতি স্নেহ। অবতার ও পার্ষদ। (৪র্থ ভাগ, ৫ম খণ্ড)।

উপস্থিত—রাখাল, রাম, কেদার, তারক, মাষ্টার প্রভৃতি :

১৫-৬-৮৩ জ্যৈষ্ঠ-শুক্লা-দশমী। দশহরা। দক্ষিণেশ্বর। দ্বিপ্রহর।

বিষয়—রাখালের বাপের শ্বশুরের সহিত গৃহস্থাশ্রমের কথা।

উপস্থিত—অধর, মাষ্টার, রাখালের বাপ, রাখালের বাপের শ্বশুর, প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ৮ম খণ্ড)।

১৮-৬-৮৩ জ্যৈষ্ঠ-শুক্লা-ত্রয়োদশী। পেনেটীর মহোৎসবক্ষেত্রে।

বিষয়—রাঘব-মন্দিরে ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আঙ্গিনায় নৃত্য। নবদ্বীপ গোস্বামীর প্রতি উপদেশ। মতি শীলের ঠাকুরবাটী দর্শন ও নিরাকার ধ্যান সম্বন্ধে উপদেশ। বেলা ১টা, অপরাহ্ণ। (৪র্থ ভাগ, ৬ষ্ঠ খণ্ড)।

উপস্থিত—রাখাল, রাম, মাষ্টার, ভবনাথ, নবদ্বীপ, মণি সেন।

২১-৭-৮৩ আষাঢ়-কৃষ্ণা-প্রতিপদ। কলিকাতা। অধর, যদু মল্লিক ও খেলাত ঘোষের বাটীতে শুভাগমন। বেলা ৪টা হইতে রাত্রি।

বিষয়—অধরের বাটীতে গাড়ী করিয়া যাইবার সময় মণির সহিত কথা। অধরের বাড়ীতে কীর্ত্তন। যদু মল্লিকের বাড়ীতে ৺ সিংহবাহিনীর সম্মুখে কীর্ত্তন ও সমাধি। খেলাতঘোষের বাড়ীতে বৈষ্ণবভক্ত সঙ্গে।

উপস্থিত—রামলাল, মণি, অধর, যদু মল্লিক, খেলাত ঘোষের বাটীতে বৈষ্ণব ভক্ত। (৩য় ভাগ, ৪র্থ খণ্ড)।

২২-৭-৮৩ আষাঢ়-কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া। দক্ষিণেশ্বর। দ্বিপ্রহরের পর।

বিষয়—মণি মল্লিকের কাশী-পর্য্যটন-বৃত্তান্ত কথন। বেলঘরের গোবিন্দ প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব ও আদ্যাশক্তি বিষয়ে কথোপকথন ও তাঁহাদের প্রতি উপদেশ। পণ্ডিত পদ্মলোচন।

উপস্থিত—অধর, মাষ্টার, রাখাল, মণি মল্লিক, গোবিন্দ মুখুয্যে ও তাঁহার বন্ধুগণ প্রভৃতি। (১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ খণ্ড)।

১৯-৮-৮৩ শ্রাবণ-কৃষ্ণা-প্রতিপদ। দক্ষিণেশ্বর (মধ্যাহ্ন হইতে)।

বিষয়—চাষাধোপা পাড়ায় সিংহবাহিনী দর্শন, তাহার কথা। ঠাকুরের বিষ্ণুপুরে মৃন্ময়ী দর্শন। কালুবীর, শ্রীমন্ত, দেবকী ও পাণ্ডবদের সুখ দুঃখ। নরেন্দ্রের গান ও ঠাকুরের সমাধি। জ্ঞান ও ভক্তি। (১ম ভাগ, ৭ম খণ্ড)।

উপস্থিত—মাষ্টার, অধর, বলরাম, নরেন্দ্র, কাপ্তেন, কিশোরী।

২০-৮-৮৩ শ্রাবণ-কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া। দক্ষিণেশ্বর (রাত্রি)।

বিষয়—মণি ও শ্রীযুক্ত হরি চৌধুরীর সহিত কথা। হৃদয়ের অসুখের কথা। ঠাকুরের ব্রহ্ম দর্শনের লক্ষণ। (৩য় ভাগ, ৫ম খণ্ড)।

উপস্থিত—মাষ্টার, হরি চৌধুরী, রামলাল, রাম চাটুয্যে, হাজরা।

৭-৯-৮৩ ভাদ্র-শুক্ল-ষষ্ঠী। দক্ষিণেশ্বর (রাত্রি)।

বিষয়—মণির সঙ্গে নিভৃতে কথা। অবতার-তত্ত্ব।

উপস্থিত—মণি প্রভৃতি। (৩য় ভাগ, ৫ম খণ্ড)।

৯-৯-৮৩ ভাদ্র-শুক্লা-সপ্তমী। দক্ষিণেশ্বর। দ্বিপ্রহরের পর।

বিষয়—রতনের সহিত কথা। তান্ত্রিক বাবুদের সহিত কথা,—অচলানন্দের সংসার ত্যাগ। মণির সহিত কথা—চিন্ময় রূপ কি। (৩য়, ৬ষ্ঠ)।

২৬-৯-৮৩ ভাদ্র-কৃষ্ণা-দশমী। দক্ষিণেশ্বর (বেলা ৩টা হইতে)।

বিষয়—মাষ্টার প্রভৃতির সহিত কথা। কলিযুগে বেদমত চলে না—নারদীয় ভক্তি। সচ্চিদানন্দই গুরু।

উপস্থিত—রাখাল, মাষ্টার, কিশোরী, হাজরা প্রভৃতি (২য়, ৯ম)।

২৬-১১-৮৩ কার্ত্তিক-কৃষ্ণা-একাদশী। সিঁদুরিয়াপটি ব্রাহ্মসমাজে।

বিষয়—ব্রাহ্মোপাসনা কালে ঠাকুরের সমাধি। মাষ্টার, বিজয় প্রভৃতির সহিত কথা—কর্ম্ম করলেই ঝঞ্ঝাট—ঈশ্বরে প্রেম হ'লে কর্ম্মত্যাগ হয়। সন্ন্যাসী সঞ্চয় করে না। (১ম ভাগ, ৮ম খণ্ড)।

উপস্থিত—বিজয়, মাষ্টার, রজনী, মণি মল্লিক ও ব্রাহ্মভক্তগণ।

২৮-১১-৮৩ কার্ত্তিক-কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী। কলিকাতা, কমল কুটীর, শ্রীযুক্ত কেশব সেনের বাটী। (অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা)।

বিষয়—ঠাকুরের সমাধি। কেশবের সহিত কথা। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে উপদেশ। কেশবের মা বল্‌ছেন, "কেশবকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

উপস্থিত—রাখাল, লাটু, মাষ্টার, কেশব, প্রসন্ন, উমানাথ, অমৃত, কেশবের বড় ছেলে ও কেশবের শিষ্যেরা। (২য় ভাগ, ১০ম খণ্ড)।

২৮-১১-৮৩ কার্ত্তিকা-কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী। জয়গোপালের বাড়ী।

বিষয়—বৈকুণ্ঠ ও প্রতিবেশীর সহিত গৃহস্থাশ্রমের কথা। উপায়, ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া। (সন্ধ্যা, ৭টার পর)। (১ম ভাগ, ৯ম খণ্ড)।

উপস্থিত—জয়গোপাল, বৈকুণ্ঠ, মাষ্টার, জয় গোপালের প্রতিবেশী।

৯-১২-৮৩ অগ্রহায়ণ-শুক্লা-দশমী। দক্ষিণেশ্বর। (বেলা ১টা)

বিষয়—মণির সহিত অন্তরঙ্গদের কথা। ভক্তমাল পাঠ শ্রবণ।

উপস্থিত—অধর, মনোমোহন, ঠন্‌ঠনের শিবচন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার, হরীশ। (২য় ভাগ, ১১শ খণ্ড)।

১৪-১২-৮৩ অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা। দক্ষিণেশ্বর

বিষয়—রামলালের কাছে অধ্যাত্ম-রামায়ণ শ্রবণ। পরশুরামের স্তব ও গুহক চণ্ডালের কথা। কাঁসারিপাড়ার ভক্তদের নিকট বামাচারের নিন্দা। দাদা মধুসূদনের কথা। মণির থাকিবার বন্দোবস্ত। (২য় ভাগ, ১২শ খণ্ড)।

উপস্থিত—রামলাল, রাখাল, লাটু, মণি, শ্যাম ডাক্তার, কাঁসারিপাড়ার ভক্তগণ, Broughton Institution এর শিক্ষক ও ছাত্র।

১৫-১২-৮৩ অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-প্রতিপদ। দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে। সকাল।

বিষয়—শ্রীযুক্ত রামলালের ভক্তমাল পাঠ। প্রহ্লাদচরিত্র-কথা। যোষিৎসঙ্গ নিন্দা। রাখালের Smiles Self-help পাঠ। (৪র্থ ভাগ, ৭ম খণ্ড)।

উপস্থিত—রামলাল, রাখাল, লাটু, হরীশ, মাষ্টার; বৈষ্ণবচরণ।

১৬-১২-৮৩ অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া। দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে।

বিষয়—ঠাকুরের ভাবাবেশ ও সীতার ন্যায় ব্যাকুলতা। জনায়ের মুখুয্যে প্রভৃতির সহিত কথা। বেদান্তের অতি গূহ্য ব্যাখ্যা। জগৎ কি মিথ্যা? (বেলা ১০টা)। (৪র্থ ভাগ, ৭ম খণ্ড)।

উপস্থিত—মণি, রাখাল, লাটু, হরীশ, যোগীন, প্রাণকৃষ্ণের জ্ঞাতি।

১৭-১২-৮৩ অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-তৃতীয়া। দক্ষিণেশ্বর (বেলা ৮টা)।

বিষয়—মণি, মধু ডাক্তার, প্রভৃতি সঙ্গে। সচ্চিদানন্দে প্রেমই উদ্দেশ্য। শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত—'রাম রাম' করিয়া পাগল। রামলালা।

উপস্থিত—মণি, রাখাল, লাটু, মধুডাক্তার, মণি মল্লিক। (৪র্থ, ৭ম)।

১৯-১২-৮৩ অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-পঞ্চমী। দক্ষিণেশ্বর। (বেলা ৯টা)।

বিষয়—মণির সহিত কামিনীকাঞ্চনত্যাগ ও সমাধির কথা।

উপস্থিত—মণি প্রভৃতি (৪র্থ ভাগ, ৭ম খণ্ড)।

২৩-১২-৮৩ অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-নবমী। দক্ষিণেশ্বর (বেলা ৯টা)।

বিষয়—নীলকণ্ঠের দেশের বৈষ্ণবের গান। রাখাল, হাজরা, মণি প্রভৃতির সম্মুখে ঠাকুরের সমাধি ও পরমহংস অবস্থা।

উপস্থিত—রাখাল, লাটু, হরীশ, মণি, মনোমোহন, হাজরা, নীলকণ্ঠের দেশের বৈষ্ণব, প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ৮ম খণ্ড)।

২৪-১২-৮৩ অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-দশমী। দক্ষিণেশ্বর। (বেলা ১টা)।

বিষয়—ঝাউতলায় কথা। শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত। ঠাকুরের জন্ম-কথা। ঠাকুর কি অবতার? সুরেন্দ্র, রাম, প্রভৃতির সহিত কথা। ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবনদর্শন। সন্ধ্যার পর ঠাকুরের উপদেশ। যোগতত্ত্ব।

উপস্থিত—সুরেন্দ্র, রাম, মণি, হরীশ। (৪র্থ ভাগ, ৮ম খণ্ড)।

২৫-১২-৮৩ অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-একাদশী। দক্ষিণেশ্বর। (বেলা ১১টা)।

বিষয়—একাদশী ব্রতের কথা।

উপস্থিত—মণি প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ৮ম খণ্ড)।

২৭-১২-৮৩ অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-ত্রয়োদশ। কলিকাতায় ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী। (বেলা ৮টা)।

বিষয়—শ্রীশের সহিত কর্ম্মযোগ ও নির্জ্জনে সাধন ইত্যাদির কথা। 'কেউ দুধ খেয়েছে'। ঈশানের সহিত কথা। পরমহংস কে? (৩য়, ৭ম)।

উপস্থিত—বাবুরাম, মাষ্টার, ঈশান, শ্রীশ, কেশব কীর্ত্তনীয়া।

২৭-১২-৮৩ অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাটীতে। সন্ধ্যাকাল। (৩য় ভাগ, ৭ম খণ্ড)।

বিষয়—মহেন্দ্র গোস্বামীর সহিত কথা। গোপীদের নিষ্ঠাভক্তি।

উপস্থিত—রাম, মণি, বাবুরাম, মহেন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি।

২৯-১২-৮৩ অগ্রহায়ণ-অমাবস্যা। দক্ষিণেশ্বর-মন্দির ও ৺কালী-ঘাট। বেলা ১টা হইতে রাত্রি ৮টা।

বিষয়—ঠাকুরের অধরের সঙ্গে ৺কালীঘাট দর্শন

উপস্থিত—রাখাল, মণি, অধর। (৪র্থ ভাগ, ৯ম খণ্ড)।

৩০-১২-৮৩ পৌষ-শুক্লা-প্রতিপদ। দক্ষিণেশ্বর। (বেলা ৩টা)।

বিষয়—বেদান্তবাদী সাধু দৃষ্টে সমাধি ও কথা। ব্রহ্ম ও শক্তি। পঞ্চবটীমূলে কেদার প্রভৃতির সহিত কথা।

উপস্থিত—মণি, রাম, কেদার, বেদান্তবাদী সাধু। (৪র্থ, ৯ম)।

৩১-১২-৮৩ পৌষ-শুক্লা-দ্বিতীয়া। দক্ষিণেশ্বর, (বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা)।

বিষয়—বলরাম, মণি প্রভৃতির প্রতি উপদেশ। 'কামিনী' ত্যাগ। সন্ধ্যার পর জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা।—'ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা!'

উপস্থিত—বলরাম, মণি, রাখাল, লাটু, হরীশ। (৪র্থ, ৯ম)।

দক্ষিণেশ্বর ১৮৮৪।

৩-১-৮৪ পৌষ-শুক্লা-পঞ্চমী। দক্ষিণেশ্বর। রাত্রি ৮টা।

বিষয়—'বিচার আর কোরো না'। 'মা বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও।'

উপস্থিত—রাখাল, মণি। (৪র্থ ভাগ, ৯ম খণ্ড)।

৬-১-৮৪ পৌষ-শুক্লা-সপ্তমী-অষ্টমী। দক্ষিণেশ্বর। বেলা ১টা।

বিষয়—ঠাকুরের বেলতলায় ধ্যান ও দর্শনের কথা। চৈতন্য দেবের দানের কথা—প্রেমধন দান। সন্ধ্যার পর ঠাকুরের সমাধি। জগন্মাতার কাছে ভক্তদের জন্য ক্রন্দন ও ভক্তদের আশীর্ব্বাদ।

উপস্থিত—রাখাল, মণি, রামলাল, বাবুরাম। (৪র্থ, ৯ম)।

২-২-৮৪। মাঘ-শুক্লা-ষষ্ঠী। দক্ষিণেশ্বর-মন্দির। বেলা অপরাহ্ণ ৩টা হইতে রাত্রি ৯টা, ১০টা পর্য্যন্ত।

বিষয়—ঠাকুরের হাতে আঘাত ও বালকের অবস্থায় রাখাল, মহিমাচরণ প্রভৃতির সহিত কথা। শিবপুর-ভক্ত ও মধু ডাক্তারের সহিত কথা। সন্ধ্যার পর অধর, মহিমাচরণ প্রভৃতির সহিত কথা। সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম। মহিমাচরণের শাস্ত্র পাঠ ও ঠাকুরের ভাবসমাধি। 'নাহং; তুমিই চিদানন্দ।'

উপস্থিত—রাখাল, লাটু, মাষ্টার, মহিমাচরণ, শিবপুর-ভক্তগণ, মধু-ডাক্তার, অধর, হাজরা। (৪র্থ ভাগ, ১০ম খণ্ড)।

৩-২-৮৪। মাঘ-শুক্লা-সপ্তমী। দক্ষিণেশ্বর। মধ্যাহ্নের পর।

বিষয়—সুরেন্দ্র, রাম প্রভৃতির সহিত কথা। ঠাকুরের হাতের অসুখ এখনও আছে। ঠাকুরের বালকের অবস্থা ও সত্যে নিষ্ঠা।

উপস্থিত—রাম, সুরেন্দ্র, মাষ্টার প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ১০ম খণ্ড)।

২৪-২-৮৪। মাঘ-কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী। দক্ষিণেশ্বর। মধ্যাহ্নের পর।

বিষয়—মণিলাল সঙ্গে কথা। 'তুঁ সচ্চিদানন্দ'। অসুখে ঠাকুর অধৈর্য্য।

উপস্থিত—রাখাল, মাষ্টার, মণিলাল প্রভৃতি (৪র্থ ভাগ, ১১শ খণ্ড)।

২-৩-৮৪। ফাল্গুন-শুক্লা-পঞ্চমী। দক্ষিণেশ্বর। মধ্যাহ্নের পর।

বিষয়—ত্রৈলোক্যের গান। ত্রৈলোক্য, নরেন্দ্র ও সুরেন্দ্রের সহিত কথা। নরেন্দ্র ও দেহের সুখ দুঃখ। নরেন্দ্র ও নাস্তিক মত।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, মাষ্টার, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি। (৩য়, ৮ম),

২৩-৩-৮৪। ফাল্গুন-শুক্লা-একাদশী। দক্ষিণেশ্বর। মধ্যাহ্ন।

বিষয়—রাম, প্রভৃতির সহিত কথা। শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত। হলধারীর বাপ। নারা'ণ ঠাকুরদাদা ও মহিমাচরণের প্রতি উপদেশ। ঊর্দ্ধরেতা ও ধৈর্য্যরেতা। (৪র্থ ভাগ, ১২শ খণ্ড)।

উপস্থিত—রাখাল, রাম, নিত্য, অধর, মাষ্টার, মহিমা, নারা'ণ-ঠাকুর দাদা ও তাঁহার দুই একটী বন্ধু। মণি সেনের সঙ্গী ডাক্তার প্রভৃতি।

৫-৪-৮৪। চৈত্র-শুক্লা-দশমী। দক্ষিণেশ্বর। প্রাতঃকাল।

বিষয়—প্রাণকৃষ্ণের সহিত কথা। রাম, গিরীন্দ্র প্রভৃতি ভক্তদের সহিত কথা। কেশব সেন ও নববিধান। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ।

উপস্থিত—প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যে, মাষ্টার, হঠযোগী, রাম, গিরীন্দ্র, বুড়ো গোপাল প্রভৃতি। (বেলা ৮টা হইতে) (২য় ভাগ, ১৩শ খণ্ড)।

২৫-৫-৮৪। জ্যৈষ্ঠ-শুক্লা-প্রতিপদ। দক্ষিণেশ্বর। জন্মোৎসব।

বিষয়—পঞ্চবটীমূলে সুরেন্দ্র, বিজয় প্রভৃতির সহিত কথা। ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য। সন্ন্যাসীর কঠিন ব্রত। গোলবারাণ্ডার উপর বিজয় প্রভৃতির সহিত কথা। (বেলা ১টা হইতে)। (৪র্থ ভাগ, ১৩শ খণ্ড)।

উপস্থিত—বিজয়, কেদার, রাখাল, সুরেন্দ্র, মাষ্টার, সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্দ্র, নগেন্দ্র প্রভৃতি ভ্রাতুষ্পুত্রেরা, সহচরী কীর্ত্তনী, ভবনাথ।

১৫-৬-৮৪। জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণা-ষষ্ঠী। সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব।

বিষয়—ভক্তসঙ্গে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য। ভবনাথ, মাষ্টার ও নিরঞ্জনের সহিত কথা। গোপী-প্রেম। ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপ (মজুমদার) এর সহিত কথা। বিলাত ও কাঞ্চনের পূজা। ডুব দাও। (বেলা ৯টা)। (১ম, ১০ম)।

উপস্থিত—ভবনাথ, নিরঞ্জন, রাখাল, সুরেন্দ্র, রাম, মাষ্টার, মহিমাচরণ, মণি মল্লিক, ব্রাহ্ম ভক্তগণ, কীর্ত্তনীয়াগণ, ব্রাহ্মভক্ত প্রতাপ প্রভৃতি।

২০-৬-৮৪। জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা দ্বাদশী। দক্ষিণেশ্বর সন্ধ্যার পর।

বিষয়—মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি উপদেশ। বাবুরাম, নিরঞ্জন, নরেন্দ্র প্রভৃতির কথা। 'কালী ব্রহ্ম'। ব্রহ্মজ্ঞান ও দয়া। (৪র্থ ভাগ, ১৪শ খণ্ড)।

উপস্থিত—সুরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, লাটু, মাষ্টার, অধর প্রভৃতি।

২৫-৬-৮৪। আষাঢ়-শুক্লা-দ্বিতীয়া। ৺রথযাত্রা। কলিকাতায় পণ্ডিতদর্শন। পণ্ডিত শশধর। (বেলা ৪টা)।

বিষয়—ঠন্‌ঠনে ভূধরের বাড়ীতে পণ্ডিত শশধরের প্রতি উপদেশ। কলিতে ভক্তিযোগ। কর্ম্মযোগ বা জ্ঞানযোগ নহে। নরেন্দ্রের সহিত কথা।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, শশধর পণ্ডিত, মাষ্টার, হাজরা, রাখাল, চাটুয্যেদের বাড়ীর গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ (১ম ভাগ, ১১শ খণ্ড)।

৩০-৬-৮৪। আষাঢ়-শুক্লা-সপ্তমী। দক্ষিণেশ্বর। (৩য়, ৯ম)।

বিষয়—ঠাকুরের ভাবাবস্থা ও গান। পণ্ডিত শশধরের সহিত নানা কথা। বেদান্ত। 'ঋষিরা ভয়তরাসে'। কলিতে নারদীয় ভক্তি। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়।

উপস্থিত—পণ্ডিত শশধর, সুরেন্দ্র, বাবুরাম, মাষ্টার, হরীশ, লাটু, হাজরা, মণি মল্লিক, ভূধর চাটুয্যে ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রভৃতি।

৩-৭-৮৪। আষাঢ়-শুক্লা-দশমী। পুনর্যাত্রা। বলরাম-মন্দিরে।

বিষয়—বলরামের পিতা প্রভৃতি ভক্তদের সহিত কথা। শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত। হৃদুর ছেলে, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাম, গৌরী, নারায়ণ শাস্ত্রী, মাইকেল মধুসূদন। মনোমোহন, শশধর প্রভৃতির সহিত কথা। ঠাকুরের রথের সম্মুখে ভক্তসঙ্গে নৃত্য ও সংকীর্ত্তন। (মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে)।

উপস্থিত—রাম, মাষ্টার, বলরাম, মনোমোহন, কয়েকটী ছোকরা ভক্ত, বলরামের পিতা, বিশ্বম্ভরের বালিকা কন্যা ও তাহার সমবয়স্ক দুই একটী ছেলে মেয়ে, পণ্ডিত শশধর ও তাঁহার দুই একটী বন্ধু, প্রতাপ ডাক্তার, রামদয়াল, প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ১৫শ খণ্ড)।

৩-৮-৮৪। শ্রাবণ-শুক্লা-দ্বাদশী। দক্ষিণেশ্বর। (বেলা ২ টা)

বিষয়—শিবপুর-ভক্তদের প্রতি উপদেশ। সপ্তভূমি। গোপীদের ব্রহ্মজ্ঞান। ঠাকুরের গান। সমাধি ও জগন্মাতার সহিত কথা। হরিপদ, রাখাল, বাবুরাম, অধর প্রভৃতির সম্বন্ধে মণির সহিত কথা। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়—'তিনি অনন্ত, পথও অনন্ত।'

উপস্থিত—রাখাল, লাটু, বলরাম, অধর, মাষ্টার, শিবপুরভক্তগণ, নবাই চৈতন্য, নরেন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাম চাটুয্যে। (৪র্থ ভাগ, ১৬শ খণ্ড)।

৬-৯-৮৪। ভাদ্র-কৃষ্ণা-প্রতিপদ। অধরের বাড়ী। *

বিষয়—নরেন্দ্রের গান। ঠাকুরের মুহুর্মুহুঃ সমাধি ও নৃত্য। বৈষ্ণবচরণের গান। নরেন্দ্রাদির দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়, ভবনাথ, মাষ্টার, চুনীলাল, হাজরা, অধর, বৈষ্ণবচরণ-কীর্ত্তনীয়া প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ১৭ খণ্ড)।

৭-৯-৮৪। ভাদ্র-কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া। দক্ষিণেশ্বর। বেলা ১১ টা হইতে।

বিষয়—ভবনাথ, বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতির সহিত কথা। ঘোষপাড়া ও কর্ত্তাভজাদের মত। নবাই, মহিমাচরণ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য। অধরের চাকুরি সম্বন্ধে উপদেশ। নারাণ প্রভৃতির জন্য ভাবনা।

উপস্থিত—বাবুরাম, মাষ্টার, ভবনাথ, শ্রীরামপুরের ব্রাহ্মণ, মনমোহন, কিশোরী, চুনীলাল, হরিপদ, মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়, হাজরা, রামলাল, রাম চক্রবর্ত্তী, মহিমাচরণ, অধর, প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ১৮শ খণ্ড)।

১৪-৯-৮৪। ভাদ্র-কৃষ্ণা-দশমী। দক্ষিণেশ্বর ও যদুমল্লিকের বাগান।

বিষয়—জ্ঞানবাবুর প্রতি উপদেশ। কোন্নগরের সাধকের সহিত বিচার। নরেন্দ্রের গান ও ঠাকুরের সমাধি। নরেন্দ্রের পোস্তার উপর গান। গৌরাঙ্গের ভাব গানের ছলে যদু মল্লিককে কথন। রাখালের জন্য চিন্তা। অধরের সহিত কথা। (মধ্যাহ্নের পর হইতে রাত্রি)।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, ভবনাথ, কোন্নগরের ভক্তগণ, মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয়, জ্ঞানবাবু, ছোট গোপাল, বড় কালী, হাজরা, কোন্নগরের সাধক, কোন্নগরের গায়ক, লাটু, যদু মল্লিক, যদু মল্লিকের বাগানের দ্বারবান, রতন, ভোলানাথ, অধর প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ১৯শ খণ্ড)।

১৬-৯-৮৪। ভাদ্র-কৃষ্ণা-দ্বাদশী। দক্ষিণেশ্বর। (বেলা ২টা হইতে)।

* চতুর্থ ভাগ, সপ্তদশ খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠায় ছাপার ভুল। ৬ই ডিসেঃ, ৬ই সেপ্টেম্বর হইবে।

বিষয়—মুখুয্যে ভ্রাতাদের সহিত কথা। কাপ্তেনের ভক্তি। শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত—ঠাকুরের নানা সাধ, শ্যামবাজারে সংকীর্ত্তন। বেদ পুরাণ ও তন্ত্র মতে সাধনা! রাখালের প্রথম ভাব। সন্ন্যাসী ও কামিনী। রাধিকা গোস্বামীর প্রতি উপদেশ। জগন্মাতার সহিত কথা। হাজরা, মুখুয্যে, বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতির প্রতি উপদেশ। ঠাকুরবাড়ীর ব্রাহ্মণ ও পরিচারক গণ-মধ্যে ঠাকুরের ভক্তি দান।

উপস্থিত—মহেন্দ্র মুখুয্যে, প্রিয় মুখুয্যে, বাবুরাম, হরীশ, কিশোরী, লাটু, মাষ্টার, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ২০শ খণ্ড)।

২১-৯-৮৪। আশ্বিন-শুক্লা-দ্বিতীয়া। দক্ষিণেশ্বর ও কলিকাতায় ষ্টার থিয়েটারে। (মধ্যাহ্ন ও রাত্রি)।

বিষয়—চুনীলালের সহিত শ্রীবৃন্দাবন ও রাখাল, নিত্যগোপাল প্রভৃতির কথা। শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত—গড়ের মাঠে বেলুন দর্শন ও ব্রহ্ম-সভার জ্ঞানী পাগলের কথা। মুখুয্যেদের হাতীবাগানে ময়দার কলে শুভাগমন। বাবুরাম, মাষ্টার প্রভৃতির সহিত চৈতন্যলীলা দর্শন। খড়দার নিত্যানন্দ-বংশের বাবুকে দেখিয়া ভাবাবেশ। (২য় ভাগ, ১৪শ খণ্ড)।

উপস্থিত—মাষ্টার, রাম, মহেন্দ্র মুখুয্যে, চুনী, বাবুরাম, প্রভৃতি।

২৬-৯-৮৪। আশ্বিন-শুক্লা-সপ্তমী, ৺সপ্তমী পূজার দিবসে। কলিকাতায় সাধারণব্রাহ্মসমাজ দর্শন। (বেলা ৩টা)।

বিষয়—বিজয় প্রভৃতির প্রতি উপদেশ। সাকার নিরাকার। গৃহস্থাশ্রম ও সন্ন্যাস। 'সারে মাতে' থাকা। শিবনাথ ও কেদারের কথা।

উপস্থিত—মাষ্টার, হাজরা, বিজয় প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ১৫শ খণ্ড)।

২৮-৯-৮৪। আশ্বিন-মহাষ্টমী। কলিকাতা রামের বাড়ী। প্রাতে।

বিষয়—বিজয়, নরেন্দ্র প্রভৃতির সহিত কথা। শ্রীমুখকথিত-চরিতামৃত। নরেন্দ্রের গান। ঠাকুরের গান ও বিজয়াদি ভক্ত সঙ্গে নৃত্য। সন্ধ্যার পর সুরেন্দ্রের সহিত কথা ও রামনাম।

উপস্থিত—বিজয়, কেদার, রাম, সুরেন্দ্র, চুনীলাল, নরেন্দ্র, নিরঞ্জন, নারাণ, হরীশ, বাবুরাম, মাষ্টার। (২য় ভাগ, ১৬শ খণ্ড)।

২৯-৯-৮৪। ৺নবমী পূজা। দক্ষিণেশ্বর। প্রত্যূষ হইতে সন্ধ্যা।

বিষয়—প্রত্যূষে দুর্গানাম ও নৃত্য। ভবনাথ প্রভৃতির সহিত কথা। নরেন্দ্রের গান ও ঠাকুরের সমাধি। ভবনাথ ও ঠাকুরের গান ও সমাধি।

অপরাহ্নে ভক্তদের গোলকধাম খেলা। নরেন্দ্র ও ভবনাথ প্রভৃতি প্রতি উপদেশ। নরেন্দ্র, ভবনাথ, মাষ্টার প্রভৃতির সঙ্গে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য।

উপস্থিত—ভবনাথ, বাবুরাম, নিরঞ্জন, লাটু, রামলাল, নরেন্দ্র, হাজরা, মাষ্টার প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ১৭শ খণ্ড)।

১-১০-৮৪। আশ্বিন-শুক্লা-একাদশী। কলিকাতা, অধরের বাড়ী। (অপরাহ্ন ও সন্ধ্যার পর)।

বিষয়—অধরের বৈঠকখানা। নারাণ ও বাবুরামকে বলা—কেদার ও বিজয়কে প্রণাম করিতে। বৈষ্ণবচরণের কীর্ত্তন—অভিসার ও রাস। ঠাকুরের গৌরাঙ্গের ভাবে গান। ঠাকুরের বৈষ্ণবচরণের সহিত দুর্গানাম গান। কেদার ও যোগেন্দ্রের সহিত কথা।

উপস্থিত—কেদার, বিজয়, অধর, নারা'ণ, গঙ্গাধর, বাবুরাম, মণি, যোগীন্দ্র প্রভৃতি। (২য় ভাগ, ১৮শ খণ্ড)।

২-১০-৮৪। আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী। দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়—মণিলাল মল্লিকের সহিত কথা। সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম। কেশব ও বিজয়ের কথা। বড়বাজারের মাড়োয়ারী ভক্তদের প্রতি উপদেশ দক্ষিণেশ্বরনিবাসী ছোকরাদের প্রতি উপদেশ। গোবিন্দ পাল, গোপাল সেন, নিরঞ্জন ও হীরানন্দের কথা। সন্ধ্যার পর আরতি দর্শন ও ভাবাবেশ। প্রিয় মুখুয্যে, মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতির প্রতি উপদেশ। (মধ্যাহ্নের পর)।

উপস্থিত—লাটু, রামলাল, হরীশ, মণি মল্লিক, প্রিয় মুখুয্যে, তাঁহার আত্মীয় হরি, শিবপুরের একটী ব্রাহ্মভক্ত, বড়বাজার ১২ নং মল্লিক ষ্ট্রীটের মাড়োয়ারী ভক্তেরা, দক্ষিণেশ্বরের কয়েকটী ছোকরা, সিঁতির মহেন্দ্র কবিরাজ, মাষ্টার, হাজরা প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ২১শ খণ্ড)।

৪-১০-৮৪। আশ্বিন-কোজাগর-পূর্ণিমা। কলুটোলা, নবীন সেনের বাড়ী। (সন্ধ্যার পর)।

বিষয়—ব্রাহ্মভক্তদের সহিত সংকীর্ত্তন ও নৃত্য।

উপস্থিত—নন্দলাল প্রভৃতি কেশবের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ব্রাহ্মভক্তগণ, বাবুরাম, কিশোরী, মাষ্টার প্রভৃতি। (৪র্থ ভাগ, ২১শ খণ্ড)

৫-১০-৮৪। আশ্বিন-কৃষ্ণা-প্রতিপদ। দক্ষিণেশ্বর। (মধ্যাহ্ন)

বিষয়—হাজরা মহাশয়ের তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ। দুইটী অভ্যাগত সাধুর সহিত ঠাকুরের কথা। গীতা ও নিষ্কাম কর্ম্ম। শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত।

সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম। মণির সহিত কামিনীর কথা ও সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের কথা। মুখুয্যেদের হরির সহিত কথা। দেহের লক্ষণ। নীলকণ্ঠ ও ভক্তদের সঙ্গে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য। (৪র্থ ভাগ, ২২*শ খণ্ড)।

উপস্থিত—মাষ্টার, হাজরা. বড় কালী, বাবুরাম, রামলাল, মুখুয্যেদের হরি, দুইটী সাধু, নীলকণ্ঠ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ, দীননাথ খাতাঞ্চি।

১১-১০-৮৪। আশ্বিন-কৃষ্ণা-সপ্তমী। দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়—প্রিয় মুখুয্যে, নারাণ, মাষ্টার প্রভৃতির সহিত কথা। সিঁতির বেদান্তবাগীশের সহিত কথা। বেদান্ত ও আদ্যাশক্তি। কালীঘরে ঈশান মুখোপাধ্যায়ের প্রতি উপদেশ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কর্ম্মকাণ্ড। (মধ্যাহ্নের পর)।

উপস্থিত—মাষ্টার, প্রিয় মুখুয্যে, নারাণ, ঠাকুরদের বাড়ীর শিক্ষক ও কয়েকটী ছোকরা, রামলাল, সিঁতির পণ্ডিত, ঈশান মুখোপাধ্যায়, কিশোরী, অধর। (২য় ভাগ, ১৯শ খণ্ড)।

১৮—১০-৮৪-আশ্বিন-অমাবস্যা। ৺কালীপূজা। দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়—ঠাকুর মার নাম করিতে করিতে মাতোয়ারা। রাজনারায়ণের ছেলেদের কাছে গান। রামলালের ৺কালীপূজা। ঘরে ঠাকুর সমাধিস্থ,—বাবুরাম, মাষ্টার, হাজরা প্রভৃতি সঙ্গে।

উপস্থিত—মাষ্টার, বাবুরাম, ছোট গোপাল, হরিপদ, কিশোরী, নিরঞ্জনের আত্মীয় ছোকরা, এঁড়েদয়ের ছোকরা, রামলাল, রাজনারায়ণের ছেলেরা, হাজরা প্রভৃতি। (দ্বিতীয় ভাগ, বিংশ খণ্ড)

১৯-১০-৮৪ কার্ত্তিক-শুক্লা-প্রতিপদ। সিঁতির ব্রাহ্মসমাজ।

বিষয়—ত্রৈলোক্যের গান ও ঠাকুরের সমাধি। ব্রাহ্মভক্তদিগের প্রতি উপদেশ। সদরওয়ালার ও ত্রৈলোক্যের সহিত কথা। ত্রৈলোক্য, বিজয় প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য। বিজয়ের প্রতি উপদেশ। জগন্মাতার পূজা। মা।

উপস্থিত—বিজয়, ত্রৈলোক্য, ব্রাহ্মভক্তগণ, ব্রাহ্মভক্ত সদরওয়ালা, ত্রৈলোক্য, মাষ্টার, বেণীপাল, প্রভৃতি (প্রথম ভাগ, দ্বাদশ খণ্ড)

২০-১০-৮৪ কার্ত্তিক শুক্লা ১পদ ও ২য়া। বড়বাজারে মাড়োয়ারী ভক্তমন্দিরে।

বিষয়—পণ্ডিতজী ও পণ্ডিতজীর পুত্রের সহিত কথা। গৃহস্বামী মাড়োয়ারীর প্রতি উপদেশ। অন্নকূট মহোৎসব ও ঠাকুরের আনন্দ।

* চতুর্থ ভাগ ২১৫ পৃষ্ঠায় ভুল আছে। 'বিংশ খণ্ড'—'দ্বাবিংশ খণ্ড' হইবে।

উপস্থিত—মাষ্টার, ছোটগোপাল, বাবুরাম, রামচাটূর্য্যে, মাড়োয়ারী ভক্তগণ, পণ্ডিতজী ও তাঁহার পুত্র, গৃহস্বামী, প্রভৃতি। (দ্বিতীয়, একবিংশ)

২৬-১০-৮৪ কার্ত্তিক-শুক্লা-৭মী। দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়—মনোমোহন ও মহিমাচরণের সহিত কথা। যদু মল্লিকের ফটকের কাছে হৃদয়ের সঙ্গে দেখা। কেশবসেন, দেবেন্দ্র ঠাকুর ও কাপ্তেন। ওঁকার ও নিত্যলীলাযোগ। হাজরা ও মাতৃসেবা। ঈশান।

উপস্থিত—মনোমোহন, মহিমাচরণ, মাষ্টার, ঈশান, হৃদয়, হাজরা, লাটু, কোন্নগরের ভক্তগণ, প্রভৃতি। (প্রথম ভাগ, ত্রয়োদশ খণ্ড)

৯-১১-৮৪ কার্ত্তিক-৭মী। মধ্যাহ্নের পর। দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়—বিজয় গোস্বামীর প্রতি উপদেশ। মহিমাচরণের সহিত কথা। বিজয় প্রভৃতির সহিত সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য। মণির সহিত নিভৃতে কথা।

পরদিন সোমবার প্রাতঃকাল মণিকে গানের ছলে উপদেশ।

উপস্থিত—মাষ্টার, বিজয়, কয়েকটী ব্রাহ্মভক্ত, মহিমাচরণ, নারাণ, অধর, ছোট গোপাল, কিশোরী, রামলাল, প্রভৃতি। (তৃতীয়, দশম)

১৪-১২-৮৪। ৩০ অগ্র-কৃষ্ণা-১২শী। ষ্টার থিয়েটারে,প্রহ্লাদ চরিত্র।

বিষয়—গিরীশ প্রভৃতি প্রতি উপদেশ। নটীদের প্রতি কৃপা। (তৃতীয় ভাগ, একাদশ খণ্ড।)

উপস্থিত—মাষ্টার, বাবুরাম, নারাণ, গিরীশ; থিয়েটারের নটীরা।

২৭-১২-৮৪ অগ্র-শুক্লা-১০মী। দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়—পঞ্চবটীমূলে দেবীচৌধুরাণী পাঠ। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম।

উপস্থিত—মাষ্টার, প্রসন্ন, কেদার, রাম, নিত্যগোপাল, তারক, সুরেশ মিত্র, প্রভৃতি। (দ্বিতীয় ভাগ, দ্বাবিংশ খণ্ড)

দক্ষিণেশ্বর ১৮৮৫।

৯-৩-৮৫ ফাল্গুন পূর্ণিমা, ৺দোলযাত্রা। দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়—মহিমাচণের সহিত হরিভক্তির কথা। আমিরূপ কুম্ভ যায় না। নরেন্দ্রের প্রতি সন্ন্যাসের উপদেশ। দোলযাত্রায় ভক্তসঙ্গে আনন্দ। মাষ্টারের সহিত গুহ্যকথা। ঠাকুর কি অবতার? (দ্বিতীয় ভাগ,ত্রয়বিংশ খণ্ড)

উপস্থিত—মহিমাচরণ, রাম, মনোমোহন, নবাই, নরেন্দ্র প্রভৃতি।

৭-৩-৮৫ ফাল্গুন-কৃষ্ণা-৭মী—দক্ষিণেশ্বরমন্দির।

বিষয়—হরিপদ, বাবুরাম, প্রভৃতির সহিত কথা। সমাধি। পল্টু, ছোট নরেন, বাবুরাম, প্রভৃতি সম্বন্ধে মহাবাক্য। গুহ্যকথা। অদ্ভুত সন্ন্যাসের অবস্থা। বেলঘরের তারককে কামিনীসম্বন্ধে সাবধান।

উপস্থিত—বাবুরাম, ছোট নরেন, পল্টু, হরিপদ, মোহিনীমোহন, জজ অনুকুল মুখোপাধ্যায়ের জামাইয়ের ভাই, তারক, তারকের বন্ধু, মোহিনীমোহনের পরিবার প্রভৃতি। (তৃতীয় ভাগ, দ্বাদশ খণ্ড)

১১-৩-৮৫ ফাল্গুন-কৃষ্ণা-১০মী। বসুবলরাম মন্দিরে। গিরীশ ঘোষের বাড়ী। মধ্যাহ্ন হইতে রাত ১০টা পর্য্যন্ত।

বিষয়—মাষ্টারের সহিত ঐশ্বর্য্য ত্যাগের কথা। বলরামের বৈঠকখানায় গিরীশ, চুনিলাল, বলরাম প্রভৃতির সহিত কথা। তারাপদর গান (চৈতন্যলীলার)। ঠাকুরের গান—মায়ের নাম। সন্ধ্যার পর ঠাকুরের প্রার্থনা। রাজপথ ও গিরীশের দ্বারদেশ। নরেন্দ্র, গিরীশ, প্রভৃতির অবতার সম্বন্ধে বিচার ও ঠাকুরের মীমাংসা। ঠাকুরের সমাধি ও নরেন্দ্রের গান।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, গিরীশ, বলরাম, চুনী, লাটু, মাষ্টার, নারায়ণ, সুরেশ মিত্র, তারাপদ, নিত্যগোপাল, হরিপদ, রাম প্রভৃতি।

৬-৪-৮৫ চৈত্র-কৃষ্ণা-৭মী—বলরামমন্দিরে ও দেবেন্দ্রের বাটীতে।

বিষয়—বলরামমন্দিরে। মাষ্টার, পল্টু, বিনোদ প্রভৃতি সঙ্গে দেবেন্দ্রের বাড়ীতে রাম, গিরীশ মাষ্টারাদি সঙ্গে। কীর্ত্তন ও সমাধি।

উপস্থিত—মাষ্টার, ক্ষীরোদ, পল্টু, বিনোদ, ছোট নরেন; রাম, গিরীশ, দেবেন্দ্র, অক্ষয়, উপেন্দ্র প্রভৃতি। (তৃতীয় ভাগ, ত্রয়োদশ খণ্ড)

১২-৪-৮৫ চৈত্র-কৃষ্ণা-১৩শী—বলরাম মন্দিরে।

বিষয়—শ্রীমুখকথিতচরিতামৃত। গিরীশ, মাষ্টার, বলরাম, প্রভৃতির সহিত কথা। ঠাকুরের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সাধন ও নিত্যলীলা যোগ। ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা। সত্যকথা কলির তপস্যা। ভক্তির তমঃ ও ঈশ্বরলাভ। মহেন্দ্র মুখুয্যের প্রতি উপদেশ। ত্রৈলোক্যের গান। ত্রৈলোক্যেব সহিত গিরীশের বিচার। ঠাকুরের মীমাংসা (তৃতীয়, চতুর্দ্দশ)

উপস্থিত—গিরীশ, মাষ্টার, বলরাম, ছোট নরেন, পল্টু, দ্বিজ, পূর্ণ মহেন্দ্র মুখুয্যে, ত্রৈলোক্য, জয়গোপাল, ব্রাহ্মভক্তগণ, মুখুয্যেদের হরি প্রভৃতি।

২৪-৪-৮৫ চৈত্র-শুক্লা-১০মী। কলিকাতায় গিরীশ মন্দিরে।

বিষয়—মধ্যাহ্নের পর বলরামের বৈঠকখানায় মাষ্টার, যোগীন্দ্র, বাবুরাম, নরেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে কথা।

গিরীশের বৈঠকখানা। মহিমাচরণ ও গিরীশের অবতার সম্বন্ধে বিচার। কীর্ত্তন—পূর্ব্বরাগ। নরেন্দ্রাদি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া ঠাকুরের কীর্ত্তন ও নৃত্য। নরেন্দ্রের সহিত হাজরার কথা। মহিমাচরণ ও ভবনাথের সহিত কথা।

উপস্থিত—মাষ্টার, যোগীন, বাবুরাম, রাম, ভবনাথ, নরেন্দ্র, ছোট নরেন্দ্র, গিরীশ, মহিমাচরণ, চুনি, বলরাম, কীর্ত্তনীয়া। (দ্বিতীয়, চতুর্ব্বিংশ)

৯-৫-৮৫ বৈশাখ-কৃষ্ণা-১০মী। বলরামমন্দিরে।

বিষয়—বলরামের বৈঠকখানা। হিন্দুস্থানী ভিখারীর গান। নরেন্দ্রের সহিত হাজরার কথা। নরেন্দ্র, গিরীশ, পল্টু, যোগীন, মাষ্টার, ভবনাথ প্রভৃতির মধ্যে অবতার সম্বন্ধে বিচার। ঠাকুরের মীমাংসা। পূর্ণকে জল খাওয়ান। নরেন্দ্রের গান। ঠাকুরের সমাধি ও ভাবাবস্থার কথা। ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি। ভক্তদের নিকট ঠাকুরের অঙ্গীকার।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, মাষ্টার, ভবনাথ, পূর্ণ, পল্টু, ছোট নরেন, গিরীশ, রাম, দ্বিজ, বিনোদ প্রভৃতি (তৃতীয় ভাগ, পঞ্চদশ খণ্ড)

২৩-৫-৮৫ জ্যৈষ্ঠ-শুক্ল-১০মী। রামের বাটী। অপরাহ্ন ৫টা।

বিষয়—রামের বাড়ী। ভক্তদের সংবাদ গ্রহণ। কীর্ত্তন ও ঠাকুরের সমাধি ও নিত্যগোপালের ভাব। মহিমাচরণের সহিত কথা।

উপস্থিত—মহিম চক্রবর্ত্তী, মাষ্টার, পল্টু, ছোট নরেন, ভবনাথ, নিত্যগোপাল, হরমোহন, প্রভৃতি (তৃতীয় ভাগ, ষোড়শ খণ্ড)

১৩-৬-৮৫ জ্যৈষ্ঠ-শুক্ল-১ পদ। দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়—পণ্ডিতজী, মাষ্টার, দ্বিজ প্রভৃতির সহিত কথা। কাপ্তেনের গুণ বর্ণনা। পুত্রকন্যা বিয়োগজন্য শোক ও শোকাতুরা ব্রাহ্মণী। কাপ্তেনের সঙ্গে কথা—কৃষ্ণচরিত্র। ব্রাহ্মভক্ত জয়গোপাল সেন ও ত্রৈলোক্যের সহিত কথা। আরতির পর শরৎ প্রভৃতির সঙ্গে নরেন্দ্রের আগমন ও প্রণাম।

উপস্থিত—পণ্ডিতজী, শোকাতুরা ব্রাহ্মণী, কিশোরী, মাষ্টার, দ্বিজ, অখিলবাবুর প্রতিবাসী, আসামী ছোকরা, কাপ্তেন, ও তাঁহার ছেলেরা, জয়গোপাল, ত্রৈলোক্য, নরেন্দ্র প্রভৃতি (তৃতীয় ভাগ, সপ্তদশ খণ্ড)

১৩-৭-৮৫ আষাঢ়-শুক্ল-১ পদ। বলরামের বাড়ী। ৺রথযাত্রা।

বিষয়—শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত। বলরাম তেজচন্দ্র, নারায়ণ, অতুল

রসিক ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সঙ্গে কথা। ভূমিকম্পের পর হরিবাবুর প্রতি উপদেশ। কাশীতে শিবদর্শন। শারদা, নরেন্দ্র ও গোপালের মার সহিত কথা। রথ-যাত্রায় নরেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে কীর্ত্তন ও নৃত্য। ঘরে নরেন্দ্রের গান ও ঠাকুরের নৃত্য। (চতুর্থ ভাগ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড।)

উপস্থিত—মাষ্টার, নারাণ, তেজচন্দ্র, বলরাম, কর্ত্তাভজা চন্দ্রবাবু, গেরুয়াপরা ব্যক্তি, অতুল, তেজচন্দ্রের ভ্রাতা, রসিক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি।

১৪-৭-৮৫-আষাঢ়-শুক্লা-দ্বিতীয়া।

বিষয়—সুপ্রভাত ও ঠাকুরের মধুর নৃত্য ও নামকীর্ত্তন। বলরাম, মাষ্টার, মহেন্দ্র মুখুয্যে গিরীশ প্রভৃতির সহিত কথা।

উপস্থিত—মাষ্টার, মহেন্দ্রমুখুয্যে, হরিবাবু, ছোট নরেন, সারদা, নরেন্দ্র, গোপালের মা, পূর্ণ, নারাণ, হরিপদ, রাম, গিরীশ বৈষ্ণবচরণ কীর্ত্তনীয়া, বেনোয়ারী কীর্ত্তনীয়া, গিরীশের একটি চশমা পরা বন্ধু, হরিপদ, তুলসীরাম, প্রভৃতি। (চতুর্থ ভাগ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড)

২৮-৭-৮৫ আষাঢ়-কৃষ্ণ-১ পদ। বলরামমন্দিরে। নন্দবসুর বাটীতে, (বেলা তিনটার পর)

বিষয়—নন্দবসুর বাটীতে ঠাকুরদের ছবিদর্শন। নন্দবসু ও পশুপতি।

উপস্থিত—বিনোদ, রাখাল, মাষ্টার, ছোট নরেন, নন্দবসু, পশুপতি, অতুল, প্রসন্নের পিতা প্রভৃতি (তৃতীয় ভাগ, অষ্টাদশ খণ্ড)

২৮-৭-৮৫ আষাঢ়-কৃষ্ণা-১ পদ। শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাটী।

বিষয়—ঠাকুরের শুভাগমনে ব্রাহ্মণীর ভাবোল্লাস। (বেলা ৫½টা)

উপস্থিত—ব্রাহ্মণী ও তাঁহার ভগ্নী, মাষ্টার, নারাণ, যোগীনসেন, দেবেন্দ্র, যোগীন, ছোটনরেন। (তৃতীয় ভাগ, উনবিংশ খণ্ড)

২৮-৭-৮৫ আষাঢ়-কৃষ্ণ-১পদ। গনুর মার বাটীতে। (রাত্রি ৮টার পর)

বিষয়—ঐকতান বাদ্য ও ছোকরাদের গান শ্রবণ।

উপস্থিত—ব্রাহ্মণী, ছোট নরেন, মাষ্টার প্রভৃতি। (তৃতীয়, উনবিংশ)।

২৮-৭-৮৫ আষাঢ়-কৃষ্ণ-১ পদ। বলরামের বাড়ী (রাত্রি ১১টা)।

বিষয়—মণির সহিত নিভৃতে কথা। (তৃতীয় ভাগ,—উনবিংশ খণ্ড)।

উপস্থিত—বলরাম, যোগীন, ব্রাহ্মণী প্রভৃতি।

৯-৮-৮৫ শ্রাবণ-কৃষ্ণা-১৪শী। দক্ষিণেশ্বর (অপরাহ্ন ৩।৪টা ও রাত্রি)।

বিষয়—দ্বিজের পিতার সহিত কথা। মহিমাচরণ, মাষ্টার, প্রভৃতির কাছে ঠাকুর মুক্তকণ্ঠ। রাখালের ভাব। অনাহত শব্দ ও গভীর রাত্রি। স্বপ্নে ঈশ্বর দর্শন। (চতুর্থ ভাগ,—চতুর্ব্বিংশ খণ্ড)

উপস্থিত—দ্বিজ, দ্বিজর পিতা ও ভাইরা, মাষ্টার, মহিমাচরণ ও তাঁহার দুই একটি সঙ্গী, রাখাল, কিশোরী, শোকাতুরা ব্রাহ্মণী প্রভৃতি।

২৭-৮-৮৫ ভাদ্র- কৃষ্ণা-২য়া। দক্ষিণেশ্বর (অপরাহ্ণ ৫টা)। (চতুর্থ ভাগ,—পঞ্চবিংশ খণ্ড)

মধু ডাক্তারের চিকিৎসা। সমাধি ও পণ্ডিত শ্যামাপদের প্রতি কৃপা।

উপস্থিত—পণ্ডিত শ্যামাপদ, মাষ্টার, রাখাল, লাটু, প্রভৃতি।

২৮-৮-৮৫ ভাদ্র কৃষ্ণা ২য়া। দক্ষিণেশ্বর (প্রাতঃকাল)।

বিষয়—মণির সহিত যীশু খৃষ্ট (Jesus Christ) সম্বন্ধে কথা।

উপস্থিত—মণি।

৩১-৮-৮৫ ভাদ্র-কৃষ্ণা-৬ষ্ঠী। দক্ষিণেশ্বর (রাত্রি)।

বিষয়—মাষ্টারের সহিত সুবোধ, ক্ষীরোদ, ভগবান ডাক্তারও নিতাই ডাক্তারের কথা।

উপস্থিত—মাষ্টার, গঙ্গাধর, প্রভৃতি। (চতুর্থ—ষড়্‌বিংশ)

১-৯-৮৫ ভাদ্র-কৃষ্ণা-৮মী। জন্মাষ্টমী। দক্ষিণেশ্বর।

বিষয়—গোপালের মার খাবার। বলরামের সহিত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্যের কথা। কাটোয়ার বৈষ্ণবের প্রতি উপদেশ। গিরীশের স্তব। ঠাকুরের উপদেশ—দুই প্রকার ভক্ত। (চতুর্থ ভাগ,—ষড়্‌বিংশ খণ্ড)

উপস্থিত—মাষ্টার, রাম, নরেন্দ্র, গিরীশ, গোপালের মা, বলরাম, ছোট নরেন্দ্র, নবগোপাল, কাটোয়ার বৈষ্ণব, রাখাল, লাটু, পাঞ্জাবী সাধু।

২-৯-৮৫ ভাদ্র-কৃষ্ণা-৯মী। নন্দোৎসব। দক্ষিণেশ্বর। (মধ্যাহ্নের পর)।

বিষয়—ভগবান রুদ্রের কাছে নিজের অবস্থা বর্ণনা। (৪র্থ, ২৬শ)

উপস্থিত—ভগবান্ রুদ্র M.D., মাষ্টার, রাখাল, লাটু, প্রভৃতি।

শ্যামপুকুর (কলিকাতা)।

১৮-১০-৮৫ আশ্বিন, বিজয়া-দশমী। শ্যামপুকুর। (বেলা ৮টা)

বিষয়—সুরেন্দ্রের সহিত কথা—'মা হৃদয়ে থাকুন'। মণির সহিত

শ্রীভগবদ্গীতার কথা। মাষ্টারের সহিত ডাক্তার সরকার, গিরীশ ও কালীপদর কথা। ডাক্তার সরকারের প্রতি উপদেশ। মাহুত নারায়ণ। অবতার ও সন্তান ভাব (Son-ship)। বিজয়ায় ভক্তদের কোলাকুলি ও ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ। ছোট নরেনের আত্মীয়ের সহিত কথা। (৩য়, ২০শ)

উপস্থিত—সুরেন্দ্র, নবগোপাল, মাষ্টার, ডাক্তার সরকার, অমৃত, হেম, নরেন্দ্র, গিরীশ, ছোট নরেন, ও তাঁহার আত্মীয় ছোক্‌রা প্রভৃতি।

২২-১০-৮৫ আশ্বিন-শুক্লা-১৪শী। শ্যামপুকুর (সন্ধ্যা ৭টা)।

বিষয়—ঈশান ও ডাক্তার সরকারের প্রতি উপদেশ। অবতার কথাও Science (বিজ্ঞান শাস্ত্র)। সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম। (প্রথম—পঞ্চদশ)

উপস্থিত—ঈশান, ডাক্তার সরকার, গিরীশ, মাষ্টার প্রভৃতি।

২৩-১০-৮৫ আশ্বিন কোজাগর পূর্ণিমা। শ্যামপুকুর। (মধ্যাহ্ন)।

বিষয়—ছোট নরেন প্রভৃতির সহিত কথা। ডাক্তারের বাড়ীতে মণির সহিত ডাক্তারের কথা। শ্যামপুকুর বাড়ীতে ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা। আনন্দের কোয়াসার মধ্যে ক্রীড়াও ভয়ঙ্করা কালকামিনী রূপ দর্শন। 'লাগ ভেল্কী'। শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত—জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা। রামতারণের গান। ছোট নরেন প্রভৃতির ভাবাবস্থা। ডাক্তার সরকারের সহিত কথা—'পাহাড়ের উপর খাল জমি'।

উপস্থিত—ছোট নরেন, মাষ্টার, ডাক্তার সরকার, লাটু, শশী, শরৎ, পল্টু, ভূপতি, গিরীশ, রামতারণ প্রভৃতি। (চতুর্থ ভাগ—সপ্তবিংশ খণ্ড)

২৪-১০-৮৫ আশ্বিন-কৃষ্ণ-১পদ। শ্যামপুকুর। (বেলা ১টা ও সন্ধ্যার পর)

বিষয়—ডাক্তার সরকারের সহিত কথা। Comparative History, Comparative Anatomy, Comparative Religion. ঠাকুরের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়। নরেন্দ্রের গান। সন্ধ্যার পর সমাধি। দেবেন্দ্র প্রভৃতির সহিত নিত্যগোপাল ও নরেন্দ্রের কথা। জপাৎ সিদ্ধিঃ।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, মহিমাচরণ, মাষ্টার, ডাক্তার সরকার, নিত্যগোপাল, দেবেন্দ্র, কালীপদ, প্রভৃতি। (চতুর্থ ভাগ—অষ্টবিংশ খণ্ড)

২৫-১০-৮৫ আশ্বিন-কৃষ্ণা-২য়া, রবিবার ১০ই কার্ত্তিক। শ্যামপুকুর।

বিষয়—ডাক্তারের বাড়ীতে ডাক্তার সরকারের সহিত মাষ্টারের কথা। মধ্যাহ্নের পর ঠাকুরের সহিত ডাক্তার সরকারের কথা। বিজয়, মহিমাচরণ, নরেন্দ্র প্রভৃতির সহিত কথা। ঠাকুরের সমাধি। ভূপতির

স্তব। নরেন্দ্রের গানও ছোট নরেন, লাটু, ডাক্তার সরকার, প্রভৃতির ভাব। বিজয় ও নরেন্দ্রের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন কথা। (সকাল ৬৷৷টা হইতে)।

উপস্থিত—মাষ্টার, ডাক্তার সরকার, ডাক্তারের বন্ধু, বিজয়; কয়েকটী ব্রাহ্মভক্ত, নরেন্দ্র, ছোট নরেন্দ্র, ম-চক্রবর্ত্তী, নবগোপাল, ভূপতি, লাটু, প্রভৃতি। (প্রথম ভাগ,—ষোড়শ খণ্ড)

২৬-১০-৮৫ আশ্বিন-কৃষ্ণা-৩য়া, সোমবার ১১ই কার্ত্তিক। শ্যামপুকুর। (সকাল, বেলা ৮টা)।

বিষয়—ডাক্তার ও মাষ্টার সংবাদ। পরমহংসদেব ও ভক্তদের সম্বন্ধে কথা। মধ্যাহ্নের পর ডাক্তার সরকারের সহিত ঠাকুরের বিচার। মানুষ কি স্বাধীন, না ঈশ্বর কর্ত্তা। অহৈতুকী ভক্তি।

উপস্থিত—মাষ্টার, কালী, ডাক্তার, বন্ধু, গিরীশ, ছোট নরেন্দ্র, শরৎ, প্রভৃতি। (প্রথম ভাগ—সপ্তদশ খণ্ড)

২৭-১০-৮৫ আশ্বিন, কৃষ্ণা-৪র্থী। শ্যামপুকুর (বেলা ৫৷৷টা)।

বিষয়—নরেন্দ্রের গান ও ঠাকুরের সমাধি। ডাক্তার ও শ্যাম বসু। ডাক্তার, গিরীশ, নরেন্দ্র প্রভৃতির বিচার। গুরুপূজা ও অবতার বাদ।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, ডাক্তার সরকার, শ্যাম বসু, গিরীশ, ডাক্তার দোকড়ি, ছোট নরেন, রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি। (প্রথম—অষ্টাদশ)

২৭-১০-৮৫ আশ্বিন-কৃষ্ণা-৪র্থী। শ্যামপুকুর। (বেলা ১০টাও পরে)।

বিষয়—নরেন্দ্রের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের উপদেশ। ছোট নরেনের কাছে তাড়িৎ-যন্ত্র দর্শন। বাগচির প্রদত্ত 'ষড়ভূজমূর্ত্তি,' অহল্যা পাষাণী, প্রভৃতি আলেখ্য দর্শন। নরেন্দ্রের বৈরাগ্য পূর্ণ গান।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, মণি, ছোট নরেন, অতুল, ও তাঁহার বন্ধু মুন্সেফ, চিত্রকর বাগ্‌চি প্রভৃতি। (চতুর্থ ভাগ,—ঊনত্রিংশ খণ্ড)

২৯-১০-৮৫ আশ্বিন-কৃষ্ণা-৬ষ্ঠী। শ্যামপুকুর। (বেলা ১০টা।

বিষয়—শাঁখারিটোলায় ডাক্তারের বাড়ীতে তাঁহার সহিত ঠাকুর সম্বন্ধে মাষ্টারের কথা। ডাক্তার সরকার ও ভাদুড়ীর প্রতি ঠাকুরের উপদেশ। সন্ধ্যার পর শ্যাম বসু প্রভৃতির প্রতি উপদেশ।

উপস্থিত—ডাক্তার সরকার, মাষ্টার, ডাক্তার ভাদুড়ি, ছোট নরেন, শ্যাম বসু, দোকড়ি ডাক্তার প্রভৃতি। (দ্বিতীয় ভাগ,—পঞ্চবিংশ খণ্ড)

৩০-১০-৮৫ আশ্বিন-কৃষ্ণা-৭মী। শ্যামপুকুর। (বেলা ৯টা ও পরে)।

বিষয়—মাষ্টারের সহিত পূর্ণ ও মনীন্দ্র সম্বন্ধে কথা। ডাক্তার সরকারের বাড়ী ঠাকুরের সম্বন্ধে কথা। শ্যামপুকুর বাড়ীতে ডাক্তার সরকারের প্রতি উপদেশ। জ্ঞানীর ধ্যান।

অপরাহ্ন বেলা ৫টার পর অখণ্ড দর্শন সম্বন্ধে নিভৃতে কথা। কিরণ্ময়ী সম্পাদকের প্রতি উপদেশ। (তৃতীয় ভাগ,—একবিংশ খণ্ড)

উপস্থিত—মাষ্টার, ডাক্তার ছোট নরেন, প্রতাপ, নরেন্দ্র, প্রভৃতি।

৩১-১০-৮৫ আশ্বিন-কৃষ্ণা-৮মী ১৬ই কার্ত্তিক। শ্যামপুকুর। (বেলা ৯টা ও পরে)। (চতুর্থ ভাগ,—ত্রিংশ খণ্ড)

বিষয়—হরিবল্লভের সহিত কথা। খৃষ্টান মিশ্র দৃষ্টে ভাবাবেশ ও তাঁহার প্রতি উপদেশ। ঠাকুরের সমাধি। নরেন্দ্রের গান।

উপস্থিত—হরিবল্লভ, ডাক্তার সরকার, মাষ্টার, মিশ্র (Quaker)।

৬-১১-৮৫ আশ্বিন অমাবস্যা। শ্যামাপূজা—শ্যামপুকুর।

বিষয়—ঠন্‌ঠনের ৺সিদ্ধেশ্বরীর প্রসাদ গ্রহণ। রাম, রাখাল, নিরঞ্জন, কালীপদ, মাষ্টার প্রভৃতির সহিত কথা। (বেলা ৯টা ও পরে)।

বেলা ২টার পর—ডাক্তারের সহিত কথা ও তাঁহাকে রামপ্রসাদের ও কমলাকান্তের গানের পুস্তক প্রদান। কালীপদ ও গিরীশের গান। হরিবল্লভ ও অধ্যাপক নীলমণিকে সম্ভাষণ। রাত্রি ৭টার পর জগন্মাতার পূজা। ঠাকুরের সমাধি ও ভক্তদের পূজা ও স্তব।

উপস্থিত—মাষ্টার, রাম, রাখাল, নিরঞ্জন, কালীপদ, গিরীশ, খোকা (মনীন্দ্র), লাটু, ডাক্তার সরকার, হরিবল্লভ, অধ্যাপক নীলমণি, শরৎ, শশী, চুণীলাল, ছোট নরেন, বিহারী প্রভৃতি। (তৃতীয় ভাগ—দ্বাবিংশ খণ্ড।)

কাশীপুর, ১৮৮৬।

২৩-১২-৮৫ অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-২য়া। কাশীপুর। (সকাল হইতে)

বিষয়—সকালে—'প্রেমের ছড়াছড়ি'। মাষ্টার ও নিরঞ্জনের সহিত কথা। অসুখের গূহ্য উদ্দেশ্য। শ্রীমুখকথিত চরিতামৃত—মণির কাছে মুক্তকণ্ঠ। (চতুর্থ ভাগ,—একত্রিংশ খণ্ড)

উপস্থিত—নিরঞ্জন, কালী, চুণী, শশী, মাষ্টার, নবগোপাল।

৪-১-৮৬ অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-১৪শী। কাশীপুর। সোমবার।

বিষয়—নরেন্দ্রের সহিত কথা। নরেন্দ্রের ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা ও তীব্র বৈরাগ্য। (বেলা ৪টার পর)। (তৃতীয়—ত্রয়োবিংশ)

উপস্থিত—মণি, নরেন্দ্র, বুড়ো গোপাল, নিরঞ্জন, শশী, প্রভৃতি।

৫-১-৮৬, অগ্রহায়ণ-অমাবস্যা, মঙ্গলবার ২২শে পৌষ। কাশীপুর (বেলা ৪টার পর)

বিষয়—মণির সহিত নিভৃতে কথা। সংসার ও নরক যন্ত্রণা। 'বাসনায় আগুন দিতে হয়'। বন্দোবস্ত জন্য নরেন্দ্রের বাটী গমন।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, মণি প্রভৃতি। (তৃতীয়—ত্রয়োবিংশ)

১১-৩-৮৬ ফাল্গুন-শুক্লা-৬ষ্ঠী। কাশীপুর। ২৮শে ফাল্গুন ১২৯২, বৃহস্পতিবার। (রাত্রি প্রায় ৮টা)।

বিষয়—কালীবাড়ীর মুহুরী ভোলানাথের নিকট হইতে শরতের তেল আনিতে যাওয়া। নরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ। 'মায়াবাদ শুকনো'। 'নিত্যে পৌঁছে লীলায় থাকা এই পাকা মত।' মহিমাচরণ। (৪র্থ, ৩২শ)

উপস্থিত—নরেন্দ্র, শশী, মাষ্টার, বুড়োগোপাল, শরৎ প্রভৃতি।

১৪-৩-৮৬ ফাল্গুন-শুক্লা-৯মী। কাশীপুর। রবিবার, ২রা চৈত্র।

বিষয়—ভক্তদের পদসেবা। কেন অসুখে কষ্ট সহ্য করা। (সন্ধ্যার পর)

উপস্থিত—নরেন্দ্র, রাখাল, মণি, গিরীশ, উপেন্দ্র ডাক্তার, নবগোপাল কবিরাজ, প্রভৃতি। (তৃতীয় ভাগ—চতুর্ব্বিংশ খণ্ড)

১৫-৩-৮৬, ফাল্গুন-শুক্লা-১০মী। ৩রা চৈত্র-সোমবার ১৫ই মার্চ্চ। কাশীপুর। (সকাল ৭।৮টা)। (তৃতীয় ভাগ—চতুর্ব্বিংশ খণ্ড)

বিষয়—মাষ্টার, রাখাল, নরেন্দ্র, প্রভৃতির সহিত কথা। কেন লীলা সম্বরণ। নরেন্দ্রের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ। নরেন্দ্রের ত্যাগ ও বীরভাবের কথা। ভক্তদের কাছে গুহ্য কথা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কে।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার, লাটু, সিঁতির গোপাল প্রভৃতি।

৯-৪-৮৬ চৈত্র-শুক্লা-৫মী। কাশীপুর। শুক্রবার।

বিষয়—সেবকের জন্য একখানি উড়ূণি ও একজোড়া চটি জুতা আনিবার আদেশ। নরেন্দ্রের সহিত বুদ্ধদেবের কথা। গুরুকৃপা প্রয়োজন। ঠাকুরের পাঁচ প্রকার সমাধি। (বেলা ৫টার পর)। (৩য়, ২৫শ)

উপস্থিত—নরেন্দ্র, কালী, নিরঞ্জন, মাষ্টার, লাটু, শশী, প্রভৃতি।

১২-৪-৮৬ চৈত্র-শুক্লা-৮মী। কাশীপুর। চড়ক সংক্রান্তি।

বিষয়—বঁটী, হাতা, ছুরী ইত্যাদি চড়কের জিনিষ কিনিবার আদেশ। সন্ধ্যার পর ফকিরের কাছে অপরাধ ভঞ্জন স্তব পাঠ শ্রবণ। মণিকে শাদা পাথর বাটী আনিবার আদেশ। (বেল ৫।৬ টা)। (তৃতীয়—ষড়্বিংশ)

উপস্থিত—শশী, মণি, ফকির, তারক, প্রভৃতি।

১৩-৪-৮৬ চৈত্র-শুক্লা-৯মী। কাশীপুর। ১লা বৈশাখ, মঙ্গলবার—রামনবমী (সকাল ৮টার পর)।

বিষয়—রামের সহিত পীড়ার কথা। শ্রীনাথ ডাক্তার, ও রাখাল হালদারের সহিত কথা। পাগলী সম্বন্ধে শশী ও রাখালের কথা।

নববর্ষারম্ভে চরণপূজা ও দুটী ছোট মেয়ের গান। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে নরেন্দ্রের বিরক্তি। সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম। ঠাকুরের কাছে সুরেন্দ্রের উচ্ছাস।

উপস্থিত—মণি, রাম, শ্রীনাথ ডাক্তার, ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত, রাখাল-হালদার, রাখাল, শশী, ছোট নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র প্রভৃতি। (৩য়, ২৬শ)।

১৬-৪-৮৬ চৈত্র-শুক্লা-১৩শী। কাশীপুর। শুক্রবার ৪ঠা বৈশাখ রাত্রি।

বিষয়—গিরীশের প্রতি স্নেহ ও নানা কথা। সংসারে কি ঈশ্বর লাভ হয়? শাস্ত্র ও অবতার।—রামাবতার ও কৃষ্ণাবতার। (২য়, ২৬শ)

উপস্থিত—গিরীশ, মাষ্টার, লাটু, শশী, বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাখালাদি।

১৭।৪-৮৬-চৈত্র-শুক্লা-১৪শী। কাশীপুর। শনিবার, ৫ই বৈশাখ রাত্রি।

বিষয়—নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিলেন। ভক্তদের ধ্যান।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, তারক, কালী, মণি প্রভৃতি। (৪র্থ, ৩৩শ)

১৮-৪-৮৬ চৈত্র পূর্ণিমা। সকাল।

মণির সহিত কথা; মেয়েদের লজ্জাই ভূষণ। ঠাকুরের আত্মপূজা। নরেন্দ্রের বৌদ্ধধর্ম্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কথা। ঠাকুরের মীমাংসা। সুরেন্দ্রের সেবা ও সুরেন্দ্রের প্রতি প্রসাদ। পুষ্করিণীর ঘাটে সঙ্কীর্ত্তন।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, মাষ্টার, মনোমোহন, শশী, নিরঞ্জন, ডাক্তার রাজেন্দ্র, সুরেন্দ্র প্রভৃতি। (চতুর্থ ভাগ, ত্রয়স্ত্রিংশৎ খণ্ড)।

২১-৪-৮৬ চৈত্র-কৃষ্ণা-৩য়া। কাশীপুর। বুধবার ৯ই বৈশাখ।

বিষয়—নরেন্দ্র ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব—মণির সহিত কথা। রামলালের সেবা। পূর্ণের গাড়ীভাড়া। সুরেন্দ্রের খস্‌খসের পরদা।

উপস্থিত—হীরানন্দ, নরেন্দ্র, রাখাল, মণি, ভবনাথ, রামলাল, গোপাল, সুরেন্দ্র, রাম, একজন ভক্ত প্রভৃতি। (চতুর্থ ভাগ—ত্রয়স্ত্রিংশৎ খণ্ড)।

২২-৪-৮৬ চৈত্র-কৃষ্ণা-৪র্থী। কাশীপুর। বৃহস্পতিবার (অপরাহ্ণ)।

বিষয়—রাখাল, শশী, ও মাষ্টারের উদ্যানপথে পাদচারণ ও ঠাকুরের সম্বন্ধে কথা। হলঘরে ডাক্তার সরকার ও ডাক্তার রাজেন্দ্রের সঙ্গে কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে কথা। ভবনাথের প্রতি উপদেশ। সিন্ধু দেশের হীরানন্দের সহিত কথা। নরেন্দ্রের স্তব পাঠ ও গান। হীরানন্দ ও মাষ্টারের সহিত ঠাকুরের গূহ্য কথা।

উপস্থিত—রাখাল, শশী, মাষ্টার, ডাক্তার সরকার, রাজেন্দ্র ডাক্তার, ভবনাথ, হীরানন্দ প্রভৃতি। (দ্বিতীয় ভাগ, সপ্তবিংশ খণ্ড)।

২৩-৪-৮৬ চৈত্র-কৃষ্ণা-৫মী। কাশীপুর Good Friday শুক্রবার

বিষয়—হীরানন্দের কাশীপুর উদ্যানে প্রসাদ পাওয়া। ঠাকুরের পদসেবা। বৈকালে নরেন্দ্রাদি ভক্তের মজলিষ। সুরেন্দ্রের অভিমান ও ঠাকুরের সান্ত্বনা। ব্রাহ্মভক্ত অমৃতের প্রতি স্নেহ। (দ্বিপ্রহর)। (২য়, ২৭শ)

উপস্থিত—হীরানন্দ, মাষ্টার, নরেন্দ্র, শরৎ, শশী, লাটু, নিত্য-গোপাল, কেদার, গিরীশ, রাম, সুরেন্দ্র, ব্রাহ্মভক্ত অমৃত বসু প্রভৃতি।

২৪-৪-৮৬ চৈত্র-কৃষ্ণা-৬ষ্ঠী। কাশীপুর।

বিষয়—ভক্তের স্ত্রীপুত্রের প্রতি স্নেহ। (দ্বিতীয়—সপ্তবিংশ)।

উপস্থিত—একজন ভক্ত ও তাঁহার পরিবার ও ছেলে প্রভৃতি।

বরাহনগর মঠ, ১৮৮৭।

২৫-৩-৮৭। বরাহনগর মঠ। শুক্রবার।

বিষয়—নরেন্দ্রের সহিত মাষ্টারের কথা। নরেন্দ্রের পূর্ব্বকথা ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা। নরেন্দ্রের অখণ্ডের ঘর। (তৃতীয়—পরিশিষ্ট)।

উপস্থিত—মাষ্টার, দেবেন্দ্র, শশী, নরেন্দ্র প্রভৃতি।

৮-৪-৮৭। বরাহনগর মঠ। Good Friday শুক্রবার।

বিষয়—শশীর পূজা। সন্ধ্যার পর বারান্দার উপর নরেন্দ্রের সহিত মাষ্টারের কথা। (বেলা ৮টা)।

উপস্থিত—মাষ্টার, নরেন্দ্র, রাখাল, শশী, বুড়োগোপাল, হরীশ, একটী ত্যাগী ভক্ত ও একটী গৃহী ভক্ত, নিরঞ্জন প্রভৃতি। (তৃতীয়—পরিশিষ্ট)

৯-৪-৮৭। বরাহনগর মঠ। (মধ্যাহ্নের পর)।

বিষয়—নরেন্দ্রের সহিত মাষ্টারের কথা। নরেন্দ্রের পূর্ব্ব কথা। নরেন্দ্রের প্রতি লোক শিক্ষার আদেশ ও শক্তি সঞ্চার।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, মাষ্টার প্রভৃতি।

৭-৫-৮৭ বৈশাখী পূর্ণিমা। বরাহনগর মঠ।

বিষয়—নরেন্দ্রাদি ভক্তদের ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা ও প্রায়োপবেশন প্রসঙ্গ। নরেন্দ্র কর্তৃক মঠের তত্ত্বাবধান। শারদা ও ভবনাথের কথা। মঠের ভক্তদের যোগবাশিষ্ঠ পাঠ, সংকীর্ত্তনানন্দ ও নৃত্য। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও গুরুপূজা। দানাদের ঘর, ঠাকুর ঘর ও কালী তপস্বীর ঘর। শশীর পিতার আগমন। রাখালের সহিত মাষ্টারের কথা। রাখালের বৈরাগ্য। নরেন্দ্রের গুরু গীতা পাঠ। নরেন্দ্রের শারদার প্রতি উপদেশ ও গান। নরেন্দ্রের মাষ্টারের সহিত কথা। নরেন্দ্রের কামিনীকাঞ্চনে ঘৃণা।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, মাষ্টার, সাতু, রাখাল, শশী, প্রসন্ন, মঠেরভাই ও তাহার পিতা, একজন ভদ্রলোক, তারক, হরীশ, ছোট গোপাল, বুড়ো গোপাল. প্রভৃতি। (দ্বিতীয় ভাগ—পরিশিষ্ট)।

৯-৫-৮৭ জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণা-২য়া। বরাহনগর মঠ। সোমবার (অপরাহ্ণ)।

বিষয়—রবীন্দ্রের মঠে আগমন। মণির সহিত রবীন্দ্রের নিভৃতে কথা। কলিকাতা হইতে নরেন্দ্র, তারক ও হরীশের প্রত্যাবর্ত্তন। নরেন্দ্রের, গানের ছলে রবীন্দ্রকে উপদেশ।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, মাষ্টার, বুড়ো গোপাল, রবীন্দ্র,তারক,হরীশ, শশী, রাখাল, প্রসন্ন প্রভৃতি। (প্রথম ভাগ—পরিশিষ্ট)।

১০-৫-৮৭ জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণা-৩য়া। বরাহনগর মঠ। মঙ্গলবার।

বিষয়— জগন্মাতার পূজা ও তন্ত্র মতে হোম ও বলি। স্নানান্তে নরেন্দ্রের গীতাপাঠ ও সুর করিয়া স্তবপাঠ। 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং'।

উপস্থিত—নরেন্দ্র, মণি, রবীন্দ্র, প্রসন্ন প্রভৃতি। (প্রথম, পরিশিষ্ট)।

২১-১০-৮৭ ফাল্গুন-কৃষ্ণা-১৪শী। শিবরাত্রি। বরাহনগর মঠ।

বিষয়—তারক ও শরতের শিবসঙ্গীত। নরেন্দ্রের কামিনী সম্বন্ধে তীব্র বিরক্তি। শশীর নিত্যসেবা। মঠের বেলতলায় ভক্তদের গীতা পাঠ ও চারপ্রহরে শিবপূজা। বেলা নয়টা হইতে।

২২-১০-৮৭ চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা। বরাহনগর মঠ। প্রত্যূষ।

বিষয়—নরেন্দ্রাদি মঠের ভাইদের গঙ্গাস্নান। শিবরাত্রি ব্রতের পর নরেন্দ্রাদির পারণ। (চতুর্থভাগ, পরিশিষ্ট)।

উপস্থিত—(২১ ও ২২শে) নরেন্দ্র, মাষ্টার, রাখাল, তারক, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, কালী, বাবুরাম, হরীশ, সিঁতিরগোপাল, শারদা, ভূপতি প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত— দৈনিকচরিত্র বা শ্রীরামকৃষ্ণপঞ্জিকা সমাপ্ত।

Swami Vivekananda to 'M'.

Thanks! 100000 Master! You have hit Ramkristo in the right point.

Few alas, few understand him!!

* Antpore
২৬ মাঘ 1889.

NARENDRA NATH

My heart leaps in joy—and it is a wonder that I do not go mad when I find any body thoroughly launched into the midst of the doctrine which is to shower peace on Earth hereafter.

* Antpore is a village in the Hugly district,—the birthplace of Swamy Premananda. The Swamiji, 'M,' and many of their fellow disciples were at this time, staying as guests at P's house.

OPINIONS.

Swami Vivekananda in a letter dated October 1897, c/o. Lala Hansaraj, Rawalpindi, says:—

"Dear M., *Cest bon mon ami*—Now you are doing just the thing. Come out man. No sleeping all life. Time is flying. Bravo, that is the way.

"Many many thanks for your publication. Only I am afraid it will not pay its way in a pamphlet form**. Never mind—pay or no pay. Let it see the blaze of day-light. You will have many blessings on you and many more curses—but বৈসাহি সব্ কাল বনতা সাহেব (that is always the way of the world, Sir). This is the time."

Swami Vivekananda in a letter dated Dehra Dun, 24th November 1897, says:—"My dear M., many many thanks for your second leaflet. It is indeed wonderful. The move is quite original and never was the life of a great teacher brought before the public untarnished by the writer's mind as you are doing. The language also is beyond all praise—so fresh, so pointed and withal so plain and easy. I cannot express in adequate terms how I have enjoyed them. I am really in a transport when I read them. Strange, isn't it? Our Teacher and Lord was so original and each one of us will have to be original or nothing. I now understand why none of us attempted his life before. It has been reserved for you—this great work. He is with you evidently. With love and namaskar, yours in the Lord, Vivekananda.

"P. S. Socratic dialogues are Plato all over. You are entirely hidden. Moreover the dramatic part is infinitely beautiful. Every body likes it, here or in the west."

Srijut **Girish Chandra Ghosh** in a letter dated 22nd March 1909 says:—**"If my humble opinion go for anything I not only fully endorse the opinion of the great Swamy (Vivekananda), but add in a loud voice that Kathamrita has been my very existence during my protracted illness for the last three years.** You deserve the gratitude of the whole human race to the end of days."

Swamy Ramkrishnananda (Sasi Maharaj), Belur Math, now of the Madras Math, in a letter dated 27th Oct. 1904, says:—** "You have left whole humanity in debt by publishing these invaluable pages fraught with the best wisdom of the greatest Avatar of God."

In a letter dated Mylapur, Madras, 10th April, 1909, he also says:—"I went through the graphic description (in Sri Srj Ramkrishna Kathamrita Part III) of Sri Guru Maharaja's going to bless Pandit Iswar Chandra Vidyasagore. It is unparallelled. The picture is so very vivid that it is perfectly life-like. You have been able to baffle the all-destructive power of time. We see Sri Guru Maharaj again with the Bhaktas engaged in saving miserable men and women from the hands of Ignorance and Death. God preserve your life for a long time to come so that you may successfully wage war against All-destroying Time and Keep Sri Ramkrishna ever living in this world of miseries so that his Divine presence may serve to dispel the gloom from many minds. **

SWAMY PREMANANDA (Baburam) of Belur Math, in a letter dated Puri, 21st July, 1906, says:—শ্রীশ্রীকথামৃত ঘরের কথা বলে এত দিন বড় মন দিই নাই। কিন্তু এখন আর হাত ছাড়া কর্ত্তে পাচ্ছি না। কত কথাই মনে হচ্ছে।'ধন্য আপনি। In his letter dated, Belur Math, 19th April 1909 he says :—* * "কথামৃত পাঠে হাজার হাজার লোকে প্রাণ পাচ্ছে, সহস্র সহস্র ভক্ত আনন্দ উপলব্ধি করছে, কত শত লোক সংসারের তাপে তাপিত হয়ে শান্তি পাচ্ছে। * * সত্যকথা, দেখেছি কতলোকে শান্তি পাচ্ছে,—এই শে ক মোহের সংসারে।"

SWAMY ABHEDANANDA, Belur Math, now at New York, says :— I think your Bengali edition of Sri Ramkrishna Kathamrita is perfect.

Mr. N. Ghosh in the Indian Nation, 19th May, 1902, says—

Ramkrishna Kathamrita by M. Part I. is a work of singular value and interest. * He has done a kind of work which no Bengali had ever done before, which, so far as we are aware, no native of India had ever done. It has been done only once in history, namely by Boswell.* But then the immortal biography is only the life of a scholar and a kindhearted man. This Kathamrita, on the other hand, is the record of the sayings of a Saint. What is the wit or even the worldly wisdom of the great Doctor by the side of the Divine teachings of a genuine Devotee? Its value is immense. We say nothing of the sayings themselves—for the character of the teacher and the teaching is well-known. They take us straight to the truth and not through any metaphysical maze. Their style is Biblical in simplicity. What a treasure would it have been to the world if all the sayings of Sree Krishna, Buddha, Jesus, Mahomet, Nanak and Chaitanya could have been thus preserved!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত বঙ্গভাষার এক অমূল্য জিনিষ।* * *

'ম' ভিন্ন এই অমৃত আর কাহারও ভাণ্ডারে নাই। আমাদের বিশ্বাস, এই গ্রন্থ ঘরে ঘরে পঠিত হইবে। নব্যভারত ১৩০৮ চৈত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত বস্তুতই অমৃতের নিধি। সঞ্জীবনী, ৪ঠা বৈশাখ, ১৩০৯।

প্রকাশক, শ্রীপ্রভাশচন্দ্র গুপ্ত।

কলিকাতা; ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর গলি